প্রত্নতত্ত্ববারিধি তৃতীয়ভাগ

বা

মানবের আদি জন্মভূমি

"যদি হরিস্মরণে সরসং মনঃ
শৃণু তদা জয়দেবসরস্বতীম্"।

"বেদোনিত্যমধীয়তাম্"

অশ্মন্বতী রীয়তে সং রভধ্বং
উত্তিষ্ঠত প্রতরত সখায়ঃ।
অত্র জহাম যে অসন্ অশেবাঃ,
শিবান বয়ম্ উত্তরেম অভিবাজান্॥
৮—৫৩ সূ—১০ম।

এই অশ্মন্বতী নদী, ওহে বন্ধুগণ!
উৎসাহে উঠিয়া সবে হও ত্বরা পার।
অসৎ অশিব যাহা করি পরিহার,
আমরা শুভান্তরে করিব গমন॥

শ্রীউমেশচন্দ্রবিদ্যারত্ন।

শ্রীউমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন।

UMESH CHANDRA VIDYARATNA.

(AGE 66).

Block by Great Eastern Studio, Calcutta.

ORIGINAL ABODE OF MANKIND

OR

PRATNATATTVA BARIDHI

PART III

মানবের আদি জন্মভূমি

বা

প্রত্নতত্ত্ববারিধি

তৃতীয় ভাগ

কবিতা-কৌমুদী, ব্যাকরণ-মঞ্জুষা, বাচ্যান্তরদীপিকা, বৈদ্যকায়স্থ-মোহ-মুদ্গর, বল্লাল-মোহমুদ্গর, শাণ্ডিলতা, সূত্রধরতত্ত্ব ও সুয়াপুর-গুপ্ত বংশাবলী (সংস্কৃত) প্রভৃতি-গ্রন্থ-প্রণেতা, ভারতী, বঙ্গভাষা, বঙ্গদর্শন, সাহিত্যসংহিতা, অর্চ্চনা, পথিক ও উপাসনা প্রভৃতি মাসিক পত্রিকার প্রবন্ধলেখক, আরতি পত্রিকার আদি সম্পাদক এবং ঋগ্বেদের সংস্কৃত প্রকৃতার্থবাহিনী টীকারচয়িতা

শ্রীউমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন

প্রণীত

সাথী প্রেস—২।১ পটুয়াটোলা লেন, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা

শ্রীহেমচন্দ্র রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

মাহ—অগ্রহায়ণ, ১৩১৯ শাল।

মূল্য ১৷৷০ দেড় টাকা

সূচি-পত্র

শ্রীল শ্রীযুক্ত মণীন্দ্র চন্দ্র নন্দী
মহারাজ বাহাদুর।

উৎসর্গ-পত্র

যিনি চারিত্র্যগুণে মানবদেবতা, দানে মূর্ত্ত দাতাকর্ণ, ঔদার্য্যে
কৌরবকুলকেতু ভীষ্ম, বিনয়ে সব্যসাচী, যিনি অতুল বিভব
থাকিতেও নিরহঙ্কার এবং দরিদ্রের মা-বাপ ও
বিদ্বানের একমাত্র উৎসাহদাতা
ও আশ্রয়স্থান, যাহার
প্রদত্ত ৫০০৲ টাকা দ্বারা এই
"মানবের আদি জন্মভূমি" মুদ্রিত হইল
সর্ব্বজনপ্রিয়, সর্ব্বজনমনোরঞ্জনকারী অসেচনকমূর্ত্তি
অজাতশত্রু
কাশিমবাজারাধিপ সেই প্রাতঃস্মরণীয়
শ্রীলশ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহারাজ বাহাদুরের
পবিত্র নামে
এই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র গ্রন্থ
কৃতজ্ঞতাবিনম্র গ্রন্থকারকর্ত্তৃক সাদরে
উৎসর্গীকৃত হইল।

অবতরণিকা

প্রায় অর্দ্ধশতাব্দীকাল গভীর গবেষণা ও শাস্ত্রালোচনার পর আজি শুভ বা অশুভক্ষণে আমার প্রত্নতত্ত্ববারিধির তৃতীয়ভাগ বা "মানবের আদি জন্মভূমি" নামক গ্রন্থ প্রকাশিত হইল। আমি এ বিষয়ে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, আমার শ্রম সফল হইয়াছে কি না, তাহা প্রবীণগণের বিচার্য্য।

পাশ্চাত্য মনীষিগণ সমস্বরে বলিয়া গিয়াছেন ও বলিতেছেন যে হিন্দুদিগের বেদাদি শাস্ত্রগ্রন্থসমূহে এমন একটী কথাও নাই যে তাঁহারা ভারতের বাহিরের কোনও জনপদ হইতে আসিয়া ভারতে উপনিবিষ্ট হইয়াছেন। কেহ কেহ বা বলিতেছেন যে আর্য্যগণ বাক্‌ট্রিয়া বা ঐরূপ কোনও তথাকথিত মধ্য আশিয়া হইতে দ্বিধা বিচ্ছিন্ন হইয়া একদল ককেশশের পার্শ্ব দিয়া ইউরোপে ও অন্য দল পারস্যের ইরাণে আসিয়া উপনীত হয়েন। পরে গৃহবিবাদনিবন্ধন একদল ইরাণপরিত্যাগপূর্ব্বক ভারতে যাইয়া হিন্দুজাতির ভিত্তিপত্তন করেন। ইরাণ-স্থিত অন্যদলেরই নামান্তর আজি পার্শীজাতি।

কিন্তু আমরা একমাত্র বেদ, উপনিষৎ, রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণসমূহের পর্য্যালোচনাদ্বারা ইহাই জানিতে পারিয়াছি যে, পাশ্চাত্য মনীষিগণের কোনও একটি কথার মূলেই কোনও প্রকৃত ঐতিহ্য বিদ্যমান নাই। তাঁহারা গ্রীক্ প্রভৃতি জাতির বয়ঃক্রমের পূর্ব্ব সময়টাকে Prehistoric বা প্রাগৈতিহাসিক সময় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু আমরা দেখিতেছি যে আমাদিগের তন্ত্র ছাড়া অন্যান্য সমগ্র গ্রন্থই গ্রীক্ সভ্যতার পূর্ব্ববর্ত্তী, এবং আমাদিগের বেদ, উপনিষৎ, রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণসমূহই জগতের প্রকৃত ইতিহাস। অবশ্য ঐ সকল গ্রন্থ একালের মার্জ্জিত প্রণালীতে বিরচিত নহে, কিন্তু অন্য দেশের নাই মামা অপেক্ষা আমাদিগের দেশের এই সকল কাণামামার দ্বারা আমরা জগতের প্রাচীনতম যুগের বহু প্রকৃত ঐতিহ্য জানিতে পারিতেছি।

তোমরা বেদসমূহকে কেহ হরেব্বাক্, কেহ বা অসারকৃষকগান ও কেহ কেহ বা প্রলাপবাক্য বলিয়া পক্ষা বা গর্হা করিতে পার, কিন্তু আমরা ক্রমাগত

২৫ বৎসরকাল তন্নতন্নভাবে পুনঃপুনঃ বেদাধ্যয়ন করিয়া ইহাই জানিতে পারিয়াছি যে তদানীন্তন পূর্ব্বপুরুষগণ যখন যাহা হইত, যখন যাহা ঘটিত, মনে যখন যে ভাবের উদয় হইয়াছে, অনুসন্ধানে যখন যাহা জানিতে পারিয়াছেন, প্রকৃতির বৈচিত্র্যসন্দর্শনে তাঁহাদিগের প্রসন্নহৃদয়ে যখন যে সকল ভাব ও জিজ্ঞাসার উদয় হইয়াছে, তাঁহারা বেদে তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। বেদ না ঈশ্বরবাণী এবং না ইহা কর্ণপীড়াদায়ক চাষার গান বা প্রলাপবাক্য। ইহা জগতের মহান্ আদি ধর্ম্মগ্রন্থ, আদি মহাকাব্য ও আদি মহাপুরাণ।

ফলতঃ কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি বৌদ্ধ, কি খৃষ্টান্, কি পার্শী বা কি হিব্রুজাতিসনাথ সেমিতিক জাতি, বেদ, উপনিষৎ, রামায়ণ, মহাভারত ও প্রাচীন এবং প্রধানতম পুরাণসমূহ, উক্ত সর্ব্বজাতির সাধারণ পৈতৃক সম্পৎ। প্রকৃত মধ্য এশিয়া বা মানবের আদি জন্মভূমি মঙ্গলিয়া হইতে গ্রীক্, লাটিন, ফ্রেঞ্চ, জর্ম্মাণ, শ্যাকসন ও ইংরাজপ্রভৃতি কোনও জাতির কোনও পূর্ব্বপুরুষ একচের ককেশশ হইয়া ইউরোপাদিতে প্রবেশ করেন নাই, আমরাও পার্শী-দিগকে ইরাণে রাখিয়া ভারতে আসিয়া বদ্ধমূল হইয়াছিলাম না। এ সম্বন্ধে পাশ্চাত্যগণ যাহা যাহা বলিয়াছেন ও বলিতেছেন, তাহার কোনও প্রমাণ নাই। পক্ষান্তরে দেবতাখ্য ব্রাহ্মণেরা পিতৃলোক আদিস্বর্গ বা মঙ্গলিয়া হইতে ভারতে আসিয়া আর্য্য বা লর্ড নামে সমলঙ্কৃত হয়েন। সেই ভারতীয় আর্য্যগণের একদল গৃহবিবাদনিবন্ধন আর্য্যাবর্ত্ত বা Aryanem Vaejo পরিত্যাগপূর্ব্বক পারস্যের উত্তর ভাগ ও তুরুস্কের দক্ষিণভাগে যাইয়া গৃহপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে ব্রহ্মাসুর পারস্যের উত্তরভাগে যাইয়া যে রাজ্যের পত্তন করেন, উহা ভারতীয় আর্য্যগণের নাম হইতে "আর্য্যায়ণ" নামে বিশেষিত হইয়া শেষে উহার অপভ্রংশে আইরাণ বা ইরাণনামে প্রখ্যাত হয়। ঐরূপ বাইবেলের ইস্রায়েল, তুরুস্কের অর্ব্বন ও আরমাণী, আলবেনীয়া, ককেশসের উপত্যকার আইবেরিয়া, গ্রীসের উত্তরদিকস্থ আরীয়া, জর্ম্মাণদিগের আরিয়াই এবং এরিণ বা আয়ার্ল্যাণ্ড শব্দ ভারতীয় আর্য্য শব্দহইতে ব্যুৎপাদিত। আর ব্রহ্মের কনিষ্ঠ ভ্রাতা মহাসুর বা যে রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন, তাহাই আজি জগতে আসুরীয় (অসুরস্য ইদং) বা Assyria নামের বিষয়ীভূত, এবং উক্ত অসুরগণের অনুচর দুর্দ্দান্ত পণিগণও ভারতহইতে বিতাড়িত হইয়া তুরুস্কে যাইয়া ফিনিশীয়ান্ জাতির পত্তন করেন।

এবং সগরাদেশে হিন্দু যবনগণ মুণ্ডিতশিরস্ক ও মুক্তকচ্ছ হইয়া লাঞ্ছিত হইলে তাঁহারা তুরুস্কে যাইয়া প্রথমতঃ যে পল্লীস্থানের প্রতিষ্ঠা করেন, তাহা Palastine বলিয়া প্রখ্যাত হয় এবং উক্ত যবনগণ, যবনশব্দের বিকারে (যবন-জোন, জু) ক্রমে জুনামে প্রখ্যাতি লাভ করেন। উক্ত হিব্রু বা যবন জাতির এক শাখা আরব ও অন্য এক শাখা মিশরে প্রবেশ করিয়াছিলেন, সেই মৈশর যবন-গণের একদলদ্বারাই গ্রীক যবনগণের ভিত্তিপ্রতিষ্ঠা হয়। তাই এখনও গ্রীকেরা আপনাদের নামের অন্তে ভারতীয় রাজা নহুষের নাম যোজিত করিয়া আসিতেছেন। আরবগত যবনগণ তাঁহাকে "নু" এবং হিব্রুযবনগণ তাঁহাকে বাইবেলে "নোওয়া" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সুতরাং সমগ্র পুরাতন পৃথিবীর প্রায় সমগ্র জাতি সাক্ষাৎসম্বন্ধে ভূতপূর্ব্ব ভারতসন্তান।

আফ্রিকার সকল সভ্যজাতি আপনাদিগকে ভূতপূর্ব্ব ভারতসন্তান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের পুরীমঠের নামই পীরামিড। আর আফ্রিকার মনগণও ঋগ্বেদের "মৃধদেব" বা ভারতীয় অসুরদিগের শাখান্তর বিশেষ। তাই মিশরাদিদেশে ভারতীয় মনু (Manes) ও ভারতীয় মূর্ত্তিপূজার সঞ্চার দেখা যায়। ইউরোপের ড্রুইডদিগের ধর্ম্মকর্ম্মও ভারতীয় পৌরাণিক ধর্ম্মের সংস্করণবিশেষমাত্র। ইউরোপের কেলট বা কেলটিকগণ, ভারতীয় কিরাত বা কৈরাতিকগণের অনন্তরবংশ্য। ইউরোপের Teuton শব্দও বেদের ত্রিতন শব্দহইতে ব্যুৎপাদিত। পাশ্চাত্যেরা শকদিগকে অনার্য্য ও ভারতের বহিঃশক্র বলিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহারা অযোধ্যার বৈবস্বত মনুর পুত্র নরিষ্যন্তের অনন্তরবংশ্য।

> ইক্ষ্বাকুশ্চৈব নাভাগোধৃষ্টঃ শর্য্যাতিরেব চ।
> নরিষ্যন্তশ্চ বিখ্যাতো নাভানেদিষ্ট এব হি॥ ৩৪
> করূষশ্চ পৃষধ্রশ্চ বসুমান্ লোকবিশ্রুতঃ।
> মনোর্বৈবস্বতস্যৈতে নব পুত্রাশ্চ ধার্ম্মিকাঃ॥ ৩৫
>
> ১ অ—৩ অংশ—বিষ্ণুপুরাণ

ইক্ষ্বাকু, নাভাগ, ধৃষ্ট, শর্য্যাতি, নাভানেদিষ্ঠ, করূষ, পৃষধ্র, বসুমান্ ও নরিষ্যন্ত, এই নয়জন বৈবস্বত মনুর নয় পুত্র।

নরিষ্যতঃ শকাঃ পুত্রা নাভাগস্ত তু ভারত।
অম্বরীষোঽভবৎ পুত্রঃ পার্থিবর্ষভ সত্তমঃ॥

২৮—১০ অ হরিবংশ।

উক্ত নরিষ্যন্তের পুত্রের নাম শক। উক্ত বংশে জন্মগ্রহণনিবন্ধন মহাত্মা মানবদেবতা বুদ্ধদেব শাক্যসিংহ বিশেষণের বিষয়ীভূত। এই শকগণের সূনুরা সগরকর্ত্তৃক পরাভূত ও লাঞ্ছিত হইয়া (অর্দ্ধমুণ্ডান্ শকান্—২১ ৩ অ —৪ অংশ বিষ্ণু পুরাণ) প্রথমতঃ অন্তরীক্ষের একদেশ তুরুষ্কে গমন করেন।

যৎ শকা বাচ মারুহন্ অন্তরিক্ষম্। অথর্ব্ববেদ।

এবং তথায় তাঁহারা আর্য্যারাম (আর্য্যা রমন্তে অত্র) জনপদ ও আর্য্যামানব (আরমানী) জাতির প্রতিষ্ঠা করিয়া ইউরোপে গমন করেন। তথায় তাঁহারা কাস্পীন সাগরের পশ্চিম বেলায় যে জনপদের পত্তন করিয়াছিলেন, তাহাই আজি ভাষার বিকারে (শকাবসথ হইতে) শিদিয়া নামের বিষয়ীভূত এবং তাঁহাদিগের গুরুপুরোহিত শর্ম্মনগণ ইউরোপে সর্ব্বাদৌ যে জনপদের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহা তখন

শর্ম্মেশিয়

নামে প্রথিত হয়। এই শর্ম্মন্‌দিগের দ্বিতীয় রাজ্যের নামই জর্ম্মাণী ও জাতির নাম জর্ম্মাণ। এখনও পোলাণ্ডে শর্ম্মন্ নামে একটী জাতি পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। এবং এই শকসূনুদিগের দ্বিতীয় রাজ্যের নামই শাকসনী ও জাতির নাম শাকসন। উক্ত লো জর্ম্মাণ ও শাকসন জাতিহইতে ইংরাজজাতি সমুদ্ভূত। এবং ভারতের ব্রাত্য ক্ষত্রিয় কিরাতহইতেই কেলট ও গলজাতির সমুদ্ভব।

গ্রীকগণ চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় যবনসন্তান (তুর্বসো যবনা জাতাঃ) কিন্তু তাঁহারা আপনাদিগকে Heleenes জাতিও বলিয়া থাকেন। উক্ত হেলেনিস্ শব্দ সূর্য্যার্থক হেলিন্ শব্দ হইতে ব্যুৎপাদিত। গ্রীকেরা যে সূর্য্যকে Helios বলিয়া থাকেন, উহারও নিদান সংস্কৃত হেলিস্ (হেলি + সি = হেলিঃ বা হেলিস্) শব্দ। Heleenes শব্দের অর্থ সূর্য্যবংশীয়। কিন্তু গ্রীক যবনেরা চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয়। সুতরাং বোধ হয় অপোগস্থানের রোমকপত্তনবাসী সূর্য্যবংশীয় কম্বোজ ক্ষত্রিয়গণ গ্রীসে যাইয়া প্রথমে উপনিবিষ্ট হয়েন, তজ্জন্য গ্রীকদিগের জাতীয় নাম Heleenes হইয়াছিল। পরে কম্বোজেরা ইটালীতে যাইয়া দ্বিতীয় রোমক পত্তনের পত্তন

করিয়া লাটিনজাতিতে পরিণত হয়েন। এই জন্যই গ্রীক ও লাটিন ভাষা সংস্কৃত বহুল ও গ্রীকজাতির মাইথলজি এবং দেবগণ ভারতীয় ভাবাপন্ন।

দক্ষিণ আমেরিকার অধিবাসীরাও ভূতপূর্ব্ব ভারতসন্তান। এখনও তথায় ভারতবিতাড়িত বলির সদ্ম রসাতল (বলিভীয়া) বিরাজমান। এখনও দক্ষিণ আমেরিকায় "রামসীতোয়া" উৎসব সম্পন্ন হইয়া থাকে। বর্ম্মার মগেরা ব্রাত্য ক্ষত্রিয় ও জাতিতে কিরাত। সমগ্র পূর্ব্বোপদ্বীপ ভারতসন্তানে পরিপূর্ণ; উহা ত্রিভূমি ভারতেরই অংশ ও অঙ্গবিশেষ। নেপালের প্রাচীন নাম চীন। এখান হইতে চীননামক ব্রাত্য ক্ষত্রিয়গণ বর্ত্তমান চীনে যাইয়া উপনিবিষ্ট হয়েন। ইহার পূর্ব্বনাম জনলোক।

উদঙ্ জাতো হিমবতঃ
স প্রাচ্যাং নীয়সে জনম্। অথর্ব্ববেদ।

এখনও চীনের বহুলোক প্রকৃত হিন্দু এবং তথায় বহু গৃহে দশ মহাবিদ্যার পূজা ও আরতি হইয়া থাকে। এই চীনগণদ্বারাই জাপানজাতি গঠিত জাপানীদিগের দেবালয়ে সাইনবোর্ড সকল ত্রিহুতী বাঙ্গালা অক্ষরে লিখিত। তবে কেবল উত্তর আমেরিকাই স্বর্গ ও নরকের ভূতপূর্ব্ব অধিবাসী দৈত্যদানবগণ দ্বারা অধ্যুষিত। উঁহারা এইক্ষণে তথায় রেড ইণ্ডিয়ান নামে পরিচিত।

সুতরাং পাশ্চাত্যগণ যাহা যাহা বলিয়া থাকেন তাহার একটী কথাও প্রকৃত নহে। আমরা "ইউরোপীয়গণ ভারতসন্তান" এই প্রবন্ধে বহু প্রামাণ্য প্রমাণ দ্বারা তাঁহাদিগের মতের খণ্ডন করিয়াছি।

মহামতি উইলিয়ম এফ ওয়ারেণ সাহেব যে প্যারাডাইজ ফাউণ্ড নামে গ্রন্থ লিখেন, পূজনীয় বলবন্তরাও গঙ্গাধর তিলক উঁহারই অনুগামী হইয়া North pole বা উত্তরকেন্দ্রের আদিগেহত্বসম্বন্ধে অনেক কথাই বলিয়াছেন। তিলক আমাকে তাঁহার Arctic Home in the Vedas নামক গ্রন্থ পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত আমার বহু আলাপও হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার ও ওয়ারেণ সাহেবের উক্তিপরম্পরা সম্পূর্ণ বেদবিরুদ্ধ বলিয়া আমি গ্রহণ করিতে পারিলাম না।

অনেকে ভারতের আদিগেহত্বসম্বন্ধেও অনেক কথা বলিয়াছেন। যেমন পূজনীয় ৺সত্যব্রত সামশ্রমিপ্রভৃতি। কিন্তু তাঁহাদিগের উক্তিও প্রমাণশূন্য ও বেদ

বিরুদ্ধ বলিয়া আমাকে পরিহার করিতে হইয়াছে। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত দ্বিজদাস দত্ত গুপ্ত এম্‌-এ (ত্রিপুরা ব্রাহ্ম-সমাজের এক বক্তৃতায়) ইরাণকে আদিগেহ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু আমরা মূলগ্রন্থে ইরাণের আদিগেহত্ব নিরাকৃত করিয়াছি। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার এম্‌-এ, বি এল মহোদয় মডারেণ রিভিউতে মে ও আগষ্ট মাসে আশিয়ার দক্ষিণের কোন স্থানকে আদিগেহ বলিতে অভিলাষী হইয়াছেন। তাঁহার মত পরিশিষ্টে খণ্ডিত হইল। যখন বেদাদি কোনও শাস্ত্রই হিমালয়ের দক্ষিণের কোনও স্থানকে পিতঃ বা পিতৃলোক বলিয়া নির্দ্দেশ করে না, যখন "দ্যৌঃ" পিতৃপদবাচ্য, তখন ব্রাহ্মণ তাঁহার পক্ষে সাহেবদিগের কথায় বিচলিত হওয়া সমীচীন হয় নাই।

আমি মঙ্গলিয়ার মধ্যগত আলটাই (ইলাস্থায়ী) বা মেরু পর্ব্বতের সানুদেশকে মানবের আদি জন্মভূমি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি এবং জগদ্বরেণ্য বেদ ও অন্যান্য শাস্ত্রহইতে যে সকল প্রমাণপ্রদর্শন করিয়াছি, বোধ হয়, তৎপাঠে কেহ আর আমার মতের পরিপন্থী হইবেন না। অবশ্য আমি নির্ঘণ্টুকোষ, যাস্ক, শাকপূণি ও ঔর্ণনাভের নিরুক্ত এবং উবট্, সায়ণ, মহীধর ও শঙ্করভাষ্যের বহু কথাই অগ্রাহ্য করিয়া স্বাধীনভাবে বেদব্যাখ্যা করিয়াছি, কিন্তু আশা করি তথাপি কেহ—

"ওরে মূর্খ আটলান্টিকেরও
কি আবার পাড় আছে ?"
"তাতস্য কূপোদকমেব পুতম্।"

এই সকল ভ্রষ্টবুদ্ধির পদতলে স্বাধীন আত্মা বিলুণ্ঠিত হইতে দিয়া আমার কথাগুলি উড়াইয়া দিবেন না। আমি ৮৫ বৎসর অক্লান্ত পরিশ্রম ও গভীর গবেষণা করিয়া যাহা সত্য বলিয়া জানিতে পারিয়াছি, কেহ সহসা তাহাতে অবিশ্বাস করিবেন না।

আমরা মূলগ্রন্থে দেখাইয়াছি যে, বামনবিষ্ণু আমাদিগের পূর্ব্ব-পিতামহ বৈবস্বতমনু ও শমুপ্রভৃতিকে লইয়া অপোগস্থানের ভিতর দিয়া ভারতে প্রবেশ করেন। তজ্জন্য অন্তরিক্ষের একদেশ অপোগস্থান "সুরবয়" নামের বিষয়ীভূত। কিন্তু দেবকুলধুরন্ধর বিষ্ণুকে উপদ্রুত দেবগণের জন্য তিনবার (ত্রিশ্চিৎ) ভারতে আসিতে হইয়াছিল। আমরা মনে করি তিনি প্রথমবার আফগানিস্থানের পথে আসিয়া পশ্চিমসমুদ্র পার হইতে কষ্ট পাইয়া শেষ দুইবার

বদ্রিনারায়ণের পথে ভারতে আগমন করেন। তাই আমরা কনখলের প্রান্তে হিমালয়পাদদেশে "হরিদ্বার" নামক তীর্থের অস্তিত্ব দেখিতে পাইয়া থাকি। তাঁহার প্রথমপাদবিক্ষেপস্থান বিষ্ণুপাদ ভূমি ও গঙ্গার উৎপত্তিস্থান বিষ্ণুপদ সরঃ এই হরিদ্বারেরই সুদূর উত্তরে সমবস্থিত। শাস্ত্রপ্রবীণ পূজনীয় কৃষ্ণমোহন বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ও বিষ্ণুর ভারতাগমন স্বীকার করিয়া গিয়াছেন :—

The "three strides of Vishnu are noticed in the Rig Veda, in language which clearly points to the place whence the Aryans commenced their migratory march to India, perhaps under the guidance of Vishnu himself.

Aryan Witness, P. 22.

কিন্তু ইহাই প্রকৃত ঐতিহ্য, পরন্তু বোধ হয় না it perhaps নহে। বন্দোপাধ্যায় মহাশয় স্বাধীনভাবে বেদ পাঠ করিলে নিশ্চিতই এই perhaps শব্দের ব্যবহার করিতেন না। শত পথের সেই উত্তর গিরেঃ মনোরপসর্পণংও বিষ্ণুসহ মন্বাদির ভারতাগমন ভিন্ন আর কিছুই নহে।

অবশ্য অনেকেই আমার প্রার্থনাবশতঃ আমার এই গ্রন্থের সমালোচনা করিবেন। আমার বিনীত প্রার্থনা ইহাই যে কেহ যেন আদি অন্ত না পড়িয়া ও মূল প্রমাণগ্রন্থগুলি না দেখিয়া সহসাই আমার মস্তক হাতে না কাটেন। আমি জানি, আমার এই গ্রন্থ ইংরাজীপ্রভৃতি ভাষায় অনূদিত হইয়া ইউরোপ ও আমেরিকায় না গেলে এই ভারতবর্ষে আমি আমার পরিশ্রমের প্রকৃত ওজন করাইতে পারিব না, তথাপি বিনীত নিবেদন, কেহ অবিচারে গালিবর্ষণ না করেন। আমি কোনও কথাই নূতন বলি নাই, ঋষিরাই বলিয়াছেন, স্বর্গ ও নরক ভৌম, দেবতারা নর ও মর এবং ঋষিরাই বলিয়াছেন যে, পিতৃভূমি স্বর্গের দেবাখ্য (ব্রাহ্মণাখ্য) নরেরাই ভারতে আসিয়া আর্য্যজাতিতে পরিণত হইয়াছিলেন। যেমন সেই ভারতীয় আর্য্যজাতিদ্বারা অন্যান্য দেশসমূহ অধ্যুষিত, তেমনই ভারতীয় সংস্কৃতভাষার বিকারেই গ্রীক্, লাটীন, জেন্দা, হিব্রু ও জর্ম্মণ প্রভৃতি ভাষা গঠিত। বাইবেলও ভারতীয় হিন্দু যবনগণদ্বারা হিন্দুশাস্ত্রের সত্য ও ভ্রান্তিদ্বারা বিরচিত। এবং মহাত্মা যিশুও ভারতে আসিয়া বেদ, উপনিষৎ, গীতা ও মনুসংহিতাপ্রভৃতি পাঠ করিয়া গীতায় তন্ময় হইয়া আপনাকে ভারতীয়

"কৃষ্ণ" নামে প্রখ্যাপিত করেন। তাঁহার খৃষ্ট নাম সেই ভারতীয় কৃষ্ণনামেরই বিকারবিশেষ। বাইবেলে খৃষ্ট নাম নাই।

আমি বেদ হইতে "দৈবতকাণ্ড", "ভৌমকাণ্ড", "মানবের আদিজন্মভূমি" ও "সারস্বতকাণ্ড" এই চারিখানি গ্রন্থ লিখিয়াছি। তন্মধ্যে প্রয়োজনবোধে প্রথমে তৃতীয়খণ্ড প্রত্নতত্ত্ব-বারিধি বা এই গ্রন্থের প্রচার করিলাম। মানব-দেবতা অবদানকল্পতরু মাননীয় শ্রীলশ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহারাজ বাহাদুরের প্রদত্ত ৫০০ টাকা সাহায্যে ও সাহিত্যজগতে সর্ব্বজনবিদিত বহুশাস্ত্রে কৃতশ্রম ও পারদৃশ্বা পূজনীয় শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের অনুগ্রহে এই গ্রন্থের মুদ্রণকার্য্য সমাপ্ত হইল। এজন্য ইঁহাদিগের নিকট আজীবন কৃতজ্ঞ থাকিব। কল্যাণভাজন শ্রীমান্ অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ বাবাজীউ আমাকে ওয়ারেণ্ সাহেবের গ্রন্থ দিয়া আমার প্রভূত উপকার করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাকেও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

আমার প্রাণের প্রাণ, প্রাণপ্রতিম কনিষ্ঠপুত্র স্বর্গত মনোরঞ্জন দাশগুপ্ত আমার এই গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদ করিতেছিল, সে গত ২৪শে আগষ্ট রাত্রি ৭টা ৩ মিনিটের সময় দেওঘরে, দুটি হাত যোড় করিয়া আমার বাম উরুতের উপর মাথা রাখিয়া—

কামিনি! কামিনি! মা মা!
হে বিশ্বেশ্বর! হে বিশ্বেশ্বর!
বড় শ্লাঘা! বড় শ্লাঘা! বড় শ্লাঘা! বড় শ্লাঘা!

এই কথাগুলি বলিতে বলিতে নীরব হইয়াছিল, সুতরাং অনুবাদের ভার অন্যের হস্তে দিতে হইবে। শ্রাবণের উপাসনায় আমার মনোরঞ্জনের প্রথম ও শেষ প্রবন্ধ (পেন্সিল দিয়া মৃত্যুশয্যায় লেখা) "মিলন-মন্দির" মুদ্রিত হইয়াছে। এখন ইহাই আমার শেষ প্রার্থনা, ভগবান্ আমাকেও সত্বরে তাহার সহিত সম্মিলিত করুন

যখন শোণনদের পশ্চিমতীরে মনোরঞ্জনকে লইয়া আমি কৈলোয়ারে ছিলাম, তখন সে দিবা দ্বিপ্রহরে তন্দ্রাবেশে স্বপ্নে দেখে, কে তাহাকে বলিতেছে, "তুই আর আঠার দিন এই পৃথিবীতে আছিস্"—ঠিক সেই অষ্টাদশ দিবসে সে শেষযাত্রা করিল। আমিও তাহার মৃত্যুর দিন দেওঘরে দিবা দ্বিপ্রহরে

তন্দ্রাবেশে খোলাচক্ষে এক সন্ন্যাসীকে দেখিতেছিলাম। আমার চক্ষু খোলা ছিল, আমি একতাননয়নে সেই সন্ন্যাসীর দিকে তাকাইতেছিলাম, কিন্তু আমার কনিষ্ঠা কন্যা সরযূবালার ডাকে আমার নিদ্রাভঙ্গ হয়। পরদিনও অপর এক বৃদ্ধ সন্ন্যাসীকে স্বপ্নে দেখি। ইহাতে আমার মনে হইতেছে যে, প্রথম জন মনোরঞ্জনকে লইয়া যাইতে ও দ্বিতীয় জন যেন আমাকে সন্ন্যাসী হইতে উপদেশ দিতে আসিয়াছিলেন? কে জানে ইহার ভিতর কি আছে?

৪৫।৫, শিমলা ষ্ট্রীট,
২৮শে আশ্বিন, ১৩১৯ শাল।
কলিকাতা
সারস্বতগেহ।

হতভাগ্যধেয়
শ্রীউমেশচন্দ্রদাশশর্ম্মা।

PREFACE.

Western scholars have classified men as Caucasian, Mongolian, Ethiopian etc., or as Aryan and Non Aryan. But why we consider the whole human race as the descendants of one primitive pair? This riddle has been solved in this work.

If the whole human race be the descendant of a single pair, it follows that they had a certain original home in a certain region of the world. The object of my present work is to shew that this original home was Mongolia. The first man, Virát, lived on the slopes of Mount Meru or Altai in Mongolia. This place is referred to in the Hindu scriptures as "Vairája-bhavana" or the abode of Virat. Western Scholars state that the cradle home of the human race could not be fixed and that it has not been alluded to in the Hindu Scriptures.

But I have attempted to show that the original home is not only named but its location clearly described in the Vedas, Upanishads, Smritis, Puránas, Rámáyana, Mahábhárata etc., or, in other words, in the ancient literature which is the common inheritance of the

Hindus, Pársis, Buddhists, Christians and Moslems alike. This original home was Mongolia which was known as "Pitá," "Pitriloka" (the abode of the fathers), Dyo (the original heaven, or Nábhi ("navel", so named because it is situated in the middle of Asia). I have also pointed out that 'Svarga (heaven), Naraka (hell; and Pitriloka (the abode of the fathers) mentioned in the ancient Sanskrit literature refer to actual countries and not to any mythical "other worlds" visited by the departed souls. The original Svarga or Pitriloka is identical with Mongolia, the abode of the Devas ; Naraka is the country inhabited by the Daityas and Danavas, the step-brothers of the Devas. It was situated to the North of Lake Má́nasa.

Neither Bactria, nor the banks of the Amu or Jaxartes, nor the slopes of the Hindukusha, or Persia could properly be disignated as Central-Asia ; and there is no foundation of the view expressed by western scholars that one branch of the Aryans dwelling in one of those countries migrated to Europe via Caucasus, while the other settled in Persia and that a part of the second branch settled in India and became known as the Hindus. There is no authority in support of the above view or of the view of Messrs. Latham, Poesche, Penka and other scholars that the shores of the Baltic sea were the original home of the Aryans, nor are they based on sound reasoning. On the other hand my theory is supported by the Vedas and other Hindu Scriptures.

Being dislodged by the Daityas and Danavas from the Paradise (original home), our ancestors, the Devas, migrated to India and having extended their power over the dark-skinned aborigines, became known as the "Á́ryas" or Lords They became known as Á́ryas only when they came to India and not formerly. Their earlier designation was Bráhmana or Deva. The land occupied by them was Á́ryávarta or "Aryanem Vaejo" (Varta of Aryas).

There having arisen among the Á́ryas or the Devas settled in India, a dispute as to the form of worship, eating and drinking etc., they were split up into the Asuras and Devas or Suras.

सुरापरिग्रहात् देवाः सुराख्या इति विश्रुताः ।

"Having drunk wine, they became Suras". The Asuras being defeated

in the conflict that ensued were forced to take shelter in what is now known as Persia and Turkey in Asia. This conflict is known in the Hindu Scriptures as the *Devi-yuddha*.

The Asuras were thus Aryans, Devas and Bra´hmanas also (Brahmana does not here mean Brahmin by caste but "performer of austerities"). Vritra, the leader of the Asuras, founded a country in Northern Persia which became known as A´rya´yana (the abode of the A´ryas) or Aryans). His younger brother, Bala, founded the kingdom of A´suriya (Assyria in Turkey and the country founded by the Panis, a clan of the Asuras, was Phœnicia. The exodus of the Asuras from India is fully described in the Rigveda. Not advancing mere theories, but relying on our authoritative holy Scriptures, we must take the Parsis. Assyrians, Carthagians, Phœnicians and the Pœnis (which is the Latin form of Sanskrit Pani) and Moors of Northern Africa as migrators from India having their original home in Mongolia.

Prince Yavana was the son of Turvasu, the grandson of King Nahusha of the Lunar Race. His descendants were the Yavanas and their country was Ya´vanina (Yunani, Junan etc.). Being defeated by King Sagara, they were forced to shave their heads, give up their religion and flee from their country. They settled themselves in Palestine and became the Jews (the wo d Jew being derived from Sanskrit *Yavana* through the Prákrita form of *Jona*) One branch of them went to Arabia and another to Egypt and became the ancestors of the Moslems and the Egyptians respectively. Hence the Arabs describe themselves as the descendants of Nu, who is identical with our Nahusha. This Nahusha and his son Yaya´ti are also referred to in the Bible as Noah and Japhet. The Egyptians followed the Puranic religion of the Hindus. Thus their chief deity was the bull-bannered Isis (Skr. Isa—Siva). The word "Pyramid" also refers to Sanskrit "Puri-matha".

Mr. Pococke has recorded, in his "India in Greece," that the *Ethiopians of Africa claimed to be the sons of India.

The Greeks are descended from a colony of the Egyptians in Europe. So the Greeks still use the word Nahush as a surname.

(This fact has been made known to me by my third son, Mr H. L. Gupta who visited Greece). Hence also the affinity of the Greek mythology and language with those of India Thus the people of Turkey, Persia, Arabia, Egypt, Abyssinia, Carthage, Morocco and Greece are migrators from India and so remotely from Mongolia.

Being disgraced by king Sagara, the Kambojas, a tribe of Kshatriyas of the Solar or rather of the Vaivasvata) race fled to Europe. These are the ancestors of the Helenics of Helas or the Greek as they called themselves (Sans. Heli, Nom. Sing. Hels, or Helin means the "sun"). A band of Yavanas of the Lunar race and of Kambojas of the Solar race founded a city on the Tiber, named Rome after the original city of Romaka (in Apogastha'ra, a country in Ketuma'la) and became the fore runners of the Roman or Italian nation, the original home of which was thus Mongolia.

Saka was the son of Narishyanta, one of the nine sons of Manu Vaivasvata, the king of Ayodhyá. Lord Buddha is known as Sa'kyasinha (the Lion of the race of Saka) owing to his birth in this line. The larger portion of the Sakas, the descendants of the prince Saka, had to leave India, and they settled on the slopes of Mount Caucasus owing to their disgrace (of having to shave one half of their heads) and their defeat by king Sagara.

यत् शका वाचमारुहन् अन्तरात्मम् ॥ अथर्व्ववेद ।

These migrators carried with them Indian culture, religion, custom and the *Sa ka ri tongue*, a dialect mid-way between Sanskrit and Anglo-saxon.

शकाराणां शकादीनां शाकारीं सम्प्रयोजयेत् ॥ साहित्य-दर्पण ।

Thus Sanskrit *Pa'thas*, *Bengali Pa'tha'ra*, Sa'ka'ri *Va'tha'r*; whence *Oathura* used in Lanka' and A. S. *Wæter*, English *Water*, German *Wasser* and Greek Hyder are derived.

This Saka sunu ("son of Saka") tribe of the A'rya race established the Kingdom of A'rya'ra'ma' (Erzeroum)

(आर्य्या रमन्ते यत्र पार्थिवम)

in Turkey and became known as A'rya Ma'navas (Armenians). Then they left the slopes of the Causasus and proceeded to Europe. So

the Europeans describe them as of the Caucasian race. But though Caucasus was their home just before their entrance into Europe, their original home was in Mongolia Scythia is only a corruption from *Saká-vasatha* or "the abode of the Sakas" on the west bank of Ka'syapina (Caspean) Sea Hence the Northern Saka-sunus proceeded still more to the North-west and thus became the Saxons of Saxony.

The Sakas were Hindus and so they persuaded their preceptors and priests, the Sarmans, to accompany them. The settlement of these Sarmans was Sarmanesiyá (Sarmetia . Thence they proceeded to the North west and became the progenitors of the modern Germans. The word *German* is simply *Sarman* with the change of the sound of *S* into that of *G*. "German" may also be derived from "*Jarama'na*" which occurs in the Veda and has been explained by Sa'yana as meaning "worthy of reverence" Though there is no caste system in Europe, the Germans rank very high in nobility and it is most probably due to their being the descendants of Brahmans. Thus the Saxons Germans, and (hence their kinsmen) the English are descended from an Indian race having their original home in Mongolia.

The kingdom of the Kira tas, a degraded Kshatriya race, was to the south east of Nepal. Thence proceeded to Burma a band of Kira'tas described in the Ra'ma yana as gold-coloured and fine-looking. These were the ancestors of modern Burmese. Another band of the same people proceeded to the south-west and founded the "kingdom of Kira'tas" or Khilat. The Kelts of Spain, Portugal, France and Ireland are sons of the Kira'tas who migrated to Europe from Khilat. The word Gaul is only a variant of "Kelt". The Slavs were the inhabitants of the Uttara (Northern) Kuru where they migrated directly from Mongolia (and not via India as the other nations of Europe did). Thus it follows that Mongolia is the original home of all the races of Europe It is needless to add that the Encyclopædia Britannica and other authorities derive the words Saxon, Kelt, etc., in other ways. But scholars will judge which of these sets of derivations to prefer—that without any authority or that supported by authoritative Hindu Scriptures.

The Chinese,a race of degraded Kshatriyas,lived in Nepal,the old name of which was China. These Chinese migrated to the country the ancient name of which was "Jana loka" but which is now known as China after them. Even now relics of Hindu religion, e. g., the worship of the ten Maha´vidya´s are to be met with in China. Japan was settled by some Chinese tribes and also by hundreds of Bengalis proceeding there to preach Buddhism, as is proved by the fact that the sign-boards of the temples in Japan are even in the present day written in "Trihuti" Bengali characters. Thus Mongolia is the original home of the Chinese and Japanese also.

The Malaya Peninsula, Siam,Burmah, Anam, Cambodia, etc.., are only a division of "the three divisioned" (Vedic *Tribhumi*) India. Hindus are to be found in the Isle of Bali, Java etc., even to the present day. It is also a known fact that Lanka´ (Sarana Dvipa), Ceylon and other islands are occupied by Indian tribes. Thus Mongolia is the original home of the inhabitants of Farther india, Malaya Archipelago, Lanká, Ceylon etc.

That Bharata conquered Ga´ndhara (Kandahar) from the Gandharvas and founded two cities, Pushkara´vati (Ghazni) and Takshasila´ (Taxila) named after his two sons is known to all readers of Ra´ma´yana (Uttaraka´nda, 101).

The Ya´davas reigning in the city of Pratishtha´na to the east of Praya´ga (and not the city of the same name in the Deccan) fled to Kabul from fear of Jara´sandha (See Mahábharata). Their descendants are the Pathans derived from Pratishthana through the intermediate form of Pustana). Thus Mongolia is the original home of the people of Afganistan also.

America is the seven Patalas (nether regions) of the Hindu Scriptures which state that the Daityas, Danavas and Nagas migrated from Mongolia, Tartary, Tibet, and Middle-Siberia to Patala or America. Some Asuras or Parsis (e. g Mahishasura were forced to proceed to America from India also.

दैत्याश्च दैत्या निहते शुम्भे देव-रिपौ युधि ।
निशुम्भे च महावीर्ये शेषाः पातालमाययुः ॥ चण्डी ।

The kingdom of Vasuki, the Naga (Serpent)-king, was Patagonia and that of the Daitya King Bali was Bolivia (Skr. Bali-bhumi—the land of Bali. Thus the Red-Indians are the descendants of the people of Mongolia.

The celebration of the festival of "Ramsitoya" in many parts of South America and the fact that the Ancient American temples were built after Hindu model prove the existence of a Hindu Colony there.

Recently a stone image of Krishnȧ or Buddha has been dug out in America. American scholars have come to the opinion that it was carried there by the A'ryas of Central Asia. But there never was, nor now is, any race known as the Aryas in Central Asia : nor can the image of the purely Indian Krishna or Buddha originate there. Thus we must conclude that the image is that of Krishna who flourished some 2500 years before the time of Buddha, and that it was carried to America by the Hindus. Thus the cradle of all the Americans was Mongolia.

I have thus tried to show that Mongolia was the original home of the whole of human race. Of course the ancient traditions of the Kaffris, Kukis, Garos, Abors, Esquimaus etc, are not known ; but as the Hindu Scriptures point out that the Rakshasas, Kinnaras, Gandharvas etc, migrated from Svarga (heaven) to India and other countries, their original home must be taken as Mongolia. They came so long before the advance of the ancestors of the Aryas that their skin was scorched into black by the burning climate. The languages of the Garos, etc, show traces of their being derived from a corrupted form of Sanskrit.

Now I appeal to you, my Indian brethren, and all Aryan brethren of Asia, Europe, America and Africa, who are late inhabitants of India, to think freely and to study the Vedas and other ancient literatures of India, which you have inherited, and I am sure that you all will come to my conclusions.

After a laborious study, extending over 45 years, in the various departments of Sanskrit Literature, and having devoted myself for more than 25 years specially to the Vedas, the Upanishads and

other important works related to them, and collected materials from these original sources, I have compiled, a book of research on the antiquities of India entitled the "Pratnatattva Varidhi' of which the first Volume, the "Daivata Kanda", treats of the Devas; the second, the 'Bhauma Kanda', of the geography of the Vedic Age, and the Ethnology of the world, the third (the present work), the "Manaver Adi janma-bhumi' of the original home of mankind, and the fourth, the 'Sarasvata Kanda", of the civilisation of the ancient Hindus, their Religion, Philosophy, Philology and Science and Art, and they attempt to prove that the Hindus were the first teachers of mankind,* and the world's civilisation is immensely indebted to them. It, moreover, goes to point out, in addition, to their proficiency in Physical Science, Astronomy, Chemistry, Botany, and Mathematics, their high progress in the modern Mechanical Science, notably in their invention of Steam and Locomotive Engines, Balloons, Guns, Iron Ships etc., etc. In the section on Philology, I have shown that Sanskrit is the parent of all the Languages, ancient or modern, of the whole human race.

Heaven is in the next world, the Devas are adorable, Antariksha or Nabhas (which really refers to Turkey, Persia and Afghanistan) is the region of air, Akasa or Vyoma (which realy means Mongolia) the void sky, and we, Hindus, are the original inhabitants of India—these mistakes led all the Indian commentators out of the way. Therefore I am writing a Sanskrit Commentary of the Rigveda called "Prakritartha Vahini" with a Bengali translation giving a new and true interpretation.

The Hon'ble Maharaja Manindra Chandra Nandi Bahadur of Kasimbazar, who is famous for his charity and kind-heartedness has very kindly helped me with the princely donation of Rs 500 to defray the costs of publishing this work. But want of funds prevents me from publishing my other works. Is there not such a real rich man who can help me?

UMESH CHANDRA DASH SHARMA,
VIDYARATNA.

45/5 Simla Street,
CALCUTTA:
Sarasvata-Geha.

* एतद्देशप्रसूतस्य सकाशात् अग्रजन्मनः ।
स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्व्वमानवाः ॥ मनु ।

মানবের আদি জন্মভূমি
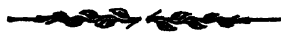
সমগ্র মানবজাতি একনিদানসমুত্থ

"কোদদর্শ প্রথমং জায়মানম্"

ঋগ্‌বেদ বলিতেছেন, কোদদর্শ প্রথমং জায়মানম্? প্রথম উৎপন্ন ব্যক্তিকে কে দেখিয়াছে? ন কোপি। কোন ব্যক্তিই প্রথম জায়মান ব্যক্তিকে দেখে নাই। কেন? যখন জগতের সকল নরনারীর আদি মাতাপিতা অথবা প্রথম মানবদম্পতি জগতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তখন জগতে আর কোন মানব ছিল না, সুতরাং দেখিবে কে? তখন চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, পশু, পক্ষী ও কীট পতঙ্গেরাই যাহারা নিকটে ছিল, তাহারা তাঁহাদিগকে দেখিতে সমর্থ হইয়াছে। সুতরাং সেই আদি মানবমিথুন জন্মপরিগ্রহদ্বারা কোন্ স্থান পবিত্র করিয়াছিলেন, তাহা দুর্জ্ঞেয় নহে, পরন্তু অবিজ্ঞেয়। তবে আর এ বিষয়ে লেখনী ধারণের আবশ্যকতা কি? হাঁ কোন মানবই, সেই আদি সূতিকাগারের অবস্থানবিন্দু অঙ্গুলিনির্দ্দেশদ্বারা দেখাইয়া দিতে সমর্থ নহে, এবং সমর্থ হইতে পারিবেও না, কিন্তু জগতের আদি মহাকাব্য আদি মহা পুরাবৃত্ত ও আদি মহাগ্রন্থ বেদচতুষ্টয়, সেই আদি সূতিগেহসনাথ আদি প্রস্তৌ-কের স্থাননির্দ্দেশ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। পৃথিবীর আর কোন জাতির আর কোন গ্রন্থই সেই আদি পিতৃভূমির নাম ও সীমানির্দ্দেশ করিতে সমর্থ হয়েন নাই।

আচ্ছা জগতে যখন শ্বেত, কৃষ্ণ, খর্ব্ব, স্থূল, উন্নতনাসিক ও অবনতনস এবং প্রশস্ত ও অপ্রশস্ত-হনুইত্যাদি নানা পৃথক্‌শ্রেণীর লোকই দেখিতে পাওয়া যায়, তখন জগতের সমগ্র নরনারী যে একমানবদম্পতি-প্রভব, তাহা কি প্রকারে মনে করা যাইতে পারে? কেনেরী দ্বীপের লোকেরা অদ্যাপি শিশ

দিয়া কথা কহিতেছে, ভাষাহীন মনুষ্যের সত্তাও জগতে বহু দেখিতে পাওয়া যায়, আর যত লোক রহিয়াছে, তাহাদিগের মধ্যেও একের ভাষার সহিত অন্যের ভাষার কোনও সমতাই পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে না, সুতরাং মনুষ্যগণ একই সময়ে বা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন মানবদম্পতি হইতে প্রসূত হইয়াছিল, যদি ইহাই প্রকৃত ঐতিহ্য হয়, তাহা হইলে মানবের আদি জন্মভূমি বলিয়া একটি নির্দ্দিষ্ট স্থান কিরূপে থাকিতে পারে ?

হাঁ পাশ্চাত্যকোবিদবৃন্দের হৃদয়ে একদা এ জিজ্ঞাসারও সমুদ্রেক না হইয়াছিল, তাহা নহে। তাঁহারা তজ্জন্যই মনুষ্যদিগকে ককেশীয়, মঙ্গলীয়, ইথীওপিয়, কাফ্রী ও নিগ্রো প্রভৃতি নানা শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন, কিন্তু আমরা ইহার মূলে কোনও সত্য আছে বলিয়া মনে করিয়া থাকি না। কেন ?

পশু-পক্ষি-প্রভৃতির ন্যায় মানুষ কোন বদ্ধমূল সংস্কার বা ভাষা লইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন না; ভাষা তাঁহারা নিজেরাই গড়িয়া লইয়াছিলেন। সুতরাং সেই ভাষা প্রণয়ন করিবার মহাশক্তিলাভ করিবার পূর্ব্বে যে সকলজাতি সেই আদি প্রস্থোকঃ পরিত্যাগপূর্ব্বক কেনেরি প্রভৃতি দ্বীপে যাইয়া উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন, অথচ নিজেরা চেষ্টা করিয়া কোন ভাষার সৃজন করিয়া লয়েন নাই বা লইতে অসমর্থ হইয়াছেন, তাহারাই আজি জগতে ভাষাহীনজাতি বলিয়া পরিজ্ঞাত। তৎপর সেই আদি পিতৃভূমিতে ভাষার কতক সৃষ্টি হইলে, যাঁহারা সেই অপরিণত ভাষা লইয়া গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের ভাষার সহিত আমাদিগের তদানীন্তন প্রাচীনতম ভাষার আংশিক মিল থাকিলেও নানা কারণে বিকারগ্রস্ত তাঁহাদিগের ভাষা ও অত্যুন্নত আমাদিগের বর্ত্তমান ভাষার সহিত সমতা প্রদর্শনও অসম্ভব। তবে ভাল করিয়া তলাইয়া দেখিলে উহার মধ্যেও যে অসীম সমতা রহিয়াছে, তাহা অনুভূত হইতে পারে। "যোজনান্তর ভাষা" যেমন ভাষা যোজনান্তরে যাইয়া বিকৃত হইয়া থাকে, তদ্রূপ সভ্যতার উন্নতি ও অবনতির সহিতও ভাষা কালে কালে পরিবর্ত্তনশীল হইয়া থাকে, তজ্জন্য একই ভাষাভাষী একই মনুষ্যজাতির মধ্যে আজি ভাষাগত এত গভীর বৈষম্য সমাগত। জগতের আদি ভাষা গীর্ব্বাণবাণী বা সংস্কৃত ভাষার বিকারে জগতের আর্য্য অনার্য্য সমগ্র জাতির ভাষাই উৎপন্ন হইয়াছে, কিন্তু নানা বিকারের সংঘটন ও নানা প্রাদেশিক ভাষার স্বাতন্ত্র্যবশতঃ এবং

ঔপনিবেশিকগণের ভাষায় নানা নূতন নূতন শব্দের সমাগমনিবন্ধন আজি মানুষ, "আদিতে জগতের সমুদয় লোক একই সংস্কৃতভাষাভাষী ছিল", ইহা অনুমান করিতেও সমর্থ নহেন। কিন্তু সমুদয় পৃথিবীর সভ্য মানবজাতির আদি পৈতৃক সম্পৎ বেদ, জগতের দ্বিতীয় যুগের গ্রন্থ রামায়ণ ও চতুর্থ যুগের গ্রন্থ বাইবেলে মানবগণ যে পূর্ব্বে একই ভাষা-ভাষী ছিলেন, তাহা বিশদাক্ষরেই বিবৃত রহিয়াছে। সেই একই ভাষা যে প্রকার আবহাওয়া ও অন্যান্য নানা কারণে নানা বিকারের ভিতর দিয়া নানা স্থানে যাইয়া নানা মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে, তদ্রূপ জগতের একই মানব নানাস্থানে যাইয়া আবহাওয়া, আহার্য্য, বিদ্যা, বুদ্ধি ও ব্যবসায়প্রভৃতির পার্থক্যবশতঃ এই দৈহিক আকৃতিগত বৈষম্য ভজনা করিয়াছে। ভাষার ন্যায় মনুষ্যের আকারও যোজনান্তরে পার্থক্য-ভাজী। কলিকাতার লোক হইতে নদীয়া ও যশোহরের লোকের আকার স্বতন্ত্র, আবার বরিশালের লোকে যেন সে স্বাতন্ত্র্য আরও একটু স্বাতন্ত্র্যবান্। ফলতঃ মানবজাতির মধ্যে শ্বেত, কৃষ্ণ বা ককেশীয়, নিগ্রো অথবা আর্য্য, অনার্য্য বলিয়া কোন ঐশ্বরিক ভেদ নাই।

এরূপ জনশ্রুতি যে আদি মানবদম্পতি কৃষ্ণবর্ণ ছিলেন। একালেও আমরা সাক্ষর ও সভ্যলোক অপেক্ষা নিরক্ষর ও অসভ্য লোকদিগের বর্ণগত ও আকারগত বহু বৈষম্য দেখিতে পাইয়া থাকি। পাঁচ সহোদর ভ্রাতার মধ্যে পণ্ডিত ও কৃতবিদ্য ভ্রাতার যেরূপ আকার, নিরক্ষর বা দস্যুতস্কর কিংবা বাণিজ্য-ব্যবসায়ী ভ্রাতার আকার ঠিক তদ্রূপ নহে। আবার সমতলক্ষেত্রবাসী লোকদিগের আকৃতির সহিতও পর্ব্বতপ্রধানস্থানবাসীদিগের আকারগত বৈষম্য স্বতই অত্যধিক। পাঞ্জাব ও রাজপুতনার যে ক্ষত্রিয়গণ উন্নতনাসিক ও পরিমিতহনু, সেই ক্ষত্রিয়গণেরই যে সকল নেদিষ্ঠ দায়াদ নেপাল বা মণিপুরে যাইয়া বাস করিতেছেন, তাঁহাদিগের নাসিকা অনুন্নত ও হনু দ্রাঘিমাসনাথ। চীন ও জাপানীদিগের আদি নিবাসভূমি ভারতবর্ষের নেপাল ও বঙ্গদেশ, কিন্তু আজি আবহাওয়ার পার্থক্যনিবন্ধন তাঁহাদিগের মধ্যেও যেমন ভাষাগত বৈষম্য ঘটিয়াছে, তদ্রূপ আকারগত বৈষম্যও ঘটিয়াছে। কিন্তু জাপানবাসীরা জ্ঞান ও বিজ্ঞানে যেরূপ অত্যুন্নতি লাভ করিতেছেন বা করিয়াছেন, তাহাতে মনে হয়, তাঁহাদিগের নাসিকা অচিরেই উন্নতি লাভ করিবে। এই ভারতবর্ষের মধ্যেও

বহু পরিবারে ক্ষতনাসিক প্রশস্তহনু লোক শতকরা পঁচিশ জন বিদ্যমান, ইউরোপীয়দিগের মধ্যেও এ হেন অবস্থা পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। সুতরাং আকার বা ভাষাগত বৈষম্যদ্বারা মনুষ্যগণকে ভিন্নপিতৃমাতৃক ভিন্ননিদানজ মনে করা সমীচীন নহে। প্রথম যুগের লোকেরা বহুদিন বর্ব্বর ছিলেন, তাঁহাদিগের দৈহিক বর্ণও কৃষ্ণ ছিল, তাই আফ্রিকার কাফ্রী, ভারতের গারো ও সাঁওতাল প্রভৃতি জাতিতে কালিমার এত প্রবলতা। শীত ও গ্রীষ্মের প্রভেদও দৈহিক বর্ণের নিদান হইয়া থাকে। শীতপ্রধানদেশের বহু লোক মূর্খ বা বর্ব্বর হইলেও শুক্লিমা ভজনা করিয়া আসিতেছে। ইউরোপের নিম্নশ্রেণীর লোক ও আমাদিগের কাশ্মীর, নেপাল ও ভূটান প্রভৃতি শীতপ্রধান দেশের নিম্ন শ্রেণীর লোক তাহার উদাহরণ ভূমি। ভারতের হিন্দু ও মুসলমানদিগের উচ্চ শ্রেণীর মধ্যেও অধিকাংশ লোক কৃষ্ণ বা শ্যামবর্ণ। ইহার কারণ ভারতের গ্রীষ্মপ্রধানতা। বেদের বহু স্থলে বিবৃত রহিয়াছে যে, আমরা আমাদিগকে শ্বিত্র্য (১৮—১০০ সূ—১ম) বা শ্বেতবর্ণবিশিষ্ট ও এ দেশের আদিমনিবাসী বর্ব্বর লোকদিগকে তাহাদের বর্ণের কৃষ্ণত্বনিবন্ধন "কৃষ্ণত্বচ্" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি। সেই শ্বেতকায় আমাদিগের বর্ণগত কালিমার একমাত্র প্রধান কারণ বা নিদানই আমাদিগের দেশের গ্রীষ্মাধিক্য। সুতরাং ভাষা ও বর্ণগত বা আকারগত প্রভেদ থাকিলেও মনুষ্যগণকে পৃথক্‌নিদানসমুত্থ মনে করিবার কোন হেতুই দেখা যায় না। সেরূপ হইলে আমাদিগের বেদ বা বাইবেলাদি গ্রন্থে উহার কোন না কোন আভাস থাকিতই।

তৎপর আমাদিগকে ইহাও ভাবিয়া দেখা কর্ত্তব্য যে, আফ্রিকা ও ইউরোপ মহাদেশ এবং আরব দেশ ও বহু দ্বীপ উপদ্বীপ সদ্যঃপ্রসূত। আফ্রিকার মধ্য ভাগ এখনও আপনার বাল্যাবস্থার পরিচয় প্রদান করিতেছে। সাহারা মহা মরু, শুষ্কদেহ মহাসাগরের বক্ষঃস্থলবিশেষ ভিন্ন আর কিছুই নহে, প্রাচীনতম বেদ গ্রন্থে হরিবূপীয়া বা ইউরোপ মহাদেশের সমুল্লেখ থাকিলেও উহা সপ্তদেব লোক সনাথ কাশ্যপীয় মহাদেশ বা আশিয়া ও সপ্তপাতাল বা আমেরিকা হইতে বহু অবরবয়াঃ। ঐ সকল দেশে যে সকল সভ্য জাতি বসবাস করিতেছেন তাঁহারা আমাদিগের ভারতবর্ষের ভূতপূর্ব্ব অধিবাসী। আফ্রিকার কৃষ্ণত্বচ্ লোকেরা তথাকার আদিমনিবাসী হইলেও সে দেশের অর্ব্বাচীনতানিবন্ধন

কাফ্রীদিগকে পিতৃভূমির প্রাথমিক যুগের লোক ভিন্ন আফ্রিকার ভুইফোড় বলিয়া মনে করা যাইতে পারে না। ঐরূপ আরব, তুরুষ্ক, পারস্য বা অপোগ স্থানবাসীরাও ভূতপূর্ব্ব ভারতসন্তান।* ব্রহ্ম, শ্যাম, আসাম, চীন, জাপান ও বালীপ্রভৃতি দ্বীপ এবং লঙ্কা ও সিংহলদ্বীপবাসীরাও ভূতপূর্ব্ব ভারত সন্তান। আমেরিকার পেরু প্রভৃতি দেশের অধিবাসীরাও ভারতহইতে ঐ সকল দেশে যাইয়া উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন। আমেরিকার রেডইণ্ডিয়ানগণও উক্ত মহাজনপদের আদিম অধিবাসী নহেন। আজি তাঁহারা সভ্যসমাজের বহিষ্কৃত হইলেও একদিন তাঁহারা শৌর্য্য ও বিদ্যাবুদ্ধিবলে জগতে সমগ্র সভ্য সমাজের প্রতিদ্বন্দ্বী বলিয়া পরিগণিত ছিলেন। তাঁহারা শাস্ত্রে দৈত্য ও দানব প্রভৃতি বলিয়াই সমাখ্যাত, সুতরাং তাঁহারা আমাদিগের মাতৃষস্রেয় বা বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ভিন্ন আর কিছুই নহেন। তাঁহারাও স্বর্গৈকদেশ কিম্পুরুষবর্ষ বা তিব্বতের প্রত্যন্ত ভূমি "নরক" নামক জনপদ হইতে পাতাল বা আমেরিকায় যাইয়া গৃহপ্রতিষ্ঠা করেন। রুশিয়ার স্লাভনিকগণও উত্তর কুরু (North Sibiria) বা ব্রহ্মলোকের ভূতপূর্ব্ব অধিবাসী ও দেবকুলপ্রভব। খুব সম্ভব কোনও হিমপ্রলয়কালে তাঁহারা স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া রুশিয়ায় যাইয়া গৃহপ্রতিষ্ঠা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। আমরা হিন্দুগণ ও পারশিকেরা ভারতের অধিবাসী হইলেও আমরা কেহই ভারতের আদিম অধিবাসী নহি। সুতরাং মনুষ্যগণ যে সর্ব্বাদৌ একটি নির্দ্দিষ্ট পিতৃভূমিতেই উৎপন্ন হইয়া বসবাস করিতেছিলেন, উহা যেন বস্তুতই স্বতঃসিদ্ধ। যদি জগতের আমূল মানবজাতি, ভিন্নভিন্ননিদানপ্রভব হইতেন, তাহা হইলে আমরা জগতের নানাদিকে নিশ্চিতই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র প্রাচীনতম পিতৃভূমি দেখিতে পাইতাম, জগতের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের প্রাচীনতম গ্রন্থ সমূহেও উহাদের কোন না কোনও প্রকারে সমুল্লেখও থাকিত, কিন্তু কুত্রাপি সেরূপ বিবৃতি দেখিতে পাওয়া যায় না, জনশ্রুতিও উহার কোনও রূপ সমর্থন করে না। কি ভারতবর্ষ বা আরব, পারস্য, তুরুষ্ক, কি ইউরোপ কিংবা কি আফ্রিকা অথবা কি আমেরিকা ইহার প্রত্যেক স্থানের অধিবাসিগণই আপনাদিগকে এই সকল দেশের ঔপনিবেশিক

* মাতা মনুর সন্তান দ্বিতীয় বরুণপ্রভৃতি কেহ কেহ কেবল পিতৃভূমি হইতে পারস্য ও অপোগ স্থানে গমনকরিয়াছিলেন।

বা আগন্তুক বলিয়াই অবগত, পরন্তু আদিম অধিবাসী বলিয়া নহে। পৃথিবীর সভ্যজাতির কোনও প্রাচীনতম বা আধুনিক গ্রন্থেও এই সকল স্থানের মধ্যে কোনও একটি স্থান সমগ্র মানবজাতির বা কতিপয় মানব সম্প্রদায়ের আদি পিতৃভূমি বলিয়া প্রখ্যাপিত বা প্রখ্যাত নহে।

"পিতা", "পিতৃভূমি" বা "পিতৃলোক"

প্রভৃতি শব্দও জগতের অন্য কোনও জাতির গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু জগতের সমগ্র মানবজাতির আদি সাধারণ পৈতৃক গ্রন্থ বেদসমূহে যেমন ইহা রহিয়াছে যে—

"স্বর্গ ও ভারতবর্ষই জগতের মধ্যে প্রাচীনতম জনপদ"

তদ্রূপ সমগ্র বৈদিক গ্রন্থে "পিতৃলোক" বা "পিতৃভূমি" বলিয়াও একটি পবিত্র প্রত্নৌকঃ বা পুরাতন স্থানের নাম বিবৃত দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা এই পুস্তকে সেই মহান্ প্রত্নৌকঃ পিতৃলোক বা মানবের আদি জন্মভূমির কথাই বিবৃত করিব। এবং সাহসভরে আশা করি সকলকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশপূর্ব্বক সেই পিতৃভূমির অবস্থানবিন্দুও দেখাইয়া দিতে সমর্থ হইব। ঋগ্বেদের একত্র বিবৃত রহিয়াছে যে—

সনা পুরাণ মধি এমি আরাৎ
মহঃ পিতু র্জনিতু র্জামি তন্নঃ।
দেবাসো যত্র পনিতার এবৈঃ
উরৌ পথি ব্যুতে তস্থু রন্তঃ॥ ৯—৫৪সূ—৩ম।

তত্র সায়ণভাষ্যং…হে দ্যৌঃ! মহো মহত্যাঃ পিতুঃ সর্ব্বস্য পালয়িত্র্যাঃ জনিতুঃ জনয়িত্র্যাঃ তব সনা সনাতনং পুরাণং পূর্ব্বক্রমাগতং নঃ অস্মাকং যদেতৎ জামিত্বং

"সর্বম্ একস্মাৎ জাতম্"

ইতি দ্যৌ র্ভগিনী ভবতি। তাদৃশং ভগিনীত্বং তৎ আরাৎ অধুনা অধ্যেমি স্মরামি দিবঃ পিতৃত্বে জনয়িতৃত্বে চ মন্ত্রবর্ণঃ

"দ্যৌর্মে পিতা জনিতা
নাভিরত্র" ইতি। ৩৩—১৬৪সূ—১ম।

যত্র যস্যাং দিবি অন্তর্মধ্যে উরৌ বিস্তীর্ণে ব্যূতে বিবিক্তে পথি নভসি পনিতারঃ স্বাং স্তবন্তো দেবাসো দেবাঃ এবৈঃ গমনসাধনৈঃ স্বৈঃ স্বৈঃ বাহনৈঃ সহিতাঃ সন্তঃ তস্থুঃ তত্র স্থিতাঃ দেবা মদীয়ং স্তোমং শৃন্বন্তু ইতি ভাবঃ।

দত্তজানুবাদ · আমি এক্ষণে মহৎ পিতার সেই সনাতন পুরাতন জ্ঞাতিত্ব চিন্তা করি। তাঁহার বিস্তীর্ণ নির্জ্জন পথে স্তুতিকারী দেবগণ স্বীয় স্বীয় বাহনের সহিত অবস্থান করেন।

আমরা এই ভাষ্য ও অনুবাদের সকল কথা তথ্যবাহিনী বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। "পিতা" পদের প্রকৃত পদার্থগ্রহ যে কি করিতে হইবে তাহা ভাষ্যকর্ত্তা ও দত্তজ মহাশয়ের নিযুক্ত পণ্ডিত মহাশয় কেহই ঠিক করিতে পারেন নাই, কেবল প্রতি শব্দ বসাইয়া দায়িত্ব কাটাইয়া গিয়াছেন মাত্র। তথাপি আমরা ভাষ্য অপেক্ষা বরং অনুবাদের বহু অংশ প্রকৃত বলিয়া স্বীকার করি। আমাদিগের মতে এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা ও অনুবাদ এইরূপ হওয়াই যেন সঙ্গত।

অস্মৎকৃতপ্রকৃতার্থবাহিনী টীকা · কেনচিৎ ভারতবাসিনা ঋষিণা পিতৃভূমি মুদ্দিশ্য এবমুক্তম্ অহং আরাৎ দূরাৎ (আরাৎ দূরসমীপয়োঃ ইত্যমরঃ), নঃ অস্মাকং ভারতাগতানাং দেবানাং আর্যীভূতানাং ভারতবাসিনাং মহঃ মহতঃ জনিতুঃ জনয়িতুঃ (জনিতা মন্ত্রে ইতি পাণিনিঃ) জন্মভূমেঃ পিতুঃ পিতৃভূমেঃ তৎপূর্ব্বক্রমাগতং সনা সনাতনং পুরাণং প্রাচীনতমং জামি জামিত্বং জ্ঞাতিত্বং "স্বর্গবাসিনো দেবা অস্মাকং জ্ঞাতয়ঃ" ইতি অধ্যেমি স্মরামি সততং চিন্তয়ামি। যত্র পিতৃভূমৌ যদন্তঃ মধ্যে উরৌ বিস্তীর্ণে ব্যূতে বিবিক্তে পথি দেবযানে পথি পনিতারঃ স্তুতিকারিণঃ, যাগযজ্ঞপরায়ণাঃ দেবাসঃ দেবাঃ এবৈঃ স্বৈঃ স্বৈঃ আয়ুধৈঃ উপলক্ষিতাঃ সন্তঃ সততং শত্রোরাগমনভয়াৎ ইতি ভাবঃ তস্থুঃ।

অনুবাদ—আমি আজি বহুদূরহইতে বহুদিনের পর আমাদের পূর্ব্ব জন্মভূমি পিতৃলোকবাসীদিগের সহিত আমাদিগের সেই সনাতন পুরাতন জ্ঞাতিত্বের কথা ভাবিতেছি। যেখানে আমাদের জ্ঞাতি দেবতারা দেবযান পথে সশস্ত্র থাকিয়া যজ্ঞাদিতে স্তুতিপাঠ করিতেন।

যাহা হউক দেবগণের বাসস্থান স্বর্গই যে এই মহতী পিতৃভূমি, তাহা আমরা যথাস্থানে বলিব। তবে এখানে সায়ণ যে—

সর্ব্বম্ একস্মাৎ জাতম্

এই একটি মহাবাক্যের অবতারণা করিয়াছেন, আমরা তৎপ্রতিই সামাজিকগণের দৃষ্টির আকর্ষণ করিতে চাহি। যদি ভারতসন্তানেরা "আমরা সকলেই এক স্থানের অধিবাসী ছিলাম" এই সত্যটি গুরুপরম্পরাক্রমে জানিয়া ও শুনিয়া না আসিতেন, তাহা হইলে সায়ণ কখনও এরূপ কথা মুখ দিয়া বাহির করিতে অবসর পাইতেন না। অতএব সকল মনুষ্যেরই যে পূর্ব্বে কোনও একটি নির্দ্দিষ্ট স্থান সাধারণ পিতৃভূমি ছিল, তাহাতে কোনও সন্দেহই নাই।

তবে জগদ্বরেণ্য সেই পবিত্র "পিতৃভূমি" বা "আদি প্রত্নৌকঃ" কোন্ দেশ? আমাদিগের বেদাদি সর্ব্ব শাস্ত্রেই সেই পুণ্যতম পিতৃভূমির পবিত্র নাম বহুশঃ সঙ্কীর্ত্তিত হইয়াছে। শাস্ত্রকারেরা উহার নাম ও অবস্থানবিন্দু নির্দ্দেশ করিয়া দিতেও পরাঙ্মুখ হয়েন নাই। ভারতীয় আর্য্যগণ আপনাদিগের সেই আদি পিতৃভূমির কথা যথাযথভাবেই অবগত ছিলেন, কিন্তু শাস্ত্রহইতে তাহা দেখাইবার পূর্ব্বে আমরা সর্ব্বাদৌ পরিপন্থিগণের বিকৃত মতের খণ্ডন ও নিরসন করিতে প্রয়াস পাইব।

পাশ্চাত্যকোবিদবৃন্দ জগতের সমগ্র আর্য্যজাতিকে "ককেশীয়ান রেস" বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকে, বিশেষতঃ পরপ্রত্যয়নেয়বুদ্ধি বহুসংখ্যক ভারতসন্তানও ককেশশ পর্ব্বতের পাদদেশকে সেই আদি প্রত্নৌকঃ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে অভিলাষী। কিন্তু ইহার সমর্থক কোনও প্রমাণ হিন্দু বা পাশ্চাত্যজাতি কি সেমেটিক জাতির কোন গ্রন্থেও বিদ্যমান নাই। জর্ম্মাণ ও শাকসন প্রভৃতি জাতির পূর্ব্বপুরুষ শর্ম্মন্ ও শকসূনুরা ভারত হইতে যাইয়া কিয়ৎকাল ককেশশের পাদদেশে বসবাস করিয়াছিলেন। আর্য্যমানব বা আর্ম্মাণীগণ তাঁহাদিগেরই দায়াদবান্ধব, কিন্তু ঐ সকল জাতি ভিন্ন গ্রীক বা রোম কিংবা শ্লাভনিক প্রভৃতি জাতি ককেশশের ভূতপূর্ব্ব অধিবাসী নহেন। আমরা হিন্দুগণও যে কোন দিন ককেশশ বা তাদৃশ কোন প্রতীচ্য জনপদ হইতে ভারতে প্রবেশ করিয়াছিলাম, এরূপ কোন জনশ্রুতি বা শাস্ত্রপ্রমাণ শ্রুত বা পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে না। পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়, তাঁহার অক্ষর ও লিপিবিষয়ক প্রবন্ধের একত্র বলিতেছেন যে—

In my opinion the Aryans, when they separated themselves from each other about 2,000 B. C., possessed a crude kind of writing, from which grew up the alphabets of India, ancient Persia and Europe. In all probability the primitive Aryans must have borrowed their alphabetic system from the Semitic people. The Aryans and the Semitics were neighbours of each other, the former having lived round the Cacasus mountains, and the latter below Mount Ararat, between the Tigris and the Euphrates. My view about the dispersion of the Aryan people and their borrowing of the alphabet from the Semitics falls in with the Hebrew scripture, according to which Noah was the progenitor of both the Aryans and the Semitics. Noah had three sons, named Shem, Ham and Japheth respectively.—The Indian world, page 387.

"একদিন আমরা ও সেমেতিকেরা ককেশশ ও আরারাট পর্ব্বতের পাদদেশে পরস্পর প্রতিবাসিরূপে বাস করিতে ছিলাম। তৎপর আমরা খৃষ্টের প্রায় দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে উক্ত সেমেতিকগণের নিকট অক্ষর ও লিখন প্রণালী ধার করিয়া নিয়া ভারতে প্রবেশ করিয়াছি। নোওয়া আমাদের উভয় জাতির সাধারণ পূর্ব্ব পিতামহ।"

হাঁ সেমেতিকগণ নোওয়ার সন্তান বটেন, নোওয়া বা নহুষ একই ব্যক্তি, সুতরাং তিনি আমাদিগের দেশের চন্দ্রবংশীয় রাজগণেরও পূর্ব্বপুরুষ হইতেছেন, কিন্তু তিনি সমগ্র হিন্দুজাতির পূর্ব্বপুরুষ নহেন। আর নোওয়া বা নহুষ যে কবে তুরুস্কে বসবাস করিতে গিয়াছিলেন, কবে যে আবার ককেশশ ছাড়িয়া ভারতে আগমন করিলেন, তাহাও জগতের কেহ অবগত নহেন, কোনও শাস্ত্রেও এ কথা নাই, পরন্তু সেমেতিকেরাই বরং ইহা বলিয়া থাকেন যে জন ও জ্ঞান-স্রোতঃ পূর্ব্বহইতেই পশ্চিমদিকে অর্থাৎ পেলেষ্টাইন প্রভৃতি ভূখণ্ডে প্রবাহিত হইয়াছিল ; ককেশশ সকলের নিদান ভূমি হইলে বাইবেল উত্তরদিকের নামই করিতেন। জনশ্রুতি বা কিংবদন্তীও সতীশ বাবুর এই উক্তির সমর্থন-জন্য অঙ্গুলি উত্তোলন করেনা, তথাপি সতীশবাবু কেন যে এই ব্যাহত পাশ্চাত্য মতের অবতারণা করিলেন, তাহা তিনিই জানেন। বাইবেলে বিবৃত আছে যে—

1. And the whole earth was of one language, and of one speech. 2. And it come to pass, as they journeyed from the east, that they found a plain in the land of shinar and they dwelt there.—Genisis Chap. XI.

অর্থাৎ পূর্ব্বে সমগ্র পৃথিবীর ভাষা এক ছিল, উচ্চারণও এক ছিল এবং মনুষ্যেরা পূর্ব্বহইতে পশ্চিমে গমন করিতেছিলেন। এবং পশ্চিমে চলিতে চলিতে তাঁহারা শীনার দেশে এক প্রান্তর প্রাপ্ত হইয়া তথায় গৃহ-প্রতিষ্ঠা করিলেন।

শীনার দেশ ককেশশের দক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত। সুতরাং যদি ককেশশ আদি স্থান হইত, তাহা হইলে বাইবেল নিশ্চতই লিখিতেন যে মনুষ্য সকল উত্তরপশ্চিমহইতে দক্ষিণপূর্ব্বদিকে চলিতে ছিলেন। তাহা না লেখাতেই বুঝিতে হইবে যে, বাইবেলের লেখকেরা ককেশশকে আদি প্রত্নোকঃ বলিয়া অবগত ছিলেন না।

বলিতে পার যে বাইবেলের অর্থ ত উহা নহে। পাদ্রীসাহেবেরা এমন কি বিলাতের পাদ্রী ডাক্তার Daddi সাহেব পর্য্যন্ত যথাক্রমে উহার এইরূপ অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন—

অনুবাদ—অপর লোকেরা পূর্ব্বদিকে ভ্রমণ করিতে করিতে শিনিয়র দেশে এক প্রান্তর পাইয়া সে স্থানে বসতি করিল।

ব্যাখ্যা—1. All the inhabitants of the earth, before they were divided and despersed, spoke one common language, as descended from one common parent. 2. (As they journeyed from the east) and it come to pass as they journeyed thus east word, more and more towords the east.

কিন্তু আমরা মনে করি এই অনুবাদ ও টীকা সম্পূর্ণ বাইবেলগন্ধি, পরন্তু প্রকৃত নহে। মূলে আছে "From the east" সুতরাং যেন বুঝা যাইতেছে যে লোক সকল পূর্ব্বহইতে উহার বিপরীতে ঠিক পশ্চিমেই চলিতে ছিল। মহামতি মুইর সাহেব তাঁহার Sanskrit Text book নামক গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগে এলফিনষ্টোন সাহেবের যে মত উদ্ধৃত করিয়াছেন, তদ্দারা আমাদিগের উক্তিই সমর্থিত হইয়া থাকে।

Mr. Elphinstone, as we have seen, dose not decide in favour of either theory, but leaves it in doubt wheather the Hindus were an autochthonous or an immigrant nation. As a justification of his doubt, he refers to the circumstance that all other known migrations of ancient date have proceeded from east to west.—Pag 322.

ইহার তাৎপর্য্য ইহাই যে আগন্তুক মানুষ সকল পূর্ব্বদিক হইতেই পশ্চিমদিকে গমন করিয়াছিলেন, সুতরাং এতদ্দ্বারা ককেশশের পিতৃভূমিত্ব নিরাকৃতই হইতেছে। প্রাচ্যসৌভাগ্যাসহিষ্ণু ওয়েবার সাহেবও বলিয়াছেন যে—

In the picture just now drawn, positive signs are after all almost entirely wanting, by which we could recognise the Country in which our forefathers dwelt, and their common home. That it was situated in Asia is an old historical axiom; the want of all animals especially Asiatic in our enumeration above seems to tell against this, but can be explained simply by the fact of these animals not existing in Europe, which occasioned their names to be forgotten or at least caused them to be applied to other similar animals; it seems, however, on the whole, that the climate of that country was rather temperate than tropical, most probably mild and not so much unlike that of Europe; from which we are led to seek for it in the highland of Central Asia, which latter has been regarded from time in memorial as the cradle of the human race.

Modern Investigation on Ancient India Page 10.

অর্থাৎ মধ্য এশিয়ার কোনও এক উচ্চভূমিই মানবের আদি জন্মভূমি। মহামতি মোক্ষমূলর প্রভৃতিও এই মতেরই সমর্থন করিয়া গিয়াছেন, সুতরাং আমরা পশ্চিমহইতে পূর্ব্বে আগমন করি নাই, ইহাও যেমন সর্ব্ববাদিসুসম্মত স্বীকৃত সত্য, তেমনই সেমিতিকের নিকট অক্ষর ধার করা ও ককেশশের পিতৃভূমিত্বও অব্যাহত নহে। অবশ্য শ্রদ্ধাস্পদ কৃষ্ণমোহনবন্দ্যোপাধ্যায়মহাশয় তাঁহার Aryan witness নামক গ্রন্থের একত্র বলিয়াছেন যে—

We find that the Aryans who emigrated to India were once familiar with the lofty citadel of Bel. and **must have then** lived not very far from the Euphrates.—Page 62.

কিন্তু ইহার মূলেও কোনও সত্য বিনিহিত নাই। মধ্য এশিয়াহইতে মানুষকে ভারতে আসিতে হইলে কেন যে ইউফ্রেটিশের বেলাভূমি তাঁহাদিগের স্বপ্নেরও স্বগোচর হইবে আমরা তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতেও অসমর্থ। পক্ষান্তরে দেখ সত্যনিষ্ঠ বিলাতী পোকক সাহেব বলিতেছেন যে—

In the scriptures, the second origin of mankind is referred to a mountainous region east word of shinar; and the ancient books of the Hindus fix the cradle of our race in the same quarter. **The Hindu paradise is on Mount Meru, on the confines of Cashmir and Thibet.**

India in Greece. Page 127.

অর্থাৎ বাইবেলে লিখিত আছে যে শীনার দেশের পূর্ব্বদিকস্থ পার্ব্বত্য-ভূখণ্ড মানবজাতির দ্বিতীয় প্রত্নোকঃ এবং হিন্দুদিগের প্রাচীনতম গ্রন্থ বেদাদিতে লিখিত আছে যে ঐ দিকেরই কোনও স্থান মানবজাতির আদি জন্মভূমি বলিয়া কথিত। তবে হিন্দুরা বলিয়া থাকেন যে মেরুপর্ব্বতই তাঁহা-দিগের স্বর্গধাম, উহা কাশ্মীর ও তিব্বত দেশের সীমায় অবস্থিত।

আমরা পোকক মহোদয়ের এই সিদ্ধান্তেও সম্মত নহি, সীনার দেশের পূর্ব্বের কোনও স্থান যেমন "ইডেন উদ্যান" মানবজাতির দ্বিতীয় প্রত্নোকঃ নহে, ভারতবর্ষই জগতের "দ্বিতীয় প্রত্নোকঃ," তদ্রূপ ইডেন উদ্যান বা ভারত-বর্ষের কোনও স্থানও মানবজাতির আদি নিকেতন বলিয়া হিন্দুশাস্ত্রসমূহ বিনির্দ্দেশ করেন নাই। এবং মেরুপর্ব্বত আমাদের স্বর্গভূমি হইলেও উহা কাশ্মীর বা তিব্বতের নিকটবর্ত্তী কোনও স্থানে অবস্থিত বলিয়া জানা যায় না। যাহা হউক তথাপি পাশ্চাত্য পোকক বা বাইবেল কেহই এ কথা বলিতেছেন না যে ককেশশ পর্ব্বতের পাদদেশ মানবের আদি জন্মভূমি, কিংবা হিন্দুরা তথা হইতে ভারতে আগমন করিয়া ছিলেন। তবে ভারতবর্ষ জগতের দ্বিতীয় প্রত্নোকঃ বটে, আর সীনার, বাবিলন, পেলেষ্টাইন ও ককেশশ প্রদেশের লোকেরা

যে ভারতহইতে তথায় যাইয়া উপনিবিষ্ট হইয়াছেন, পোকক তাহাও মানিয়া লইতে পশ্চাৎপদ ছিলেন না।

The same system was evident in the Indo—Saurian settlements of palestine, where the children of Israel found the numerous tribes of the Hivite, Amorite, Perizzite, Jebusite, and many others, exactly analogous to the habits of these same Indians, whether under the name of Britons, sachas, or sacasoonoos (Saxan). Page 158—59.

অর্থাৎ যে প্রকার ভারতের শকস্থনুগণ ইংলণ্ডে যাইয়া ব্রিটন বা শকস্ প্রভৃতি নামে প্রখ্যাত হইয়াছেন, তদ্রূপ ভারতের সূর্য্যবংশীয় লোকেরা পেলেষ্টাইনে যাইয়া ইস্রাইলবংশীয় হীবাইত, এমোরাইত, পেরিজ্জাইত ও জেবুছাইত প্রভৃতি শাখার পত্তন করিয়াছেন।

ফলতঃ আর্য্যশব্দের অপভ্রংশেই ইস্রাইল শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। সুতরাং ভারতীয় আর্য্যগণই যে পেলেষ্টাইনের ইস্রাইল বা আর্য্যবংশের নিদান, তাহা প্রতিপন্ন হইতেছে। পোকক স্থানান্তরেও বলিতেছেন যে—

That a system of Hinduism pervaded the whole Babylonian and Assyrian empires, scripture furnishes abundant proofs, in the mention of verious types of the sun-god

Page 178.

অর্থাৎ সমগ্র বেবিলিয়ান ও আসীরিয়ান সাম্রাজ্যের মধ্যে যে হিন্দুদিগের সূর্য্যোপাসনার বহুল প্রচার হইয়াছিল, ধর্ম্মগ্রন্থে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে। পোকক স্থলান্তরে বলিতেছেন যে—

It is only of late years that any relationship was allowed between Hebrew and Sanskrit, but Furst and Delitzach have abundently proof it and it is now universally acknowledged.

অর্থাৎ হিব্রু ও সংস্কৃত ভাষার মধ্যে কোন সম্পর্ক আছে কিনা এ বিষয় লইয়া কতিপয় বৎসর বিতর্ক চলিতেছিল। পরে ফার্ষ্ট ও ডেলিটজাচ সাহেব অতি উত্তমরূপে সপ্রমাণ করিয়াছেন যে উক্ত উভয় ভাষা পরস্পর নিকট সম্পর্ক বিশিষ্ট এবং এ মত এখন সর্ব্ববাদিসম্মত বলিয়া গৃহীতও হইয়াছে।

সংস্কৃত ও হিব্রু ভাষাতে এত সমতা কি প্রকারে হইল? পোকক বলিতেছেন যে—

ভারতের যদুবংশীয় লোকেরা সীরিয়া দেশে আসিয়া উপনিবিষ্ট হইলে সেই দেশের নাম Judia ও ঔপনিবেশিকগণের নাম যাদবের অপভ্রংশে Jew হইয়াছিল এবং ভারতবাসীরা সীরিয়াতে আসিয়া যে পল্লীর স্থাপন করেন, তাহারই নাম পেলেষ্টাইন (পল্লীস্থান)।—identity of idolatry is proved between Judia the old country and palestine the new.

Page 230.

Its other name, Palestine, is derived from the term "Palistan." Page 214.

He has already remarked the extraordinary spectacle of a people of a high northerly latitude,in the Vicinity of the Himalayan mountains and the province of Ladakh, settled in the fertile land of Egypt, and bringing thither its religious rites and the various usages of a society that stamp an Indian orginal. That population is again to be distinctly seen in Palestine.—Page 214.

The tribe of Yudah is in fact the very Yadu, of which considerable notice has been taken in my previous remarks.

Page 22.

আমরা মহামতি পোককের সকল মতের সমর্থয়িতা নহি, যদু বা যাদব শব্দ হইতে জু শব্দ ব্যুৎপাদিত হইতে না পারে তাহা নহে, কিন্তু জু শব্দের নিদান প্রকৃত পক্ষে যেন যবন শব্দ। মেদিনীকরগুপ্ত মহাশয় বলিতেছেন যে—

জূ রাকাশে সরস্বত্যাং
পিশাচে যবনেঽপি চ।

আমরাও বলি জুডিয়া শব্দ যদু শব্দের বিকার হইলেও জু শব্দ যাদবশব্দ-সম্ভূত নহে, উহার জনয়িতা যবন শব্দ। তবে তিনি যে পেলেষ্টাইন, সিরিয়া, এসেরিয়া বা বেবিলন ও ফিনিশীয়া প্রভৃতি দেশবাসিগণকে ভূতপূর্ব্ব ভারতবাসী বলিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণই সত্যগর্ভ। যে প্রকার ভারতের "পল্লীস্থান" শব্দ বিকৃত হইয়া "Palestine" শব্দের জন্মদান করিয়াছে, তদ্রূপ ভারতের অসুর

হইতে আসুরীয় ও পণিহইতে ফিনিশীয়া শব্দের সমুদ্ভব হইয়াছিল। Assyria শব্দ আসুরীয় শব্দের বিকার ভিন্ন আর কিছুই নহে। ভারতের আর্য্যবংশীয় বৃত্রাসুর ও তদীয় ভ্রাতা বলাসুর ভারতহইতে বিতাড়িত হইয়া যথাক্রমে পারস্যের উত্তরভাগ ও তুরুস্কে যাইয়া গৃহ প্রতিষ্ঠা করেন, তাই পারস্যের উদীচ্য ভূমি ইরাণ (আর্য্যায়ণ) ও তুরুস্কের একদেশ আসুরীয় নামের বিষয়ীভূত হয়। বলাসুরের বাসস্থান উক্ত উপনিবেশভূমি Assyriaই বাবিলনের সহিত অভিন্ন বস্তু। সুতরাং এহেন ভারতীয় উপনিবেশভূমি, ভারতের অধিবাসিগণের আদি জন্মভূমি হইতে পারে না, ভারতীয়গণ এছেরিয়া বা ককেশসহইতে ভারতে আগমনকরিয়াছেন, এ বৃথা কুচিন্তাও মনোমধ্যে জাগরিত হইবার কোন হেতুও দেখিতে পাওয়া যায় না। বলিতে পার যে ভারতহইতে যে এছেরিয়ায় লোক যাইয়া উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ কোথায়? ঠিক ঐরূপ প্রমাণ বিদ্যমান নাই, কিন্তু ভারতহইতে বৃত্রাসুরপ্রভৃতি যে বিতাড়িত হইয়াছিলেন, সে প্রমাণ রহিয়াছে।

নুদস্ব অদেবয়ুং জনম্। ২৪—৬৩ সূ—৯ম

তত্র সায়ণভাষ্যম্——হে সোম স ত্বং অদেবযুম্ অদেবকামং জনং রাক্ষস বর্গং নুদস্ব প্রেরয়।

দত্তজানুবাদ——হে সোম তুমি দেবদ্বেষী লোককে অপদস্থ কর।

এই ভাষ্য ও অনুবাদের সর্ব্বাংশ সাধীয়ান্ নহে। "অদেবয়ু" শব্দের অর্থ যাহারা দেবকামনা করে না, দেবদ্বেষী, সুতরাং সুরবিরোধী অসুর, আর "নুদস্ব" অর্থও "অপদস্থ কর" নহে, পরন্তু প্রেরয় দূরীকুরু। অর্থাৎ হে সোম তুমি দেবদ্বেষী অসুরগণকে দূর করিয়া দেও। স্থলান্তরে রহিয়াছে—

বজ্রিন্ ওজসা পৃথিব্যাঃ
নিঃশশা অহিম্। ১—৮০সূ—১ম

তত্র সায়ণভাষ্যম্——হে বজ্রিন্ ইন্দ্র! ত্বং ওজসা বলেন পৃথিব্যাঃ সকাশাৎ অহিং বৃত্রং নিঃশশাঃ নিরগময়ঃ।

দত্তজানুবাদ——হে বজ্রযুক্ত ইন্দ্র তুমি বলদ্বারা পৃথিবীর নিকটহইতে অহিকে তাড়িত করিয়াছিলে।

এখানেও ভাষ্য ও অনুবাদ ঠিক হয় নাই। মূলে "সকাশাৎ" কথাটি নাই। সুতরাং উহার অবতারণা করা অন্যায় হইয়াছে। আর এই পৃথিবী শব্দের যে প্রকৃত অর্থ কি, তাহাও ভাষ্যকার বা অনুবাদক বুঝিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। ইহার অর্থ Earth বা ভূমণ্ডল হইলে কোনও অর্থই হইতে পারে না, কেন না ইন্দ্র কি বৃত্রকে পারলৌকিক কোনও স্বর্গাদি স্থানে নিঃসারিত করিয়াছিলেন? বস্তুতঃ এই পৃথিবী শব্দের প্রকৃত অর্থ পৃথুর পৃথুল রাজ্য এই ত্রিকোণ ভারতবর্ষ। ইন্দ্র বৃত্রকে বলদ্বারা সেই ভারতবর্ষহইতে নিঃসারিত করিয়াছিলেন। কোথায়? তাহা বেদে নাই, কিন্তু বেদে আছে ইন্দ্র অন্তরিক্ষে যাইয়া তথায় বৃত্রকে বধ করেন। তথাহি—

বৃত্রং নিরদ্ভ্যো জঘন্থ বজ্রিন্। ২—৮০সূ—১ম

তত্র সায়ণঃ——হে বজ্রিন্ বজ্রবন্ ইন্দ্র ত্বম্ ওজসা বলকরেণ অদ্ভ্যঃ অন্তরিক্ষ সকাশাৎ বৃত্রং নির্জঘন্থ হতবান্ অসি।

দত্তজানুবাদ—হে বজ্রিন্ তুমি সেই বলদ্বারা অন্তরিক্ষের নিকট হইতে বৃত্রকে বিনাশ করিয়াছিলে।

এখানেও সকাশাৎ শব্দের অকারণ যোজনা করা হইয়াছে। ফলতঃ ইন্দ্র অন্তরিক্ষ (অদ্ভ্যঃ) অর্থাৎ উহার একদেশ পারস্যে (ইরাণে) যাইয়া তথায় বৃত্রকে বধ করিয়াছিলেন। অন্যচ্চ—

অহিং বিবৃশ্চৎ বজ্রিন্ পরিষদঃ জঘান
আয়ন্ আপো অয়নম্। ৭—৩৩সূ—৩ম

ইন্দ্র অন্তরিক্ষে গমনপূর্ব্বক (আপঃ অয়নম্ আয়ন্) বজ্র বা কামানদ্বারা বৃত্রকে সদলবলে নিহত করিয়াছিলেন।

সুতরাং বৃত্র ভারতহইতে বিতাড়িত হইয়া যে অন্তরিক্ষের একদেশ উত্তর পারস্যে যাইয়া গৃহপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহা ধ্রুবই। তাহাতেই ঐ স্থান ইরাণনামের বিষয়ীভূত হয়। ঐরূপ ভারতহইতে বিতাড়িত বৃত্রভ্রাতা বলাসুর যাইয়া যে স্থানে গৃহপ্রতিষ্ঠা করেন, তাহা আসুরীয় বা Assyria নামে বিশেষিত হয়। সুতরাং এহেন Assyria বা বাবিলন ভারতীয়গণ বা পৃথিবীর কোনও মানবের আদি জন্মভূমি হইতে পারে না। বলিতে পার ভারতের বল যে বেবিলনে গিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ কি? বাবিলনে কি বলনামে কোন

রাজা ছিলেন? পূজনীয় কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার Aryan Witness নামক গ্রন্থের একত্র বলিতেছেন যে—

If now we compare the Indian narrative with the records of Cuniform Inscriptions, there can scarcely remain a doubt that the Vala of the Rigveda, was the Belus or Bel of the Inscriptions—that the lofty capital of Vala, in the Rigveda, was the lofty citadel of Bel in the Inscriptions, that the Asuras Panis, (Sanskrit Panayas) of the Veda, were identical with the Phinides of classical history or mythology—that the river crossed by Sarama, or whatever detective was indicated by that term, was the Euphrates. As far then as the subject of this chapter is concerned, we find that the Aryans who emigrated to India were once familiar with the lofty citadel of Bel, and must have then lived not very far from the Euphrates.—Aryan Witness. Page 62.

আসিরীয়া বা বাবিলনের ক্ষোদিত লিপিতে বেলাস বা বেল নামে এক রাজার নাম বিবৃত আছে। ঋগ্‌বেদেও বলনামক অসুরের বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। ঋগ্‌বেদ ও ক্ষোদিত লিপি উভত্রই ইহা উক্ত যে বলের বাসস্থান দুর্গদ্বারা সুরক্ষিত। এবং উক্ত বেদের পণিগণ আর প্রচলিত ইতিহাসের ফিনিডেশগণও একই। দেবশুনী সরমাই গুপ্তচররূপে ইউফ্রেটিশ নদী পর্যান্ত গমন করিয়াছিলেন। এবং বোধ হয় ভারতের আগন্তুক আর্য্যগণ নিশ্চিতই এই সকল স্থানের সহিত পরিচিত ছিলেন, এবং তাঁহারা ধ্রুবই ইউফ্রেটিশের কোনও নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে ভারতে আগমন করেন।

আমরা পূর্ব্বেই ইহার প্রতিবাদ করিয়াছি। তথাপি পুনরায় বলিতে বাধ্য হইতেছি যে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের এ অনুমানের সমর্থক কোনও প্রমাণ তাঁহার গ্রন্থে অবতারিত করা হয় নাই। আর তিনি একজন বেদজ্ঞ বা বেদজ্ঞাভিমানী ব্যক্তি হইয়াও কেমন করিয়া যে এই বেদবিরুদ্ধ কথাগুলি বলিলেন তাহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। ভারতের বল ও বাবিলনের Bel যে একই ব্যক্তি, তাহা আমরাও স্বীকার করি, এবং ভারতের বৃত্র ও বলই যে পণিগণসহ ভারতহইতে পারস্য ও বাবিলনপ্রভৃতি স্থানে গমন করিয়াছিলেন,

তাহাতেও সন্দেহ মাত্রই নাই। আমরা "অসুর বা পার্শীজাতি" প্রবন্ধে ইহার সমর্থক বহু বেদমন্ত্রেরই সমাহার করিয়াছি। পাঠকগণ তাহা পাঠ করিলেই প্রকৃত তথ্যের নির্ণয় করিতে পারিবেন। এ পুস্তকেও প্রসঙ্গাধীন বহু বেদমন্ত্র অধ্যাহৃত হইয়াছে। সুতরাং ইউফ্রেটিশসনাথ কোনও প্রতীচ্য ভূখণ্ড মানবের বা ভারতীয় আর্য্যগণের পিতৃভূমি, একথা নিরাকৃত হইতেছে। ঐরূপ ককেশশ পর্ব্বতের যে পাদদেশকে ইউরোপীয়গণ মানবের আদি জন্মভূমি বলিয়া অবগত, তথায়ও তাঁহাদিগের পূর্ব্বপুরুষ শর্ম্মন্ ও শকস্নুগণ ভারত হইতে বিতাড়িত হইয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাই অথর্ব্ববেদে এইরূপ মন্ত্র দেখিতে পাওয়া যায়—

যৎ শকা বাচ মারুহন্ অন্তরিক্ষম্। ৪র্থ খণ্ড—৭৩৪ পৃঃ

যেহেতু শকগণ (শকসূনুসমূহ) সংস্কৃত ভাষা (বা শাকারিভাষা) লইয়া অন্তরিক্ষে গমন করেন। এই শকেরাই আরমানিয়াতে আর্য্যমানবজাতি বা আর্ম্মানীজাতির পত্তন করিয়া ইউরোপে যাইয়া শাকসনজাতির দেহপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং ইঁহাদিগের গুরুপুরোহিত শর্ম্মণেরাই ইউরোপের শর্ম্মেসিয়া ও জর্ম্মাণরাজ্যের প্রতিষ্ঠাপয়িতা। ইঁহারা ককেশশপ্রদেশহইতে ইউরোপে যাওয়াতেই ইঁহাদের অনন্তরবংশ্য ইউরোপীয়গণ আপনাদিগকে ককেশীয়ান জাতি বলিয়া পরিচিত করিয়া আসিতেছেন। সুতরাং ইউরোপীয়দিগের মধ্যে কেহ কেহ ককেশীয়ান জাতি হইলেও জগতের দ্বিতীয় প্রত্নৌকঃ ভারতবাসী আমরা ককেশীয়ানপদবাচ্য হইতে পারি না। শ্রদ্ধেয় সতীশ বাবু কেন যে এরূপ কাহিনীর অবতারণা করিলেন, তাহা তিনিই জানেন। আর ককেশীয় জাতি ভারতহইতে যে ককেশশে গমন করেন তাহার বয়ঃক্রম তিন চারিহাজার বৎসর হইতে পারে, কিন্তু আমরা আদি পিতৃভূমি হইতে যে ভারতে আসিয়া গৃহপ্রতিষ্ঠা করিয়াছি, তাহার বয়ঃক্রম অন্যূন লক্ষবৎসর বা বহুবহস্রবৎসর হইবে, পরন্তু খৃষ্টপূর্ব্ব দুই সহস্র বৎসর বা ৩৯১১ বৎসর নহে। যাহা হউক পাশ্চাত্যগণ যে পৃথিবীর সমগ্র আর্য্যজাতিকে ককেশীয়ান বিশেষণের বিষয়ীভূত করেন, তাহা ঠিক নহে। ইউরোপের শ্লাভনিক, গ্রীক্ ও রোমকগণও ককেশীয়ান পদবাচ্য নহেন বা হইতে পারেন না।

এরূপ শুনিতে ও দেখিতে পাইয়া থাকি যে, এখন নাকি ইউরোপীয়গণ আশিয়াটিক ককেশীয়ান নামও অবমাননাসূচক মনে করিয়া আপনাদিগকে "ইউরোপীয়ান" রেস নামে সমাখ্যাত করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। যেন ইউরোপই মানবের আদি জন্মভূমি ও আমরা হিন্দু ও পারসীকেরাও যেন উক্ত ইউরোপ হইতেই ভারতে ও পারস্যে আসিয়া গৃহপ্রতিষ্ঠা করিয়াছি। আমাদিগের জ্ঞান. বিজ্ঞান ও সভ্যতা-ভব্যতা সকলই যেন ইউরোপমূলক, তাঁহারাই যেন প্রকৃত আর্য্য, আর আমরা So-called আর্য্য মাত্র এবং বালটিক সাগরের দক্ষিণবেলাই যেন মানবের সেই আদি সূতিকাগার!!

কিন্তু আমরা তারস্বরেই বলিতেছি যে, পাশ্চাত্য মনিষীরা কখনই যেন এই সকল অমূলক দুঃস্বপ্নের নিকট আত্মসমর্পণ করেন না। বালটিকসাগরের কর্দ্দমক্লিন্ন দক্ষিণবেলা দূরে থাকুক, ইউরোপের অত্যুচ্চ মহাশৈলনিচয়ের কোনও সানুদেশও সেই পবিত্র আদি সূতিকাগারের মহিমার প্রতি লোভ করিতে পারে না। অবশ্য ইউরোপও একটি প্রাচীনতম জনপদ বটে, নতুবা আমাদিগের ঋগ্বেদে উহার সমুল্লেখ থাকিতে পারিত না, কিন্তু তথাপি উহা যে আশিয়া ও আমেরিকাহইতে অতীব আধুনিক স্থান, তাহা ঋগ্‌বেদের বর্ণনা দ্বারাই অনুমিত হইয়া থাকে। ঋগ্‌বেদে বিবৃত রহিয়াছে যে—

বধীদিন্দ্রো বরশিখস্য শেষঃ,
অভ্যাবর্ত্তিনে চায়মানায় শিক্ষন্।
বৃচীবতো যৎ হরিয়ূপীয়ায়াম্
হন্ পূর্ব্বে অর্দ্ধে ভিয়সা পরো দর্ত্ত্॥ ৫—২৭ সূ—৬ম

তত্র সায়ণভাষ্যম্···অয়ম্ ইন্দ্রঃ চায়মানায় চয়মানস্য রাজ্ঞঃ পুত্রায় অভ্যাবর্ত্তিনে এতন্নামকায় রাজ্ঞে শিক্ষন্ ঈপ্সিতানি বসূনি প্রযচ্ছন্ বরশিখস্য অসুরস্য শেষঃ পুত্রান্ বধীৎ অবধীৎ। বরশিখস্য পুত্রান্ কথমবধীৎ? ইত্যুচ্যতে যৎ যদা অয়মিন্দ্রঃ হরিয়ূপীয়ায়াং হরিয়ূপীয়া নাম কাচিৎ নদী কাচিৎ নগরী বা তস্যাং পূর্ব্বে অর্দ্ধে প্রাগ্‌ভাগে স্থিতান্ বৃচীবতঃ বৃচীবন্নামবরশিখস্য কুলোৎপন্নঃ পূর্ব্বঃ তদ্‌গোত্রজান্ বরশিখস্য পুত্রান্ হন্ অবধীৎ তদা অপরঃ অপরভাগে স্থিতো বরশিখস্য শ্রেষ্ঠঃ পুত্রঃ ভিয়সা ভীত্যা দর্ত্ত্ দীর্ণোঽভূৎ।

ইন্দ্র চয়মান রাজার পুত্র অভ্যাবর্ত্তীকে ধনদান করিতে ইচ্ছা করিয়া যখন

হরিয়ূপীয়া জনপদের পূর্ব্বভাগে বৃচীবদ্বংশীয় বরশিখনামক দৈত্যের পুত্রগণকে বধ করিলেন, তখন তাঁহার অপর পুত্র ভয়ে ভীত হইয়াছিল।

এই হরিয়ূপীয়াই বর্ত্তমান ইউরোপ মহাদেশ। ঋগ্‌বেদের সময়ে ইহা কেবল মনুষ্যের বাসোপযোগী হইয়াছিল মাত্র। ঐ সময়েও তথায় লোকের প্রকৃত বসবাস হইয়াছিল না। কেবল দেবগণনির্ব্বাসিত দুই একঘর দৈত্যদানব যাইয়া তথায় গৃহপ্রতিষ্ঠা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। বরশিখ তাঁহাদিগের মধ্যে অন্যতম। উক্ত হরিয়ূপীয়ার অপভ্রংশেই "ইউরোপীয়া" ও ইউরোপীয়ার অপভ্রংশে "ইউরোপা" হইয়া শেষে তাহা হইতে ইউরোপ (Europe) শব্দ ব্যুৎপাদিত হইয়াছে। জিজ্ঞাসুগণ ইউরোপের প্রাচীন মানচিত্রে দৃষ্টিপাত করিলেই উহাতে "Europia" শব্দের সত্তা প্রত্যক্ষ করিতে পারিবেন। সুতরাং এহেন অর্ব্বাচীন স্থান বা তাহার কোনও অবান্তরভূমি মানবের আদি সূতিকাগার হইতে পারে না। অপিচ কেবল ইহাই নহে, পরন্তু ভারতবর্ষহইতে লোক সকল যাইয়া উপনিবেশসংস্থাপন করাতেই যে গ্রীক্, লাটিন, জর্ম্মাণ, শাকসন, ফ্রেঞ্চ ও ইংরাজপ্রভৃতি সমগ্র জাতির দেহপ্রতিষ্ঠা হইয়াছে তাহা আমরা

"ইউরোপীয়গণ ভারতসন্তান"

এই প্রবন্ধে সবিস্তার বর্ণনা করিয়াছি। মহামতি পোককসাহেবও সে বিষয়ে সম্পূর্ণ অনুকূল মতের অবতারণা করিয়া গিয়াছেন।

The great aggregate of the colonists of Greece has already been shown to consist of these two great bodies, the Solar and the Lunar races. Page—254.

অর্থাৎ যাঁহারা গ্রীশদেশের প্রধান অধিবাসী, তাঁহারা ভারতবর্ষের চন্দ্র ও সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয়গণের সমবায়সমুত্থ পদার্থ মাত্র।

আমরাও সর্ব্বান্তঃকরণে এই মতের সমর্থন করিয়া থাকি, তবে ইহার মধ্যে আইওনীয় বা যবনগণ চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয়, তাঁহারা তুর্ব্বশুসন্তান, আর যাঁহারা সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয়, তাঁহারা কেহ শকসন্তান ও কেহ কেহ বা কম্বোজক্ষত্রিয়-প্রসূতি।

A very considerable portion of this people was of the Budhistic faith; and by their numbers and their martial

prowess ultimately succeeded in expelling from northern Greece the clans of the Solar Race. Page. 238.

অর্থাৎ উত্তর গ্রীকগণের সংখ্যাধিক্য, রণনৈপুন্য এবং বৌদ্ধধর্ম্মে বিশ্বাস সন্দর্শনে তাঁহাদিগকে সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয় ভিন্ন আর কিছু বলিয়াই মনে হয় না। পোকক স্থলান্তরে বলিয়াছেন যে—

The primitive history of Greece is the primitive history of India, (page 30) I come now to one of the strongest evidences of mythology—mythology first Indian, then Greek. (page 89). The great heroes of India are the gods of Greece (page 142).

অর্থাৎ ভারতের প্রাথমিক ইতিহাস ও পৌরাণিক গল্পসমূহ যাহা, গ্রীশেরও তাহাই, ঐ সকল বিষয়ে ভারত আদি ও আদর্শ, গ্রীশ দ্বিতীয় ও অনুকারী। আর ভারতের যাঁহারা বীর ছিলেন, গ্রীকগণ তাঁহাদিগকেই দেবতাজ্ঞানে আরাধনা করিতেন। ইহা বলিয়াই পোকক শেষে বলিলেন যে—

The case may be stated as follows :—The picture is Indian—the curtain is Grecian and that curtain is now withdrawn.—Introduction, Page 8.

অর্থাৎ কথাটা এইরূপে বলা যাইতে পারে যে, গ্রীকগণের ছবিটা ভারতীয়, আর আবরণটা গ্রীশীয়, কিন্তু সে আবরণও সম্প্রতি উন্মোচিত হইয়াছে। অর্থাৎ গ্রীকগণ যে ভূতপূর্ব্ব ভারতসন্তান তাহা বুঝিতে কাহার আর বাকি নাই। এদিকে গ্রীশদেশের লোকেরাই ইটালীতে যাইয়া রোমরাজ্য ও লাটিনজাতির পত্তন করিয়াছিলেন। সুতরাং রোমকগণও ভারতসন্তানভিন্ন আর কিছুই নহেন। কেন?

ভারতের তুর্ব্বসুসন্তান যবনগণ যাইয়া গ্রীশে আইওনীয় জাতির দেহপ্রতিষ্ঠা করেন; আবার ভারতসাম্রাজ্যের রোমকপত্তনবাসী কম্বোজক্ষত্রিয়গণও যাইয়া গ্রীশে উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন। তাঁহারাই ইটালীতে যাইয়া আপনাদিগের আদি রোমকপত্তনের অনুকরণে টাইবরতীরে দ্বিতীয় ও তুরুস্কে তৃতীয় রোমক পত্তন বা রুমসহরের প্রতিষ্ঠা করেন, কাবুলের অন্তর্গত রোমকপত্তন কম্বোজ ক্ষত্রিয়গণের বাসভূমি ছিল। উহা অন্তরিক্ষ বা কেতুমালবর্ষের একটি প্রধান

নগর এবং অন্তরিক্ষের একদেশ অপোগস্থান (আপঃ) একদিন ভূ বা পৃথিবী অর্থাৎ ভারতসাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল বলিয়া বৈদিককোষ নিঘণ্টুতে অন্তরিক্ষ পর্য্যায়ে গৃহীত হইয়াছে। আপগানিস্থান অন্তরিক্ষের এক দেশ হইলেও উহা ভারতের অধিকৃত হইয়া ভারতসাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল. তাই পৌরাণিকেরা আফগানিস্থানকে ভারতের পশ্চিম সীমা না বলিয়া যবনদেশ পারস্যকেই পশ্চিম সীমাস্থ বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। এবং উহা যদুবংশীয় শকুনী, ভগিনী গান্ধারী, মহর্ষি পাণিনি ও সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয় কম্বোজগণদ্বারাই সতত অধ্যুষিত ছিল। সুতরাং ভারতের তুর্ব্বশুসন্তান যবন ও কম্বোজগণের সমবায়-সমুত্থ গ্রীক ও লাটিনেরা নির্ব্যূঢ় ভারতসন্তানই বটেন। মহামতি Neibuhr সাহেবও বলিয়া গিয়াছেন যে "রোম" কথাটী লাটিন ভাষার নহে।

'That Rome,' writes Neibuhr, 'was not a Latin name.'
India in Greece.

তবে উহা কোন্ ভাষা ? উহা ভাস্করাচার্য্যের ভুবনকোষধৃত রোমক পত্তন, সুতরাং সংস্কৃতভাষা। আমরা ঐরূপেই সপ্রমাণ করিয়াছি যে, ভারতের ব্রাত্যক্ষত্রিয় কিরাত জাতিই ইউরোপের স্পেন, পর্টুগাল, ফ্রেঞ্চ, আইরিশ ও অষ্ট্রীয়গণের প্রধান উপাদান। সংস্কৃত কিরাত ও কৈরাতিক শব্দ হইতেই প্রতীচ্য Kelt ও Keltic শব্দ ব্যুৎপাদিত। তাঁহারা কেহই বালটিকবেলার ক্লিন্নভূমিপ্রভব ভুঁইফোড় বস্তু নহেন।

ঐরূপ ভারতের শকসূনু ও শর্ম্মন্ যাইয়া ইউরোপের শাকসন ও জর্ম্মাণ জাতির দেহপ্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এবং এই লো-জার্ম্মাণ ও শাকসন জাতি হইতেই ইংরাজ জাতি সমাগত, সুতরাং বালটিকবেলা কি প্রকারে, এহেন ইউরোপীয়গণের আদি জন্মভূমি হইতে পারে ? অবশ্য জর্ম্মাণ ও শাকসনজাতির কতকগুলি লোক ইংলণ্ডপ্রভৃতি স্থানে প্রবেশের পূর্ব্বে কিয়ৎকাল বালটিক বেলায় যাযাবরভাবে অবস্থিতি করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে সেই অর্ব্বাচীন বালটিকবেলা কি প্রকারে জগতের সমগ্র নরনারীর আদি পিতৃভূমি বলিয়া স্বীকৃত হইবে ? পোকক বলিতেছেন যে—

With these warlike pilgrims on their journey to the Far West,—bands as enterprising as the race of Anglo-Saxons,

the descendants, in fact, of some of these very Sakas of Northern India. Page 29.

অর্থাৎ এই রণদুর্ম্মদ যাত্রিগণ যাইতে যাইতে অতি সুদূর পশ্চিমে যাইয়া উপস্থিত হইয়া একটি সাহসী এঙ্গলো-শাকসন জাতির সৃজন করেন। উঁহারা উত্তর ভারতের শকজাতি ভিন্ন আর কিছুই নহেন। পোকক স্থলান্তরে বলিতেছেন, যে—

The Aswamedha was practised on the Ganges and Sarjoo by the Solar Princes, twelve hundred years before Christ, * * when the rocks of Scandinavia and shores of the Baltic, were yet untrod by man. Page 51—52.

অর্থাৎ যে সময়ে গঙ্গা ও সরযূ নদীর তীরদেশে সূর্য্যবংশীয় রাজগণ খৃষ্টের দ্বাদশ শতাব্দী পূর্ব্বে (বস্তুতঃ বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে) অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছিলেন, তখন আমাদিগের ইউরোপের স্কেণ্ডিনেভিয়ার পর্ব্বতসঙ্কুল বন্ধুর ভূমিখণ্ড কিংবা বালটিক সাগরের বেলাভূমি, মনুষ্যের পদচিহ্নদ্বারাও অঙ্কিত হইয়াছিল না।

সুতরাং এহেন অজাতশ্মশ্রু বালটিকবেলা জগতের আদি পিতৃভূমিত্বের দাবি করিতে পারে কিনা, তাহা প্রবীণেরা ভাবিয়া দেখুন। অবশ্য বেলজিয়ম, ইংলণ্ড, সুইজারল্যাণ্ড ও বালটিকবেলার নিম্নদেশে বহু প্রাচীনতম যুগের জীবকঙ্কাল সকল দৃষ্ট হইয়াছে, কিন্তু যদি প্রতীচ্যগণ উপযুক্ত খননযন্ত্রের সাহায্যে মধ্য এসিয়ার উচ্চভূমিসমূহের বহু নিম্নতল পর্য্যন্ত খনন করিয়া দেখিবার শক্তি লাভ করিতেন ও খনন করিয়া দেখিতেন, তাহা হইলে তাঁহারা এমন সকল অদৃষ্ট ও অশ্রুতপূর্ব্ব জীবকঙ্কাল ও লৌহবর্ম্মের লৌহ-খণ্ড সকল দেখিতে পাইতেন, যাহাতে তাঁহারা বিস্ময়ে বিহ্বল ও স্তম্ভিত না হইয়া থাকিতে পারিতেন না। ফলতঃ কি বালটিকবেলা, কি ভল্‌গা নদীর সৈকত ভূমি, ইহার একটিও পবিত্র আদি সূতিকাগার নহে। যদি বালটিকবেলা বা ইউরোপের অন্য কোনও ভূখণ্ড মানবের আদি জন্মভূমি হইত, তাহা হইলে ওয়েবর প্রভৃতি পাশ্চাত্যকোবিদগণ কি প্রাণান্তেও মধ্য এশিয়াকে আদি নিকেতন বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন?

অতঃপর আমরা মিশরের কথা বলিব। পর প্রত্যয়নেয়বুদ্ধি কতিপয় ভারতীয় যুবকেরও অভিমত ইহাই যে, পৃথিবীর মধ্যে মিশরদেশ সভ্যতা ও জ্ঞানে বিজ্ঞানে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীনতম স্থান। হিন্দুর বেদের বয়ঃক্রম চৌত্রিশ শত বৎসরের অধিক নহে, পক্ষান্তরে মিশরের হাইরোগ্লিফিকলিপিপাঠে জানা গিয়াছে যে উহার বয়ঃক্রম সাড়ে পাঁচহাজার কি ছয়হাজার বৎসর। সুতরাং এহেন প্রাচীনতম মিশরদেশই মানবের আদি জন্মভূমি।

আমরা এই সকল অরণ্যরোদনে কাণ না দিলেই পারিতাম, কিন্তু এরূপ বহুলোক আছেন, যাঁহারা সোণা অপেক্ষা সীসার কদর বেশী করিয়া থাকেন। "একথার উত্তর নাই," ইহা ভাবাও মানুষের পক্ষে বিচিত্র নহে, তাই অর্ব্বাচীন মিশরের পিতৃভূমিত্বনিরাসজন্য দুচার কথা বলিতে হইল।

বেদের বয়ঃক্রম কত, তাহা আমরা প্রবন্ধান্তরে সপ্রমাণ করিয়াছি। আমরা ভারতে প্রবেশ করিবার বহু পূর্ব্বেই স্বর্গে সামবেদের প্রণয়ন হইয়াছিল, আমরা সাম গান করিতে করিতে ভারতে প্রবেশের পর তিন যুগ ধরিয়া যে সকল মন্ত্রের প্রণয়ন করি, তাহারই সমবায়সমুথ পদার্থের নাম ঋক্ ও অথর্ব্ববেদ। সামবেদের বয়ঃক্রম লক্ষবৎসরের ন্যূন হইবে না, ঋগ্বেদের বয়ঃক্রমও প্রায় পঞ্চাশ সহস্র বৎসর। মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদবিভাগকর্ত্তা ঋষিদিগের মধ্যে অষ্টাবিংশতিতম ব্যক্তি। আমাদিগের পঞ্জিকা ও পুরাণাদির গণনানুসারে সেই শেষ বেদব্যাসের বয়ঃক্রমই পাঁচহাজার একাদশ বৎসর। তিনি কলিযুগের প্রারম্ভকালের ব্যক্তি, সুতরাং আর গোটা তিনটা যুগের পরিমাণ যথাক্রমে যদি ৬০,৩০ বা ১৫ হাজার বৎসরও হয়, তাহা হইলে স্বর্গের সভ্যতার যুগের বয়ঃক্রম মিশরের বয়ঃক্রমের কতগুণ অধিক তাহা ভাবিয়া দেখ। তৎপর মানবসৃষ্টির যুগ, বর্ব্বর মানবের অন্ধতামস যুগ, ভাষা ও কবিত্ববিকাশের যুগসমূহের সমষ্টি করিলে যদি তোমাকে অন্ততঃ সমষ্টিফল লক্ষ বৎসরও মনে করিতে হয়, তাহা হইলে মিশর তখন কোথায় পড়িয়া থাকে? পাশ্চাত্যগণই এখন রেডিয়ম ধাতুর আবিষ্কারের পর বলিতেছেন যে পৃথিবীর সৃষ্টি অন্ততঃ দশকোটি বৎসর হইয়াছে। এখন যদি মনুষ্যসৃষ্টির বয়ঃক্রম এককোটি বা অন্ততঃ একলক্ষ বৎসরও কল্পনা কর, তাহা হইলে মিশরের দাবি ময় খরচাই ভিশমিশ হইবে কি না?

ফলতঃ আফ্রিকা অতি আধুনিক মহাদেশ, উহার অভ্যন্তরভাগ অদ্যাপি মনুষ্য বাসের উপযুক্ততা লাভ করে নাই। এখানেও জগতের দ্বিতীয় প্রত্যেক: ভারতের আর্য্যগণ যাইয়া সভ্যতার বিস্তার করিয়াছিলেন। সুতরাং উহা মানবের আদি জন্মভূমি হইতে পারে না। বেদাদি কোন গ্রন্থেই আফ্রিকার নাম উল্লিখিত হয় নাই, সুতরাং উহা আদি সভ্যতার বহুকাল পরে স্থলে পরিণত হইয়াছিল। তৎপর আদি পিতৃভূমিহইতে কতকগুলি কৃষ্ণত্বচ্ বর্ব্বর যাইয়া উহাতে সর্ব্বাদৌ গৃহপ্রতিষ্ঠা করে, তাহারাই জগতে কাফ্রী বলিয়া সুবিদিত। ভারতের আর্য্যগণ যাইয়া যে মিশরে উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন, আমরা নিম্নে তৎসমর্থক কতকগুলি প্রমাণের সমাহার করিব। পোকক একত্র বলিতেছেন যে—

I must beg the reader to bear in mind the distinct assertion which I have already made, of the National unity of Egyptians, Greeks, and Indians.—Page 122.

অর্থাৎ আমি ভারতবর্ষ, ঈজিপ্ট ও গ্রীশদেশবাসিগণের সমতাবিষয়ে যে নিশ্চিত ধারণায় উপনীত হইয়াছি, পাঠকগণকে সে বিষয়ে মন দিতে বলিতেছি। কেন? যেহেতু

This fact distinctly recognised, and surveyed without prejudice, even so far as to accept Hellinic authorities, when speaking of the colonisations from Egypt and Phœnicia, will prepare the mind for the reception of much valuable, but often rejected history.—Page 122.

অর্থাৎ ঈজিপ্ট ও ফিনিশিয়া হইতে লোক যাইয়া যখন গ্রীশের হেলেনিক জাতি গঠিত করিয়াছে, এবং ঈজিপ্ট ও গ্রীক্ জাতির সহিত যখন ভারতীয় হিন্দুগণের সম্পূর্ণ সমতা রহিয়াছে, তখন ঈজিপ্টবাসীরা যে ভারতসন্তান তাহাতে আর সন্দেহ মাত্রই নাই। "ঐতিহাসিকেরা ইহা তুচ্ছজ্ঞানে গ্রাহ্য করিতে না পারেন, কিন্তু আমি ইহা সত্য বলিয়াই মনে করি। বলিতে পার ভারত ও ঈজিপ্টে কি সমতা আছে? পোকক বলিতেছেন যে—

The prevalence of the Solar tribes in Egypt, Palestine, Peru, and Rome, will be evident in the course of the following rapid survey.—Page 162.

অর্থাৎ আমরা নিম্নে যে সকল কথা বলিব, তাহাতে ইহাই সপ্রমাণ হইবে যে ঈজিপ্ট, পেলেষ্টাইন, পেরু ও রোমে সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয়গণের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। পোকক বলিতেছেন যে—

The reader will not readily forget the renowned "City of the Sun", "Helispolis", nor Menes, the first Egyptian king of the race of the Sun, the Menu Vaivaswata, or patriarch of the Solar race, nor his statue, that of "The great Menoo", whose voice was said to salute the rising sun.—Page 178.

হে পাঠক! তুমি সহজে Helis polis বা সূর্য্যের নগর, (সৌরপুরী) মিশরের সূর্যবংশীয় প্রথম রাজা মেনেস্, সূর্য্যবংশের আদি পুরুষ ভারতীয় বৈবস্বত মনু অথবা মিশরে যে তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি আছে, তাহা কিংবা সেই মহা মনুকে বিস্মৃত হইও না, যিনি উদীয়মান সূর্য্যের উপাসক ছিলেন।

এতদ্দ্বারা জানা গেল যে, মিশরের রাজারা আপনাদিগকে সূর্য্যবংশীয় বলিয়া প্রখ্যাপিত করিতেন এবং তাঁহারা আমাদের ভারতের আদিরাজ বৈবস্বত মনুকেই আপনাদিগের আদিপুরুষ ও আদিরাজ বলিয়া জানিতেন ও মিশরে তাঁহার এক প্রস্তর বা ধাতুময় প্রতিমূর্ত্তিও স্থাপিত করিয়াছিলেন। ঐরূপ মিশরের রাজা Rameses এর নাম হইতেও জানা যায় যে উক্ত নামটি আমাদিগের রামের নামের অনুকরণে রক্ষিত হইয়াছিল। সুতরাং

For Rome, Egypt like, was colonised by a conflux of the Solar as well as Lunar Race.—Page 180.

মিশরে যে ভারতের চন্দ্র ও সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয়গণের সমবায়দ্বারা উপনিবেশ গঠিত হইয়াছিল, তাহাতে কোনও সন্দেহই নাই।

কেবল ইহাই নহে, আফ্রিকার নদনদী ও পর্ব্বতাদির নামও ভারতের অনুকরণে রক্ষিত হইয়াছিল। যেমন নীলহইতে নাইল নদ, পুরীমঠহইতে Pyramid প্রভৃতি ব্যুৎপাদিত। মিশরের পুরোহিতগণ Piromis নামে কথিত হইতেন, উহাও সংস্কৃত পরমেশ শব্দ ভিন্ন আর কিছুই নহে। আচ্ছা মৈশরগণ যে ভারত পরিত্যাগ করিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ কি? পোকক বলিতেছেন যে—

Philostratus introduces the Brahmin Iarchus, stating to his auditor, that the Ethiopians were originally an Indian race, compelled to leave India, for the impurity contracted by slaying a certain monarch, to whom they owed allegiance.
Page—205.

ফাইলোষ্ট্রাটাস বলেন যে, একজন ব্রাহ্মণ আচার্য্য (Iarchus) তাঁহার শ্রোতৃবর্গকে বলিয়াছিলেন যে—

আফ্রিকার ইথীওপিয়ান অর্থাৎ ইথীওপিয়া (মিশরের দক্ষিণস্থ) দেশবাসী লোকেরা মূলতঃ ভূতপূর্ব্ব ভারতসন্তান। তাঁহারা তাঁহাদিগের কোনও সম্রাট্‌কে সমুচিত রাজভক্তিপ্রদর্শনের বিনিময়ে তাঁহাকে অতি নিকৃষ্ট উপায়ে হত্যা করিয়াছিলেন, তজ্জন্য তাঁহারা ভারত পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়েন।

আমাদিগের মহাভারত ও বিষ্ণুপুরাণাদি বহু শাস্ত্রেও এই কথাগুলি বিবৃত রহিয়াছে যে, শক, যবন, কম্বোজ, হৈহয় ও তালজঙ্ঘপ্রভৃতি ক্ষত্রিয়গণ অযোধ্যারাজ বাহুকে রাজ্যচ্যুত করিলে তিনি সগর্ভা পত্নীসহ অরণ্যে যাইয়া ঔর্ব্ব মুনির আশ্রমসন্নিকটে আশ্রয় গ্রহণ করেন। রাজ্যনাশঘটিত মনস্তাপ ও বার্দ্ধক্যবশতঃ তিনি তথায়ই উপরত হয়েন, তৎপর তৎপুত্র সগর উক্ত শক, যবনকম্বোজাদি ক্ষত্রিয়গণকে ধর্ম্মভ্রষ্ট, মুণ্ডিতশিরস্ক, মুক্তকচ্ছ ও অর্দ্ধশিরো মুণ্ডনাদি দ্বারা লাঞ্ছিত ও দেশনির্ব্বাসিত করেন, তাহাতেই তাঁহারা তুরুষ্ক, আরব, মিশর ও ইউরোপে যাইয়া গৃহপ্রতিষ্ঠা করিতে বাধ্য হয়েন। সুতরাং ফাইলোষ্ট্রাটস ও পোককের উক্তির কোন অংশই অলীক বা অতিরঞ্জিত কিংবা অবিশ্বাস্য নহে। তবে শকাদিই যে রাজাকে মারিয়া ফেলিয়াছিলেন, ইহা সত্যও না হইতে পারে। যাহা হউক এতদ্দ্বারা সপ্রমাণ হইতেছে যে ইথীওপিয়গণ আফ্রিকার আদিমনিবাসী নহেন, সুতরাং আফ্রিকা বা মিশরও মানবের আদি জন্মভূমি হইতেছে না। পোকক তৎপরই বলিতেছেন যে—

An Egyptian is made to remark that he had heard from his father, that the Indians were the wisest of men, and that the Ethiopians, a colony of the Indians, preserved the wisdom and usages of their fathers, and acknowledged their ancient origin. We find the same assertion made at a later period,

in the third century, by Julius Africanus, from whom it has been preserved by Eusebeus and Syncellus; thus Eusebeus states, that the Ethiopians, emigrating from the river Indus, settled in the vicinity of Egypt.—Page 205.

প্রত্যেক মিশরবাসীই এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়া থাকেন যে, তিনি তাঁহার পিতাপিতামহের নিকট ইহা শুনিয়াছেন যে, ভারতবাসী লোকেরাই সর্ব্বাপেক্ষা জ্ঞানী ছিলেন। এবং ইথিওপিয়ানগণ ভারতীয় ঔপনিবেশিক ও তাঁহারা তাঁহাদিগের পিতৃগণের জ্ঞান ও আচার ব্যবহারই অদ্যাপি রক্ষা করিয়া আসিতেছেন এবং ভারতবর্ষকেই তাঁহারা তাঁহাদিগের প্রাচীন বাসভূমি বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন। আমরাও দেখিতে পাইতেছি যে, খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতেও জুলিয়স এফ্রিকানুস ঐরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন এবং ইউসেবিউস ও সীনছেনসও উক্ত মতের সমর্থন করিয়াছিলেন। ইউসেবিউস বলিয়াছেন যে ইথীওপিওগণ সিন্ধুনদের বেলাভূমি হইতে ঈজিপ্টের নিকটে আসিয়া উপনিবিষ্ট হয়েন।

মিঃ মরে (Murray) তাঁহার ইজিপ্টের হেণ্ডবুকনামক গ্রন্থের একত্র বলিতেছেন যে—

"Behind the temple of Venus", says Strabo, "is the Chapel of Isis;" and this observation agrees remarkably well with the size and position of the small temple of that goddess; consisting as it does, merely of 1 central and 2 lateral adyta and a transverse chamber or corridor in front; * * It is in this temple that the cow is figured, before which the Sepoys are said to have prostrated themselves when our Indian army landed in Egypt. Much have been thought of this; but the accidental worship of the same animal in Egypt and India is not sufficient to prove any direct connection between the two religions. Page 316.

মিশরদেশে "আইছিছ" নামে এক দেবতা আছে, উহার সম্মুখে একটী গাভীর মূর্ত্তি বিরাজমান। যে সকল ভারতীয় সিপাই সৈন্য আরবীপাশার যুদ্ধে মিশরে গিয়াছিল তাহারা সেই আইছিছের মন্দিরের নিকট যাইয়া সাষ্টাঙ্গে

প্রণিপাত করিতে লাগিল। কেন ভারতবর্ষ ও মিশরে গাভী ও উক্ত দেবতার অর্চ্চনাবিষয়ে এই সমতা ঘটিল? ইহা কাকতালীয়বৎ হঠাৎই ঘটিয়াছে? না তাহা কখনই নহে। নিশ্চিতই প্রতীতি হইতেছে যে এই উভয় দেশবাসী-দিগের মধ্যে কোনও প্রত্যক্ষ সংশ্রব ছিল।

সে প্রত্যক্ষ সংশ্রব কি? আমরা পূর্ব্বেই পোককের গ্রন্থ হইতে দেখাইয়াছি যে মিশরবাসীরা ভারতবর্ষকে আপনাদের পূর্ব্বনিবাস বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। ফলতঃ সাগর-সন্তাড়িত শক, যবন, কম্বোজ ও তালজঙ্ঘ-প্রভৃতি ক্ষাত্রিয়দিগের কেহ কেহ যে মিশরে যাইয়া উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন, তাহাতে দ্বিধামাত্রও নাই। মিশরের এই আইছিছ দেবতা আমাদের বৃষভধ্বজ ঈশঃ (ঈশস্) অর্থাৎ শিব ভিন্ন আর কেহই নহেন। একদল ভারতীয় শিবোপাসক যে মিশরে যাইয়া এই ভারতীয় দেবপূজার প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহা যেন ধ্রুবই।

কেবল ইহাই নহে, ঈজিপ্টের "মিশর" নামও আমরা ভারতগন্ধি বলিয়া নির্দ্দেশ অরিতে অভিলাষী। উহা সংস্কৃত "মিশ্র" শব্দের বিকার ভিন্ন আর কিছুই নহে। যেরূপ শকস্থন্দিগের সহিত কতকগুলি শর্ম্মন্ (গুরুপুরোহিত) ইউরোপে গিয়াছিলেন, তদ্রূপ সগর-লাঞ্ছিত ভারতসন্তানদিগের সহিত কতকগুলি চিকিৎসাব্যবসায়ী মিশ্রব্রাহ্মণও আফ্রিকায় যাইয়া থাকিবেন তাঁহাদিগের "মিশ্র" নাম হইতে তদধ্যুষিত জনপদের মিশ্র বা মিশর নাম হওয়া অসম্ভব নহে। মরে সাহেব বলিতেছেন যে—

The hatred of the Tentyritis for the crocodile was the cause of serious disputes with the inhabitants of Ombos, where it was particularly worshipped; and the unpardonable affront of killing and eating the godlike animal was resented by the Ombites with all the rage of a sectarian feud.—P. 318.

কায়রো দেশের নিকটে "অম্বোস" নামে একটী জনপদ আছে। উহার অধিবাসীদিগের নাম "অমবাইট"। তাহারা কুম্ভীরদিগকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করে। পক্ষান্তরে টেন্টিরাইটগণ কুম্ভীরভোজী। তজ্জন্য এই উভয় জাতি মধ্যে চিরবিদ্বেষ বিরাজমান। মরে স্থলান্তরে বলিতেছেন যে—

Between 2 and 3 miles to the east of Seuwah is the temple of Amun, now called Om Baydah. P. 231.

শিউয়ানগরের দুই তিন মাইল পূর্ব্বে আমুন দেবের মন্দির। উক্ত শিউয়া নগর এইক্ষণ ওমবৈড্‌হা নামে প্রখ্যাত।

আমরা পাঠকগণের নিকট এই বিষয়গুলি উপাস্থাপিত করিয়া ইহাহইতে সত্যোদ্ধার করিতে প্রার্থনা করি। সাহেবেরা এই

Om Baydah

শব্দের অনুবাদ "Mother white" করিয়াছেন। ওম—অম্বা ও বৈড্‌হা শ্বেত। কিন্তু যদি কেহ অম্বোস্ ও ওম্‌বৈড্‌হা নগর এবং অম্‌বাইট জাতির বিষয় ভাবিয়া দেখেন তবে কি তাঁহারা ইঁহাদের সহিত ভারতীয় অম্বষ্ঠদেশ ও অম্বষ্ঠজাতির কোনও সমতা স্বীকার করিতে আকৃষ্ট হইবেন না? শিউয়া শব্দও কি শৈব শব্দের অপভ্রংশ নহে? মরে স্থলান্তরে বলিতেছেন যে—

Near Balla's should be the site of Contra Coptos. Kobet, or Koft, the ancient Coptos, is a short distance from the river, on the east bank. The proper orthography, according to Aboolfeda, is Kobt, though the natives now call it Koft In Coptic it was styled Keft, and in the hieroglyphics. Kobthor a name recalling the Cophtor of scripture. P. 319.

বল্লাসনগরের নিকটে কোপটোস নামে একটী নগর আছে, উহা নদীর পূর্ব্ব-তীরে অবস্থিত এবং ইহার অধিবাসীদিগের নাম কোপ্‌ট। এই কোপ্‌ট শব্দের নিদান লইয়াও সকলে বিবদমান। অধ্যাপক আবুলফেদার মতে উহা কেব্‌ট সংজ্ঞার বিষয়ীভূত, পক্ষান্তরে তদ্দেশবাসিগণ উহাকে কোফট বলিয়া থাকেন। আবার কপটিক ভাষাতে উহা কেফ্‌ট বলিয়া বিবৃত। পক্ষান্তরে হাইরোগ্লিফিক লিপিতে উহা কোবতর বলিয়া অভিহিত।

আমরা পূর্ব্বোক্ত অম্বোস, অম্বাইট ও অম্‌বৈড্‌হা এবং এই কোপ্‌ট শব্দের একত্র সন্নিবেশনিবন্ধন এই কোপ্‌ট শব্দটী ভারতের "গুপ্ত" শব্দ হইতে উৎপাদিত বলিয়া মনে করিতে চাহি, আমাদিগের এ অনুমান ব্যাহত কি সত্যগর্ভ্ভি, তাহা প্রবীণেরা ভাবিয়া দেখিবেন। প্রাচীনেরা শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ বৈদ্য, ধনী, রাজা ও নদী দেখিয়া বাসের উপদেশ করিয়াছেন। আফ্রিকাগত

ভারতসন্তানেরাও আপনাদিগের সহিত একদল "গুপ্তোপাধিক" বৈশ্য লইয়া গিয়াছিলেন, ইহা একবারেই অসম্ভব ব্যাপার নহে। মরে স্থলান্তরে লিখিতেছেন যে—

And though, as in Strabo's time, the Myos—Hormos was found to be a more convenient port than Berenice, and was frequented by almost all the Indian and Arabian fleets, Coptos still continued to be the seat of commerce. P. 319.

অর্থাৎ ভারতবর্ষ ও আরবদেশের বাণিজ্য জাহাজ সকল সর্ব্বদা মাইওস-নামক বন্দরে যাতায়াত করিত। কপ্‌টনগর এখনও বাণিজ্যবন্দর বলিয়া পরিচিত।

সুতরাং কেন এই বিতর্ক করা যাউক না যে ভারতবাসীরা কখনও মিশরে যাইয়া উপনিবিষ্ট হয়েন নাই, পরন্তু তাঁহারা কেবল সময়ে সময়ে বাণিজ্যোপলক্ষেই তথায় যাইতেন, তাহাতেই ভারতীয় দেবদেবী তথায় প্রতিষ্ঠাপিত ও উপাসিত হইয়াছে ?

না এরূপ হইলে সমগ্র মিশরপ্রভৃতি দেশে ভারতীয় সভ্যতা, ধর্ম্ম ও আচারব্যবহার অপিচ দৈহিক সমতা এত বিস্তৃতভাবে প্রসৃত হইতে পারিত না। মিশরবাসীরাও বলিতেন না যে আমরা ভারতের পূর্ব্বাধিবাসী, ইহা আমাদের বাপদাদার নিকট শুনিয়া আসিতেছি। সার উইলিয়মজোন্স সাহেব তাঁহার এশিয়াটিক সোসাইটীর রিপোর্টেও বলিয়াছেন যে মিশরদেশ ভারতীয় আর্য্যগণদ্বারা উপনিবেশিত। অবশ্য মিশরের হাইরোগ্লিফিক লিপিপাঠকেরা মিশরের বয়ঃক্রম খৃষ্টপূর্ব্ব ৬।৭ হাজার বৎসর বলিয়াও নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের দেশের তাম্রফলক ও পার্শীগণের জেন্দাভস্তা পাঠ যেরূপ অদ্যাপি অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকৃত হয় নাই, তদ্রূপ মিশরের লিপি পাঠও অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারে না। যদি তাহাই হইত তাহা হইলে একই লিপির পাঠোদ্ধার করিতে যাইয়া কেহ মিশরের বয়স খৃষ্টপূর্ব্ব ৬।৭ হাজার বৎসর, কেহ ৪।৫ হাজার, কেহ ৩।৪ হাজার ও কেহ বা দুই হাজার বৎসর বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন না। ধরিয়া লও মিশরের বয়স যেন খৃষ্টপূর্ব্ব ৬।৭ হাজার বৎসরই বটে, কিন্তু তাহাতেও উহা যে জগতের দ্বিতীয় প্রত্নোকঃ

বর্ষীয়সী ভারতভূমি হইতে কত অবরজবয়াঃ তাহা ভাবনারও অতীত পদার্থ। অতঃপরও যদি কেহ ভারতহইতে মিশরের প্রাচীনত্বের দাবি করিতে চাহেন তাহা হইলে আমরা

তিষ্ঠ নিঃশ্বশ্রু যামঃ

বলিয়া দূর হইতেই তাঁহাদিগের নিকট বিদায় গ্রহণ করিব। জগতের আদি গ্রন্থ সামবেদের দেশ মঙ্গোলিয়া ও জগতের দ্বিতীয় গ্রন্থ ঋগ্বেদের দেশ ভারতবর্ষ হইতে কি আর কোনও জনপদ প্রাচীন হইতে পারে?

আমরা অতঃপর Medea বা Hara র আদিজন্মভূমিত্বের কথা ভাবিয়া দেখিব। বাইবেলবিনোদী পূজনীয় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার Arian witness নামক গ্রন্থের একত্র বলিতেছেন যে—

"And thus in our search for the original Aryan home, we already find unmistakable vestiges in Central and Western Asia which cannot fail to place us on the right track. P. 68.

আমরা এইরূপে মানবের আদিজন্মভূমি অন্বেষণ করিতে করিতে আশিয়ার পশ্চিম ও মধ্যভূমিখণ্ডে উহার অবস্থান বিন্দু দেখিতে পাইতেছি, যাহা প্রকৃতই ভ্রান্তিপরিশূন্য।

কিন্তু আমরা পূজনীয় বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের এই দৃঢ়তাতেও সহানুভূতি বা আস্থাপ্রদর্শন করিতে সমর্থ হইলাম না। এসিরীয়ায় বলাসুরের বাড়ী ছিল, দেবশুনী (কুক্কুরাখ্য নরশ্রেণী) সরমা তথায় অঙ্গিরাদিগের অপহৃত গরুর অন্বেষণ করিতে গিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা সত্য হইলেও ঐদিগের কোনও প্রতীচ্য আশিয়াটিক ভূখণ্ড যে মানবের আদি জন্মভূমি নহে, তাহা বেদবাদবৎ ধ্রুবই। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ইহার পরই বলিয়াছেন যে—

Considering that India, which, long before its time, had become the most important of Aryan countries, was ignored in the East, and that Media which, as we shall see afterwards, was the original seat of the Aryan family, was excluded in the West, the word Aryana used by the geographers

must have been meant distinctively for Irania or "Iran," though Persia itself seems to have been put out of the enclosure.

P.—15.

আমারা বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের এই কথাগুলির মধ্যেও কোনও সত্যের সমাবেশ দেখিতে পাইলাম না। ভৌগোলিকেরা যদি পারস্যের উত্তরভাগকে ইরাণ বা এরিয়ানা বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন, তবে তাহাতেও কোনও ক্ষতিবৃদ্ধি দেখা যায় না। উহার ঐ নামের ব্যুৎপত্তি ও উহার অর্ব্বাচীনত্বের কথা আমরা বহুবার বলিয়াছি ও যথাসময়ে আরও বলিব। কিন্তু পার্শী বা অসুরগণের Aryana vaejo কথার "এরিয়ানা" ভাগ লইয়া যদি কোনও কথা হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমরা বলিব পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা উহার অনুবর্ত্তন করিয়া ভাল কাজ করেন নাই। কেন না পার্শীদিগের জেন্দাভেস্তাতে ঐরূপ কোনও শব্দ নাই, উহাতে ছিল "Aryanam vaejo" এবং উহার অর্থও স্বতন্ত্র। পরন্তু উক্ত Aryanam vaejo কথার দ্বারা যে স্থানের প্রকৃত অববোধ হইয়া থাকে, সেস্থানও প্রকৃত পিতৃভূমি নহে, পরন্তু উহাও কেবলমাত্র আর্য্যগণের আদি অধ্যুষিত স্থান পুণ্যভূমি আর্য্যাবর্ত্ত। আর Media নামক কোনও স্থানের কথা পূর্ব্বদেশ ভারতাদিতে অপরিজ্ঞাত থাকিলেও ভারতবাসীরা আদি প্রত্নৌকঃ পিতৃভূমির কথা অনবগত ছিলেন না। এবং বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যে বলিতেছেন যে—

The Brahmins were desirous of considering themselves as dead to the Iranians, and the Iranians to themselves. Hence they formally recorded nothing about the ancient exploits or adventures of their forefathers in Central Asia.

P.—40.

ব্রাহ্মণেরা পার্শীদিগহইতে আপনাদিগকে ও পার্শীরা ব্রাহ্মণদিগহইতে আপনাদিগকে মৃত বা নিঃসম্পর্ক ভাবিতেন। তাই তাঁহারা মধ্য এসিয়াতে তাঁহাদিগের পূর্ব্বপিতামহগণ যে সকল বীরত্ব বা অভিযানের কার্য্য করিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে কিছুই লিপিবদ্ধ করিয়া যান নাই।

কিন্তু ইহা ঠিক প্রকৃত কথা নহে। তাঁহারা সেই প্রাচীনতম যুগে যাহা সম্ভবপর তাহা বেদমন্ত্রে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু সম্প্রতি ঐ সকল

মন্ত্রের অধিকাংশই রাষ্ট্রবিপ্লবে, গৃহদাহে বা কীটদংশনাদিনিবন্ধন বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। যাহা আছে তাহারও প্রকৃত তাৎপর্য্য ব্যাখ্যাত না হওয়াতে আমাদিগের পূর্ব্বপিতামহেরা সেই আদি পিতৃভূমির কথা যে প্রকৃতই লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াগিয়াছেন তাহা অর্ব্বাচীন যুগের আমরা জানিতে অসমর্থ হইয়াছি। অধ্যাপক কুজনপ্রভৃতিও ঋষিদিগের স্কন্ধে এইরূপ দোষ চাপাইয়া গিয়াছেন। কিন্তু ঋষিগণ বেদে ও পার্শীরা জেন্দাভস্তাতে আদি জন্মভূমির কথা লিখিতে বিস্মৃত হইয়াছিলেন না। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বা সাহেবেরা কেন বেদাদি পাঠ করিয়াও এরূপ দোষারোপ করিতেছেন, তাহা তাঁহারাই জানেন। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অতঃপর বলিতেছেন যে—

We think sufficient traces of Aryan connection have been discovered in the West of Asia to encourage us to persevere in the inquiry after the original settlement of our ancestors in that direction, and this will be our business in the next chapter. P. 77.

কিন্তু আমরা বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের গ্রন্থে এমন একটী প্রমাণেরও অবতারণা দেখিতে পাইলাম না, যাহাতে পশ্চিম এসিয়ার কোনও ভূখণ্ড পিতৃভূমি বলিয়া কল্পনায়ও আসিতে পারে। তবে পশ্চিমএশিয়া ও আফ্রিকা এবং ইউরোপের সর্ব্বত্রই ভারতীয় আর্য্যগণ যাইয়া উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন। সুতরাং ঐ সকলদিকে কেন আর্য্যচিহ্ন দেখিতে পাওয়া যাইবে না? কিন্তু তাহাতে এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না যে উহাই পিতৃভূমি। ইরাণ (এরিয়া), অর্জরম ও আয়ারল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশের নাম ত আর্য্য শব্দ হইতেই উৎপাদিত ও ব্যুৎপাদিত? তাহা ঠিক, কিন্তু তাহাহইলে ত আর্য্যাবর্ত্তসনাথ ভারতবর্ষকেও পিতৃভূমি মনে করা অধিক সঙ্গত হইতে পারে? ইহারা প্রত্যেকেই বা কেন সে দাবি করিতে পশ্চাৎপদ হইবে? ফলতঃ ভারতের এই আগন্তুকেরা ভারতে প্রবেশের পূর্ব্বে যে আর্য্যনামধারী ছিলেন না, তখন যে তাঁহারা দেবোপনামা ছিলেন ইহা জানা থাকিলে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় "এরা" শব্দ লইয়া এত হাঙ্গামা করিতেন না। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় স্থলান্তরে বলিতেছেন যে—

Bochart proves by a learned dissertation that Media was called Ara or Aria from Hara, a place where the Assyrian

Kings Pul and Tiglathpilnesar had banished the Reubenites, the Gadites, and half the tribe of Manasseh. "Hara," he says, "Stands in 1 Chron. V. 26 for Media in Ezra. Omitting the aspirate, Jerome reads it Ara. Indeed by the Greeks also, Media is called Aria, and the Medes, Arians." P. 85.

আমরা ইহা পাঠ করিয়াও মিডিয়ার পিতৃভূমিত্বের অনুকূলে মত গঠিত করিতে পারিলাম না। বোচার্টসাহেব যে কি পাণ্ডিত্য বা কি হেতুপ্রদর্শন পূর্ব্বক মিডিয়ার পিতৃভূমিত্ব সমর্থিত করিলেন, তাহাও আমরা বুঝিতে সমর্থ হইলাম না। পূর্ব্ববাঙ্গলার লোক ও হিব্রুরা হরিকে "অরি" বলিয়া থাকেন, ইহাতে এই "অরি" অর্থ যেমন শত্রু হইতে পারে না, তদ্রূপ যদি কেহ হেরাকে এরা বলিয়া থাকেন, তবে সেই এরাও কখনই আর্য্যার্থসমর্থক হইতে পারে না। পৌসানিয়াস (Pausanias) জেনোফন (Xenophon) ও বোচার্ট প্রভৃতি যাহা যাহা বলিয়াছেন, তৎসমুদায়ই অযৌক্তিক ও প্রমাণশূন্য। ফলতঃ এই 'এরা' শব্দ সংস্কৃত "আর্য্য" শব্দেরই অপভ্রংশ মাত্র। ভারতীয় আর্য্য পার্শীরা পারস্যের উত্তরভাগে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করাতেই উহা আর্য্যায়ণ, আইরাণ, ইরাণ বা এরা নামে বিশ্রুত হয়। মিডিয়া এরার ভূতপূর্ব্ব নাম। পোকক বলিতেছেন যে—

Aria, whence the modern name of Iran, takes its name, as is well known, from the Aru, an ancient Median people. It is a name derived from the Sanskrit Vocable "Arya."

India in Greece. Introduc. P.—8.

কিন্তু তথাপিবন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিতেছেন যে—

Here we have a chain of evidence leading us to Media as the original home of the Arians. P. 85.

কিন্তু কোন্ প্রমাণনিবহ যে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে Mediaর পিতৃভূমিত্বে নিঃসন্দেহ করিল, আমরা তাহা ভাবিতেও অসমর্থ। পাছে কেহ মনে করেন, আমরা প্রমাণ গোপন করিলাম, একারণ আমরা এখানে বোচার্টের প্রমাণগুলি উদ্ধৃত করিতে বাধ্য হইলাম।

He then cites the passage in Herodotus to which we have already referred. He next cites Pausanias in Corinthiacis de Medea, where he says that Medea went to the region

then called Aria and gave to the people thereof the name of Medea. Apollodorus is then quoted ,who says, that Ariania was a country near Cadusia. Xenophon is referred to after this, whose testimony is as remarkable as it is curiously satisfactory. He says, "The Thamnerians of Media are near Cadusia", Now Thamneria is derived from "the man" South, and Aria, meaning the southern Arians. And so Bachart concludes :—"Porro Aria est Hara." P.—85.

বলা বাহুল্য কতকগুলি লোকের নাম ও কতকগুলি অমূলক কথার সমাহার করিলেই তাহা যে কি প্রকারে অকাট্য প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হইতে পারে তাহা আমরা অবগত নহি। ফলতঃ মিডিয়া মানবের আদি জন্মভূমি হইলে বাইবেল, কোরাণ, বেদ ও জেন্দঅভেস্তা ইহার নাম লইতে বিস্মৃত হইতেন না। তাহা হইলে বাইবেল East না বলিয়া মিডিয়া বলিতেন। আর মহামতি এলফিন্‌ষ্টোন্ সাহেবও কথন

from east to west

বলিয়া পাঠ সমাপ্ত করিতেন না। প্রকৃত কথা এই যে এই ঈষ্টশব্দ দ্বারা একমাত্র ভারতবর্ষ লক্ষিত হইয়াছিল, কেন না পারস্য, তুরুস্ক, আরব, আফ্রিকা ও ইউরোপের সভ্যজাতিরা সকলে ভারতের সভ্যতা ভব্যতা লইয়া ঐ সকল দেশে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তাঁহারা কেহই আদি পিতৃলোক হইতে ঐ সকল দেশে গমন করেন নাই। প্রকৃত পিতৃভূমি কোন্ স্থানে? তাহা বেদাদিতে বিশদাক্ষরেই বিবৃত রহিয়াছে, আভেস্তা উহার নাম লইয়াও পদার্থগ্রহ করিতে পারেন নাই। বাইবেলের ইডেনগার্ডেনও কল্পনামহাসাগরের ফেনবুদ্বুদ বিশেষ। আদম ও হবার নামও সংস্কৃত আদিম ও শতরূপার নামের বিকার ভিন্ন আর কিছুই নহে।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে পারসিকদিগের ইরাণই আদি পিতৃগেহ, কিন্তু মিডিয়ার ন্যায় একথার মূলেও কোনও প্রকৃত সত্য বিনিহিত দেখা যায় না। পারশিকেরাও এরূপ কথা মুখেও আনয়ন করেন নাই। মহামতি লাঙ্গলোইশ প্রভৃতি পণ্ডিতেরা মাত্র বলিয়াছেন যে—

It is my opinion that the Indian colony conducted by Monu, which established itself in Aryavarta, came from

the countries which lie to the west of the Indus, and of which the general name was Aria, Ariana, Hiran.

P. 353 Sanskrit Text—Book Vol. II.

কিন্তু এবিষয়ের সমর্থনজন্য লাস্‌লোইশ কোনও প্রমাণেরই অবতারণা করেন নাই, ইহা তাঁহার "I think so" ইহা ভিন্ন আর কিছুই নহে। আবার মহামতি পোকক Dabistan সাহেবের মত উদ্ধৃত করিয়া বলিতেছেন যে—

That in the earliest times, primitive nations, related by language to each other, had their origin in the common elevated country of Central Asia, and that the Iranians and Indians were once united before their emigration into Iran and India. India in Greece P. 132.

কিন্তু কোনও ব্যক্তিই প্রমাণদ্বারা তাঁহাদিগের এই সকল মতের সমর্থন করিতে সমর্থ হয়েন নাই। কেবল

I think so, He thought so,
and perhaps it may be so

এই তিনটি আপ্তবাক্যই তাঁহাদিগের একমাত্র সম্বল। যখন ঋগ্‌বেদ তারস্বরেই বলিতেছেন যে, অসুর বা পার্শীরা ভারতহইতে বিতাড়িত হইয়া পারস্যে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন, তখন আমরা প্রকৃত আপ্তবাক্য বেদ অগ্রাহ্য করিয়া কি প্রকারে পাশ্চাত্যগণের মুখের কথায় বিশ্বাস করিব? অপিচ যদি মধ্যএশিয়াই পিতৃভূমি হয়, তাহাহইলে ইরাণের পিতৃভূমিত্ব ত আপনা হইতেই নিরাকৃত হইয়া যায়? আর "ইরাণ" শব্দ আর্য্যগন্ধি বলিয়াই যদি উহাকে কেহ পিতৃভূমি বলিতে চাহেন, তাহাহইলে "আয়র্লাণ্ড"কেই বা পিতৃভূমি মনে করা যাইতে পারিবে না কেন? কেন না উহা আর্য্যদিগের Land বা বাসভূমি? এবং ইরাণ ও আর্য্যাবর্ত্ত, এই উভয় শব্দের মধ্যে আর্য্যাবর্ত্ত কথাটি যখন নিঃসন্দেহ রূপেই আর্য্যনিবাস অর্থের অভিব্যক্তি করিয়া থাকে, তখন কেন আমরা আর্য্যাবর্ত্তকেই পিতৃভূমিত্বের পদে বরণ করিব না? ফলতঃ ইরাণের পিতৃভূমিত্ব সংসিদ্ধি বিষয়ে কোনও যুক্তি বা প্রমাণই বর্ত্তমান নাই। উহার ইরাণ নাম কেন হইল, ইহা তলাইয়া দেখিলে তন্মতাবলম্বীরা কখনই ঐরূপ ব্যাহত মতের

অবতারণা করিতেন না। ইরাণের ইরাণ নাম হইল কেন? পণ্ডিতপ্রবর রমেশচন্দ্রদত্ত মহাশয় বলিতেছেন যে—

In Asia, ancient Aryan races lived for long centuries in the Punjab. Social and religious differences, however soon broke out among these, and divided them into two sections. One section called their gods by the name of Asura, and abjured animal sacrifices and the use of the unfermented Soma; while the other section called their gods by the name of Deva, and rejoiced in animal food and fermented drink. These differences ended in the final separation of these sections. The Asuraworshippers retired into Persia, and were the ancestors of the modern Persians; the Devaworshippers remained in the Punjab, and were the ancestors of the modern Hindus of Northern India. P. 2.

History of India 5th Revision.

তাহা হইলেই জানা গেল যে পার্শীগণ ও আমরা ইরাণে একত্র ছিলাম না, তাঁহারা ও আমরা ভারতেই ছিলাম, পরে তাঁহারা ইরাণে চলিয়া যান। এই আর্য্যনামধারী অসুরগণ ভারতহইতে পারস্য গমন করাতেই আর্য্যদিগের অয়ন উক্ত উত্তর পারস্য আর্য্যায়ণ (আর্য্য+অয়ন=আর্য্যায়ণ) নামের বিষয়ীভূত হয়। সেই আর্য্যায়ণ শব্দই বিকৃত হইয়া আইরান ও ক্রমে ইরাণে পরিণত হইয়াছে। সুতরাং ইরাণ কোনও আদি প্রত্নোক: নহে। তবে দত্তজ মহাশয় যে ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে প্রকৃত ঐতিহ্য সম্যক্ বিবৃত হয় নাই। প্রকৃত ঐতিহ্য ইহাই যে আমরা ভারতের বাহিরে অন্য কোনও স্থানে বা পিতৃভূমিতে আর্য্যনামে বিশেষিত ছিলাম না। আমরা দেবতারা আদি পিতৃভূমি হইতে বিষ্ণু ও অগ্নিপ্রভৃতি দেববৃন্দের সহায়তায় ভারতে প্রবেশ করিয়া ভারতের কৃষ্ণত্বচ্ আদিম নিবাসিগণের উপর প্রভুত্ব বিস্তার পূর্ব্বক শোচনীয় অবস্থাপন্ন উহাদিগকে "শূদ্র" ও প্রভু আমাদিগকে "আর্য্য" (Lord) উপাধিতে সমলঙ্কৃত করি।

"অর্য্যঃ স্বামিবৈশ্যয়োঃ।" ৩।১।১০৩ পা।

এবং সেই আর্য্যগণের অধ্যুষিত বিন্ধ্যহিমালয়মধ্যবর্ত্তী পুণ্যভূমি আর্য্যাবর্ত্ত

(আ—সম্যক্ বর্ত্তন্তে অত্র ইতি আবর্ত্তঃ স্থানং, আর্য্যাণাম্ আবর্ত্তঃ বাসস্থানং আর্য্যাবর্ত্তঃ) নামের বিষয়ীভূত হয়। ইহাই জগতের আদি আর্য্যনিকেতন ও ইরাণ দ্বিতীয় আর্য্যভূমি, ঐ সময়ে আর্য্যগণ কেবল পঞ্চনদ বা পঞ্জাবের ক্ষুদ্র সীমামধ্যে সংরুদ্ধ ছিলেন না, তাঁহারা সিন্ধু, সরস্বতী ও সরযূনদীর সমুদায় অববাহিকাভূখণ্ডে ছড়াইয়া পড়িয়াছিলেন। এবং তাঁহাদিগের মধ্যে ক্রমে চাতুর্ব্বর্ণ্যের প্রতিষ্ঠাও হইয়াছিল। অনন্তর দেববংশীয় সেই আর্য্যগণের মধ্যে একদল অসুরপক্ষপাতী ও অসুরোপাসক এবং অন্য দল আপনাদিগের জ্ঞাতি ইন্দ্রাদি নরদেবগণের উপাসনায় প্রবৃত্ত হইলে এবং পানভোজনাদি বিষয়েও তাঁহাদিগের মধ্যে অনৈক্য ঘটিয়া উঠিলে উভয় দলে মহাসংঘর্ষ ও সংগ্রাম উপস্থিত হয় এবং সেই সংঘর্ষনিবন্ধনই আর্য্য ও দেববংশীয় অসুরগণ ভারত পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়েন। আমরা "অসুর বা পার্শীজাতি" প্রবন্ধে এবিষয়ের সবিস্তার বর্ণনা করিয়াছি।

এই "দেবাসুরযুদ্ধ" প্রথমতঃ দেবগণ (স্বর্গস্থ ও ভারতাগত) সনাথ ইন্দ্র ও ভারতবাসী দেববংশীয় অসুর বৃত্র, বল ও পণিপ্রভৃতির সহিত হইয়াছিল। এবং এই প্রথম যুদ্ধের প্রধান কারণ সুরাপান। এই প্রথম যুদ্ধে পরাভূত হইয়াই অসুরেরা কেহ কেহ তুরুষ্কে, কেহ কেহ আমেরিকা বা পাতালে ও কেহ কেহবা পারস্যের উত্তর ভাগে যাইয়া গৃহপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় যুদ্ধ ইন্দ্রের উপরতির বহু পরে ইন্দ্রোপাসনা প্রভৃতি লইয়া ঘটিয়া ছল। উহার একপক্ষে শুম্ভ নিশুম্ভ ও পক্ষান্তরে চণ্ডীসনাথ দেবগণ ছিলেন, ইহারও নাম দেবাসুরসংগ্রাম বা দেবীযুদ্ধ। এই যুদ্ধে শুম্ভ ও নিশুম্ভপ্রভৃতি অসুরনেতৃবৃন্দ নিহত হইয়াছিলেন। মহাবীর মহিষাসুর আমেরিকাহইতে আসিয়া শুম্ভ ও নিশুম্ভের প্রধানসেনা-পতিত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। পারস্য ও তুরুষ্কগত অসুরগণের মধ্যে বৃত্র ও ত্বদীয় ভ্রাতা বলাসুর প্রধান ছিলেন, তাঁহারা উভয়েই ইন্দ্রের হস্তে নিধন প্রাপ্ত হয়েন। বেদের পণিনামক অসুরগণ তুরুষ্কের যে স্থানে যাইয়া গৃহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহাদিগের নামানুসারে Phinicia নামে প্রখ্যাতি লাভ করে এবং বলপ্রভৃতি অসুরগণকর্ত্তৃক অধ্যুষিত অন্য কোনও কোনও ভূখণ্ড অসুরীয় ও আসুরীয় নামে বিশেষিত হইয়াছিল। কালে উক্ত দুই শব্দের বিকার হইতেই Syria ও Assyria নামের উৎপত্তি হইয়াছে। বলাসুরের সেই এসেরিয়ার

নামান্তরই বাবিলন। আর বৃত্র প্রভৃতি অসুরেরা পারস্যের উত্তরভাগে যাইয়া উপনিবিষ্ট হইলে আর্য্য তাঁহাদিগের অধ্যুষিত উক্ত স্থান 'আর্য্যায়ণ' নামে প্রখ্যাতি লাভ করে। সুতরাং এহেন উপনিবেশভূমি ইরাণ 'আদি জন্মভূমি', কিংবা অন্ততঃ ভারতবাসিগণেরও ভূতপূর্ব্ব বাসস্থান বলিয়া কথিত হইতে পারে না। অসুর বা পারসিকগণ যে ভারতের ভূতপূর্ব্ব অধিবাসী, তাহার প্রমাণ কি?

আমারা উপাসনাতে "অসুর বা পার্শীজাতি" প্রকরণে এ বিষয়ে প্রভূত প্রমাণপ্রদর্শন করিয়াছি, এখানেও প্রসঙ্গতঃ কতিপয় প্রমাণের অবতারণা করা গেল।

প্রথম প্রমাণ।—তাঁহাদিগের অগ্ন্যুপাসনা ও সোমরস বা হওমা পান।

দ্বিতীয় প্রমাণ।—তাঁহাদিগের মধ্যে ভারতীয় চাতুর্ব্বর্ণ্যপ্রথা ও ভারতীয় উপবীতের প্রচলন।

তৃতীয় প্রমাণ।—তাঁহাদিগের জেন্দাভস্তা গ্রন্থে ভারতীয় জনপদসমূহ ও ভারতীয় নদনদীর সমুল্লেখ। অবশ্য তাঁহারা অগ্নির উপাসনা ও সোমপান মধ্য এসিয়া বা অন্য কোনও স্থানসংস্থ পিতৃভূমিহইতেও পারস্যে লইয়া যাইতে পারেন, কিন্তু যে চাতুর্ব্বর্ণ্য ও উপবীতধারণের প্রথা ভারতবর্ষ ভিন্ন জগতের আর অন্য কোনও স্থানেই নাই, পিতৃভূমিতেও ছিল না, পারসিকদিগের মধ্যে সেই প্রথাদ্বয়ের অস্তিত্বনিবন্ধনই আমরা তাঁহাদিগকে ভূতপূর্ব্ব ভারতসন্তান ভিন্ন আর কিছুই ভাবিতে পারি না। এখনও তাঁহাদিগের নরনারীগণ কটিদেশে উপবীত বা Sacred theread ধারণ করিয়া থাকেন ও এখনও তাঁহাদিগের মধ্যে বর্ম্মন্ বা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা চত্রী, বৈশ্য বা বাশ, শূদ্র বা শুদিন কিংবা শুদ নামে শ্রেণীচতুষ্টয়ের সত্তা পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। সুতরাং তাঁহারা যে ভূতপূর্ব্ব ভারতসন্তান ইহা নির্ব্যূঢ় সত্য ভিন্ন আর কিছুই নহে।

তাঁহারা কি তাঁহাদিগের কোনও গ্রন্থে আমাদিগের ভারতবর্ষের নাম গ্রহণ করিয়াছেন? না তাহা করেন নাই। কিন্তু তাঁহাদিগের আভেস্তায় গৌঃ (Gou) নাম বিবৃত রহিয়াছে। ভারতের নাম বহু ছিল। যেমন অজনাভবর্ষ, নাভিবর্ষ, হিমাহ্ববর্ষ, পৃথিবী, ভূ, গো ও বসুন্ধরাপ্রভৃতি, তন্মধ্য হইতে উঁহারা কেবল একটি নাম 'গো' শব্দের পরিগ্রহ করিয়াছেন, তাহাতেই কার্য্যতঃ

ভারতের নাম গ্রহণ করা হইয়াছে। ঋগ্বেদেও ভারতী ও পৃথ্বী বা পৃথিবী-শব্দের সমাবেশ রহিয়াছে, বেণতনয় পৃথুর নামহইতে পৃথ্বী বা পৃথিবীনাম ব্যুৎপাদিত। ঐরূপ ভরতহইতে ভারত বা ভারতী, নাভিহইতে নাভিবর্ষ, অজনাভহইতে অজনাভবর্ষ, হিমালয়হইতে হিমাহ্ববর্ষপ্রভৃতি নামের উৎপত্তি হইয়াছে। জেন্দায় এই সকল নাম না থাকিলেও উহাতে যে সকল ভারতীয় অবান্তর স্থানের নাম রহিয়াছে, তৎপাঠে জেন্দ (হিন্দু শব্দের অপভ্রংশ) জাতিকে ভারতের ভূতপূর্ব্ব অধিবাসী ভিন্ন আর কিছুই ভাবা যাইতে পারে না। আমরা আভেস্তাগ্রন্থহইতে কিয়দংশের সমাহার করিয়া আমাদিগের উক্তির সমর্থন করিব।

1, 2, (1-4):—Ahura Mazda spake to the holy Zarathustra:—I formed into an agreeable region that which before was nowhere habitable. Had I not done this, all living things would have poured forth after Airyana Vaejo.

মহামতি তিলক তাঁহার Arctic Home in the Vedas নামক গ্রন্থের ৩৫৭ পৃষ্ঠাতে জেন্দাভেস্তার এই সকল অংশ উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন যে—The paragraphs are marked first according to Darmesteter, and then according to Spiegel by figures within brackets.

অর্থাৎ আমি নিম্নে যে কয়েকটি প্রমাণ উদ্ধৃত করিতেছি, ইহা ডারমেষ্টে-টারের মত, তবে বন্ধনীগত সংখ্যাদ্বারা স্পাইগেলের মতও বিজ্ঞাপিত হইতেছে। আভেস্তায় লিখিত আছে যে—

অহুর মজদা পবিত্র জরাথুস্ত্রকে কহিলেন, আমি একটি অতি মনোজ্ঞ স্থানের সৃষ্টি করিয়াছিলাম, যাহা পূর্ব্বে কোনও স্থানে মনুষ্যগণদ্বারা অধ্যুষিত হইয়াছিল না। যদি আমি ইহার সৃষ্টি না করিতাম, তাহা হইলে সমুদয় জীবজন্তু এরিয়ানা ভেইজোর দিকে ধাবিত হইত।

ডর্ম্মেষ্টেটার জেন্দার যে শব্দটির অনুবাদ poured forth after Airyana Vaejo করিয়াছেন, হাউগ ও স্পাইগেল তাহার অনুবাদ করিয়াছেন departed to Airyana Vaejo, সুতরাং জানাগেল এই এরিয়ানা ভেইজো সেই মনোজ্ঞ আদিসৃষ্টিস্থান হইতে স্বতন্ত্র ও অন্য দ্বিতীয় জনপদ। অতএব

জেন্দাভস্তার এই "এরিয়ানা ভেজো" মানবের আদি জন্মভূমি নহে। পরে অনূদিত হইয়াছে।

3. 4. (5-9), —I, Ahura Mazda, created as the first best region, Ariyana Vaejo, of the good creation, (or, according to Darmesteter, by the good river Daitya.) There are there ten months of winter, and two of summer. Page 357.

আমি অহুর মজদা, এরিয়ানা ভেইজো নামে একটি উত্তম জনপদের সৃষ্টি করিলাম, যাহাতে দৈত্যা নদী প্রবাহিত। আমি যত উত্তম স্থান সৃষ্টি করিয়াছিলাম, তন্মধ্যে এই এরিয়ানা ভেইজোই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এখানে বৎসরে দশমাস শীত ও দুইমাস গ্রীষ্ম।

এই বর্ণনা দৃষ্টে তিলকপ্রভৃতি অনেক মহাত্মাই এই আরিয়ানা ভেইজোকে সুদূর উত্তরে উত্তর মেরুতে লইয়া যাইতে অভিলাষী। কিন্তু তাঁহাদিগের বুঝা উচিত ছিল যে সাহেবদিগের অনুবাদ নির্দ্দোষ নহে। নির্দ্দোষ হইলে উপরি উদ্ধৃত স্থলে ডারমেষ্টেটার একই কথার স্বতন্ত্র অনুবাদ করিবেন কেন? যাহা হউক তিলক দশমাস শীতের কথা পাঠ করিয়াই বলিলেন যে—

Shows that the Airyana Vaejo must be located near the North pole and not to the east of Iran. Page 353.

কিন্তু আমরা তিলকের গ্রন্থহইতেই দেখাইব যে পাশ্চাত্য কোবিদবৃন্দের জেন্দাভেস্তার এই দশমাস শীতের কথা প্রমাদসঙ্কুল। তিলকই বলিতেছেন যে—

All the translators again agree in holding that the statement "Seven months of summer are there and five months of winter" is a later insertion. Page 366.

কেন সাহেবেরা দশমাস শীত ও দুইমাস গ্রীষ্ম ছাড়িয়া আবার সাতমাস গ্রীষ্ম ও পাঁচমাস শীতের কথা বলিলেন? যেহেতু জেন্দার পারশীয়ান টীকাকারগণই এই মতের অভিব্যক্তি করেন।

But the Zend commentators have stated that there were seven months of summer and five of winter therein; and this tradition appears to have been equally old. Page 371.

সুতরাং বুঝা গেল যে বৈলাতিক অনুবাদকগণের দোষেই এই ও অন্য সকল গোলযোগ ঘটিয়াছে। উত্তর মেরু বা North poleএ দশমাস শীত, দুইমাস গ্রীষ্ম বা বারমাস শীত বলিলেই হয়, কিন্তু যখন মূলের বচনাবলী তৎসমর্থক নহে, পরন্তু কোনও গ্রীষ্মপ্রধানস্থানসমর্থক, যেখানে সাত মাস গ্রীষ্ম ও পাঁচ মাস শীত, তখন সে স্থান সুদূর উত্তরকেন্দ্র বা হিমালয়ের পর পারে হওয়াও সম্ভবপর নহে, ফলতঃ উহা আমাদিগের আর্য্যাবর্ত্ত সনাথ এই গ্রীষ্মপ্রধান ভারতবর্ষ।

ভারতবর্ষের নামগন্ধও ত জেন্দাভেস্তাতে নাই? অবশ্যই নাই, কিন্তু এরিয়ানা ভেইজো আছে? উহাই আমাদিগের ভারতের পূণ্যভূমি আর্য্যাবর্ত্ত। আর জেন্দাভেস্তায় যে "gau" কথাটি আছে, উহাই আমাদের গোরূপধারিণী ভারতবর্ষ। কেন? জেন্দভাষার সমুদয় পণ্ডিতগণই বলিয়া গিয়াছেন যে, "এরিয়ানা ভেইজো" আমাদের ইরাণের পূর্ব্বদিকে অবস্থিত।

The recent scientific discoveries have, however, proved the correctness of the Avestic traditions, and in the light thrown upon the subject by the new materials there is no course left but to reject the erroneous speculations of those Zend scholars that make the Airyana Vaejo the eastern boundary of ancient Iran. Page 379.

তিলক কেন এমতে দোষারোপ করিতেছেন? নতুবা তাঁহার উত্তরকুরুর আদিগেহত্ব সংসিদ্ধ হয় না? তিনি এই মতের খণ্ডনজন্য যাহা যাহা বলিয়াছেন, তাহার মূলে কোনও দৃঢ়ভিত্তিই বিনিহিত নাই, বেদের বিকৃত ব্যাখ্যা ও যাস্ক এবং উইলিয়ম ওয়ারেণ প্রভৃতির বিকৃত মতই তাঁহাকে কুপথগামী করিয়াছে। তিলকের পথপ্রদর্শক সাহেবরাও ভ্রান্ত? ভ্রান্ত না হইলে অন্যান্য অনুবাদকেরা দৈত্যা নদীর পরিহার করিবেন কেন? কিন্তু ডার্ম্মেষ্টেটার উহা গ্রহণ করিয়া সত্যের পথ নিষ্কণ্টক করিয়া দিয়াছেন।

Airyana Vaejo, of the good creation, by the good river Daitya. P 357.

এই "দৈত্যা" নদী আমাদিগের দৃষদ্বতী নদী ভিন্ন আর কিছুই নহে। আমাদিগের আর্য্যাবর্ত্তে উক্ত দৃষদ্বতী নদী অদ্যাপি প্রবাহিত রহিয়াছে। এবং

তজ্জন্যই আরিয়ানা ভেইজো ও আমাদের আর্য্যাবর্ত্তকে অভিন্ন মনে করাই সমীচীন।

বলিতে পার আর্য্যাবর্ত্ত শব্দ হইতে Ariyana Vaejo কথাটি আসিল কি প্রকারে? মধ্য এসিয়া বা উত্তরকুরুপ্রভৃতি উদীচ্যভূমির কুত্রাপি "আর্য্য" নামসংসৃষ্ট কোনও জনপদের নামই দৃষ্ট হইয়া থাকে না। ভারতে প্রবেশের পূর্ব্বেও দেবতারা উক্ত "আর্য্য" নামে সমলঙ্কৃত ছিলেন না। সুতরাং উক্ত আরিয়ানা ভেইজো ভারতাগত আর্য্যীভূত দেবগণের পরিচিত বা অধ্যুষিত কোনও স্থান ভিন্ন অন্য কোনও স্থান হইতে পারে না। তৎপর তিলক যে বলিতেছেন যে—

The Airyana Vaejo is the first created happy land, and the name signifies that it was the birth land (Vaejo-seed, Sans, bija) of the Aryans (Iranians), or the Paradise of the Iranian race. Page 360.

এরিয়ানা ভেইজো প্রথমসৃষ্ট সুখময় স্থান, ইহার অর্থ ইহাই যে পরমেশ্বর যত ভাল স্থানের সৃষ্টি করিয়াছিলেন তন্মধ্যে এরিয়ানা ভেইজো সর্ব্বপ্রথম (first), পরন্তু উহার অর্থ ইহাই নহে যে, উহা আদি স্থান, তাহা হইলে অহুরমজদা কেন বলিবেন যে আমি প্রথমে একটি মনোজ্ঞ স্থান সৃষ্টি না করিলে জীবজন্তু সকল এরিয়ানা ভেইজোর অনুসরণে ধাবিত হইত? সুতরাং এরিয়ানা ভেইজো জগতের দ্বিতীয় স্থানই বটে, পরন্তু মানবের আদি সূতিকাগার নহে।

তৎপর তিলক Airyana Vaejoর Vaejo কথাটির যে ব্যুৎপত্তিনির্দ্দেশ করিতেছেন, উহা অতীব কষ্টকল্পনাসম্ভূত মাত্র।

Vaejo = Seed বা বীজ

নহে। উহা সংস্কৃত 'আবর্ত্ত' শব্দেরই অপভ্রংশ মাত্র। আর্য্যাণাম্ আবর্ত্তঃ = আর্য্যাবর্ত্তঃ। আ সম্যক্ বর্ত্তন্তে বিন্তন্তে আর্য্যা অত্র = আর্য্যাবর্ত্তঃ। আবর্ত্ত = আবত = বত = বদ = বজ = বেইজ = Vaejo. বলিতে পার এরিয়ানা হইতে আর্য্যাণাং পাওয়া গেল কি প্রকারে? এখানেও ডার্ম্মেষ্টেটারপ্রভৃতি বৈলাতিক বহু পণ্ডিত জেন্দ আভেস্তার প্রকৃত পাঠ কাটিয়া এই বিকৃত "এরিয়ানা" খাড়া করিয়াছেন। তিলকই বলিতেছেন যে—

The Zend phrase Airyanem Vaejo vanghuyao daityayo, which Darmesteter translated as "the Airyana Vaejo, by the good (vanghuhi) river Daitya. Page 362.

অর্থাৎ জেন্দাভেস্তার প্রকৃত পাঠ "এরিয়ানেম ভেইজো" ভেঙ্ঘুয়াও দৈত্যায়াও ছিল। কিন্তু ডার্মেষ্টেটার উহার অনুবাদ "এরিয়ানা ভেইজো" করেন। তাহা হইলেই জানা গেল মূলে ছিল—Airyanem Vaejo ?

যাহা আর্য্যাণাম্‌আবর্ত্তঃ ভিন্ন আর কিছুই নহে।

সাহেবেরা এই 'ম' টির কি মূল্য তাহা জানিতে পারিলে ইহার মুণ্ডপাত করিতেন না। কিন্তু ন্যায়পরায়ণ Bunsen উহার অর্থ বুঝিতে না পারিলেও উহার অঙ্গচ্ছেদ ঘটান নাই। তিনি প্রকৃত সত্যই সকলের সম্মুখে ধরিয়া দিয়াছেন। যথা—

Bunsen (cited by Bleeck Vol. I, page—9) thus annotates on "Airyana Vaejo"—The name of the first country is Airyanem Vaejo. By this is to be understood the orginal Arian home, the paradise of the Iranians. The ruler of this happy land was King Jima, the renowned Jemshid of Iranian legend. Thus Airyana Vaejo becomes altogether a mythical country, the seat of gods and there is neither sickness nor death, frost nor heat, as is the case in the realm of Jima.

Page 14 Arian Witness.

জেন্দাভেস্তার একজন টীকাকারও "আরিয়ানা ভেইজো"কে কল্পিত বস্তু বলিয়াছেন। কিন্তু এই এরিয়ানা ভেইজো কোনও পৌরাণিককল্পনামহাসাগরের ফেনবুদ্‌বুদ নহে। বেদ ও আভেস্তার বার আনা কথাই ঐতিহ্যমূলক, ভাষ্যকার ও অনুবাদকদিগের দোষে জনসাধারণ আজি বহু সত্যকে গন্ধর্ব্বের মায়ানগর বা রাজদ্বারবিশোভী কৃষ্ণমাতঙ্গরূপ অভাব পদার্থে পরিণত করিয়া বসিয়াছেন। ইহা ইরাণীয়গণের প্যারাডাইজ বা স্বর্গভূমি কিংবা ভূতপূর্ব্ব নিবাসভূমি বটে, কিন্তু সমগ্র আর্য্যজাতির আদি পিতৃভূমি নহে. তবে আর্য্যীভূত দেবগণের আদি আর্য্যনিকেতন বটে। ইরাণ জগতের দ্বিতীয় আর্য্যনিকেতন। ইরাণীয়দিগের ইহা পরদেশ বা স্বর্গ হইবে কি প্রকারে? যেমন জাপানীরা

এখনও আর্য্যাবর্ত্তসনাথ ভারতবর্ষকে স্বর্গ বলিয়া থাকেন।* ঐরূপ ইরাণীয়গণও ইহাকে স্বর্গ বলিয়া জানিতেন। কেন না, ইহা সপ্তদেবলোকের অন্যতম দেবলোক। যদুক্তং মৎস্যপুরাণে—

ভূর্লোকোঽথ ভুবর্লোকঃ স্বর্লোকোঽথ মহর্জ্জনঃ।
তপঃ সত্যঞ্চ সপ্তৈতে দেবলোকাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥

ভূলোক—ভারতবর্ষ, ভুবর্লোক—অন্তরিক্ষ বা তুরুস্ক, পারস্য ও আফগানিস্থান, স্বর্লোক—তিব্বত, চীনতাতার এবং মঙ্গলিয়া, মহর্লোক বা দক্ষিণ সাইবিরিয়া (চন্দ্রলোক), জনলোক বা বর্ত্তমান চীন, তপোলোক বা বিষ্ণুর বাসস্থান বৈকুণ্ঠ বা মধ্য সাইবিরিয়া, আর সত্যলোক বা ব্রহ্মলোক বা উত্তর কুরু, এই সাতটী দেবলোক বা স্বর্গভূমি। কৃষ্ণযজুঃ আবার দেবলোকের সংখ্যা একুশটি বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন, "একবিংশতি বৈ দেবলোকাঃ" ২৮৭ পৃঃ। সুতরাং সে হিসাবে জগতের দ্বিতীয় প্রত্নোকঃ ভারতবর্ষকে পার্শীরা Paradise বলিবেন না কেন? আর্য্য তাঁহারা ত এখান হইতেই পারস্যের উত্তরভাগে যাইয়া উহাকে আর্য্যায়ণ বা ইরাণনামে বিশেষিত করেন?

এখানে কি যম রাজা ছিলেন? যম না পারলৌকিক নরকের রাজা? হাঁ, বৈবস্বত যম, এই আর্য্যাবর্ত্তসনাথ ভারতবর্ষেরও রাজা ছিলেন, ভৌমস্বর্গ ও ভৌমনরকের রাজত্বও তাঁহার হস্তে সমর্পিত হইয়াছিল। তিনিও আমাদের ন্যায় জননমরণশীল নর ছিলেন, কোনও পারলৌকিক স্বর্গ নরক নাই, উহা বৃথা

* এ কথার সমর্থনজন্য আমরা এখানে হিতবাদীহইতে একজন জাপানপ্রবাসী ভারত-সন্তানের পত্র সমুদ্ধৃত করিব। "জাপানের পত্র"—ভারতবাসী আর দেবতা নয়। ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে এবং সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে চীনদেশীয় প্রচারকগণ জাপানে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। সেই সময় হইতে জাপানীরা ভারতবর্ষকে চিনে। এবং সেই সময় হইতেই ভারতবাসীদের সহিত উহাদের সম্বন্ধ। কিন্তু প্রাচীন সম্বন্ধ লোপ পাইয়া এখন ভিন্নরূপ সম্বন্ধ দাঁড়াইয়াছে। পূর্ব্বে জাপানীরা ভারতকে "তেনজিকু" এবং ভারতবাসীকে "তেনজিকুজিন" বলিত। উহার অর্থ যথাক্রমে স্বর্গ ও স্বর্গবাসী। আমি কোনও একটী বিশেষ শিক্ষিত লোকের নিকট শুনিয়াছি, কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে এক পল্লীর কোনও একজন লোক একদা এক ভারতবাসীকে দেখিয়া বলিয়াছিলেন যে আজ আমার জীবন ধন্য হইল। আমার স্বর্গের পথ উন্মুক্ত হইল। আমি স্বচক্ষে আজ দেবতা দেখিলাম। চৈত্র—১৩১২ শাল।

বিকৃত জল্পনা কল্পনামাত্র। তিনিও কোনও পারলৌকিক স্বর্গনরকের রাজা বা পাণ্ডা ছিলেন না। কৃষ্ণ যজুঃ বলিতেছেন যে—

উপামন্ত্রয়ন্ত রাজ্যোন পিতরো যমং
তস্মাৎ যমঃ পিতৃণাং রাজা। ১৫৫ পৃঃ

পিতৃলোকবাসী দেবতারা যমকে রাজপদে বরণ করিবার জন্য মন্ত্রণা করিলেন। তজ্জন্য যম পিতৃলোকের রাজা হইয়াছিলেন। ঋগ্বেদও বলিতেছেন যে,—

"যত্র বৈবস্বতো রাজা
যত্রাবরোধনং দিবঃ।"

যে দিব্ বা স্বর্গে বিবস্বানের পুত্র যম রাজা ছিলেন ও যে স্বর্গে যমের একটি কারাগৃহ ছিল। কৃষ্ণ যজু স্থানান্তরে বলিতেছেন যে,—

অগ্নির্ভূতানামধিপতিঃ স মা অবতু।
ইন্দ্রোজ্যেষ্ঠানাং যমঃ পৃথিব্যাঃ॥ ১৯৫ পৃঃ
যাবতী বৈ পৃথিবী তস্য যম আধিপত্যং পরীয়ায়। ২৯২ পৃঃ

অগ্নি, ভূত বা ভুটিয়াগণের অধিপতি, তিনি আমাকে রক্ষা করুন। ইন্দ্র জ্যেষ্ঠগণ ও যম পৃথিবী বা ভারতবর্ষের অধিপতি।

তাহা হইলেই যমকে এরিয়ানা ভেইজো বা আর্য্যাবর্ত্তের অধিপতি বলা আভেস্তার পক্ষে অনুচিত হয় নাই। ঐ সময়ে এদেশ রোগ ও অকালমৃত্যুশূন্য ছিল এবং এদেশে সাত মাস গ্রীষ্ম ও পাঁচ মাস শীত থাকাতে ইহাকে তুষার ও গ্রীষ্মহীন বলাও অসঙ্গত হয় নাই। আর কতক কবির অতিবাদ বলিয়া ধরিয়া লইলেও চলিতে পারে। ফলতঃ ইরাণীয়গণ যখন বলিতেছেন যে, এরিয়ান ভেইজো তাঁহাদিগের ইরাণের পূর্ব্ববর্ত্তী, তথায় দৈত্যা বা দৃষদ্বতী নদী প্রবাহিত সাতমাস গ্রীষ্ম ও পাঁচমাস শীত, তখন ইহাকে সুদূর উত্তরে লইয়া যাওয়া ন্যায় বা যুক্তির কার্য্য নহে। কেবল ইহাই নহে, জেন্দ আভেস্তা আরও বলিতেছেন যে,—

I, Ahura Mazda, caeated as the sixth best region Haroyu, abounding in the houses (or water.)

I, Ahura Mazda, created as the tenth, best region, the fortunate Harahvaiti.

I, Ahura Mazda, created as the fifteenth, best country, Hapta-Hendu.

I, Ahura Mazda created as the third, best region Mouru, the mighty, the holy.

I, Ahura Mazda, created as the second best region, Gau (plains), in which Sughdha is situated. Thereupon in opposition to it, Angra Mainyu, the death-dealing, created a wasp which is death to cattle and fields. Page 357—358.

আমরাও ইংরাজী জেন্দাভেস্তার প্রথমেই এই সকল বচনাবলী দেখিয়াছি। এবং মুইর মহোদয়ও তদীয় গ্রন্থের দ্বিতীয়ভাগে ৩৩৯।৪০ পৃষ্ঠাতে এই সকল আভেস্তিক মতের সমাহার করিয়াছেন। তবে আমরা অনাবশ্যকবোধে অন্যান্য স্থানের কথা না বলিয়া কেবল উদ্ধৃত কয়েকটি স্থানের ভৌগোলিকতত্ত্ববিষয়ে দু'চার কথা বলিব।

পাশ্চাত্যেরা বলিতে চাহেন যে, প্রাচীন পারসিকগণ এই আরিয়ানা ভেইজোকে Iran Vaejo বলিতেন, কিন্তু আমরা Bunsen সাহেবের মত উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি যে জেন্দাভেস্তার প্রকৃতপাঠ Airyanem Vaejo, সুতরাং উহার অর্থ আর্য্যদিগের আবর্ত্ত বা আর্য্যাবর্ত্ত। আভেস্তার হরযুকে গ্রীকেরা Areia বলিতেন ও একালের লোকেরা হিরাট বলিয়া থাকেন, ইহাও প্রকৃত সংবাদ নহে। গ্রীকেরা Mediaকেই হেরা বা এরিয়া বলিতেন, আর হরয়ু ও হিরাটে যে কি সাদৃশ্য বর্ত্তমান, তাহাও ভগবান্‌ই জানেন, ফলতঃ উহা আমাদিগের অযোধ্যার উপকণ্ঠবর্ত্তিনী সরযূনদী ভিন্ন আর কিছুই নহে।

ঐরূপ Harahvaiti or Haraquite. Haptahendu, Gau ও Mouru যথাক্রমে আমাদিগের সরস্বতী, সপ্তসিন্ধু, গৌ ও মেরু ভিন্ন আর কিছুই নহে। সিন্ধুনদ ও উহার পঞ্চশাখাপ্রভৃতি লইয়া পঞ্চনদভূমি বিরচিত, সুতরাং আভেস্তার এই সপ্তহেন্দু, আমাদের পাঞ্জাবেরই নামান্তর মাত্র। মহামতি Spiegel বলেন যে, In the first Fargard of the Vendidad, verse 73, a country called Hapta Hendus or India, is mentioned which in the Cuniform inscriptions is called Hindus সুতরাং পারসিকগণ ভারতবর্ষকে জানিতেন ইহা ধ্রুবই। আর গ্রীকদিগের

goia ও পারসিকদিগের এই gau ও একই পদার্থ, অর্থাৎ উহাদ্বারা আমাদিগের গোরূপধারিণী পৃথিবী বা ভারতবর্ষই সূচিত হইতেছে। এবং পাশ্চাত্যগণ যে মেরু বা মৌরুকে মার্ভ বলিয়া দাগাইয়া দিতে বদ্ধপরিকর, উহাও মার্ভহইতে সুদূর উত্তর-পূর্ব্বে সংস্থিত এবং উহা ইলা-স্থায়ী বা বর্ত্তমান আলটাই পর্ব্বত ভিন্ন আর কিছুই নহে। পারসিকগণ কেন মৌরুকে সকল ভূমি অপেক্ষা মহতী ও পবিত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, তাহা আমরা যথাসময়ে বলিব, আমরাও উক্ত মেরুর মহত্ত্ব ও পবিত্রতাবিষয়ে তুল্যভাবে ঐকমত্যবান্। অবশ্য আমরা পৃথিবী বা গৌ অর্থাৎ ভারতবর্ষে "Sughdha" নামক জনপদের অস্তিত্ব প্রদর্শন করিতে সমর্থ নহি, কিন্তু উহা যে স্বাধীনতাতারের সমরকাণ্ডের সহিত অভিন্ন, তাহার কোনও হেতু দেখা যায় না। তবে যে কারণে পবিত্র প্রয়াগ আজি এলাহাবাদ হইয়া গিয়াছে, পবিত্র মথুরা এসলামাবাদ ও পবিত্রতম কাশী মহম্মদাবাদ হইয়া যাইতেছিল, তাদৃশ কোনও শাক্তকারণে ভারতের কোনও প্রসিদ্ধ স্থান উক্ত সুগ্ধা বিকৃতনামে বিশেষিত হওয়া বিচিত্র নহে। যাহা হউক আমরা যাহা যাহা বলিলাম ও যে সকল যুক্তি প্রদর্শিত হইল, তাহাতে বোধ হয় চেতস্বান্ কেহই এরিয়ানা ভেইজোকে আমাদের আর্য্যাবর্ত্ত বলিয়া স্বীকার করিতে পশ্চাৎপদ হইবেন না। কেবল আমরা নহি, বহু পাশ্চাত্য কোবিদকদম্বকও এই মতের অবতারণা করিয়া গিয়াছেন।

The name "Airyana Vaejo" of the Zend Avesta they (eminent scholars) refer to Manu's Aryavarta.

Aryan Witness—Page 13.

অর্থাৎ জেন্দাভেস্তার এই আরিয়ানা ভেইজোকে বহু অধীয়ান সুপণ্ডিত ব্যক্তি মনুর আর্য্যাবর্ত্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। কিন্তু বাইবেলবিনোদী বন্দনীয় কে, এম, বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় উক্ত পবিত্র সত্য মতের নিরসনজন্য বলিয়া গিয়াছেন যে,—

The one, according to its own authorized interpreters, is an un-geographical place, the other is definitely placed between the Vindhya and Himalayan ranges. * * Ariavarta or Ariades, is a term which was unknown before the age of Manu. The Veda is altogether ignorant of it. Page –13, 14.

অর্থাৎ জেন্দ আভেস্তা গ্রন্থের প্রধান টীকাকারগণ আরিয়ানা ভেইজোকে একটী অভৌগোলিক স্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, পক্ষান্তরে হিমালয় ও বিন্ধ্যাচলের মধ্যবর্ত্তী আর্য্যাবর্ত্ত ভূভাগ একটী সুপরিচিত সীমাবদ্ধ স্থান। সুতরাং এতদুভয়ের সমতা হইতে পারে না। আর্য্যাবর্ত্ত কথাটীও আধুনিক, মনুসংহিতাতে উহার নাম বিদ্যমান নাই, তৎপূর্ব্বের বেদাদি কোনও গ্রন্থেও উহার নাম দেখিতে পাওয়া যায় না। ঋগ্‌বেদও এ নামের বিষয়ে অনভিজ্ঞ।

আমরা আমাদিগের দেশের ভাষ্যকারগণকে জানি। বিলাতী অনুবাদকগণও আমাদিগের অপরিচিত নহেন, সুতরাং আমরা ইরাণীয় টীকাকারগণের কথায় আস্থা প্রদর্শন করিতে অনভিলাষী। তাঁহারা আমাদিগের শাস্ত্রগ্রন্থগুলি পাঠ করিয়া টীকাপ্রণয়ন করিলে ঐরূপ অভিমতের অভিব্যক্তি করিতেন না। তৎপর আমাদিগের বৈদিক গ্রন্থগুলির যখন কেবল সামান্য অংশমাত্রের উদ্ধারসাধন ঘটিয়াছে, তখন আমাদিগের ঋগ্‌বেদে যে আর্য্যাবর্ত্ত শব্দ স্থান পাইয়াছিল না, ইহা দৃঢ়তার সহিত নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে না। বেদে কি গঙ্গা, যমুনা, শতদ্রু ও বিপাশা-প্রভৃতি নামের সঞ্চার দেখিতে পাওয়া যায় না? উহারা কি আর্য্যাবর্ত্তেরই নদনদীবিশেষ নহে? দেবতারা ভারতে আসিয়া যে ব্রহ্মাবর্ত্ত ও ব্রহ্মর্ষি প্রদেশের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, উহাদের সমুল্লেখও কি কোনও বেদে হইয়াছে? পক্ষান্তরে অথর্ব্ববেদে মনুর অযোধ্যার নাম বিবৃত রহিয়াছে।

অষ্টাচক্রা নবদ্বারা দেবানাং পূঃ অযোধ্যা।
তস্যাং হিরণ্ময়ঃ কোশঃ স্বর্গো জ্যোতিষাবৃতঃ ॥ ৩১

অথর্ব্ববেদ ২য় খণ্ড, ৭৪২ পৃষ্ঠা।

অর্থাৎ অযোধ্যা দেবনির্ম্মিত পুরী, উহাতে আটটী মহল ও নয়টী দ্বার এবং লৌহময় ধনভাণ্ডার আছে, উহা স্বর্গের ন্যায় সমৃদ্ধিসম্পন্ন। ফলতঃ যে যে বেদমন্ত্রে আর্য্যাবর্ত্ত, ব্রহ্মাবর্ত্ত ও ব্রহ্মর্ষি প্রদেশের নাম বিবৃত ছিল ঐ সকল মন্ত্র বা মন্ত্রবহুল বেদশাখার বিলোপ ঘটাতে বেদে উহাদেরও অস্তিত্ব বিষয়ে লোকের সংশয় উপস্থিত হইয়াছে, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। যাহা হউক যখন আভেস্তার মতে Ariana Vaejo ইরাণের পূর্ব্ববর্ত্তী ও উহা যখন আদি পিতৃগৃহ-হইতে স্বতন্ত্র বস্তু, তখন কেহ আরিয়ানা ভেইজোকে উত্তর কুরু বা North Poleএ লইয়া যাইয়া উহাকে পিতৃভূমিপদে বরণ করিলে তাহা ঠিক হইবে না।

কেহ কেহ কহিয়া থাকেন যে "মধ্য এশিয়া মানবের আদি জন্মভূমি এবং সে স্থান আমু বা জারজাকটাস নদীর পুলিন দেশ কিংবা বাকৃট্রিয়া অথবা হিন্দুকুশ পর্ব্বতের প্রান্তভূমি।"

Many eminent scholars have fixed his primitive seat in the vicinity of the Hindukush. Aryan Witness. Page. 13.

Spiegel also takes the same view, and places Airana Vaijo "in the farthest east of the Iranian plateau, in the region where the Oxus and Jaxartes take their rise.

Arctic Home, Page—361.

কিন্তু তাঁহারা ইহার সমর্থক কোনও প্রমাণপ্রদর্শন করিতে সমর্থ হয়েন নাই। ফলতঃ আরিয়ানা ভেইজোই যে আর্য্যাবর্ত্ত ইহা জানিতে পারিলে তাঁহারা এই বৃথা বাক্যব্যয়ে অগ্রসর হইতেন না। ফলতঃ পাশ্চাত্য মনীষিগণ সামান্য দৃষ্টিতে আফগানিস্থানের উত্তরে যতদূর পর্য্যন্ত স্থানে আর্য্যজাতি ও আর্য্যভাষার সত্তা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহারা সেই সকল স্থানকেই আদি-গেহ বলিতে লোলুপ হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের উল্লিখিত কোনও স্থানই সেই পবিত্র আদি-গেহ নহে, এতৎসমুদয়ের কোনও একটী ভূখণ্ডও "Central Asia" পদবাচ্য হইতে পারে না। ফলতঃ আমাদিগের হিন্দুশাস্ত্রগুলির প্রকৃত তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে তাঁহারা এরূপ ডোমকাণা হইয়া বেড়াইতেন না। Central Asia ও বৈদিক 'নাভি' একই।

অল্প কয়েক দিন হইল একজন বিলাতী সাহেব এক অভিনব মতের অবতারণা করিয়া মানবের আদিজন্মভূমিকে পারস্যোপসাগরের দ্বীপবিশেষে লইয়া যাইতে সচেষ্ট হইয়াছেন। এ বিষয়ে হিতবাদীতে যাহা যাহা অনুবাদিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"বোম্বাই টাইমসের জনৈক সংবাদদাতা মানবসমাজের স্মৃতিকাগারের আবিষ্কার করিয়াছেন। পারস্যোপসাগরের বারিননামক দ্বীপটি আদি মানবের উৎপত্তি স্থান, সংবাদদাতা মহাশয় তাহাই সপ্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। বারিনদ্বীপে আলিনামক একটি ক্ষুদ্র গ্রাম আছে। ঐ গ্রামের দক্ষিণে দিগন্ত-বিস্তৃত মরুভূমি আছে, তথায় কোনরূপ উদ্ভিদ্ অথবা লোকালয়ের চিহ্নমাত্র নাই। এই বিস্তীর্ণ প্রান্তরটি কেবল সমাধিস্তূপে সমাচ্ছন্ন। যে দিকে দৃষ্টিপাত করা

যায়, সেই দিকেই কেবল অনুচ্চ সমাধিস্তূপ। আলি গ্রামের নিকটবর্ত্তী কয়েকটী স্তূপের উচ্চতা ৪০ ফুট হইতে ৫০ ফুট হইবে, অবশিষ্ট স্তূপগুলির উচ্চতা ২৫০ ফিট হইতে ৩০০ ফিট। ঐ মরুভূমিতে এইরূপ সহস্র সহস্র সমাধিস্তূপ আছে। লর্ড কর্জ্জন প্রত্নতত্ত্ববিষয়ে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতেন সত্য, কিন্তু এই আলি গ্রামের সমাধিক্ষেত্রের বিষয়ে তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট করে নাই ইহা বড়ই বিস্ময়ের কথা। লর্ড কর্জ্জন যখন পারস্যোপসাগর পরিদর্শনে গমন করেন, তখন তিনি এই সমাধিক্ষেত্রকে "কয়েকটি প্রাচীন সমাধিপূর্ণ ক্ষেত্র" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু কোন প্রাচীন মানবজাতি ঐ সমাধিক্ষেত্রে চিরনিদ্রায় নিদ্রিত আছে, লর্ড বাহাদুর তাহার কোন উল্লেখ করেন নাই। যাহা হউক, বোম্বাই টাইমসের সংবাদদাতা বলেন যে এই বারিন দ্বীপ হইতে আদি মানব সমাজ পারস্যের উপকূলে গমনপূর্ব্বক পৃথিবীতে জ্ঞান ও সভ্যতার বীজ বপন করিয়াছিল। যে কাল্ডিয়া ও ব্যাবিলন পাশ্চাত্য জগতে সভ্যতার আদি গুরু বলিয়া পরিচিত, সেই কাল্ডিয়া ও ব্যাবিলন ঐ বারিন দ্বীপবাসীদিগের উপনিবেশ মাত্র। সংবাদদাতা এ কথাও বলেন যে চীনজাতির আদি পুরুষও পারস্যসাগর হইতেই ক্রমাগত পূর্ব্বাভিমুখে গমন করিয়া অবশেষে চীনদেশে উপনীত হইয়াছিল এবং তথাকার আদিম বর্ব্বরদিগকে পর্ব্বত অথবা অরণ্যমধ্যে বিতাড়িত করিয়া অবশেষে তথায় উপনিবেশ সংস্থাপন করে। চীন দেশের পার্ব্বত্য প্রদেশে এখনও নাকি ঐ সকল আদিম জাতির বংশধর বিদ্যমান আছে। খৃষ্টানদিগের মতে যিশুখৃষ্টের জন্মের ৪০০৪ বৎসর পূর্ব্বে পৃথিবীর সৃষ্টি হইয়াছে, সেই জন্য উহারা মানবসমাজকে অতি প্রাচীন বলিয়া স্বীকার করিতে সম্মত নহে। টাইমসের সংবাদদাতা সেই জন্যই স্থির করিয়াছেন যে বারিন দ্বীপের আদি অধিবাসীরা খৃষ্টজন্মের দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে পৃথিবীতে বিদ্যমান ছিল। যাহা হউক, আলি গ্রামের সন্নিহিত সমাধিক্ষেত্রে যাহারা চিরনিদ্রায় নিদ্রিত আছে; তাহারা অতি প্রাচীনকালের লোক হইতে পারে; কিন্তু তাহারাই যে জগতে জ্ঞান ও সভ্যতার আদি গুরু, তাহা প্রমাণ সাপেক্ষ।"

টাইমসের সংবাদদাতা যাহা যাহা বলিয়াছেন, তাহার একটি উক্তিও কোনও প্রমাণদ্বারা সমর্থিত হয় নাই। বারিণ দ্বীপের আলি গ্রামে কতকগুলি

সমাধি স্তম্ভ আছে, উহা খৃষ্টপূর্ব্ব দুই সহস্র বৎসরের প্রাচীনতম, ইহাতেই যদি উহাকে জগতের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীনতম স্থান মানবের আদি জন্মভূমি বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে পিরামিডসঙ্কুল মিশরও কেন আদি জন্মভূমি বলিয়া সমাখ্যাত হউক না? ফলতঃ মিশরের পিরামিড যেমন মিশরের অর্ব্বাচীনতা বিঘোষিত করে, তদ্রূপ আলিগ্রামের যূপস্তম্ভ সকলও উহার অর্ব্বাচীনতাই বিঘোষিত করিতেছে। সে দিনের বুদ্ধদেবের দন্তসমাধিস্তম্ভ যখন ত্রিশফিট মাটীর নীচে প্রোথিত হইয়া গেল, তখন আদিম যুগের নরনারী-গণের সমাধিস্তম্ভ সকল পৃথিবীর কত নিম্নে যাইয়া উপনীত হওয়া সম্ভবপর ছিল? ফলতঃ ঐ সকল উন্নতমস্তক স্তম্ভই বারিণ দ্বীপের অবরজত্ব সপ্রমাণ করিতেছে। আর চীনেরা নেপালহইতে ভিন্ন আলিগ্রামহইতে যে চীনে গিয়াছেন, ইহা চীনগণও অবগত নহেন, তাহা হইলে তাঁহারা আপনাদিগকে ভূতপূর্ব্ব ভারত-সন্তান বলিয়া বিশেষিত করিতেন না। মনুও তাঁহাদিগকে ভারতের ব্রাত্য-ক্ষত্রিয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে ক্ষান্ত থাকিতেন। কালডিয়া ও বাবিলন একজন ইংরাজের কাছে প্রাচীন স্থান বলিয়া অনুমিত হইতে পারে, কিন্তু জগতের দ্বিতীয় প্রত্নৌকঃ ভারতবাসী, বিশেষতঃ ঋগ্বেদে কৃতশ্রম হিন্দুরা কখনই তাহা ভাবিতে পারেন না। জ্ঞান ও সভ্যতা ভব্যতা একমাত্র ভারতহইতেই জগতের সর্ব্বত্র যাইয়া ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, পরন্তু আলিগ্রাম বা কালিডিয়া প্রভৃতি হইতে নহে। যাহা হউক আমরা ইহা বিপ্রলাপবিশেষ মনে করিয়াই তূষ্ণীম্ অবলম্বন করিলাম। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা একমাত্র অনুমানবলে সিংহল, লঙ্কা, মরিশশ, মাডাগাস্কার ও কাশ্যপীন সাগরের বেলাভূমিকেও মানবের আদি জন্মভূমি বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পশ্চাৎপদ হয়েন নাই। কিন্তু তাঁহারা আমাদের সাধারণ পৈতৃক সম্পৎ জগতের আদি মহা ইতিহাস বেদে লব্ধপ্রবেশ হইলে এই সকল কথা বলিতেন না।

আর একদল লোক আছেন, তাঁহারা আমাদিগের ভারতবর্ষকেই মানবের আদি জন্মভূমি বলিয়া নির্দ্দেশ ও প্রতিপন্ন করিতে বদ্ধপরিকর। কিন্তু আমা-দিগের পরমারাধ্য বেদাদি শাস্ত্রনিবহ যখন এবিষয়ের সমর্থনে সম্পূর্ণই অননুকূল, তখন আমরা এই ব্যাহত মতের পরিগ্রহে সম্মত ও প্রস্তুত নহি। মহামতি মুইর সাহেব অধ্যাপক কুর্জ্জন সাহেবর কথা উদ্ধৃত করিয়া বলিতেছেন যে—

Mr. A. Curzon maintains the first of these two theories, viz. that India was the original country of the Aryan family from which its different branches emigrated to the north-west and in other directions.

Sanskrit Text Book, Vol. II. Page 299.

হাঁ ইউরোপ, আফ্রিকা, আরব, পারস্য, তুরুষ্ক এবং আমেরিকার কতিপয় জনপদ একদিন ভারতসন্তানগণদ্বারাই অধ্যুষিত হইয়াছিল, কিন্তু তথাপি ভারত মানবের আদি জন্মভূমি নহে। কুর্জ্জন পরেই বলিতেছেন যে—

'That they could not have entered from the west, because it is clear that the people who lived in that direction were descended from these very Aryans of India, such descent being proved by the fact that the oldest forms of their language have been derived from the Sanskrit (to which they stand in a relation analogous to that in which the Pali and Prakrit stand), and by the circumstance that a portion of their mythology is borrowed from that of the Indo Aryans. Page 299.

হিন্দুরা যে ভারতের পশ্চিম হইতে যাইয়া ভারতে প্রবেশ করিয়াছেন, এরূপ মনে হয় না। কেন না ইউরোপ, আফ্রিকা, পারস্য, আরব ও তুরুষ্ক প্রভৃতি দেশবাসীরা উক্ত হিন্দুদিগেরই অনন্তরবংশ্য। যদি ভাষা লইয়া আলোচনা করা যায় তাহা হইলেও দেখা যায়, যে প্রকার পালী ও প্রাকৃত প্রভৃতি ভাষা সংস্কৃতপ্রভব, তদ্রূপ ইউরোপাদির প্রাচীনভাষাসমূহও সংস্কৃতপ্রভব। অপিচ ভারতের পৌরাণিক কাহিনীও বিকৃত হইয়া ইউরোপাদির পৌরাণিক কাহিনীর জন্মদান করিয়াছে। পরে বলা হইতেছে যে—

Nor could the Aryans, have entered India from the north or north-west, because we have no proof from history or philology that there existed any civilised nation with a language and religion resembling theirs which could have issued from either of those quarters at that early period and have created the Indo-Aryan civilisation. Page—300.

তৎপর আমরা যে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইব যে, ভারতীয় আর্য্যগণ ভারতের উত্তর বা উত্তর পশ্চিমদিগ্‌বর্ত্তী কোনও স্বতন্ত্র জনপদ হইতে ভারতে প্রবেশ

করিয়াছিলেন, তাহাও সুদূরপরাহত। কেন না, ঐ সকল দেশের ভাষা, ধর্ম্ম, আচারব্যবহার ও আকৃতিপ্রকৃতি কোনও বিষয়ের সহিতই ভারতবাসীর কোনও বিষয়ের সমতা লক্ষিত হয় না। তৎপর বলা হইতেছে যে—

It was equally impossible that the Aryans could have arrived in India from the east, as the only people who occupied the countries lying in that direction (the Chinese) are quite different in respect of language, religion, and customs from the Indians, and have no geneological relations with them. Page 300.

ঐরূপ ইহাও সম্পূর্ণ অসম্ভব যে হিন্দুরা ভারতের পূর্ব্বদিগ্‌বর্ত্তী চীনদেশহইতে আসিয়া ভারতে উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন। কেন না উক্ত চীনগণের সহিত হিন্দুদিগের ভাষা, ধর্ম্ম, আচারব্যবহার কোনও বিষয়েই কোনও সমতা নাই। এই উভয় জাতি যে একবংশপ্রভব, এবিষয়েও কোনও প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায় না।

In like manner the Indians could not have issued from the table-land of Thibet in the north east, as independently of the great physical barrier of the Himalaya, the same ethnical difficulty applies to this hypothesis as to that of their Chinese origin. Page—300.

ঐরূপ ভারতবাসীরা যে ভারতের উত্তর পূর্ব্বদিগ্‌বর্ত্তী তিব্বতের সমতলক্ষেত্র হইতে ভারতে আসিয়াছেন ইহাও অসম্ভবনীয়। কেন না প্রথমতঃ ভগবান্ এই উভয় দেশের মধ্যে যে একটী নৈসর্গিক বেড়া দিয়া রাখিয়াছেন তাহা উল্লঙ্ঘন করিয়া এক দেশের লোক অন্য দেশে যাওয়া অসম্ভব। দ্বিতীয়তঃ যে কারণে চৈনিকগণকে ভারতবাসী সহ সাগন্ধাবান্ মনে করা যাইতে পারিতেছে না, সেই সকল বৈষম্যের সত্তাও এই উভয় জাতির মধ্যে বিলক্ষণ বিদ্যমান।

And the Indians cannot be of Semitic or Egyptian descent because the Sanskrit contains no words of Semitic origin and differs totally in structure from the Semitic dialects, with which on the contrary the language of Egypt appears, rather, to exhibit an affinity. Page—300.

তৎপর হিন্দুরা যে সেমেটিক্ বা ইজিপ্ট দেশ হইতে ভারতে গমন করিয়াছেন ইহা ভাবারও কোনও অবসর দেখা যায় না। কেন না ঐ সকল দেশের কোনও ভাষার সহিতই সংস্কৃত ভাষার কোনও সম্পর্ক দেখিতে পাওয়া যায় না।

And no monuments, no records, no tradition of the Aryans having ever originally occupied, as Aryans, any other seat than the plains to the south-west of the Himalayan chain, bounded by the two seas defiined by Manu (memorials such as exist in the histories of other nations who are known to have migrated from their primitive abodes), can be found in India. Page—300.

তৎপর ইহাও বিবেচ্য যে, যদি অন্যান্য দেশের লোকের ন্যায় ভারতবাসীরাও ভারতের ঔপনিবেশিক হইতেন, তাহা হইলে তাঁহারা অন্যান্য দেশের লোকের ন্যায় নিশ্চিতই আপনাদিগের ভারতপ্রবেশ বৃত্তান্ত ইতিহাসে লিখিয়া রাখিতেন, এ বিষয়ে কোনও স্মরণচিহ্ন থাকিত কিংবা অন্ততঃ জনশ্রুতিও আর্য্যগণের ভারত প্রবেশের কথা নির্দ্দেশ করিত। কিন্তু ভারতবাসীরাও অন্য দেশ হইতে ভারতে আগমন করিয়াছেন এমন কোনও কথা যখন তাঁহাদিগের কোনও ইতিহাসেই দৃষ্ট হয় না, জনশ্রুতিও শোনা যায় না তখন তাঁহারা যে ভারতেরই আদিম-নিবাসী তাহাতে কোনও সন্দেহই নাই।

It is opposed to their foreign origin, that neither in the Code (of Manu), nor, I believe, in the Vedas, nor in any book that is certainly older than the Code, is there any allusion to a prior residence, or to a knowledge of more than the name of any country out of India. Even mythology goes no further than the Himalayan chain, in which is fixed the habitation of the gods. Page 303

তৎপর দেখা যায় যে মনুও ভারতীয় আর্য্যগণের দেশান্তর হইতে ভারতে প্রবেশবিষয়ে কোনও কথাই বলেন নাই। মনু হইতে অতীব প্রাচীনতম বেদাদিতেও এ বিষয়ের কোনও একটী ঐতিহ্য বিবৃত দেখা যায় না। তাঁহাদিগের কোনও গ্রন্থে ভারতের বাহিরের কোনও জনপদের নামও দৃষ্ট হইয়া থাকে না। পৌরাণিক কোনও কথাও এবিষয়ে কোনও সাক্ষ্য প্রদান করে না।

ভারতীয়গণের দেবতারাও হিমালয়ের সানুদেশে বাস করেন, পরন্তু কোনও দূর দেশে নহে।

That so far as I know, none of the Sanskrit books, not even the most ancient, contain any distinct reference or allusion to the foreign origin of the Indians. Page 323

আমি যতদূর জানি, তাহাতে দেখা যায় যে, কি অর্ব্বাচীন বা কি অতীব প্রাচীনতম বেদাদি শাস্ত্র কোনও সংস্কৃত গ্রন্থেই একথা বিবৃত নাই যে ভারত-বাসীরা ভারতের বাহিরের কোনও জনপদের ভূতপূর্ব্ব অধিবাসী।

হাঁ মুইর মহোদয়, কুর্জ্জন সাহেবের এই সকল মতের সমাহার করিয়াছেন বটে, আমরাও কুর্জ্জনের ভারতপ্রীতির জন্য তাঁহাকে হৃদয়ের অন্তস্তলহইতে ধন্যবাদ প্রদান করিতে অগ্রসর, কিন্তু তথাপি কৃতজ্ঞ আমরা কুর্জ্জনের মতের সমর্থন করিতে সমর্থন নহি। ইউরোপ, আফ্রিকা, আরব, পারস্য, আপগানিস্থান ও তুরুস্কবাসীরা যে ভূতপূর্ব্ব ভারতসন্তান তাহা আমরাও অনবগত নহি। ঐ সকল দেশের ভাষা ও পৌরাণিক ইতিবৃত্তসমূহের নিদানও যে ভারত তাহাও আমরা জানি, কিন্তু তাহাতেই যে আমরা ঐ সকল দেশের কোনও স্থান হইতে ভারতে প্রবেশ করিতে পারি না, এরূপ নহে, তবে আমাদের বেদাদি শাস্ত্রে বা অন্য দেশীয় কোনও শাস্ত্রে সে কথা নাই, তজ্জন্যই উহা ঠিক নয় মনে করিতে হইবে। আর ভারতের উত্তর বা উত্তরপশ্চিমদিগ্বর্ত্তী জনপদবাসিগণের সহিত আমাদিগের ধর্ম্ম, কর্ম্ম, আচার, ব্যবহার ও ভাষাপ্রভৃতির কোনও মিল না থাকিলেও আমরা যে ভারতের সুদূর উত্তরহইতেই ভারতে প্রবেশ করিয়াছিলাম, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আমাদিগের প্রত্যেকশাস্ত্রেই থাকাতে আমরা কুর্জ্জনের কথায় আস্থা প্রদর্শন করিতে পারিলাম না।

আর আমরা যেমন পশ্চিমহইতে ভারতে প্রবেশ করি নাই, তদ্রূপ পূর্ব্ব বা উত্তর পূর্ব্বহইতেও ভারতে প্রবেশ করিয়াছিলাম না। তথাপি পূর্ব্বদেশবাসী চীন ও তিব্বতীয়গণের সহিত আমাদিগের যে কোন না কোন বিষয়ে সাম্য নাই ইহা বলাও ঠিক হয় নাই। তিব্বতের অগ্নিদেব ভারতে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তিনি ভারতহইতে ঋগ্বেদের মন্ত্রসমাহার করেন। আর নেপালের প্রাচীন নামই চীন, এখান হইতেই ব্রাত্যক্ষত্রিয় চীনগণ জনলোকে প্রবেশ করেন ও

তদনুসারে উহা চীন নামে প্রখ্যাত হয়। চীনের লোকেরা অদ্যাপি আপনাদিগকে ভূতপূর্ব্ব ভারতসন্তান বলিয়া অবগত আছেন, তাঁহাদের আচার, ব্যবহার ও ধর্ম্মকর্ম্মাদিও অনেক অংশে ভারতীয়। মনু তাঁহার সংহিতার দশমাধ্যায়ের ৪৩।৪৪ শ্লোকে ও মহাভারতে অনুশাসন পর্ব্বের ৩৩ অঃ—২১ ও ৩৬ অঃ—১৮ শ্লোকে চীনগণের কথা বিবৃত হইয়াছে, সুতরাং উঁহারা কোনও বিষয়ে আমাদের সমতুল্য নহেন, এ কথা প্রকৃত নহে। তবে উঁহারা এ দেশের ভাষা ভুলিয়া ঐ দেশের ভাষা ও লিখনপ্রণালী গ্রহণ করাতে উভয় জাতির ভাষাগত কতক বৈষম্য ঘটিয়াছে, কিন্তু এখনও তলাইয়া দেখিলে জানা যাইবে যে, চীন ও জাপানভাষার অধিকাংশ শব্দই সংস্কৃতপ্রভব। আমরা "সংস্কৃত ভাষাই সমুদয় আর্য্য ভাষার আদি জননী" এই প্রবন্ধে তাহা সপ্রমাণ করিয়াছি। তিব্বতের ভাষাও সংস্কৃত হইতে বড় বেশী দূরস্থ নহে, আচার ব্যবহারগত সাম্যও ছিল, কালে বৌদ্ধধর্ম্ম সে সাম্যের বিধ্বংস ঘটাইয়াছে। আমরা আমাদের মতের সমর্থনজন্য এখানে সার উইলিয়ম জোন্সের একটী অভিমত অধ্যাহৃত করিব।

"Of the cursory observations on the Hindus, which it would require volumes to expand and illustrate, this is the result: that they had an immemorial affinity with the old Persians, Ethiopians and Egyptians, the Phœnicians, Greeks and Tascans, the Scythians or Goths and Celts, the Chinese, Japane-e and Peruvianese. Page 251, India in Greece.

অনুসন্ধান করিলে কুর্জন মহোদয়ও চীন ও জাপানবাসীর সহিত ভারতবাসীর সমতা অবলোকন করিতে পাইতেন। তবে ভারতবাসীরা যে চীন হইতে ভারতে আগমন করেন নাই এ কথা ঠিকই। ঐরূপ আমরা যে মিডিয়া বাবিলন, তুরুস্ক বা ঈজিপ্ট হইতেও ভারতে আসিয়াছিলাম না, তাহাও প্রকৃত কথা। সেমেতিকগণ ও মিশরবাসীরাও ভূতপূর্ব্ব ভারতসন্তান, তাঁহাদিগের ভাষা ও আচার ব্যবহারও আমাদিগের সংস্কৃত ভাষা ও আচারব্যবহারের অনুরূপ পরন্তু বিসদৃশ নহে, ইহাও সত্য বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে। মহামতি পোকক ও বহু প্রবীণ মনীষী ব্যক্তি এ বিষয়ে সাক্ষ্য দান করিয়া গিয়াছেন, আমরা সাধারণের কৌতূহলনিবৃত্তির জন্য মাত্র একটি প্রমাণের অবতারণা করিলাম।

It is only of late years that any relationship was allowed between Hebrew and Sanskrit, but Furst and Delitzsch have abundantly proved it, and it is now universally acknowleged. The old language of Egypt is found to be a connecting link between all these great varieties of human speech, and even the Celtic in points where it differs from the Sanskrit nearly corresponds with the ancient Coptic the language of the Pyramids and monuments.

Indian in Greece, Page 208

পোকক ইহাও দেখাইয়াছেন যে মিশরের প্রথম রাজার নাম Menes তিনি আপনাকে সূর্য্যবংশীয় বলিয়াই দাবি করিতেন। এবং মনুর একটি প্রতিমূর্ত্তিও মিশরে রক্ষিত হইয়াছিল।

আর আমরা ভারতবাসিগণ ভারতের কোনও বহির্জনপদহইতে ভারতে আগমন করিলে তাহা আমাদের বেদ, বেদান্ত, মন্বাদি ধর্ম্মশাস্ত্র ও পুরাণাদিতে লিখিত থাকিত, এই যে কথা কুর্জন বলিয়াছেন, তাঁহার এ কথার মূলেও কোনও সত্য বিনিহিত নাই। কেননা আমরা জানি যে আমাদিগের প্রত্যেক শাস্ত্রগ্রন্থেই আমাদিগের ভিন্ন দেশহইতে ভারতে আগমন ও কোন্ স্থান জগতের সমগ্র নরনারী ও আমাদের সাধারণ পিতৃভূমি, তাহা পূর্ণমাত্রায়ই বিবৃত রহিয়াছে। তবে পাশ্চাত্য কোবিদবৃন্দ ও মহামতি তিলক কেন যে তাহা বাছিয়া বাহির করিতে পারেন নাই ইহাই আশ্চর্য্য ও দুঃখের বিষয়।

আমরা যথাসময়ে যথাস্থানে আমাদিগের শাস্ত্রের কথাগুলি অধ্যাহৃত করিয়া বুভুৎসুগণের কৌতূহলের নিবৃত্তি করিব। তাহা হইলেই সকলে জানিতে পারিবেন যে আমাদিগের পূর্ব্বপিতামহগণ ভারতে প্রবেশের সময়ে নিরক্ষর ছিলেন না, তাঁহারা সামগান করিতে করিতে ভারতে প্রবেশ করিয়াছিলেন, এবং প্রত্যেক বেদে সেই ভারতপ্রবেশকাহিনী বিশদাক্ষরেই বিবৃত রহিয়াছে।

অতঃপর আমরা কতিপয় ভারতবাসীর কথা বলিব। তাঁহারাও মনে করিয়া থাকেন যে, আমরা ভারতেরই আদিম অধিবাসী ও এই ভারতবর্ষই মানবের আদি জন্মভূমি। কিন্তু উহার মূলে যেমন কোনও সত্যই নাই, তেমনই কোনও সুযুক্তি ও প্রমাণও দেখিতে পাওয়া যায় না। আমরা একে একে

তাঁহাদিগের নাম লইয়া তাঁহাদিগের উক্তির লাঘব গৌরবের কথা সামাজিকগণকে ভাবিয়া দেখিতে বলিব।

(১)। শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত (এখন ৺) ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উকিল মহাশয় বলিতেছেন যে—

"আমরা যে মধ্য এশিয়াহইতে ভারতে আসিয়াছি ইহা ম্লেচ্ছ ও ফিরঙ্গ মত," বস্তুতঃ আমরা ভারতেরই আদিমনিবাসী। (২)। শ্রদ্ধাভাজন বীরেশ্বর পাঁড়ে মহাশয়, তাঁহার ঊনবিংশ শতাব্দীর মহাভারতনামক গ্রন্থের ১৫।১৬ পৃষ্ঠা ও অন্যান্য স্থানে বলিয়াছেন যে, উত্তরদিক আমাদিগের দেবনিবাস. উহা আমাদিগের পিতৃভূমি নহে। আমরা ভক্তির স্রোতে পড়িয়া উহার মহিমা বর্ণনা করিয়া থাকি, উহা উৎকৃষ্ট স্থান হইলে আমরা উহা পরিত্যাগ করিব কেন? ফলতঃ! উত্তরদিকের কথা কল্পিত, আমরা ভারতেরই আদিমনিবাসী। ইহার সমর্থনজন্য তিনি কুর্জন সাহেবের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন ও "বেদাদিতে ইহা নাই যে আমরা ভারতের বাহিরহইতে ভারতে আসিয়াছি" ইহা বলিতেও কুণ্ঠিত হয়েন নাই। (৩)। জাতিতত্ত্ব-বিবেকপ্রণেতা শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত শ্যামলাল সেন মুন্সি ও (৪) বিশ্বকোষ এবং (৫) Mr. Grote উক্ত মতের সমর্থয়িতা এবং (৬) বেদাচার্য্য ভক্তিভাজন ৺সত্যব্রত সামশ্রমী মহাশয়ও তদীয় গোভিল্ গৃহ্যসূত্রের একত্র ও ঐতরেয়ালোচন গ্রন্থে ভারতবর্ষই যে মানবের আদি জন্মভূমি, ইহা দার্ঢ্যসহকারেই বলিয়াছেন, আমরা একে একে ইঁহাদিগের ব্যাহতমতের নিরসনে সচেষ্ট হইব।

শ্রদ্ধাভাজন ইন্দ্রনাথ বাবু পাশ্চাত্য ভাষায় সুপণ্ডিত এবং হিন্দুধর্ম্মগ্রন্থাদিতেও তাঁহার প্রখর দৃষ্টি ও আস্থা রহিয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনি ও অপর চারিজনের কেহই বেদ, উপনিষৎ বা রামায়ণ-মহাভারত কিংবা পুরাণ ও ভাস্করাচার্য্যের গ্রন্থগুলির প্রতি সমুচিত দৃষ্টিপাত করেন নাই। সে দৃষ্টি থাকিলে তাঁহারা বলিতেন না যে "ইহা ম্লেচ্ছ ও ফিরঙ্গ মত, এবং আমাদিগের বেদাদিতে ইহা নাই যে আমরা ভারতের বহির্দ্দেশহইতে ভারতে প্রবেশ করিয়াছিলাম।" তাঁহারা কেহ কেহ কৌষীতকী ব্রাহ্মণের নাম করিয়াছেন, কিন্তু বিনায়ক ভট্ট উহার যে বিকৃত ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন, তাহা অভ্রান্ত

বলিয়া স্বীকার করাতেই ইঁহাদিগকে আরও প্রমাদগ্রস্ত হইতে হইয়াছে। কৌষীতকী বা সাঙ্খ্যায়ন ব্রাহ্মণে বিবৃত আছে যে—

পথ্যা স্বস্তি রুদীচীং দিশং প্রাজানাৎ,
বাগ্ বৈ পথ্যা স্বস্তিঃ। তস্মাৎ উদীচ্যাং
দিশি প্রজ্ঞাততরা বাক্ উদ্যতে। উদঞ্চ
উ এব যন্তি বাচং শিক্ষিতুং। যো বা
তত আগচ্ছতি তস্য বা শুশ্রূষন্তে ইতি
স্মাহ। এষাহি বাচাং দিক্ প্রজ্ঞাতা। ৭।৬

তত্র বিনায়কভট্ট:—প্রজ্ঞাততরা বাক্ উদ্যতে কাশ্মীরে সরস্বতী কীর্ত্ত্যতে বদরিকাশ্রমে বেদঘোষঃ শ্রূয়তে। বাচং শিক্ষিতুং সরস্বতীপ্রসাদার্থম্ উদঞ্চ এব যন্তি। যো বা প্রসাদং লব্ধা তত আগচ্ছতি স্মাহ প্রসিদ্ধ মাহ স্ম সর্ব্বলোকঃ।

কৌষীতকীর এই বর্ণনাদ্বারা যাঁহারা ভারতের আদিনিবাসত্ব সপ্রমাণ করিতে অভিলাষী, আমরা বলিব, তাঁহারা নিতান্তই বকাণ্ডপ্রত্যাশী দুরাকাঙ্ক্ষ। ভট্টজী যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণই মূলবিরোধী। তাঁহার ব্যাখ্যাদর্শনমাত্রই প্রতীতি হয়, তিনি মন্ত্রের কোনও প্রকৃত তাৎপর্য্যই হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হয়েন নাই। মন্ত্রের "উদীচী" শব্দদ্বারা কেবল উত্তর দিক্ মাত্র বুঝাইতে পারে, উহাদ্বারা অঙ্গুলি নির্দ্দিষ্ট কাশ্মীর বা বদরিকাশ্রমের অববোধ কেন হইবে? আর সরস্বতীর প্রসাদকথাটিই বা আসিল কেন? হিন্দুর কোন্ শাস্ত্রে কাশ্মীরকে বাক্যের দিক্ বলা হইয়াছে? আর "পথ্যাস্বস্তি" কথাটাই বা কেন মৃতের অদাহ্য নাভিখণ্ডের ন্যায় গঙ্গাজলে বিসৃষ্ট হইল?

উপাসকসম্প্রদায়ের প্রণেতা ভক্তিভাজন ৺অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ও উক্ত মন্ত্রের অর্থ করিতে যাইয়া লিখিলেন যে—"পথ্যাস্বস্তি উত্তরদিকের বিষয় পরিজ্ঞাত ছিলেন। বাণীই পথ্যাস্বস্তি। এই হেতু উত্তরদিকেই বাক্য অধিকতর বিজ্ঞাত বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকে। লোকেও উত্তরদিকে ভাষা শিক্ষার্থ গমন করে। এইরূপ প্রবাদ আছে যে, যে ব্যক্তি ঐ দিক্হইতে আগমন করেন, লোকে তাঁহারই উপদেশ শ্রবণ করিতে অভিলাষী হয়। কারণ লোকে কহে উহা বাক্যের দিক্ বলিয়া বিদিত আছে।

বিশ্বকোষ বলিতেছেন যে—পথ্যাস্বস্তি উত্তরদিক্ জানেন। পথ্যাস্বস্তিই বাক্। উত্তরদিকেই বাক্য প্রজ্ঞাত বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। লোকেও ভাষা শিখিতে উত্তরদিকে যায়। এইরূপ প্রবাদ আছে যে, যে লোক ঐ দিক্ হইতে আসিয়া থাকেন, সকলে "তিনি বলিতেছেন" এই বলিয়া তাঁহার (উপদেশ) শুনিতে ইচ্ছা করেন। কারণ এই স্থান বাক্যের দিক্ বলিয়া খ্যাত। অতএব দেখা যাইতেছে, বহুদিন হইতে লোকের বিশ্বাস যে কাশ্মীরই সরস্বতীর স্থান, কাশ্মীরই বেদোক্ত উদীচী প্রদেশ। এই স্থান হইতেই (বৈদিক সংস্কৃত) ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে। কিন্তু সরস্বতীর পরিবর্ত্তে কাশ্মীরের শারদ নাম এখনও লোপ হয় নই। এই সরস্বতীর উপকূলেই আর্য্যজাতির প্রথম উপনিবেশ অথবা বাস ছিল।

আর্য্যশব্দ। ১৬৮পৃঃ বাম স্তম্ভ।

যদি বিশ্বকোষ, উপাসকসম্প্রদায়ের অনুবাদের অনুকরণ করিয়াই তফাতে খাড়া হইয়াই তূষ্ণীম্ অবলম্বন করিতেন, তাহা হইলে কোনও কথাই ছিল না। উপাসকসম্প্রদায় যেমন প্রতিশব্দ বসাইয়া রেহাই লইয়াছেন, বিশ্বকোষের ভাগ্যেও সেই রেহাই মিলিত, কিন্তু তিনি আবার বিনায়কের আনুগত্য করিতে যাইয়া ধরা পড়িয়াছেন। ফলতঃ কি বিনায়ক, কি উপাসক সম্প্রদায়, বা কি বিশ্বকোষ, কেহই এই মন্ত্রের প্রকৃত অর্থ বুঝিতে পরিশ্রম স্বীকার করেন নাই, তাই তৎপাঠে কোনও পদার্থগ্রহও হইতেছে না।

হিন্দুর কোনও শাস্ত্রেই একথা নাই যে কাশ্মীরে কোনও দিন সরস্বতী নামে কোনও নদী ছিল, আর উহার তীরদেশই মানবের আদি জন্মভূমি কিংবা আর্য্য জাতির প্রথম উপনিবেশ। মহামতি মনু, ব্রহ্মাবর্ত্ত ও ব্রহ্মার্ষিপ্রদেশের নাম লইয়াছেন, কিন্তু কাশ্মীরের নাম গৃহীত হয় নাই। বেদে উহার কোনও নামেরই সঞ্চার দেখিতে পাওয়া যায় না। সুতরাং বিশ্বকোষ উহা কোথায় পাইলেন, তাহা তিনিই জানেন। আর কাশ্মীরে যে বৈদিক সংস্কৃত ভাষার প্রথম সৃষ্টি হইয়াছিল, ইহা অপেক্ষা প্রমাদের কথা আর কিছুই হইতে পারে না। বেদই বলিতেছেন যে—

দেবীং বাচ মজনয়ন্ত দেবাঃ। ঋগ্‌বেদ।

দেবতারাই দেববাণী সংস্কৃতভাষার সৃষ্টিকর্ত্তা। কাশ্মীর দেবভূমি বা

কাশ্মীরবাসীরা দেবতা নহেন, সুতরাং কাশ্মীরে যে গীর্বাণবাণী সংস্কৃতের সৃষ্টি হইয়াছিল, ইহা বিপ্রলাপ বিশেষ। বাগ্‌ভটালঙ্কার বলিতেছেন—

সংস্কৃতং স্বর্গিণাং ভাষা শব্দশাস্ত্রেষু নিশ্চিতা।

কাব্যাদর্শপ্রণেতা মহাসূরী দণ্ডী ও কাব্যচন্দ্রিকাও বলিয়া গিয়াছেন যে—সংস্কৃত স্বর্গবাসী দেবগণের ভাষা। পক্ষান্তরে কাশ্মীর প্রকৃত স্বর্গ নহে, সুতরাং তদ্দেশে গীর্বাণবাণীর প্রথম সৃষ্টি হইয়াছিল, ইহা প্রকৃত কথা হইতে পারে না। আচ্ছা তবে এই মন্ত্রের প্রকৃত অর্থই বা কি, আর মন্ত্রোদিত উদীচী শব্দদ্বারাই বা ঠিক্ কোন্ দেশের অববোধ হইয়াছিল ?

আমরা মনে করি যে, এই "উদীচী" শব্দদ্বারা কৌষীতকী মহান্ উত্তর কুরুর কথা বলিতেছিলেন। কেন ? তাহা পরে বলা যাইবে, আমরা প্রথমে মন্ত্রের প্রকৃত ব্যাখ্যা কি, তাহা বুঝাইতে চেষ্টা পাইব। নিঘণ্টু বলিতেছেন—

চন্দ্রমাঃ, সরস্বতী, উর্ব্বশী গৌরী,
ইন্দ্রাণী, পথ্যাস্বস্তিঃ, উষাঃ, ইলা,

ইহারা ৩৬ জন মধ্যস্থানবাসিনী দেবতা। স্বর্গ ও ভারতবর্ষের মধ্যে অবস্থিত অন্তরিক্ষই মধ্যস্থান (অপোগস্থানাদি। কিন্তু এক দিন ব্রহ্মলোক উত্তর কুরুও স্বর্গ বলিয়া কথিত হওয়াতে আদি স্বর্গ তির্ব্বত, তাতার ও মঙ্গলিয়াও মধ্যস্থান বলিয়া কথিত হইতে থাকে। তাই চন্দ্র, সরস্বতী, উর্ব্বশী ও গৌরীপ্রভৃতিকেও মধ্যস্থানের দৈবতা বলা হইয়াছে। পথ্যাস্বস্তি কাহাকে কহে ? নিঘণ্টুর টীকাকার দেবরাজ যজ্বা বলিতেছেন যে—

পত্যতে তংস্থানিভিরিতি পন্থা অন্তরিক্ষং তত্রভবা পথ্যা।
সু শোভনা অস্তি রসবত্তয়া যস্যাঃ সা স্বস্তিঃ।

অর্থাৎ অন্তরিক্ষবাসিনী স্বস্তিনাম্নী বিদুষীর নাম পথ্যাস্বস্তি। তিনি উত্তরদিক্ বা উত্তরকুরু জনপদের কথা অবগত ছিলেন। সরস্বতীর ন্যায় তাঁহারও উপাধি "বাক্" ছিল। এই অন্তরিক্ষ শব্দদ্বারা এখানে আপঃ বা অপোগস্থান অববোধিত হইয়াছে, পথ্যাস্বস্তি আফগানিস্থানবাসিনী বিদুষী ছিলেন। তস্মাৎ উদীচ্যাং দিশি (বিভক্তিব্যত্যয়ঃ—তস্যাং উদীচ্যাং দিশি) সেই উত্তরদিকে সকলের পরিজ্ঞাত বিশুদ্ধ ভাষা কথিত হইত। তাই লোকেরা এই ভারতবর্ষপ্রভৃতি দক্ষিণদেশহইতে তথায় ভাষা শিক্ষা করিতে

গমন করিতেন। সকলে ইহা বলিতেন যে, যে ব্যক্তি উক্ত উত্তর কুরুহইতে ভাষা শিক্ষা করিয়া দেশে ফিরিয়া আসিতেন, সকলে তাঁহার উপদেশ শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিতেন। উক্ত উত্তরদিক্ বা উত্তরকুরুই সংস্কৃত ভাষার স্থান বলিয়া পরিজ্ঞাত ছিল। মহামতি মুইর সাহেবও উক্ত মন্ত্রের অনুবাদ করিতে যাইয়া বলিয়াছেন যে—

Pathyasuasti (a goddes) knew the northern region. Now pathyasuasti is vach (the goddess of speech). Hence in the northern region speech is better known and better spoken: and it is to the north that men go to learn speech:—it is said that men listen to the instructions of any one who comes from that quarter: for that is renowned as the region of speech. Page 338.

মুইরের এই অনুবাদ, আমাদিগের বাঙ্গালীদিগের অনুবাদ ও বিনায়কভট্টের ভাষ্য অপেক্ষা সহস্রাংশে বিশদ ও উৎকৃষ্ট। তবে পথ্যাস্বস্তি যে অপোগস্থান (অন্তরিক্ষ) বাসিনী একজন বিদুষী নর দেবকন্যা মুইর তাহা স্থির করিতে পারেন নাই।* যাহা হউক ভাষার উন্নতির স্থান এই উদীচ্য ভূমি, উত্তর কুরু, পরন্তু অর্ব্বাচীন কাশ্মীর বা প্রৌঢ়বয়াঃ বদরিকাশ্রম নহে। কেন? পাণিনি বলিয়াছেন যে—

আরক্ উদীচাম্। ৪।১।১৩০

উদীচাং বৃদ্ধাৎ অগোত্রাৎ। ৪।১।১৫৭

উদীচাং মাতো ব্যতীহারে। ৩।৪।১৯

মাতরপিতরৌ উদীচাম্। ৬।৩।৩২

---

* মুইর তবু পথ্যাস্বস্তি যে একজন নারী দেবতা, তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু বিনায়কভট্টের ন্যায় ভট্ট ভাস্করও উহার কোনও পদার্থগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন না। তিনি কৃষ্ণযজুর ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া বলিতেছেন—

মূল—পথ্যাং স্বস্তিন্ অবজন্ প্রাচীমেব তয়া দিশং প্রাজানন্। ৭৩ পৃঃ ১০ম খণ্ড।

ভাষ্য—কাঃ পুনস্তা দেবতাঃ? ইত্যাহ পথ্যা মিত্যাদি। পথি সাধুঃ পথ্যা প্রজানাং হিতকর আদিত্য ইতি কেচিৎ। উষা ইত্যন্যে, প্রজাপতিরিত্যপরে।

অতি ভ্রষ্ট ব্যাখ্যা, ভাষ্যকার ও টীকাকারগণের এহেন অত্যাচারেই শাস্ত্রকথা সকল দুর্ব্বোধ ও mythএ পরিণত হইয়াছে।

তত্র কাশিকা—গোধায়া অপত্যে উদীচাম্ আচার্য্যাণাং মতেন আরক্ প্রত্যয়ো ভবতি। গৌধারঃ। বৃদ্ধং যৎ শব্দরূপম্ অগোত্রং তস্মাৎ অপত্যে ফিঞ্ প্রত্যয়ো ভবতি উদীচাম্ আচার্য্যাণাং মতেন। মাঙো ধাতোর্ব্যতীহারে বর্ত্তমানাৎ উদীচাম্ আচার্য্যাণাং মতেন ক্ত্বা প্রত্যয়ো ভবতি। "মাতর পিতরৌ" ইতি উদীচাম্ আচার্য্যাণাং মতেন অরঙাদেশো মাতৃশব্দস্য নিপাত্যতে মাতরপিতরৌ (মাতা চ পিতা চ তৌ) উদীচামিতি কিম্? মাতাপিতরৌ।

এই উদীচ্য আচার্য্য কাহারা? কাশ্মীর বা বদরিকাশ্রমবাসীরা? না তাহা কখনই নহে। ইহাদ্বারা ইন্দ্র, চন্দ্র ও শিব, এই সকল বৈয়াকরণগণ সূচিত হইয়াছেন, পরন্তু ভারতবাসীরা কেহই নহেন। কেন না এই সকল পদের প্রয়োগ ভারতের কোনও সংস্কৃত গ্রন্থে দৃষ্ট হয় না, এদেশের কোনও গ্রন্থেই কেহ "মাতরপিতরৌ" পদ দেখাইতে সমর্থ হইবেন না। কেন হেমচন্দ্র ও অমর ত এই পদের গ্রহণ করিয়াছেন?

পিতরৌ মাতাপিতরৌ মাতরপিতরৌ
পিতা চ মাতা চ। মর্ত্ত্যকাণ্ড। হেম
মাতাপিতরৌ পিতরৌ মাতরপিতরৌ চ তৌ। অমর

হাঁ উঁহারা পাণিনির প্রয়োগদর্শনে উহার সমাহার করিয়াছেন, কিন্তু লৌকিক প্রয়োগ দৃষ্টে নহে। তাহা হইলে জয়াদিত্যবামন বলিতেন না যে

উদীচাম্ ইতি কিম্? মাতাপিতরৌ

উদীচাং বলা হইল কেন? না উত্তরদিক্ না হইয়া অন্যদিকের লোকের প্রয়োগে মাতা চ পিতা চ তৌ মাতাপিতরৌ হইবে।

বাহ্লীকভাষা দিব্যানাং। সাহিত্য দর্পণ
বাহ্লীকভাষা উদীচ্যানাং। আচার্য্যাঃ।

এই প্রয়োগ দৃষ্টেও জানা যাইতেছে যে, পাণিনিপ্রভৃতি প্রাচীন আচার্য্যগণ, বাহ্লিকপ্রভৃতি দেবভূমিকেই উদীচ্যভূমি বলিয়া জানিতেন, পরন্তু কাশ্মীরাদি প্রাচ্যভূমিকে নহে। কাশ্মীরও ত উত্তর পশ্চিম প্রদেশ? না, তাহা ভারতবাসীর সম্বন্ধে বটে, কিন্তু শলাতুরবাসী পাণিনিসম্বন্ধে কাশ্মীর ও বদরিকাশ্রম পূর্ব্বদেশ। পাণিনি গান্ধারের অন্তর্গত শলাতুরগ্রামবাসী ছিলেন। পাণিনিই লিখিতেছেন—

তূদীশলাতুরবর্ম্মতীকূচবারাৎ
ঢক্ ছণ্ ঢঞ্ যকঃ। ৪। ৩। ৯৪

শলাতুরঃ অভিজনঃ যস্য অসৌ শালাতুরীয়ঃ। যিনি শলাতুরের অধিবাসী তাঁহার নাম শালাতুরীয়। উক্তঞ্চ হেমচন্দ্রেণ—

অথ পাণিনৌ শালাতুরীয় দাক্ষেয়ৌ।
মর্ত্ত্যকাণ্ড। ১৩১ পৃঃ

সুতরাং বুঝাগেল পাণিনি যাহাকে উদীচী বলিয়াছেন, তাহা বাহ্লীক, মদ্র বা উত্তরকুরুপ্রভৃতি উদীচ্যভূমি, পরন্তু প্রাচ্যভূমি কাশ্মীরাদি নহে। তিনি কাশ্মীর বদরিকাশ্রম অথবা সমগ্র ভারতবাসী আচার্য্যগণের সংসূচনার জন্য "প্রাচাং" শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন। যথা—

এঙ্ প্রাচাং দেশে। ১। ২। ৩৫

ভোজকটীয়, গোনর্দীয়ঃ। প্রাচামিতি কিং? দেবদত্তোনাম বাহ্লীকেষু গ্রামঃ তত্র ভবঃ দৈবদত্তঃ।

দেশবাচক শব্দের উত্তর এঙ্ প্রত্যয় হয়, ইহা পূর্ব্বদেশীয় আচার্য্যগণের মত। যেমন ভোজকটভব—ভোজকটীয়, গোনর্দভব—গোনর্দ্দীয়, পূর্ব্বদিকের দেশ না হইলে কি হইবে? বাহ্লিক জনপদে দেবদত্ত নামে এক গ্রাম আছে, তদ্‌ভবগণ "দৈবদত্ত" বিশেষণের বিষয়ীভূত। এখানে এঙ্ হইল না।

বেশ বুঝাগেল, তাঁহার পক্ষে ভোজকট ও গোনর্দদেশ পূর্ব্বদেশ, তাঁহার পক্ষে কাশ্মীর, বদরিকাশ্রম ও পঞ্চনদপ্রভৃতি দেশসকলও পূর্ব্বদেশ পরন্তু উদীচী নহে। তথাহি—

বৃদ্ধাৎ প্রাচাম্। ৪। ২। ১২০

তত্র বামনঃ—প্রাগ্‌দেশবাচিনো প্রাতিপদিকাৎ ঠঙ্ প্রত্যয়ো ভবতি। শাকজম্বুকঃ

এখানে শক ও জম্বুদেশকে পাণিনি পূর্ব্বদেশ বলিতেছেন। শকদেশ পঞ্চনদের একদেশমাত্র। কাশ্মীরও পঞ্চনদের দেশান্তরবিশেষ, সুতরাং শকদেশ ও জম্বু বা কাশ্মীর দেশ উভয়ই পাণিনির নিকট পূর্ব্বদেশ বলিয়া বিদিত ছিল। ইহার পরও কি কেহ কাশ্মীরকে উদীচী বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে চাহিবেন? তবে এ উদীচী কোন্ দেশ? ইহা ব্রহ্মার উত্তরকুরু বা ব্রহ্মলোক। আমরা ভারত

হইতেও তথায় বেদাধ্যয়ন, যাগযজ্ঞ ও লিখনপঠন শিক্ষা করিতে যাইতাম। পথ্যাস্বস্তি ও সরস্বতীও তথায় শিক্ষালাভ করিয়া "বাক্" উপাধি প্রাপ্ত হয়েন। ব্রহ্মলোকে যে শিক্ষা হইত, তাহার প্রমাণ? প্রমাণ শাস্ত্রনিবহ। পাণিনির শিক্ষা গ্রন্থ বলিতেছেন যে—

এবং বর্ণাঃ প্রযোক্তব্যা নাব্যক্তা ন চ পীড়িতা।
সম্যগ্ বর্ণপ্রয়োগেণ ব্রহ্মলোকে মহীয়তে॥
গীতী শীঘ্রী শিরঃকম্পী তথা লিখিতপাঠকঃ।
অনর্থজ্ঞোঽল্পকণ্ঠশ্চ ষড়েতে পাঠকাধমাঃ॥

সকলে পাঠকালে এরূপভাবে উচ্চারণ করিবেন, যেন শব্দসকল বোধগম্য হয়, অস্পষ্ট না হয়, আবার কেহ উচ্চৈঃস্বরেও পাঠ করিবেন না, যাহাতে কর্ণ-পীড়া ঘটিয়া থাকে। বর্ণ সকল সম্যক প্রকারে উচ্চারণ করিতে সমর্থ হইলে সে পাঠক ব্রহ্মলোকে প্রশংসাভাজন হইয়া থাকেন। পাঠকের মধ্যে যাঁহারা সুর করিয়া পড়িতেন, দ্রুত পড়িয়া যাইতেন, পড়িতে পড়িতে মাথা কাঁপাইতেন বা একটি একটি করিয়া ধরিয়া ধরিয়া পাঠ করিতেন, বা অর্থ না বুঝিয়া পড়িতেন ও যাঁহাদের পাঠের স্বর মৃদু হইত, তাঁহারা অধম পাঠক বলিয়া অবগীত হইতেন।

সে কি কথা, ব্রহ্মলোক যে পারলৌকিক পদার্থ, উহা যে পরব্রহ্মের আবাস স্থান। সেখানে লোকসকল পড়িয়া প্রশংসালাভ বা নিন্দাভাজন হইত, এ কেমন কথা? হাঁ ভাষ্যকারগণ শাস্ত্রের বিকৃত অর্থ ও প্রক্ষিপ্তকারেরা শাস্ত্রাঙ্গ কলুষিত করিয়া ভারতে এইরূপ কুসংস্কারেরই পয়দা করিয়াগিয়াছেন, কিন্তু প্রকৃত সংবাদ ইহা নহে। একজন ক্ষুদ্রতস্কর বা মুষ্টিভিক্ষুকেরও একখানি ডেরা আছে, তথাপি সর্ব্বশক্তিমান্ রাজরাজেশ্বর ভগার বসবাস বা মাথা রাখিবার স্থান নাই। ব্রহ্মলোক, গোলোক, বৈকুণ্ঠ ও স্বর্গ, এতৎসমুদায়ই ভৌম এবং যাঁহারা এখানে বাস করিতেন ও এখনও করিতেছেন, তাঁহারাও জনমমরণশীল নর ভিন্ন আর কিছুই ছিলেন না ও নহেন। যুধিষ্টির পায়ে হাঁটিয়া যে স্বর্গ গিয়াছিলেন, সে স্বর্গটা কি ভৌম নহে? মহাভারতের আদিস্বর্গের ১২০ অধ্যায়ের ৫ম হইতে ১৫শ পর্য্যন্ত শ্লোক পাঠ কর, দেখিবে তাহাতে বিবৃত আছে যে স্বর্গ পার হইয়া মানুষেরা উত্তরকুরুতে ব্রহ্মার বাড়ী যাইয়া সভাসমিতি করিতেন।

অমাবাস্থাং তু সহিতা ঋষয়ঃ সংশিতব্রতাঃ।
ব্রহ্মাণং দ্রষ্টুকামাস্তে সংপ্রতস্থুর্মহর্ষয়ঃ॥ ৫
সংপ্রয়াতান্ ঋষীন্ দৃষ্ট্বা পাণ্ডুর্বচন মব্রবীৎ।
ভবন্তঃ ক্ব গমিষ্যন্তি ব্রূত মে বদতাং বরাঃ॥ ৬

ঋষয় উচুঃ

সমবায়ো মহান্ অদ্য ব্রহ্মলোকে ভবিষ্যতি।
দেবাণাঞ্চ ঋষীণাঞ্চ পিতৃণাঞ্চ মহাত্মনাম্।
বয়ং তত্র গমিষ্যামো দ্রষ্টুকামাঃ স্বয়ম্ভুবম্॥ ৭

বৈশম্পায়ন উবাচ।

পাণ্ডুরুত্থায় সহসা গন্তুকামো মহর্ষিভিঃ।
স্বর্গপারং তিতীর্ষুঃ স শতশৃঙ্গাৎ উদঙ্মুখঃ॥ ৮
প্রতস্থে সহ পত্নীভ্যাং অব্রুবন্ তঞ্চ তাপসাঃ।
উপর্য্যুপরি গচ্ছন্তঃ শৈলরাজ মুদঙ্মুখাঃ॥ ৯
দৃষ্টবন্তো গিরৌ রম্যে দুর্গান্ দেশান্ বহূন্ বয়ম্।
বিমানশতসংবাধাং গীতস্বরনিনাদিতাম্॥ ১০
আক্রীড়ভূমিং দেবানাং গন্ধর্বাপ্সরসাং তথা।
উদ্যানানি কুবেরস্য সমানি বিষমাণি চ॥ ১১
মহানদীনিতম্বাংশ্চ গহনান্ গিরিগহ্বরান্।
সন্তি নিত্যহিমাদেশা নিরক্ষমৃগপক্ষিণঃ॥ ১২
সন্তি ক্বচিৎ মহাদর্য্যো দুর্গাঃ কাশ্চিৎ দুরাসদাঃ।
নাতিক্রামেত পক্ষী যান কুত এবেতরে মৃগাঃ॥ ১৩
বায়ুরেকো হি যাত্যত্র সিদ্ধাশ্চ পরমর্ষয়ঃ।
গচ্ছন্ত্যৌ শৈলরাজেঽস্মিন্ রাজপুত্র্যৌ কথং ত্বিমে॥ ১৪
ন সীদেতাম্ অদুঃখার্হে মা গমো ভরতর্ষভ। ১৫

আদিপর্ব্ব—১২০ অধ্যায়।

এক দিন অমাবাস্যা তিথি সমাগত হইলে সংশিতব্রত মহর্ষিগণ ব্রহ্মাকে দেখিবার জন্য প্রস্থানপরায়ণ হইলেন। ঐ সময় তাঁহারা গন্ধমাদন বা বর্ত্তমান

বেলুরতাক পর্ব্বতের সানুদেশে বাস করিতেছিলেন। (১১৯ অধ্যায় ৪৮ শ্লোক দেখ)। তদ্দর্শনে মহারাজ পাণ্ডু সহসা গাত্রোত্থান করিয়া আদি স্বর্গ পার হইয়া ব্রহ্মলোক যাইবার জন্য গন্ধমাদন হইতে উত্তরমুখে যাইতে লাগিলেন। মহাদেবী কুন্তী ও মাদ্রী তাঁহার অনুগামিনী হইলেন। তখন তাপসগণ তাঁহাকে কহিলেন, হে মহারাজ! আপনার সহিত রাজপুত্রীরা রহিয়াছেন, ইঁহারা দুঃখ ক্লেশ কাহাকে কহে, তাহা জানেন না, ইঁহারা কেমন করিয়া এই দুর্গম পথে গমন করিবেন, আপনি কখনই ইঁহাদিকে এই কষ্টে পাতিত করিবেন না, আপনি গমনে ক্ষান্ত হউন। আমরা এই সকল পথে বহুবার যাতায়াত করিয়াছি, ইহার সম্যক্ অবস্থা জানি। পর্ব্বতের পৃষ্ঠদেশ সকল অতীব উচ্চাবচ ও বন্ধুর, আমরা এই রমণীয় পর্ব্বতের উপরদিয়া উত্তরমুখে যাইতে যাইতে কত যে দুর্গম দেশ দেখিয়াছি, তাহার ইয়ত্তাই নাই। কোনও স্থানে দেবতা, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণের প্রমোদ উদ্যান সকল বিদ্যমান, আবার তৎসমুদায় শত শত বিমানদ্বারা সমাকীর্ণ এবং ঐ সকল উদ্যান গীতস্বরে যেন নিনাদিত। কুত্রাপি বা যক্ষরাজ কুবেরের উদ্যান সকল বিরাজ করিতেছে, উহারা কুত্রাপি সমতল, কুত্রাপি বা উচ্চাবচ। কোনও স্থানে মহানদী সকল প্রবাহিত, কোনও স্থানে বা পর্ব্বতনিতম্বসমূহ, কোথায়ও বা গহন গিরিকন্দর, কোনও স্থানে তৎসমুদয় আবার অতীব দুর্গম, পক্ষীরাও এই সকল দুর্গম পথ অতিক্রম করিতে পারে না, মনুষ্য বা অন্য মৃগ-সকল কোথায় লাগে? তাহাতে আবার এই সকল স্থানে বারমাসই শীত, পথে একটি আশ্রয় বৃক্ষ বা মৃগ কিংবা পক্ষীও দেখিতে পাওয়া যায় না, কেবল একমাত্র বায়ু ও শীতগ্রীষ্মদ্বন্দ্বসহিষ্ণু ঋষি আমরাই এই পথ দিয়া যাইতে পারি।

বেশ বুঝাগেল ইহা ভৌম ও পায়দলের পথ। আর যে ব্রহ্মাকে লোকে দেখিতে যায়, দেখে ও যাহার বাড়ীতে সভাসমিতি হয়, দেবতারা, পিতৃলোক-বাসীরা ও ঋষিরা সমবেত হইয়া থাকেন, সেই ব্রহ্মা ঈশ্বর ও সেই ব্রহ্মলোক, পারলৌকিক বস্তু নহেন। আর যে স্বর্গটাকে পার হইয়া তবে ব্রহ্মলোকে যাইতে হয়, তাহাও ভৌম ভিন্ন পারলৌকিক স্বর্গ হইতে পারে না।

তবে তাঁহাকে "স্বয়ম্ভু" বলা হইল কেন? ব্রহ্মা তিন জন। আত্মভূ বা স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা, লোকপিতামহ ব্রহ্মা ও পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা। খুব সম্ভব এখানের

"প্রজাপতিং" পদটী কীটদষ্ট হওয়ায় কোনও লিপিকর "স্বয়ম্ভুবম্" লিখিয়া ক্ষতিপূরণ বা রিপু করিয়া রাখিয়াছেন. ইহা ভগবান্ ব্যাসদেবের নিজের লেখনীলীলা নহে। আর কোন্ গ্রন্থে ব্রহ্মা ও ব্রহ্মলোকের বর্ণনা আছে? রামায়ণেও বর্ণিত রহিয়াছে যে—

ত মতিক্রম্য শৈলেন্দ্রম্ উত্তরঃ পরসাংনিধিঃ।
তত্র সোমগিরির্নাম মধ্যে হেমময়ো মহান্॥ ৫৩
উত্তরাঃ কুরবস্তত্র কৃতপুণ্যপ্রতিশ্রয়াঃ। ৩৮
সতু দেশো বিসূর্য্যোঽপি তস্য ভাসা প্রকাশতে।
সূর্য্যলক্ষ্যাভিবিজ্ঞেয়স্তপতেব বিবস্বতা॥ ৫৪
ভগবান্ তত্র বিশ্বাত্মা শম্ভুরেকাদশাত্মকঃ।
ব্রহ্মা বসতি দেবেশো ব্রহ্মর্ষিপরিবারিতঃ॥ ৫৫
ন কথঞ্চন গন্তব্যং কুরূণামুত্তরেণ বঃ। ৫৬
অভাস্কর মমর্য্যাদং ন জানীমস্ততঃ পরম্॥ ৫৮

কিষ্কিন্ধা কাণ্ড—৪৩ স্বর্গ।

সুগ্রীব বলিলেন, হে বানরগণ! তোমরা সেই পর্ব্বত অতিক্রম করিলেই উত্তর মহাসমুদ্র দেখিতে পাইবে। তথায় মধ্যস্থলে সোমগিরি বর্ত্তমান, উহাই উত্তরকুরু, এখানে পুণ্যবান্ লোকেরাই বাস করিয়া থাকেন। সে দেশে সূর্য্য ছয় মাস উদিত হয় না, তথাপি সে দেশে অরোরাবরিয়ালিস নামে যে একটি আলোক আছে, তদ্দ্বারাই সেস্থান আলোকিত হইয়া থাকে। বোধ হয় যেন সূর্য্যই তাপ দিতেছে। একাদশ রুদ্রাত্মক শিবের ন্যায় দেবদেব মহাত্মা ব্রহ্মা সেই উত্তরকুরুতে ব্রাহ্মণ ঋষিগণদ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া বাস করেন। সাবধান তোমরা এই উত্তরকুরুর উত্তরে আর যাইও না, তথায় সূর্য্য একবারেই উদিত হয় না, উহার সীমাও কেহ জানে না।

সুতরাং যে ব্রহ্মলোক পাদগম্য, যাহা উত্তর মহাসাগরের দক্ষিণবেলা বিলসিত, সেই ব্রহ্মলোক ভৌম কি অভৌম ও ব্রহ্মর্ষিগণপরিবেষ্টিত দর্শনযোগ্য ও দৃষ্ট সেই ব্রহ্মাও পরব্রহ্ম কি জননমরণশীল নর, তাহা চেতস্বান্ মনীষিগণই ভাবিয়া দেখুন।

কৌষীতকী উপনিষদে বিবৃত আছে যে, গার্গ্যের পুত্র রাজা চিত্র যজ্ঞ করিতে ইচ্ছা করিয়া যজ্ঞোপযুক্ত সংবৃতস্থানের অনুসন্ধান করেন। তাহাতে তদীয় পুরোহিত আরুণি ও তৎপুত্র শ্বেতকেতু সেই গুপ্তস্থানের কথা বলিতে না পারায় রাজা চিত্রই তাঁহাদিগকে ব্রহ্মলোকের কথা বলিয়া ব্রহ্মলোকের পথ নির্দ্দেশ করেন।

স এতং দেবযানং পন্থানমাপদ্য অগ্নিলোকং আগচ্ছতি স বায়ুলোকং স আদিত্যলোকং স বরুণলোকং স ইন্দ্রলোকং স প্রজাপতিলোকং স ব্রহ্মলোকং তস্য হ বা এতস্য ব্রহ্মলোকস্য আরোহ্রদো মুহূর্ত্তা যেষ্টিহা বিজরা নদী ইল্যোবৃক্ষঃ সালজ্জ্যং সংস্থানম্ অপরাজিতম্ আয়তনম্ ইন্দ্রপ্রজাপতী দ্বারগোপৌ।

১৪৬—৪৭ পৃষ্ঠা।

চিত্র বলিলেন, শ্বেতকেতো! যে ব্যক্তি ব্রহ্মলোকে যাইতে চাহেন, তাঁহাকে দেবযান পথ অবর্ম্বনপূর্ব্বক অগ্নিলোক, বায়ুলোক, সূর্য্যলোক, বরুণলোক ও ইন্দ্রলোক অতিক্রম করিয়া পরে চন্দ্রবংশের আদিপুরুষ নর চন্দ্রের লোক বা মহর্লোক হইয়া ব্রহ্মলোকে যাইতে হইবে। ব্রহ্মলোকে যাইতে পথে আর বা আরাল হ্রদ, মুহূর্ত্তা, ইষ্টিহা ও বিজরা নদী পার হইতে হয়। ব্রহ্মলোক অতি উৎকৃষ্ট স্থান, তথায় বৃক্ষসকল পুষ্টিকরফলে সুশোভিত, স্থান সকল বিস্তৃত, হর্ম্ম্যসকল অজেয় এবং ইন্দ্র ও প্রজাপতি চন্দ্র উহার দ্বারপালের কার্য্য করিয়া থাকেন।

ভারতবর্ষহইতে আদি স্বর্গ মঙ্গলিয়া ও ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত যাতায়াতের যে পথ আছে, তাহার নাম দেবযান পথ. লোক সকল ভারতবর্ষহইতে সেই পথে পদব্রজে ব্রহ্মলোকে যাইয়া বেদাদির অধ্যয়ন করিতেন। ব্রহ্মলোকগামীকে ভারতের পরই বায়ুলোক বা অপোগস্থান, অগ্নিলোক বা কিম্পুরুষ বর্ষ (তিব্বত), ইন্দ্রলোক বা চীনতাতার, বরুণলোক বা মঙ্গলিয়া (এক সময়ে বরুণ এখানকার প্রেসিডেণ্ট ছিলেন), আদিত্যলোক বা উত্তরমঙ্গলিয়া, চন্দ্রলোক বা দক্ষিণ সাইবিরিয়া অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মলোকে যাইতে হইত। ফলতঃ তিব্বত হইতে উত্তর সাইবিরিয়া পর্য্যন্ত সমুদায় স্বর্গভূমি পাঁচটি অমৃত বা Sanatureumএ বিভক্ত ছিল। এই সকল স্থানে অকাল মৃত্যু ও অকালবার্দ্ধক্য ছিল না, তাই

এই সকল স্থান অমৃত নামের বিষয়ীভূত। ছান্দোগ্য ঐ পঞ্চামৃত স্থানের এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

১। তৎ যৎ প্রথম মমৃতং তদ্বসব উপজীবন্তি অগ্নিনা মুখেন। ১৭১ পৃঃ

এই যে প্রথম অমৃত, তথায় ধব প্রভৃতি অষ্টবসু, মহর্ষি অগ্নির নেতৃত্বে বাস করিয়া থাকেন। ইহাই তিব্বত।

২। অথ যৎ দ্বিতীয় মমৃতং তৎ রুদ্রা উপজীবন্তি ইন্দ্রেণ মুখেন। ১৭৪ পৃঃ

উহার উত্তরেই দ্বিতীয় অমৃত চীনতাতার, তথায় শিব প্রভৃতি একাদশ রুদ্র ইন্দ্রের নেতৃত্বে বসবাস করিতেন।

৩। অথ যৎ তৃতীয় মমৃতং তৎ আদিত্যা উপজীবন্তি বরুণেন মুখেন।

১৭৬ পৃষ্ঠা

দ্বিতীয় অমৃতের উত্তরেই তৃতীয় অমৃত বা মঙ্গলিয়া। তথায় ভগ ও অর্য্যম প্রভৃতি দ্বাদশজন অদিতিনন্দন বরুণের নেতৃত্বে বাস করিতেন।

৪। অথ যৎ চতুর্থ মমৃতং তৎ মরুত উপজীবন্তি সোমেন মুখেন। ১৭৯ পৃঃ

তৎপর চতুর্থ অমৃত বা দক্ষিণ সাইবিরিয়া, তথায় উনপঞ্চাশজন মরুৎনামক দেবতা চন্দ্রের নেতৃত্বে বাস করিতেন।

৫। অথ যৎ পঞ্চম মমৃতং তৎ সাধ্যা উপজীবন্তি ব্রহ্মণা মুখেন। ১৮১ পৃঃ

তৎপর সর্ব্বোত্তরে পঞ্চম অমৃত উত্তরকুরু। এখানে সাধ্য দেবগণ ব্রহ্মার নেতৃত্বে বাস করিতেন। এই পঞ্চম অমৃতই উত্তরকুরু, সত্যলোক বা ব্রহ্ম-লোক। আমরা ভারতবাসীরা এখানে অধ্যয়নজন্য গমন করিতাম। এখানেই ছয়মাস দিন ও ছয়মাস রাত্রি হইয়া থাকে। তাই ব্রহ্মার একদিন একরাত্রিতে আমাদিগের একবৎসরগণনা হয়। ছান্দোগ্যই বলিতেছেন যে—

ন বৈ তত্র নিম্লোচ ন উদিয়ায় কদাচন

দেবাস্তেনাহং সত্যেন মা বিরাধিষি ব্রহ্মণেতি। ১৮৬ পৃঃ

তত্র শঙ্করভাষ্যম্———ন বৈ তত্র যতোঽহং ব্রহ্মলোকাৎ আগতঃ তস্মিন্ ন বৈ তত্র এতৎ অস্তি যৎ পৃচ্ছসি। নহি তত্র নিম্লোচ অস্তম্ অগমৎ সবিতা, ন চ উদিয়ায় উদ্গতঃ কুতশ্চিৎ কদাচন কস্মিংশ্চিৎ অপি কালে। উদয়াস্তময় বর্জ্জিতো ব্রহ্মলোকঃ। ইত্যাপপন্নং ইত্যুক্তঃ শপথ মিব প্রতিপেদে। হে দেবাঃ

সাক্ষিণো যূয়ং শৃণুত যথা ময়োক্তং সত্যং বচঃ, তেন সত্যেন অহং ব্রহ্মণা ব্রহ্ম-স্বরূপেণ মা বিরাধিষি মা বিরুদ্ধা ইয়ম্ অপ্রাপ্তির্ব্রহ্মণো মা ভূৎ ইত্যর্থঃ।

ব্রহ্মলোকহইতে ভারতে প্রত্যাগত কোনও ঋষি দেবগণকে (তখন ভারতীয়গণ দেবতা বলিয়াই পরিজ্ঞাত ছিলেন) বলিতেছেন, হে দেবগণ! আমি সম্প্রতি ব্রহ্মলোক হইতে আসিয়াছি। তথায় সূর্য্য উদিত হইলে অস্ত যায় না, আবার অস্তগমন করিলেও শীঘ্র উদিত হয় না। উক্ত ব্রহ্মলোক উদয়াস্ত বর্জ্জিত। আমি বেদের শপথ করিয়া বলিতেছি, ইহা সম্পূর্ণ সত্য কথা, ইহার একটি বর্ণও সত্যবিরোধী নহে। তৎপর ছান্দোগ্য নিজে বলিতেছেন—

ন হ বা অস্মা উদেতি ন নিম্লোচতি সকৃৎ দিবা
হ এব অস্মৈ ভবতি। য এতামেবং ব্রহ্মোপনিষদং বেদ।

১৮৭ পৃঃ

ব্রহ্মলোকহইতে আগত সেই ব্যক্তিসম্বন্ধে সূর্য্য উদিত হইত না (যেহেতু ৬ মাস রাত্রি), আবার উদিত হইলেও অস্তে যাইত না, কেবল সুদীর্ঘ দিবা (যেহেতু ৬ মাস দিন) প্রকাশ পাইত। যিনি ব্রহ্মার উপনিষৎ বা উপনিবেশ ভূমিকে এইরূপ বলিয়া জানিতেন। ছান্দোগ্য পুনরায় বলিতেছেন—

তৎ হ এতৎ ব্রহ্মা প্রজাপতয়ে উবাচ, প্রজাপতির্মনবে মনুঃ প্রজাভ্যঃ। তৎ হ এতৎ উদ্দালকায় আরুণয়ে জ্যেষ্ঠায় পুত্রায় পিতা ব্রহ্ম প্রোবাচ। ১৮৭ পৃঃ

সেই ব্রহ্মলোকবাসী ব্রহ্মা প্রজাপতি চন্দ্রকে বেদের শিক্ষা দান করেন; চন্দ্র আবার মনুকে (সম্ভবতঃ বৈবস্বত মনু) ও মনু অন্যান্য প্রজাগণকে বেদের অধ্যাপনা করিয়াছিলেন। ঐরূপে অরুণি আপনার জ্যেষ্ঠ পুত্র উদ্দালককে বেদপাঠ করান। মুণ্ডকোপনিষদেও বিবৃত রহিয়াছে—

ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ সংবভূব, বিশ্বস্য কর্ত্তা, ভুবনস্য গোপ্তা। স ব্রহ্ম-বিদ্যাং সর্ব্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠান্ অথর্ব্বায় জ্যেষ্ঠপুত্রায় প্রাহ। ১। অথর্ব্বণে যাং প্রবদেত ব্রহ্মা, অথর্ব্বা তাং পুরা উবাচ অঙ্গিরে ব্রহ্মবিদ্যাং স ভারদ্বাজায় সত্যবাহায় প্রাহ ভারদ্বাজঃ অঙ্গিরসে পরাবরাম্। মুণ্ডক প্রারম্ভঃ।

ব্রহ্মা স্বর্গবাসীদিগের মধ্যে বিদ্যাবলে সর্ব্বপ্রথম দেবোপাধি লাভ করেন। তিনি সকল জগতের উপর সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তা ও সকল শরণাগতদিগের রক্ষক ছিলেন। তিনি প্রথমে আপনার জ্যেষ্ঠপুত্র অথর্ব্বাকে সকল বিদ্যার আদর্শ

বেদের শিক্ষা দান করেন। তৎপর অথর্ব্বাহইতে অঙ্গির ও অঙ্গিরহইতে ভরদ্বাজগোত্রীয় সত্যবাহ, সত্যবাহ হইতে অঙ্গিরাঃ সেই পরা ও অপরা দ্বিবিধ ব্রহ্মবিদ্যা বা বেদ শিক্ষা করিয়াছিলেন।

সুতরাং জানাগেল পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা বেদের অধ্যাপক ছিলেন, লোকসকল তাঁহার ব্রহ্মলোকে যাইয়া বেদের অধ্যয়ন করিতেন। লিখিতে ও পড়িতে শিখিতেন এবং শাস্ত্রে ইহাও রহিয়াছে যে তিনি যাগযজ্ঞেরও উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন।

প্রজাপতির্যজ্ঞ মতমুত, প্রজাপতির্যজ্ঞান্, অসৃজত (৫০ পৃঃ), কৃষ্ণরজুঃ

তাহা হইলেই জানা গেল যে ব্রহ্মলোকে ভারতবাসীরা বেদ পড়িতে ও সভাসমিতি করিতে যাইতেন, তাহা ভৌম এবং কৌষীতকী যে উত্তরদিককে ভাষার দিক বলিয়াছেন, তাহাও ভারতের বদরিকাশ্রম বা কাশ্মীর নহে, পরন্তু উত্তর মহাসাগরের দক্ষিণতীরবর্ত্তী উত্তরকুরু, সুতরাং এতদ্দ্বারা ভারতের আদিগেহত্ব সর্ব্বথাই নিরাকৃত হইতেছে।

অতঃপর আমরা ৺সত্যব্রতসামশ্রমী মহাশয়ের মতের খণ্ডন করিব। তিনি গোভিলগৃহ্যসূত্র ও সামবেদের ভূমিকায় প্রসঙ্গতঃ বলিতেছেন যে—

আর্য্যজাতির আদি নিবাস।

যে জাতি যে দেশে বাস করিতেছে, তাহার সেই দেশ, ইহা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ, এ বিষয়ে সহসা কোনরূপ সংশয়ই হইতে পারে না। তাদৃশ সংশয়ের যদি বিশেষ কারণ দৃষ্ট বা প্রসূত হয়, তাহা হইলে সুতরাং তাদৃশ সংশয়নিরাকরণের জন্য আন্দোলনও দোষাবহ নহে। আমরা আর্য্য, এই দেশও আর্য্যাবর্ত্ত, অদ্য যে ইহা আমাদের দেশ তাহা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ ? পূর্ব্বে যে আমাদের বসতি অপর কোন প্রদেশে ছিল, এরূপ সংশয়ের কোন নিসানই ছিলনা এবং নাই ও পরং রামায়-ণের মহাবীর যেরূপ সমুদ্রকূলে আসিয়া নিজমুখোপম্যে স্বজাতিবর্গেরই মুখ-প্রার্থী হইয়াছিলেন, সেইরূপ আর্য্যদেশহইতে নির্ব্বাসিত যূথভ্রষ্ট ঔপনিবেশিক বীরগণ আত্মৌপম্যে আমাদিগকেও ঔপনিবেশিকশ্রেণীর মধ্যে পরিগণিত করিয়া কৃতকার্য্য হইতে প্রয়াসী হইয়াছেন।

বৈদিক সমালোচনা ১০১ পৃ।

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে পাশ্চাত্য বৈদিকগণ অনুমান করেন, আর্য্যজাতির আদি নিবাস মধ্য এসিয়াস্থ বেলুর্তাগ ও মুস্তাগ পর্ব্বতের পশ্চিমপার্শ্বস্থ উচ্চতর ভূমি। ইহারই অনুকূলে তাঁহারা যে কতিপয় প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন, তৎ সমস্তই আমাদের বক্তব্য উত্তরের সহিত যথাক্রমে প্রদর্শিত হইতেছে।

১ম। আসিয়া খণ্ডের লোকে ইউরোপ খণ্ডে গিয়া অধিবাস করে, এই প্রবাদটী সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ আছে।

উঃ—ভারতবর্ষ কি আসিয়ার অন্তর্গত নহে? যদি ইহাও আসিয়ার অন্তর্গত, তবে এইস্থান হইতেই নির্ব্বাসিত আর্য্যদল ইউরোপাদি প্রদেশে উপনিবেশ করিয়াছেন বলিলেও উক্ত প্রবাদের কোনও বিরোধ দেখা যায় না।

২য়। গ্রীক ও রোমকেরা পূর্ব্বোত্তর অঞ্চল হইতে গমন করিয়া গ্রীশ ও ইতালি দেশে অধিবাসকরেন, এই বিষয়টী ইতিহাসবেত্তারা প্রায় সকলেই অনুমান করিয়া থাকেন।

উঃ—বেলুর্ত্তাগ ও মুস্তাগ পর্ব্বত কি ইতালির পূর্ব্বোত্তর? মানচিত্রে দেখা যায় বিষুবরেখার ৩৬ অংশ হইতে ৪৭ অংশ পর্য্যন্ত ইতালি বিস্তৃত, উক্ত পর্ব্বত দ্বয়ও ঐ ৩৬ হইতে ৪৭ অংশব্যাপী সমসূত্রপাতেই পূর্ব্বভাগে স্থিত। ভারতশীর্ষ সারস্বত প্রদেশ যদিও তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ দক্ষিণ কিন্তু ৩৬ অংশস্পর্শী। এতাবতা উহাকেও ইতালির পূর্ব্ববলা যায়।

৩য়। ঋগ্‌বেদসংহিতার ৩য় মণ্ডলের ৩৩শ সূক্ত ইত্যাদি বহুতর সূক্তের মধ্যে সিন্ধু, সরস্বতী ও পঞ্জাবদেশীয় অন্যান্য নদীসমুদয়ের নাম উল্লিখিত আছে। পরং গঙ্গা যমুনার নামোল্লেখ দুই একস্থানে আছে মাত্র। অতএব বোধ হয় তাঁহারা সর্ব্বাগ্রে পঞ্জাব প্রদেশে অবস্থিত হন, অনন্তর ক্রমে পূর্ব্ব দক্ষিণ ভাগে আসিয়া অধিকার করেন।

উঃ—এ যুক্তিটী আরও চমৎকার। ইহাদ্বারা যে কিরূপে আর্য্যদের ক্রমাগমন নির্ণীত হইল, তাহা ত আমাদের পাপবুদ্ধিতে কিছুই উপলব্ধি হইল না, বরং সারস্বতপ্রদেশীয় নদ্যাদির বিশেষ উল্লেখ থাকায় ঐ প্রদেশেই আর্য্যদের আদিবাস ইহাই সিদ্ধান্ত হইতে পারে। তাঁহারা যে অন্যস্থান হইতে আসিয়া তথায় উপনিবেশ করিলেন তাহার প্রমাণ কি হইল?

৪। হিন্দুরা হিমালয়ের উত্তরাংশকেও চিরকাল সমধিক পবিত্র ও লোকাতীত মহিমান্বিত বলিয়া বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছেন। ঐদিকেই তাঁহাদের দেবনিবাস সুমেরু। ঐদিকেই তাঁহাদের কৈলাসাদি দেবভূমি ও সর্ব্বপ্রধান তপস্যাস্থল।

উঃ—হিমালয়ের উত্তরভাগ কৈলাসশিখরাদি ঐ প্রধান তপস্যার স্থান বলিয়াই এবং দেবনিবাস বলিয়া প্রসিদ্ধ দুর্গম সুমেরু পর্ব্বত উত্তরদিকে স্থিত বলিয়াই আর্য্যদের বিশ্বাস ছিল, আদিনিবাস বলিয়া নহে।

৫। কৌষীতকী ব্রাহ্মণে একস্থানে লিখিত আছে লোকে উত্তরদিকেই ভাষা শিক্ষার্থে গমন করে। প্রবাদ আছে যে যেব্যক্তি ঐ দিক্ হইতে আগমন করেন, লোকে তাঁহারই উপদেশ শ্রবণ করিতে অভিলাষী হয়, যেহেতু উহা বাক্যের দিক্ বলিয়া প্রসিদ্ধ, ৭।৬। অতএব ভারতবর্ষের উত্তর সুতরাং বেলুর্ত্তাগ ও মুস্তাগ আর্য্যদিগের আদি শিক্ষার স্থান বলিয়া বেদ সিদ্ধান্ত।

উঃ—এ উন্মত্ত প্রলাপের উত্তর করিতে প্রবৃত্ত হওয়াও বিড়ম্বনা মাত্র। পরন্তু ইদানীং এদেশীয়দের এত দূর বেদানভিজ্ঞতা যে না লিখিলেও নয়।

এই পাশ্চাত্য মহোদয়েরাই না স্থানান্তরে লিখিয়াছেন যে "প্রথমত অর্থাৎ যৎকালে উক্ত পর্ব্বতদ্বয়ের অধিবাসী, তৎকালে এ জাতি বর্ব্বর বলিয়া গণ্য হওয়ার উপযুক্ত ছিল, পরে সিন্ধুতীরবাসী হইয়া জ্ঞানোপার্জ্জন করিয়াছিল। এবং সেই বিজ্ঞতা সভ্যতা রীতিসহকারেই পারসীকগণের আদি পুরুষগণের সহিত ধর্ম্মসংক্রান্ত বিবাদ উপস্থিত হইলে পার্থক্য জন্মে।

৬ষ্ঠ। পারসীকদিগের অবস্তা শাস্ত্রের অন্তর্গত বেন্দিদাদ নামক পরিচ্ছেদের সৃষ্টি প্রকরণে কতকগুলি দেশের বর্ণনা আছে। তাহার মধ্যে

ঐর্যানম বেজো

নামে একটী হিমপ্রধান দেশ পারসীক দিগের আদিম আবাস প্রতীয়মান হয়। ঐ ঐর্যানম্ বেজো নগর ভারতে নাই, সুতরাং উহা যে ঐ পর্ব্বতদ্বয়ের সমীপস্থ বা উপরিস্থ কোন ভূমি, ইহাই সম্ভব পর।

উঃ—ঐর্যানম্ বেজো নগর এক্ষণে পৃথিবীর মানচিত্রে অদৃশ্য। অতএব উহা যে কোন্ স্থানে ছিল, তাহা এক্ষণে নির্ণয় করা নিতান্ত দুঃসাধ্য, পরন্তু সে দেশে দশমাস শীত বর্ণিত থাকায় ভারতস্থ হইতে পারে না। কিন্তু এতদনুসারে বেলুর্ত্তাগ

ও মুস্তাগও হইতে পারে না। উহা বরং উত্তর রুষিয়া হইতে পারে। এবং ভারতহইতে নির্ব্বাসিত আর্য্য কুপুত্রগণ প্রথমে হয় ত এক বারে রুষিয়ার উত্তর প্রান্তে গিয়া বসতি করিয়া থাকিবেন। পরে কালক্রমে অপরাপর দেশে বিস্তীর্ণতা লাভ করিয়া থাকিবেন। এস্থলে ইহাও বিশেষরূপে জ্ঞাতব্য যে ঐ ঐর্য্যানম্ বেজো নগর রুষিয়ার প্রান্তও হউক, পরং উহা কখনই আমাদের আদি নিবাস ছিল না। ১০৯—১১৪ পৃ। ঐ

এই আর্য্যাবর্ত্তই আমাদের প্রসূতিগৃহ, ইহাই পুণ্যভূমি, ইহাই রত্নভূমি, ইহাই আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের চিরবসতি স্থান। অনার্য্য জাতিরও ইহাই চির বাসস্থান। ১৩৭ পৃ।

এতাবতা ইহা বলা বাহুল্য যে আমরা ঔপনিবেশিক নহি, আমাদের ইহাই প্রকৃতদেশ, সুতরাং ঔপনিবেশিক কথাটী আমাদের পক্ষে নিতান্ত অসত্য, কাজেই গালাগালিবিশেষ। ১৩৮ পৃ।

সামশ্রমী মহাশয় গোভিল গৃহ্য সূত্রের অবতরণিকায় এই সকল ও আরও বহু কথা বলিয়াছেন। কিন্তু তিনি বেদজ্ঞ হইয়াও কেন যে এরূপ বলিলেন, ইহাই ক্ষোভের বিষয়। আমরা ভারতবর্ষে আছি, অতএব ভারতই আমাদের আদি নিবাস, ইহা যদি ভাবা যায়, তাহা হইলে ইউরোপ, আফ্রিকা, আমেরিকা ও ভিন্ন ভিন্ন দ্বীপ উপদ্বীপের প্রাচীন অধিবাসীরাও স্ব স্ব জনপদকে তাঁহাদের আদি গেহ বলিয়া মনে করিতে পারেন? তবে আমরা বাঙ্গালীরাও কি ইহাই ভাবিয়া লইব যে আমরাও এই বঙ্গদেশেরই ভূইফোড় আদিমনিবাসী, কান্যকুব্জাদিহইতে ব্রাহ্মণ শূদ্রাদি কেহই এ দেশে আগমন করেন নাই? কুলাচার্য্য ব্রাহ্মণ ও বাঙ্গালীরা মিথ্যাবাদী?

আমরা যে "নিত্যহিম" দেশে ছিলাম, তাহা কি বহু বেদমন্ত্রেই বিবৃত দেখা যায় না? বেদ যে দ্যো বা স্বর্গকে পিতা বা পিতৃভূমি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, উহা কি তবে অলীক?

সর্ব্বম্ একস্মাৎ জাতম্

সায়ণের এ ব্যাখ্যা যদি সত্য হয় (অবশ্যই সত্য) তাহা হইলে আমরা ও দেবতারা যে পূর্ব্বে স্বর্গবাসী ছিলাম, তাহা কি বিশ্বাস করিতে হইবে না?

বিষ্ণু যে দৈত্যদানবনিপীড়িত বৈবস্বত মনুকে লইয়া হিমালয়ের পরপারে এই ভারতে আগমন করেন, শতপথ কি সেই ঐতিহ্য স্মরণ করিয়াই মনুর

তদপি এতৎ উত্তরস্য

গিরেঃ মনোঃ অবসর্পণম্

উত্তরগিরিহইতে দক্ষিণে অবতরণের কথা বর্ণনা করিয়াছিলেন না? ফলতঃ জলপ্লাবনের বেলা মনু যে হিমালয়শৃঙ্গহইতে ভারতে অবরোহণ করেন, তাহা মনুর অবসর্পণ বলিয়া প্রসিদ্ধ নহে। অপিচ যখন প্রত্যেক শাস্ত্রই

দেবলোকাৎ চ্যুতাঃ সর্ব্বে

বলিয়া বর্ণনা করিতেছেন, তখন স্বর্গের সংস্কৃতভাষাভাষী স্বর্গের দেব-নাগরাক্ষরজীবী আমরা যে ভূতপূর্ব্ব স্বর্গবাসী, তাহাতে সন্দেহ মাত্রই নাই। নতুবা আমাদেরই ঋগ্বেদের ঋষিরা কেন আমাদেরই ভারতবর্ষকে জগতের মধ্যে দ্বিতীয় প্রত্নোকঃ ও দ্বিতীয় প্রত্ন মাতৃভূমি বলিয়া পুনঃ পুনঃ নির্দ্দেশ করিবেন? দেবতারা ও আমরা যখন পরস্পর জ্ঞাতিভাবাপন্ন, তখন দেবতারা ভারতহইতে স্বর্গে গিয়াছেন, ইহা না ভাবিয়া আমরাই স্বর্গহইতে ভারতে আসিয়া ভারতে স্বর্গের অক্ষর, গীর্বাণবাণী ও সামবেদ হাজির করিয়াছি, ইহা ভাবাই কি সমধিক সঙ্গত নহে? যাহা হউক এই সকল নানা কারণে আমরা ভারতের আদিগেহত্ব অমূলক বলিয়াই মনে করিতে বাধ্য হইলাম। ফলতঃ কৌষীতকী ও বেদের শ্রুতিসমূহ এবং জেন্দাভেস্তার ঐর্য্যনম্ ভেজো কথাটির প্রকৃত তাৎপর্য্য জানিতে পারিলে সামশ্রমী মহাশয় এইরূপ বিপ্রলাপের অবতারণা করিতেন না।

আশ্চর্য্য এই যে এই সামশ্রমী মহাশয়ই আবার "ঐতরেয়ালোচনম্" গ্রন্থ লিখিয়া সপ্রমাণ করিতে সমুদ্‌গ্রীব যে কাবুলের সুবাস্তপ্রদেশই আর্য্যগণের আদিনিবাস!! কাবুল বা সুবাস্ত কি ভারতের বাহিরের বস্তু নহে? তিনি আপনার উক্তির সমর্থনজন্য বলিতেছেন—

স চ আর্য্যাবাসঃ পূর্ব্বং তাবৎ
হিমবৎপৃষ্ঠস্য দক্ষিণভাগে সুবাস্ত
প্রদেশে এব আসীৎ, ইতি গম্যতে। ২২ পৃঃ

অর্থাৎ হিমালয়ের দক্ষিণদিকৃস্থ সুবাস্তুপ্রদেশ, আর্য্যদিগের পূর্ব্বনিবাসস্থান। ইহা পাওয়া যাইতেছে। কেন ? বা কি প্রকারে ?

শ্রূয়তে ঋক্‌সংহিতায়াং
সুবাস্ত্বা অধি তু গ্বনি। ৮ম—১৯ সূ—৩৭
ব্যাখ্যাতশ্চ এষ অংশো যাস্কেন—
সুবাস্তুর্নদী তুগ্ব তীর্থং
ভবতি। তূর্ণ মেতদায়স্তি ইতি।—২—৭
বাস্তুর্বাসভূমিঃ, সা খলু যস্যা
স্তীরে সুষ্ঠু এব সা নদী সুবাস্তুর্নাম।
তত্তীরস্থিতো জনপদশ্চ অভবৎ
তন্নামতঃ সুবাস্তুরেব। ২২ পৃ

অপোগস্থানে সুবাস্তু নামে একটি নদী আছে, উহার বর্ত্তমান নাম স্বাৎ বা সুবাৎ। উহার তীরস্থ জনপদও না হয় সুবাস্তু নামের বিষয়ীভূত হইল। কিন্তু তাহাতেই কেন ভাবিতে হইবে যে উহাই আর্য্যগণের আদিবাসস্থান। আর্য্যেরা কি কোনও শাস্ত্রে তাহা বলিয়াছেন ? পক্ষান্তরে বৈদক ঋষিরা সকলেই বলিয়া গিয়াছেন যে—

দ্যৌ র্নঃ পিতা

দ্যো বা স্বর্গই আমাদিগের পিতা বা আদিপিতৃলোক অর্থাৎ পিতৃভূমি (Father-land).

সুতরাং "সুবাস্তুঃ পূর্ব্বমার্য্যাবাস ইতি গম্যতে" এ কথা প্রকৃত হইতেছে না। সুবাস্তু শব্দের অর্থ উত্তম বাস্তু বা উত্তম বাসস্থান হইতে পারে। কেহ আত্ম প্রীতিবশতঃ কোনও একটি নিকৃষ্ট স্থানকেও ঐ আখ্যা দিতে পারেন, কিন্তু তাহাতেই উহার আদিগেহত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না ও হয় না।

অপি চ আর্য্যগণ ভারতের বাহিরেও যে আর্য্যনামধারী ছিলেন, তাহা জানা যায় না। ফলতঃ যাঁহারা মধ্যএশিয়াহইতে ভারতে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা দেবোপনামা ছিলেন।

দেবলোকাৎ চ্যুতাঃ সর্ব্বে।
মহাভারত ও বায়ুপুরাণ।

আমরা দেবতারা দেবলোকহইতে ভারতে আসিয়া তবে আর্য্য নাম লইয়াছি। উহার অর্থও প্রভু (ঈশ্বর বা Lord) পরন্তু ঈশ্বরপুত্র নহে।

অর্য্যঃ স্বামিবৈশ্যয়োঃ। পাণিনি।

অতএব সামশ্রমী মহাশয় অকারণ যাস্কের মত অধ্যাহৃত করিয়াছেন। যাস্ক, শাকপূণি ও ঔর্ণনাভপ্রভৃতির বেদব্যাখ্যা এ কালে আর সমীচীন বলিয়া স্বীকৃত ও গৃহীত হইতে পারে না।

সুবাস্তবাসকালে এব স্যাৎ
ইয়ম্ ঋক্ সমাম্নাতা। ২৩পৃ

সামশ্রমিমহাশয়ের এই উক্তিও সাধীয়সী নহে। আমরা যে কোনও দিন সুবাস্তপ্রদেশে বাস করিয়াছিলাম, তাহার কোনও প্রমাণ নাই। তবে আমরা নায়েগ্রা ও টেমস নদীর ন্যায় সুবাস্তনদীর নামও অবগত ছিলাম। তজ্জন্য কোনও মন্ত্রে উহার নাম যোজনা করিয়া থাকিব। কিংবা যজুর্ব্বেদজ্ঞ কোনও মনুষ্য উক্ত প্রদেশ হইতে ভারতে আসিয়া ঐ কথা বর্ণনা করিয়া থাকিবেন। উদ্ধৃত ঋক্ যে সুবাস্তবাসকালে রচিত বা পঠিত ও পাঠিত হইয়াছিল, এরূপ মনে করাও নিষ্প্রয়োজন। অপিচ আমরা মধ্যএশিয়া বা পিতৃভূমিহইতে ভারতে আগমনকালে কিয়ৎকাল সুবাস্তপ্রদেশে বাস করিলেও করিতে পারি, উহার ভিতর দিয়া ভারতে প্রবেশ করাও অসম্ভব নহে। স্থলান্তরে বলা হইয়াছে—

অস্তপ্রত্নমোকসো ভুবে। ১ম—৩০সূ—৯

ইত্যাদি শ্রুতিগমান্ আর্য্যাণাং প্রত্নৌকস্ত্বং কথমস্য প্রদেশস্য স্যাৎ মন্তব্যমিতি চেৎ অত্র উত্তরস্থ

স চ আর্য্যাবাসঃ পূর্ব্বং তাবৎ
হিমবৎপৃষ্ঠস্য দক্ষিণভাগে
সুবাস্তপ্রদেশে এব আসীৎ।" ৬৯ পৃঃ

কিন্তু ইহা নির্জলা অনুমান ভিন্ন আর কিছুই নহে। সুবাস্ত নদী বা তত্তীরস্থ জনপদসমূহকেও কোনও ভৌগোলিক হিমবৎপৃষ্ঠপ্রণয়ী বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন না। সুবাস্ত কি হিমালয়হইতে সুদূর পশ্চিমে নহে? যদি সুবাস্তই পিতৃভূমি হইবে তাহা হইলে বেদমন্ত্রই কেন সমস্বরে বলিবেন—

দ্যৌঃ পিতা পৃথিবী মাতা

"দ্যৌ" বা আদিস্বর্গই আমাদের পিতা বা পিতৃভূমি, পক্ষান্তরে তাঁহারা পিতৃভূমিস্থলে "সুবাস্তু"র নাম নির্দ্দেশ করেন নাই। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ত্রিংশসূক্তের নবম মন্ত্রের "প্রত্নৌকঃ" কোন্ স্থান, তাহা আমরা যথাসময়ে যথাস্থানে দেখাইব, কিন্তু সুবাস্তুই উক্ত "প্রত্নৌকঃ" এরূপ কোনও কথা বেদে বিবৃত হয় নাই। স্থলান্তরে কথিত হইতেছে—

ততঃ ক্রমাৎ সুবাস্তুতঃ প্রাগ্
দক্ষিণস্যা মপি বহুদূরস্থাং শ্রীকণ্ঠশৈল
সমুদ্ভূতাম্ জহ্নুমুন্যাশ্রমতলবাহিনীং
জাহ্নবীং যাবৎ আর্য্যাবাসঃ সম্পন্নঃ। ২৪পৃঃ

তৎপর আর্য্যেরা সুবাস্তুহইতে অতি দূরে জাহ্নবীতীরে আসিয়া দ্বিতীয় আর্য্যাবাস স্থাপন করেন।

সুতরাং এ কথাগুলি সত্য হইলে সামশ্রমী যে পূর্ব্বে ভারতবর্ষকেই আদিআর্য্যাবাস বলিতেছিলেন, তাহা মিথ্যা হইয়া যায়। ইহাতে ভারতবর্ষের আদিগেহত্ব সিদ্ধ হইতেছে না। তৎপর কাবুলের অন্তর্গত সুবাস্তু যে আদিগেহ, তাহারও কোনও প্রমাণ প্রদর্শিত হয় নাই, সুতরাং সামশ্রমি মহাশয়ের কথা আদিঅন্তই বিতথ হইতেছে। তিনি আপন উক্তির সমর্থনজন্য

পুরাণ মোকঃ সখ্যং শিবং বাং
যুবোর্নরা দ্রবিণং জহ্নাব্যাম্।

৬—৫৮ সূ—৬ম

এই মন্ত্রার্দ্ধের সমাহার করিয়াছেন। কিন্তু জাহ্নবীতীর যখন পুরাতন ওকঃ বা আদিবাসস্থান নহে, আমরা যখন পঞ্চনদহইতে ক্রমে ক্রমে সরিতে সরিতে গঙ্গা, যমুনা, সরযূ ও সরস্বতীপ্রভৃতি সকল নদীর পুলিনদেশেই বসবাস করিয়াছিলাম, তখন ইহার সমাহারের কি প্রয়োজন ছিল? আমরা কিন্তু তিনি, সায়ণ বা দত্তজ মহাশয়ের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত আলোকনাথ ভট্টাচার্য্য ন্যায়রত্ন মহাশয় এই মন্ত্রের যে যে অর্থ করিয়াছেন, তাহার একটি অর্থেরও অনুমোদন করিতে পারিলাম না। উক্ত মন্ত্রটি এই—

পুরাণ মোকঃ সখ্যং শিবং বাং
যুবোর্নরা দ্রবিণং জহ্নাব্যাম্।

পুনঃ কৃণ্বানাঃ সখ্যা শিবানি
মধ্বা মদেম সহ নূ সমানাঃ ॥ ৬—৫৮ সূ—৩ম

সায়ণভাষ্যম্—হে অশ্বিনৌ বাং যুবয়োঃ পুরাণং পুরাতনং সখ্যং সখিত্বং ওকঃ সেব্যং শিবং কল্যাণকরং ভবতি। কিঞ্চ হে নরা নরৌ অস্মদীয়স্য কর্ম্মণো নেতারৌ যুবোঃ যুবয়োঃ দ্রবিণং ধনং জহ্নাব্যাং জহ্নুকুলজায়াং ভবতি শিবানি সুখকরাণি যুবয়োঃ সখ্যা সখ্যানি পুনঃ পুনঃ কৃণ্বানাঃ কুর্বন্তঃ সমানাঃ হবিঃ প্রদানেন উপকারকত্বাৎ মিত্রভূতা বয়ম্ মধ্বা মদকরেণ সোমেন যুবাং সহ যুগপৎ নু ক্ষিপ্রং মদেম হর্ষয়েম।

দত্তজানুবাদ—হে অশ্বিদ্বয়! তোমাদের পুরাতন সখ্য বাঞ্ছনীয় ও মঙ্গলকর। হে নেতৃদ্বয়! জহ্নাবীতে তোমাদের ধন আছে। তোমাদের সুখকর সখ্য পুনঃ পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া আমরা তোমাদের সমান হইয়াছি। আমরা হর্ষকর সোম দ্বারা তোমাদিগকে শীঘ্র ও যুগপৎ হৃষ্ট করিব।

সামশ্রমিব্যাখ্যা—জহ্নাবী জাহ্নবীতি অনর্থান্তরম্ ইতি অস্মাকম্। প্রসিদ্ধা এবা নদী ভাগীরথ্যাঃ শাখাবিশেষা ইতি উত্তরাখণ্ডে অদ্যাপি। জাহ্নবপ্রদেশস্তু পুরাণোকত্বাম্নান মিদং নূনং ব্যক্তিগতং ন তু সর্ব্বজনীন মিতি চ বেদিতব্যম্। জহ্নাবীতীরস্থো জাহ্নবপ্রদেশঃ খলু অদ্যতন পাঞ্চকোরায়াঃ প্রাক্ সিন্ধুতঃ প্রত্যক্ বুনার (বর্ণু) প্রদেশতশ্চ উদক্ স্থিত ইতি বিশ্বকোষসম্পাদকো বসুদাসঃ। এবং চ সুবাস্তুসন্নিহিতা এব ইয়ম্ জাহ্নবী ইতি স্বীকৃতেঽপি নো ন ক্ষতিঃ। তত এব আর্য্যাবাসঃ সারস্বতপ্রদেশেষু বিস্তীর্ণঃ। ২৪—২৫ পৃ।

বলা বাহুল্য সামশ্রমি মহাশয় এখানে আন্দাজে দুই এক কথা বলিয়াছেন, মন্ত্রের প্রকৃত ব্যাখ্যায় হাত দেন নাই। আমরা মনে করি, উক্ত মন্ত্রের এইরূপ অর্থ হওয়াই যেন সমীচীন—

অস্মৎকৃতপ্রকৃতার্থবাহিনী টীকা-হে নরা নরৌ নেতারৌ অশ্বিনৌ দেব ভিষজৌ! পুরাণম্ ওকঃ পুরাণে ওকসি (বিভক্তি ব্যত্যয়ঃ) অস্মাকং স্বর্গরূপে পুরাতনবাসস্থানে বাং যুবয়োঃ সখ্যং বন্ধুত্বং দ্রবিণং ভবৎপ্রদত্তং ধনঞ্চ শিবং কল্যাণকরম্ আসীৎ যদা বয়ং স্বর্গে আস্ম তদা ভবতোঃ সখ্যেন ধনাদিনা চ অস্মাকং প্রভূতং মঙ্গলম্ অভবৎ। কিন্তু ইদানীং বয়ং ভারতবর্ষে জাহ্নবীতীরে

বসামঃ। অস্যাং জাহ্নব্যাঞ্চ বয়ং পুনঃ ভূয়ঃ ভবদ্‌ভ্যাং সহ শিবানি মঙ্গলকরাণি সখ্যা সখ্যানি বন্ধুত্বানি কৃণ্বানাঃ কুর্ব্বাণাঃ কর্তুকামাঃ অতএব নু ভো সমানাঃ সজাতীয়াঃ বয়ং যুবাভ্যাং সহ মধ্বা মধুনা সোমেন সোম-পানেন মদেম হর্ষয়েম হৃষ্টা ভবেম।

হে অশ্বিদ্বয়! আমরা যখন আমাদের পুরাতন বাসস্থান স্বর্গে তোমাদের সহিত একত্র ছিলাম, তখন তোমাদের সহিত বন্ধুতায় ও তোমাদের প্রদত্ত ধনে আমাদের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইত। এইক্ষণ আমরা ভারতবর্ষের এই জাহ্নবীতীরে আবার তোমাদের সহিত সেই বন্ধুতা স্থাপন করিতে ইচ্ছা করি। তোমরা আমাদের সজাতি (একই দেবজাতীয়) এস আমরা সকলে সোম পান করিয়া হর্ষানুভব করি।

এই মন্ত্রদ্বারা সামশ্রমী মহাশয় সুবাস্তুর আদিগেহত্ব সপ্রমাণ করিতে পারেন না ও পারেন নাই। বরং এই মন্ত্রদ্বারা ইহাই সপ্রমাণ হইতেছে যে আমরা ভারতবর্ষের আদিমনিবাসী নহি, পরন্তু ইহার বাহিরের কোনও দেশের লোক। সামশ্রমী মহাশয় অতঃপর এই মন্ত্রটির অধ্যাহার করিয়াছেন—

নি ত্বা দধে বরে আ পৃথিব্যাঃ
ইলায়াস্পদে সুদিনত্বে অহ্নাম্।
দৃষদ্বত্যাং মানুষে আপযায়াং
সরস্বত্যাং রেবদগ্নে দিদীহি॥ ৪—২৭ সূ—৩ ম

এই মন্ত্রদ্বারা তিনি সপ্রমাণ করিতেছেন যে আর্য্যেরা ক্রমে ক্রমে দৃষদ্বতী, আপয়া ও সরস্বতী নদীতীরে সরিয়া আসিতেছিলেন। তাঁহারা এক সময়ে সারস্বতপ্রদেশে আসিয়া উপনিবিষ্ট হয়েন।

আমরাও উহাই স্বীকার করি, কিন্তু ইহাতে এমন মনে করিতে হইবেনা যে আর্য্যেরা সুবাস্তু হইতে এখানে আসিয়াছেন, অথবা সুবাস্তু মানবের আদি জন্মভূমি। অপিচ তিনি ও সায়ণাদি এই মন্ত্রের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাও ঠিক হয় নাই।

সায়ণভাষ্যং—হে অগ্নে ইলায়াঃ গোরূপধারিণ্যাঃ পৃথিব্যাঃ ভূমের্ব্বরে বরিষ্ঠে শ্রেষ্ঠে পদে নাভিস্থানে।রেবমৃত্যুত্তরহ্নাং সুদিনত্বে যজনীয়দিবসানাং শোভন

দিনত্বার্থং যেষু দিনেষু ইন্দ্রাদয়ো বরীয়াংসো দেবা ইজ্যন্তে তানি সুদিনানি তদর্থং ত্বা ত্বাম্ আনিদধে আসমন্তাৎ নিদধামি উত্তমানি স্থানানি দর্শয়তি। দৃষদ্বত্যাং দৃষদ্বতী নাম কাচিৎ নদী তস্যাম্ মানুষে মনুষ্যসঞ্চারবিষয়ে তীরে আপযায়াম্ আপয়া নাম কাচিৎ নদী তস্যাং সরস্বত্যাং নদ্যাঞ্চ এতেষু উত্তমেষু স্থানেষু ত্বং রেবৎ ধনযুক্তং যথা ভবতি তথা দিদীহি দীপ্যস্ব। মহর্ষয়ঃ সরস্বতীতীরে খলু যজ্ঞাদি কর্ম্মাণি অকাষুঃ। তথা চ ব্রাহ্মণম্ "ঋষয়ো বৈ সরস্বত্যাং সত্রমাসত" ইতি।

সামশ্রমি ব্যাখ্যা—ইড়ায়াস্পদে শস্যবহুলে অতএব পৃথিব্যাঃ বরে উৎকৃষ্ট প্রদেশে হে অগ্নে রেবৎ রেবান্ ধনবান্ অহং ত্বা ত্বাম্ আ আভিমুখ্যেন নিদধে স্থাপয়ামি। কশ্চ স শস্যবহুলঃ পৃথিব্যা বরঃ প্রদেশঃ? ইত্যাহ দৃষদ্বত্যাং আপ-য়ায়াম্ সরস্বত্যাম্ ইতি। দৃষদ্বতীতীরত আরভ্য সরস্বতীতীরম্ যাবৎ ত্রিনদী-তীরপ্রদেশঃ সর্ব্ব এব ব্রহ্মাবর্ত্তঃ মানুষে জনপদে তাদৃশে ত্বং দিদীহি দীপ্যস্ব। অতএব উক্তং মনুনা—

সরস্বতী দৃষদ্বত্যোর্দেবনদ্যোর্যদন্তরং।

তং দেবনির্ম্মিতং দেশং ব্রহ্মাবর্ত্তং প্রচক্ষতে ॥ ১৭—২ অ

কিমর্থং ত্বং নিদধে ইত্যাহ—অহ্নাং সুদিনত্বায় ইতি। জীবৎকালানাং সুপ্রভাতীকর্ত্তুমিত্যর্থঃ।

মোক্ষমূলরানুবাদ - On an auspicious day I place thee on the most sacred spot of Ila, the Earth. Shine, Agnoi, wealth-bestowing, in the assembly of men on the banks of the Drishadvati, the Apaya, the Sarasvati.

দত্তজানুবাদ - হে অগ্নি! সুদিনলাভের জন্য ইলারূপ পৃথিবীর উৎকৃষ্ট স্থানে তোমাকে স্থাপন করিতেছি। হে অগ্নি তুমি দৃষদ্বতী, আপযা ও সরস্বতী (তীরস্থিত) মনুষ্যের গৃহে ধনবিশিষ্ট হইয়া দীপ্ত হও। ৫২১ পৃ

কেন এই ব্যাখ্যাচতুষ্টয় ঠিক হয় নাই? প্রথমতঃ ইঁহারা কেহই "ইলা" শব্দের পদার্থগ্রহ করিতে পারেন নাই। এখানে এই ইলা অর্থ অন্ন (শস্য) বা গোরূপধারিণী পৃথিবী নহে। ইহার অর্থ ইলাবৃতবর্ষ। আর এই "আনিদধে" ক্রিয়াপদও বর্ত্তমানকালীন নহে। ধা ধাতু হ্বাদিগণীয়, লট্ ও লিটের এ

বিভক্তিতে উহার রূপ তুল্যভাবে "দধে" হইয়া থাকে। উঁহারা ইহা বর্ত্তমানকালীন লটের প্রয়োগ ভাবিয়া ভুল করিয়াছেন। ফলতঃ ইহা লিটের এ বিভক্তির রূপ। আর "মানুষে" কথাটির অর্থ "মনুষ্যসঞ্চার বিষয়ে", "in the assembly of men" কিংবা "মনুষ্যের গৃহে" অথবা "জনপদে" নহে, উহার প্রকৃতার্থ মনুষ্যলোক ভারতবর্ষে। অবশ্য আদি মনুষ্যলোক অন্তরিক্ষ বা অপোগস্থান পারস্যাদি, কেননা মাতা মনুর সন্তান দ্বিতীয় বরুণপ্রভৃতি, স্বর্গভ্রষ্ট হইয়া তথায় গমন করেন। উক্তঞ্চ কৃষ্ণযজুষি —

"প্রতীচীং মনুষ্যাঃ", ৩৬০ পৃ

কিন্তু কালে যজুর্ব্বেদী মনুষ্যেরা ভারতে প্রবেশ করিলে ও ভারতীয় দেবগণ দেবত্ব হারাইয়া নরে পরিণত হইলে শেষে ভারতবর্ষও মনুষ্যলোক বলিয়া প্রথিত হয়। অপিচ "অহ্নাং সুদিনত্বে" বাক্যটির অর্থও "যখন আমাদের সুদিন ছিল।" এই কারণে আমরা এই মন্ত্রটিরও স্বতন্ত্র ব্যাখ্যা করিতে বাধ্য হইলাম।

অস্মৎকৃত প্রকৃতার্থবাহিনী টীকা—হে অগ্নে। অহ্নাং সুদিনত্বে যদা অস্মাকং সুদিনম্ আসীৎ বয়ং স্বর্গবাসিন আস্ম, তদা অহং ত্বা ত্বাং পৃথিব্যাঃ বরে জগতি সর্ব্বশ্রেষ্ঠে ইলায়াঃ পদে ইলাবৃতবর্ষে (ইলা হি ইলাবৃতবর্ষস্য নামৈক দেশ এব) আনিদধে সংস্থাপয়ামাস ত্বদুপাসনার্থং ত্বাং প্রজ্জ্বালিতবান্। সাম্প্রতং তু বয়ং দুরদৃষ্টাৎ স্বর্গনষ্টা ভারতবাসিনঃ অভূম। অতঃ ত্বাং মানুষে মনুষ্যলোকে অস্মিন্ ভারতবর্ষে আপয়ায়াং দৃষদ্বত্যাং সরস্বত্যাং এতাসাং নদীনাং তীরদেশেষু স্থাপয়ামি ত্বং রেবৎ ধনযুক্তং যথা স্যাৎ তথা দিদীহি দীপ্যস্ব। ত্বং প্রজ্জ্বলিতঃ আরাধিতশ্চ সন্ মহ্যম্ ধনং দেহি ইত্যর্থঃ।

হে অগ্নে! আমাদের যখন সুদিন ছিল, আমরা স্বর্গে ছিলাম তখন আমরা তোমাকে পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ ইলাবৃতবর্ষে স্থাপন করিয়াছি। এইক্ষণ আমরা তোমাকে এই মনুষ্যলোক ভারতবর্ষে দৃষদ্বতী, আপয়া ও সরস্বতীনদীর তীরদেশে স্থাপন করিতেছি। তুমি প্রজ্জ্বলিত হইয়া আমাদিগকে ধন দান কর।

যাহা হউক এই মন্ত্রদ্বারাও জানা যাইতেছে যে, ভারতবর্ষ আমাদের আদি পিতৃভূমি নহে, ইলাবৃতবর্ষ (ইলার পদ) ই আদি পিতৃভূমি, সুতরাং সামশ্রমি মহাশয় কর্ত্তৃক ইহাও অকারণ অধ্যাহৃত হইয়াছে। এই মন্ত্র সুবাস্তর পিতৃ-

ভূমিত্বসংসিদ্ধিবিষয়েও কোনও সহায়তা করিতেছে না। কেননা সুবাস্তু "ইলায়াঃ পদং" নহে। সামশ্রমী স্থলান্তরে বলিতেছেন—

যদা তু সুবাস্তুতঃ পশ্চিমস্যাং দিশি অবস্থিতঃ
নিষধপর্ব্বতোঽপি অভূৎ আর্য্যাবাসঃ তদাপি অয়ং
সুবাস্তুপ্রদেশ এব আসীৎ তদীয় পূর্ব্বসীমা ইত্যপি
গম্যতে অপর মন্ত্রেভ্যঃ। ২৩ পৃ

এই অংশের প্রয়োজনীয়তা কি আমরা তাহা বুঝিতে পারিলাম না। তৎপর আর্য্যেরা যে সুবাস্তুর পশ্চিমেও বাস করিয়াছিলেন, তাহারই বা সমুল্লেখ করা কি কারণ? ভারতবর্ষ ত সুবাস্তুর পশ্চিমে নহে। দেবতারা ভারতে আসিয়া তবে আর্য্যনাম গ্রহণ করেন। সুতরাং ভারতের বাহিরে কোনও আর্য্যাবাস থাকিলেও (যেমন ইরাণ) বুঝিতে হইবে, উহা ভারতের আর্য্যগণদ্বারা কোনও সময়ে অধ্যুষিত হইয়াছিল, পরন্তু উহা (যেমন ইরাণ ও আয়ারল্যাণ্ড প্রভৃতি) আদি আর্য্যাবাস বা মানবের আদি নিকেতন নহে। অপিচ নিষধ পর্ব্বত হরিবর্ষে বা তাতাদের উত্তরে ভিন্ন উহা যে কেমন করিয়া কাবুলস্থিত সুবাস্তুরও পশ্চিমে গেল, তাহা আমরা চিন্তা করিতেও অসমর্থ। যাহা হউক হিন্দুর কোনও বেদ বা শাস্ত্রই যখন সুবাস্তু বা ভারতবর্ষকে পিতৃভূমি বা মানবের আদি নিকেতন বলিয়া সংসূচিত করেন নাই, ভারতবর্ষই যখন জগতের দ্বিতীয় প্রত্নৌকঃ, তখন আমরা সামশ্রমি মহাশয়ের কথায় কর্ণপাত করিতে পারিলাম না। কেবল আমরা নহি, মহর্ষি চরকও ভারতবর্ষেতর অন্য স্থানকে আপনাদের পূর্ব্বনিবাস বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন।

কঃ সহস্রাক্ষভবনং গচ্ছেৎ প্রষ্টুং শচীপতিম্।
অহমর্থে নিযুজ্যেয় মত্রেতি প্রথমং বচঃ।
ভরদ্বাজোঽব্রবীৎ তস্মাৎ ঋষিভিঃ স নিযোজিতঃ॥ ৫
স সক্রভবনং গত্বা সুরর্ষিগণমধ্যগম্।
দদর্শ বলহন্তারং দীপ্যমান মিবানলম্।॥ ৬
সোঽভিগম্য জয়াশীর্ভি রভিনন্দ্য সুরেশ্বরম্।
প্রোবাচ ভগবান্ ধীমান্ ঋষীণাং বাক্যমুত্তমম্॥ ৭
ব্যাধয়ো হি সমুৎপন্নাঃ সর্ব্বপ্রাণিভয়ঙ্করাঃ।

তৎ ব্রূহি মে শমোপায়ং যথাবৎ অমরপ্রভো ॥ ৮

তস্মৈ প্রোবাচ ভগবান্ আয়ুর্ব্বেদং শতক্রতুঃ। ৯—১অ সূত্রস্থান

পৃথিবী বা ভারতের অধিবাসিবৃন্দ নানাপ্রকার রোগে আক্রান্ত হইলে ঋষিরা রোগহইতে নিষ্কৃতিলাভের কোন॰ উপায় না দেখিয়া স্বর্গে যাইয়া ইন্দ্রের শরণ লইতে কৃতনিশ্চয় হইলেন। কিন্তু কে ইন্দ্রভবনে যাইবে, ইহা লইয়া বিতর্ক হইতে লাগিল। তখন ভরদ্বাজ যাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে ঋষিরা তাঁহাকেই ইন্দ্রভবনে পাঠাইয়া দিলেন। ভরদ্বাজ স্বর্গে যাইয়া ইন্দ্রকে আশীর্ব্বচ'ন সংবৰ্দ্ধিত করিয়া, ঋষিদিগের কথা জ্ঞাপন করিলেন এবং কি প্রকারে প্রাণিগণের ভয়জনক রোগহইতে মুক্ত হইতে পারিবেন ইহা জানাইলে, ইন্দ্র ভরদ্বাজকে আয়ুর্ব্বেদ অধ্যাপিত করিলেন।

এতৎপাঠে জানা গেল যে, ইন্দ্রাদি দেবগণ আমাদিগের ন্যায় নর বা মানুষ ছিলেন এবং স্বর্গ টা পাদগম্য ছিল। সে স্বর্গ কোথায়? উহার সহিত আমরা কখন পরিচিত ছিলাম কি না? চরক পাঠেই জানা যায় যে, স্বর্গ হিমালয়ের পরপারে বিদ্যমান এবং স্বর্গৈক দেশহইতেই স্বর্গগঙ্গা ভাগীরথীর উৎপত্তি হইয়াছে, উহা দেবগন্ধর্ব্ব ও কিন্নরগণের আবাসভূমি এবং উহাই ভারতবাসী আমাদিগের পূর্ব্বনিবাস।

ঋষয়ঃ খলু কদাচিৎ শালীনা যাযাবরাশ্চ গ্রাম্যোষধ্যাহারাঃ সন্তঃ সাম্পন্নিকা মন্দচেষ্টা নাতিকল্যাণাশ্চ প্রায়েণ বভূবুঃ। তে সর্ব্বাসাম্ ইতিকর্ত্তব্যতানাম্ অসমর্থাঃ সন্তো গ্রাম্যবাসকৃতং দোষং মত্বা পূর্ব্বনিবাসম্ অপগতগ্রাম্যদোষং মত্বা শিবং পুণ্য মুদারং মেধ্যম্ অগম্যম্ অসুকৃতিভির্গঙ্গাপ্রভবম্ অমরগন্ধর্ব্ব যক্ষকিন্নরানুচরিতম্ অনেকরত্ননিচয়ম্ অচিন্ত্যাদ্ভুতপ্রভাবং ব্রহ্মর্ষিসিদ্ধচারণানুচরিতং দিব্যতীর্থৌষধিপ্রভবম্ অতিশরণং হিমবন্তম্ অমরাধিপতিগুপ্তং জগ্মুঃ। ভৃগ্বঙ্গিরোঽত্রিবশিষ্ঠকশ্যপাগস্ত্যপুলস্ত্যবামদেবাসিতগৌতমপ্রভৃতয়ো মহর্ষয়ঃ।

৫০৭ পৃ। চিকিৎসা স্থানম্।

আমরা মনে করি, চরকের এই উক্তিপরম্পরাপাঠে সামগ্রমিপ্রভৃতি মহাশয়গণ নিশ্চিতই ভারতবর্ষকে আপনাদিগের আদি স্থান বলিয়া স্থির-নিশ্চয় করিতে পশ্চাৎপদ হইবেন। কেহ কেহ হয় ত "হিমবন্তং" কথা দ্বারা

উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া হিমালয়পৃষ্ঠকেই আদিগেহ বলিয়া মনে করিতে পারেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে হিমবৎপৃষ্ঠ গঙ্গাপ্রভব বা ইন্দ্রগুপ্ত স্বর্গভূমি নহে। এই "হিমবন্তং" পদের অর্থ—হিম পধানং।

মুসলমানেরা বলেন, ভারতৈকদেশ লঙ্কা বা শরণদ্বীপই মানবের আদিগেহ এবং তত্রত্য আদমকুট পর্ব্বতই আদি মানব আদমের লীলাভূমি। কিন্তু ইহার মূলেও কোনও ঐতিহ্য বিদ্যমান নাই।

অতঃপর আমরা স্বর্গত প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও মহামতি বলবন্ত রাও গঙ্গাধর তিলক এবং William F. Warren সাহেবের কথা বলিব। ইঁহাদিগের প্রত্যেকেরই এই অভিমত যে উত্তরকুরু কিংবা উত্তরকেন্দ্রই মানবের আদি জন্মভূমি। কিন্তু আমরা সমগ্র হিন্দুশাস্ত্রের কুত্রাপি এই ব্যাহত মতের সমর্থক কোনও প্রমাণ দেখিতে পাইলাম না। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিতেছেন যে—

"আমাদের এবং এক একজন গ্রীকের পিতৃভূমি স্বতন্ত্র নহে। আমাদিগের উভয়েরই পিতৃভূমি সেই

সপ্তর্ষীণাং স্থিতির্যত্র যত্র মন্দাকিনী নদী।
দেবর্ষিচরিতং যত্র যত্র চৈত্ররথং বনম্॥

এবংবিধ সর্ব্বসুখপ্রদ স্বর্গসম উত্তরকুরুবর্ষ।" ৯ পৃ গ্রীক ও হিন্দু।

কিন্তু আমরা বিনয়ের সহিতই বলিতেছি যে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের এই প্রমাণ ও যুক্তি অবিতথ নহে। তিনি আমার প্রশ্নে বলিয়াছিলেন যে ইহা রামায়ণের একটি বচন। কিন্তু আমি কোনও রামায়ণ কিংবা অন্য কোনও গ্রন্থে এই শ্লোকটি দেখিতে পাইলাম না। বিশেষতঃ ইহা একটি যুগ্মকের অর্দ্ধাংশ মাত্র, সুতরাং ইহার অবশিষ্টাংশ না পাইতে পারিলে কেবল এই অংশের দ্বারা প্রকৃত অর্থের বিনিগমনা করা যায় না। এবং যাহা আছে, তাহার দ্বারাও এমন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারা যায় না যে, ইহা উত্তরকুরুর বর্ণনাবিশেষ।

সপ্তর্ষীণাং স্থিতির্যত্র

এ কোন্ সপ্তর্ষি? শূন্যের সেই সাতটি নক্ষত্র? যদি তাহা হইত, তবে কথঞ্চিদ্ভাবে ইহা উত্তরকুরুর আংশিক অববোধ করাইতে পারিত, কিন্তু সপ্তর্ষি বলিলেই যে সেই সাতটি নক্ষত্রই বুঝাইবে এরূপ নহে। পরন্তু মন্দাকিনী নদী

ও চৈত্ররথ বনের সাহচর্য্যনিবন্ধন ইহা উত্তরকুরুর মস্তকোপরি বিস্তরমাণ সেই জড় সপ্তর্ষির অববোধ করাইতে অসমর্থ, ইহাই মনে করিতে হইবে। কেননা উত্তরকুরুতে না থাকিতে পারে মন্দাকিনীপ্রসঙ্গ, ও না থাকিতে পারে তথায় চৈত্ররথবনের সঙ্গতিসম্ভাবনা। কেন?

চিত্ররথ গন্ধর্ব্বের বনের নাম চৈত্ররথবন। গান্ধার দেশ ও বাহ্লীকাদি জনপদ গন্ধর্ব্বগণের আবাসভূমি। রামায়ণ বলিতেছেন যে—

হতেষু তেষু সর্ব্বেষু ভরতঃ কেকয়ীসুতঃ।
নিবেশয়ামাস তদা সমৃদ্ধে দ্বে পুরোত্তমে॥ ১০
তক্ষং তক্ষশিলায়ান্তু পুষ্কলং পুষ্কলাবতে।
গন্ধর্ব্বদেশরুচিরে গান্ধারবিষয়েষু চ॥ ১১—১০১ সর্গ উত্তরকাণ্ড

সেই গন্ধর্ব্বগণ নিহত হইলে কেকয়ীসুত ভরত সেই গন্ধর্ব্বদেশ গান্ধারে তক্ষশিলা ও পুষ্করাবতী নামে দুইটি সমৃদ্ধ নগর নির্ম্মাণ করাইয়া আপন পুত্র তক্ষ ও পুষ্করকে যথাক্রমে উহাদের রাজপদে প্রতিষ্ঠাপিত করিলেন।

সুতরাং জানা গেল অপোগস্থানের একদেশ গন্ধর্ব্বদেশ। আফ্রিদিদিগের সহিত যুদ্ধকালেও জানা গিয়াছিল যে, আফগানিস্থানের কৃষ্ণপর্ব্বতে একটি গান্দাব নামে নগর বা জনপদ আছে। এই গান্দাবও গন্ধর্ব্ব শব্দের অপভ্রংশ ভিন্ন আর কিছুই নহে। বায়ু পুরাণ বলিতেছেন যে—

পূর্ব্বং চৈত্ররথং নাম দক্ষিণং নন্দনং বনম্। ১১
অরুণোদং সরঃ পূর্ব্বং দক্ষিণং মানসং স্মৃতম। ১৩—৩৬ অ

অর্থাৎ ইলাবৃতবর্ষস্থ বর্ষ পর্ব্বত মেরুর প্রত্যন্ত ভূমিতে পূর্ব্বদিকে চৈত্ররথ বন ও অরুণোদ সরোবর, দক্ষিণে ইন্দ্রের নন্দন কানন ও মানস সরোবর। সিদ্ধান্ত শিরোমণিও বলিতেছেন যে—

বনং তথা চৈত্ররথং বিচিত্রং।
"তেষপ্সরোনন্দন-নন্দনঞ্চ।" ৩৪--ভুবনকোশ।

সেই ইলাবৃতবর্ষস্থ মেরুপর্ব্বতের পাদদেশে বিচিত্র চৈত্ররথ বন ও অপ্সরোগণের আনন্দের নন্দন কানন।

সুতরাং এই চৈত্ররথ বন কিছুতেই উত্তর মহাসাগরের তীরবর্ত্তী উত্তরকুরুতে যাইতে পারে না। মহাভারতের আদিপর্ব্বেও বর্ণিত আছে যে অর্জ্জুন হিমবৎপার্শ্বে চিত্ররথ গন্ধর্ব্বের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। অর্জ্জুন উবাচ—

সমুদ্রে হিমবৎপার্শ্বে নদ্যামস্যাঞ্চ দুর্মতে।

রাত্রাবহনি সন্ধ্যায়াং কস্য গুপ্তঃ পরিগ্রহঃ॥ ১৬—১৭০ অ

রে দুর্মতে অঙ্গারপর্ণ (চিত্ররথ) গন্ধর্ব্ব! এই সমুদ্র, এই হিমালয়পার্শ্ব ও এই হিমালয়পার্শ্বপ্রবাহিতা গঙ্গানদী সাধারণের ভোগ্য স্থান, এখানে যে কোনও ব্যক্তি, যে কোনও সময়েই আসিতে ও বিহার করিতে অধিকারী, কে তাহাতে বাধা দিতে পারে?

এই চিত্ররথ গন্ধর্ব্বের বনের নামই চিত্ররথ বন। সুতরাং সে চিত্ররথবন হিমালয়ের উত্তরে হইলেও অধিক দূরে যাইতে পারে না। সম্ভবতঃ উহা মানসসরোবরের দক্ষিণেই ছিল। আর মন্দাকিনী নদী ও আমাদিগের ভাগীরথী গঙ্গা একই বস্তু। কেন অমর ত বলিতেছেন উহা স্বর্গগঙ্গা?

মন্দাকিনী বিয়দ্গঙ্গা স্বর্ণদী সুরদীর্ঘিকা।

হাঁ মন্দাকিনী স্বর্গগঙ্গাই বটে, কিন্তু উহারই নামান্তর অলকনন্দা। যদাহ মহাভারতং—

দেবেষু গঙ্গা গন্ধর্ব্ব প্রাপ্নোত্যলোকনন্দতাম্।

তথৈবালকনন্দাপি দক্ষিণেনৈতি ভারতম্॥

হে গন্ধর্ব্ব! দেবলোকে গঙ্গার নামান্তর অলকনন্দা, সেই অলকনন্দাই দক্ষিণে ভারতবর্ষে গমন করিয়াছে। এই অলকনন্দা, গঙ্গা, মন্দাকিনী ও ভাগীরথী, একই বস্তু, সুতরাং স্বর্গের যে মন্দাকিনী ভারতেও প্রবেশ করিয়াছে, সে মন্দাকিনীর বিহারক্ষেত্র সুদূর উত্তরবর্ত্তী উত্তরকুরু হইতে পারে না। ভাস্করাচার্য্যও তদীয় সিদ্ধান্তশিরোমণিতে বলিয়াছেন যে—

বিষ্ণুপদী বিষ্ণুপদাৎ পতিতা মেরৌ চতুর্দ্ধা স্যাৎ।

বিষ্কম্ভাচলমস্তকশস্তসরঃসংগতা গতা বিয়তা॥ ৩৭

সীতাখ্যা ভদ্রাশ্বং সালকনন্দা চ ভারতবর্ষম্।

চক্ষুশ্চ কেতুমালং ভদ্রাখ্যা চোত্তরান্ কুরূন্ যাতা॥ ৩৮

অর্থাৎ বিষ্ণুপদী বা গঙ্গা তিব্বতের বিষ্ণুপদভূমিস্থ বিষ্ণুপদ হ্রদহইতে উৎপন্ন হইয়া বিষ্কম্ভ পর্ব্বতের উপরিস্থ হ্রদে পতিত হয়। তথা হইতে বিয়ৎ বা আকাশ অর্থাৎ আদি স্বর্গের একদেশ তিব্বতের মধ্য দিয়া গমন করিয়া চারি ভাগে বিভক্ত হয়। উহার যে ভাগ চীনদেশ দিয়া পূর্ব্বসাগরে পতিত হইয়াছে,

উহার নাম সীতা, যে শাখা কেতুমালবর্ষ বা অপোগস্থানে গিয়াছে, উহার নাম চক্ষু বা অক্শাস্, আর যে শাখা ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছে, তাহারই নাম অলকনন্দা বা মন্দাকিনী। অযোধ্যাকাণ্ডের বর্ণনানুসারে জানা যায় বিষ্ণুপাদভূমি বা বিষ্ণুর প্রথম পাদবিক্রমস্থান তিব্বতের দক্ষিণপশ্চিমে বাহ্লীকের অনতিদূরে বিদ্যমান। সুতরাং যে গঙ্গা মেরু বা আলটাই পর্ব্বতের দক্ষিণে উৎপন্ন ও চারিভাগে বিভক্ত হইয়া মন্দাকিনী বা অলকনন্দা নামে ভারতে প্রবেশ করিয়াছে, তাহাকে উত্তরকুরুতে লইয়া যাওয়া যায় না। উত্তরকুরুতে গঙ্গার যে শাখা গিয়াছে, তাহার নাম ভদ্রা, পরন্তু মন্দাকিনী নহে। এবং যে ভদ্রা উত্তরকুরু পর্য্যন্ত যাইয়া তত্রত্য উত্তর সাগরে পড়িয়াছে, তাহার সেই পতনস্থান, তাহার উৎপত্তি স্থান হইতে পারে না। অতএব বন্দোপাধ্যায় মহাশয় মন্দাকিনীর নাম লইয়া উত্তরকুরুর আদিগেহত্ব সপ্রমাণ করিতে পারিতেছেন না। তাঁহার শ্লোকের সপ্তর্ষি ও আদিস্বর্গের আদিসপ্তপিতৃপুরুষ মরীচ্যাদি সপ্ত ঋষি ভিন্ন পদার্থান্তর নহে। অতএব এই প্রমাণ দ্বারা উত্তরকুরুর আদি পিতৃগেহত্ব সিদ্ধ হইতেছে না ও সিদ্ধ হইতে পারেও না। আর -

দেবর্ষি চরিতং যত্র

এ কথাতেও উত্তরকুরুর কোনও পক্ষসমর্থন হইতেছে না। কেননা দেবতারা আদি স্বর্গ মেরুপর্ব্বত, ইলাবৃতবর্ষ নিষধবর্ষ, কিম্পুরুষবর্ষ, রম্যক বর্ষ, হিরণ্ময়বর্ষ ও উত্তরকুরুবর্ষ সর্ব্বত্রই সমভাবে বিরাজমান ছিলেন। পরন্তু দেবতা সকল যে আদি স্বর্গহইতে উত্তরকুরু বা ব্রহ্মলোকে গিয়াছেন, তাহারও অসংখ্য প্রমাণ রহিয়াছে, সুতরাং বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের উক্তি তথ্যবতী বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। আর যখন ভারতের তুর্ব্বসু সন্তান গ্রীক যবনগণ ভারতহইতেই ইউরোপে গিয়াছেন, তখন উত্তরকুরুকে তাঁহাদের পিতৃভূমি না বলাই অধিকতর সঙ্গত। মহামতি তিলক বলিতেছেন যে—

The North Pole is already considered by several eminent scientific men as the most likely place where plant and animal life first originated; and I believe it can be satisfactorily shown that there is enough positive evidence in the most ancient books of the Aryan race, the Vedas and the Avesta, to prove that the oldest home of the Aryan people was somwhere in regions round about the North Pole. Page 19.

আমরা মহাত্মা তিলককে হৃদয়ের সহিত শ্রদ্ধা করিয়া থাকি, তিনি ভারতের একটি মহোজ্জল মহা নক্ষত্র, তাহাও আমরা স্বীকার করি, কিন্তু তথাপি তাঁহার এই কথাগুলি আপ্তবাক্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। ভূমির অন্তর্ভাগ বা বহির্ভাগ পরীক্ষা করিয়া কোনও বৈজ্ঞানিক বলিতে পারেন যে এই স্থান প্রাচীন কি অপ্রাচীন. বৃক্ষগুল্ম ও জীবজন্তুর অবস্থাদৃষ্টেও স্থানসমূহের প্রাচীনত্ব বা অর্ব্বাচীনত্ব নির্ণীত না হইতে পারে তাহা নহে। কিন্তু জগতের যে সকল স্থান নানা পরিবর্ত্তন ও বিকারের ভিতর দিয়া কোটি কোটি বৎসর যাবৎ মনুষ্য ও জীবজন্তুসমূহের বাসযোগ্য হইয়াছে, সেই সকল স্থানের মধ্যে ঠিক্ কোন্ স্থানটি প্রকৃত প্রত্নৌকঃ, তাহা নির্ণয় করা যেন তত সহজ নহে। নিয়ত পরিবর্ত্তনপ্রবণ ধ্বংসশীল প্রকৃতি মানুষকে কি পরীক্ষার সে সুযোগ ও অবকাশ সর্ব্বত্রই সর্ব্বসময়ে দিয়া থাকে? আদি প্রত্নৌকের আদি জীবকঙ্কালসমূহ পৃথিবীর এত নিম্নে যাইয়া পঁহুছিয়াছে যে মানবের কোনও শক্তি উহার অস্তিত্ব ও প্রকৃতিনির্ণয়নে সমর্থ নহে। সে দিনের আড়াই হাজার বৎসরের বৌদ্ধাস্থি যখন ত্রিশ ফিট মাটীর নিম্নে প্রোথিত হইয়া গিয়াছে, তখন কোটি কোটি বৎসরের পূর্ব্বকালের জীবকঙ্কাল ও শর্করাদি কতদূর নিম্নে যাইয়া হাজির হইয়াছে, তাহা ভাবিয়াও ঠিক করা যায় না। ফলতঃ আমাদিগকে

পুরা যত্র স্রোতঃ পুলিন মধুনা তত্র সরিতাম্
বিপর্য্যাসং যাতো ঘনবিরলভাবঃ ক্ষিতিরুহাম্।

ভবভূতির এই মহাবাক্য স্মরণ করিয়া বুঝিতে হইবে যে, কোনও স্থানেরই প্রাচীনত্বের চিহ্ন প্রাচীনতম বস্তুসকল আজি কোথায় কাল সাগরে ভাসিয়া গিয়াছে। কত কত নূতন স্তর ও অভিনব বৃক্ষরাজী আজি উহাদিগকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। মানুষের খননযন্ত্র ও শক্তি আজিও প্রকৃত প্রত্নৌকের প্রকৃত অবস্থার নির্ণয়নে সামর্থ্যলাভ করে নাই।

তৎপর তিলক বেদ ও আভেস্তার নাম লইয়া উত্তরকুরু বা North Pole এর আদিমেত্ব সপ্রমাণ করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। কিন্তু আমরা প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দীকাল বেদাদি শাস্ত্রসমূহের আলোড়ন ও আম্রেড়নাদ্বারা এবং তিলক আভেস্তার যে সকল প্রমাণ অধ্যাহৃত করিয়াছেন, তৎপাঠে বরং ইহাই জানিতে ও স্থিরসিদ্ধান্ত করিতে সমর্থ হইয়াছি যে, বেদ ও আভেস্তার উক্তিপরম্পরা

তাঁহার মতসমর্থনের জন্য একটি অনুকূল অঙ্গুলিও উত্তোলিত করে না, পরন্তু উহারা আমাদিগের মতেরই সম্যক্ সমর্থন করিয়া থাকে। তিলক আপন মতের সমর্থনজন্য বলিতেছেন যে—

In the Rig Veda 1, 24, 10, the constellation of Ursa Major (Rikshah) is described as being placed "high" (uchhah), and, as this can refer only to the altitude of the constellation, it follows that it must then have been over the head of the observer, which is possible only in the Circum Polar regions.
P. 66.

অর্থাৎ ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের চতুর্বিংশ সূক্তের দশম মন্ত্রে যখন আছে যে, এই উর্সা মেজর বা ভল্লুকনামক নক্ষত্রপুঞ্জ ঠিক মস্তকোপরি এবং একমাত্র North Pole বা উত্তরকুরু প্রভৃতি উদীচ্য জনপদ ভিন্ন পৃথিবীর অন্য কোনও স্থানহইতে যখন উক্ত নক্ষত্রপুঞ্জ (সপ্তর্ষি মণ্ডল) ঠিক মস্তকোপরি দৃষ্ট হইতে পারে না, তখন জানা যাইতেছে যে ঋগ্বেদের এই মন্ত্রপ্রণেতা ঋষিরা মন্ত্র প্রণয়নকালে উত্তরকুরুবাসীই ছিলেন। পরে তাঁহারা ভারতে আসিয়া ভারত-বাসী আর্য্যজাতি বা হিন্দুতে পরিণত হইয়াছেন। কিন্তু তিলকের এ সিদ্ধান্ত নিতান্তই অযৌক্তিক ও অমূলক। তিনি ইহা বলিয়া পরে ফুটনোটে

অমী য ঋক্ষা নিহিতাস উচ্চা
নক্তং দদৃশ্রে কুহচিৎ দিবেয়ুঃ।

উক্ত মন্ত্রের প্রথমার্দ্ধ অধ্যাহৃত করিয়া বলিতেছেন যে—It may also be remarked, in this connection, that the passage speaks of the appearance (not rising) of the Seven Bears at night, and their disappearance (not setting) during the day, showing that constellation was the circum polar as the place of the observer.

কিন্তু প্রকৃত কথা তাহা নহে। আমরা নিম্নে সমগ্র মন্ত্র ও সায়ণের দ্বিবিধ ভাষ্যের অবতারণা করিয়া তিলকের উক্তির অসারতাপ্রদর্শন করিব।

অমী য ঋক্ষা নিহিতাস উচ্চা
নক্তং দদৃশ্রে কুহচিৎ দিবেয়ুঃ।
অদব্ধানি বরুণস্য ব্রতানি,
বিচাকশৎ চন্দ্রমা নক্ত মেতি ॥ ১০—২৪সূ—১ম

তত্র সায়ণভাষ্যম্—অমী রাত্রৌ অস্মাভির্দৃশ্যমানা ঋক্ষাঃ সপ্তঋষয়ঃ—তথাচ বাজসনেয়িন আমনন্তি—ঋক্ষা ইতি হ স্ম বৈ পুরা সপ্তঋষীন্ আচক্ষত ইতি। যদ্বা ঋক্ষাঃ—সর্ব্বেঽপি নক্ষত্রবিশেষাঃ ঋক্ষাঃ স্তৃভি রিতি নক্ষত্রাণা মিতি যাস্কেন উক্তত্বাৎ। উচ্চা উচ্চৈঃ উপরি প্রদেশে নিহিতাসঃ স্থাপিতা যে সন্তি তে ঋক্ষাঃ নক্তং রাত্রৌ দদৃশ্রে সর্ব্বৈরপি দৃশ্যন্তে দিবা অহনি কুহচিৎ ঈয়ুঃ? ক্বাপি গচ্ছেয়ুঃ? ন দৃশ্যন্তে ইতি ভাবঃ। বরুণস্য রাজ্ঞো ব্রতানি কর্ম্মাণি নক্ষত্র দর্শনাদি রূপাণি অদব্ধানি কেনাপি অহিংসিতানি। কিঞ্চ বরুণস্য আজ্ঞয়া এব চন্দ্রমা নক্তম্ রাত্রৌ বিচাকশৎ বিশেষেণ দীপ্যমান এতি গচ্ছতি।

দত্তজানুবাদ—ঐ যে সপ্তর্ষি নক্ষত্র, যাহা উচ্চে স্থাপিত রহিয়াছে এবং রাত্রিযোগে দৃষ্ট হয়, দিবাযোগে কোথায় চলিয়া যায়? বরুণের কর্ম্মসমূহ অপ্রতিহত, তাঁহার আজ্ঞায় রাত্রিযোগে চন্দ্র দীপ্যমান হয়।

রমানাথ ঘোষ সরস্বতী—রাত্রিতে সপ্তর্ষি মণ্ডল নক্ষত্র উচ্চ আকাশে আমরা দেখিতে পাইয়া থাকি, দিবাকালে তাহাদিগকে দেখিতে পাই না। চন্দ্র রাত্রিতে প্রকাশ হইয়া জগৎ আলোকিত করেন। অতএব বরুণদেবের শাসন প্রতিহত হয় না অর্থাৎ চন্দ্রনক্ষত্রাদি সকলেই বরুণের শাসন অনুসারে কার্য্য করে।

মহামতি তিলক, স্বর্গত রমেশচন্দ্র দত্ত, স্বর্গত রমানাথ সরস্বতী প্রত্যেকেই সায়ণের প্রথম ব্যাখ্যাটির অনুসরণ করিয়াছেন। কিন্তু এই ব্যাখ্যা অব্যাহত নহে। সায়ণ নিজেই "যদ্বা" পদদ্বারা দ্বিতীয়ার্থের অবতারণা করিয়াছেন। ফলতঃ মন্ত্রের উহাই প্রকৃত তাৎপর্য্য। একজন সরলহৃদয় ঋষি সরলমনে বলিতেছিলেন—

অহো একি আশ্চর্য্য ব্যাপার, এই কোটি কোটি অনন্ত নক্ষত্র রাত্রিকালে আমাদের মাথার উপর দৃষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু দিনে ইহাদের একটিও দৃষ্ট হয়না, ইহারা দিনে কোথায় চলিয়া যায়? অথবা ইহা রাজা বরুণেরই সুকৌশল মাত্র। তিনি নিয়ম করিয়া দিয়াছেন যে নক্ষত্র সকল রাত্রিতে দৃষ্ট হইবে, দিনে দৃষ্ট হইবে না। ইহাতে কাহারও বাধা দিবার শক্তি নাই, নিয়তই এই নিয়ম অব্যাহতভাবে চলিতে থাকিবে। তাই চন্দ্রমা রাত্রিতে বরুণের নিয়মানুসারে দীপ্তি পাইয়া থাকে।

বলা বাহুল্য এই মন্ত্রের প্রণেতা ঋষি প্রকৃত ভারতসন্তান, তাই তিনি

আপনার জ্ঞাতি নর-দেবতা অদিতিনন্দন বরুণকে (অথবা মাতা মনুর পুত্র বরুণকে) ভ্রান্তিবশতঃ ঈশ্বর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। বেদের বহুমন্ত্রে নর ইন্দ্র ও তাঁহার ভ্রাতা বরুণ ঈশ্বর বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। তাই মহর্ষি মুণ্ডক বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন যে, এই ইন্দ্র পরমেশ্বর নন, তিনি আমার ঈশ্বরের ভয়েই আপন কার্য্যসকল করিতেছেন। তৎপর এই মন্ত্রটী যখন প্রকৃত পক্ষেই সাধারণ নক্ষত্রপুঞ্জবিষয়ক, তখন ইহার সাহায্যে উত্তরকুরুকে মানবের আদি জন্মভূমি বলিয়া মনে করা প্রমাদ ভিন্ন জ্ঞানের কার্য্যও নহে। "ঋক্ষাঃ" বলিলে কেন সপ্তর্ষিরই অববোধ হইবে ?

ধরিয়া লও, তিলকপ্রভৃতির ব্যাখ্যাই যেন সত্য, সায়ণের প্রথম ব্যাখ্যাই যেন সাধীয়সী। কিন্তু তাহাতেও এই মন্ত্রের সাহায্যে উত্তরকুরু বা North Pole এর আদিগেহত্ব সপ্রমাণ হইতে পারে না। কেন ?

উত্তরকুরুবাসী লোকদিগের মস্তকোপরিই সাতভেয়েরা নিয়ত দৃষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু কোনও ভারতবাসী যদি উত্তরকুরুতে যাইয়া উক্ত দৃশ্যের বর্ণনাচ্ছলে কোনও মন্ত্র (এই মন্ত্রটি) প্রণয়ন করেন, তবে কি মনে করিতে হইবে যে সেই ভারতবাসীও উত্তরকুরুর লোক? আমরা যদি কলিকাতায় বসিয়া নায়গ্রার জলপ্রপাত বা ইংলণ্ডের টেমসতলবর্ত্মের বিষয়ে কোনও কবিতা লিখি, তবে কি তাহাতেই বুঝিতে হইবে যে দক্ষিণ আমেরিকা বা ইংলণ্ড আমাদিগের জন্মভূমি ? কৌষীতকী ব্রাহ্মণ, কৌষীতকী উপনিষৎ ও ছান্দোগ্য উপনিষদে স্পষ্টই বর্ণিত রহিয়াছে যে আমরা ভারতহইতে উত্তরকুরুতে বেদাধ্যয়ন, লিখনপঠনশিক্ষা ও যাগযজ্ঞের উপদেশ গ্রহণজন্য গমন করিতাম। সেই অবস্থায় উত্তরকুরুপ্রবাসী কোনও ভারতীয় অন্তেবাসী কি উক্ত মন্ত্রের রচনা করিতে পারেন না বা পারেন নাই।

তৎপর তিলক যদি তলাইয়া দেখিতেন যে ঋগ্বেদ একমাত্র ভারতীয় সম্পৎ। ভারতবাসী ঋষিরাই উহার একমাত্র প্রণেতা, তাহাহইলে তিনি আমাদের সিদ্ধান্তেই উপনীত হইতেন। যদি উক্ত মন্ত্র নিতান্তই সপ্তর্ষিমণ্ডলসম্বন্ধে বিরচিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে কোনও ভারতীয় ছাত্র উত্তরকুরুতে অধ্যয়নকালে বা তথা হইতে গৃহে প্রত্যাগত হইয়া ঐ দৃশ্যের বর্ণনা করিয়াছিলেন, তাহাই মহর্ষি অগ্নিদেবকর্ত্তৃক ভারতে সমাহৃত

হইয়া ভারতের ঋগ্বেদে স্থান গ্রহণ করিয়াছে। ফলতঃ আমরা বলিতে চাহি যে, উক্ত মন্ত্রের ইহাই প্রকৃত তাৎপর্য্য যে, কোনও ভারতবাসী ঋষি ভারতে বসিয়াই রাত্রিকালে আকাশে যে অনন্ত নক্ষত্ররাশি দর্শন করিয়াছিলেন, তিনি উহাদিগকে দিনে দেখিতে না পাইয়া এই মন্ত্রের প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। যাহা হউক মন্ত্রের যে কোনও অর্থই কেন গৃহীত ও স্বীকৃত হউক না, এই মন্ত্রের সাহায্যে উত্তরকুরুর আদি গেহত্ব যে সিদ্ধ হইতে পারে না ও হয় নাই, তাহা ধ্রুবই। তিলক স্থানান্তরে বলিতেছেন যে—

Unfortunately there are few other passages in the Rig Veda which describe the motion of the celestial hemisphere or of the stars therein, and we must therefore, take up another characterstic of the Polar regions, namely, 'a day and a night of six months each,' and see if the Vedic literature contains any reference to this singular feature of the Polar regions.

The idea that the day and the night of the gods are each of six months' duration is so widespread in the Indian literature, that we must examine it here at some length, and, for that purpose, commence with the post-Vedic literature and trace it back to the most ancient books. Page 66—67.

দেবলোকে ছয়মাস দিন ও ছয়মাস রাত্রি হইয়া থাকে, তজ্জন্য ব্রহ্মার একদিন একরাত্রিতে আমাদিগের ভারতবাসীর একবৎসর গণনা হয়, ইহা পরিজ্ঞাত সত্য—উক্তঞ্চ ভগবতা মনুনা—

দৈবে রাত্র্যহনী বর্ষং প্রবিভাগস্তয়োঃ পুনঃ।

অহস্তত্রোদগয়নং রাত্রিঃ স্যাৎ দক্ষিণায়নম্॥ ৬৭—১ অঃ

সূর্য্যের যে ছয়মাসকাল উত্তরায়ণ, উহা দেবগণের একদিন এবং যে ছয়মাস কাল দক্ষিণায়ন, সেই ছয়মাসকাল রাত্রি। উক্ত দিন ও রাত্রির সমাহারে মনুষ্যগণের একবৎসর হইয়া থাকে। ইহা বৈদিকমন্ত্রে দৃষ্ট না হইলেও ব্রাহ্মণ ও ছান্দোগ্য প্রভৃতি উপনিষদের বর্ণনাদ্বারা জানিতে পারা যায়। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ বলিতেছেন যে—

একং বা এতদ্দেবানা মহঃ যৎ সংবৎসরঃ।

মহামতি ছান্দোগ্যও বিশদাক্ষরে বলিতেছেন যে—

> ন বৈ তত্র ন নিম্লোচ নোদিয়ায় কদাচন।
> দেবাঃ তেনাহং সত্যেন মা বিরাধিষি
> ব্রহ্মণেতি ২। ন হ বৈ অস্মৈ উদেতি
> ন নিম্লোচতি সকৃৎ দিবা এব অস্মৈ
> ভবতি য এতা মেবং ব্রহ্মোপনিষদং বেদ। ৩। ১৮৬—৮৭ পৃঃ।

তত্র শঙ্করভাষ্যং—ন বৈ তত্র যতোহং ব্রহ্মলোকাৎ আগতঃ। তস্মিন্ ন বৈ তত্র এতৎ অস্তি যৎ পৃচ্ছসি। নহি তত্র নিম্লোচ অস্তম্ অগমৎ সবিতা নচ উদীয়ায় উদ্‌গতঃ কুতশ্চিৎ কদাচন কস্মিংশ্চিদপি কালে ইতি। উদয়াস্ত ময়বর্জিতো ব্রহ্মলোক ইতি উপপন্নম্ ইত্যুক্তিঃ শপথইব প্রতিপেদে। হে দেবাঃ সাক্ষিণো যূয়ং শৃণুত যথা ময়োক্তং সত্যং বচঃ তেন সত্যেন অহং ব্রহ্মণা ব্রহ্মস্বরূপেণ মা বিরাধিষি।

ব্রহ্মলোকহইতে আগত একজন ভারতবাসী বলিতেছেন যে হে বন্ধু দেবগণ! তোমরা শুন, আমি দেখিয়া আসিলাম ব্রহ্মলোকে সূর্য্য উদিত হইলে আর অস্ত যায় না (কেন না ক্রমাগত ছয়মাস উদিত থাকে) আবার অস্ত গেলেও উদিত হয় না (কেন না ছয়মাস অনুদিত থাকে)। তোমরা আমার কথায় বিশ্বাস কর, আমি বেদের শপথ করিয়া বলিতেছি যে আমি সত্যের সহিত বিরোধ করিতেছি না।

ইহার পরই ছান্দোগ্য নিজে বলিতেছেন যে ঐ লোকটি সম্বন্ধে সূর্য্য উদিত হইত না, উদিত হইলেও অস্তে যাইত না, ক্রমাগত ছয়মাস দিন। সেই ব্যক্তি ব্রহ্মার উপনিষৎ অর্থাৎ উপনিবেশ ভূমি উত্তরকুরুকে এইরূপ বলিয়াই জানিতেন। এখানে এই উপনিষৎ শব্দের অর্থ প্রচলিত শ্রুতিগ্রন্থবিশেষ নহে, পরন্তু নির্জ্জন স্থান—যদাহ মেদিনীকরগুপ্তঃ—

> ভবেৎ উপনিষৎ ধর্ম্মে বেদান্তে বিজনে স্ত্রিয়াম্।

কিন্তু আমরা মনে করি উহার প্রকৃত অর্থ উপনিবেশ, উপনিবেশ কথার ভাব হৃদয়ে পোষণ করিতে সমর্থ না হইয়াই চিরকাল ভারতবাসী মেদিনীকর উহার নির্জ্জনস্থান অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন।

যাহা হউক আমাদিগের দেশের লোক ও শাস্ত্রকারগণ ইহা জানিতেন। কিন্তু তাহাতেই এমন বুঝিতে হইবে না যে ছয় মাস দিনরাত্রির বিলাস-ভূমি উত্তর কুরু আদি জন্মভূমি। তিলক এখানে আরও একটী ভ্রমের কাজ করিয়াছেন যে তিনি উত্তর কুরু বা ব্রহ্মলোককেই একমাত্র দেবলোক ঠাহরিয়া বসিয়াছেন। ফলতঃ ভূঃ (ভারত) ভুবঃ (অন্তরিক্ষ—অপোগস্থানাদি), স্বঃ (তিব্বত, তাতার ও মঙ্গলিয়া), মহঃ (চন্দ্রলোক—দক্ষিণ সাইবিরিয়া), জন (বর্ত্তমান চীন), তপঃ (বিষ্ণুলোক বা বৈকুণ্ঠ—মধ্য সাইবিরিয়া) এবং ব্রহ্মলোক উত্তর কুরু, এতৎ সমুদায়ই দেবলোক। সুতরাং উত্তর কুরু ভিন্ন অন্য কোন দেবলোকে ছয় মাস দিন ও ছয় মাস রাত্রি নহে। স্বঃ বা পিতৃ-লোকে আমাদের এক মাসে এক দিন ও এক রাত্রি হইয়া থাকে।

পিত্র্যং মাসেন ভবতি নাড়ীষষ্ট্যা তু মানুষম্।

সূর্য্যসিদ্ধান্ত। ভূগোলাধ্যায়।

পিতৃলোকদিগের এক অহোরাত্র ভারতবাসীদিগের একমাসে ও ভারতে আমাদের এক অহোরাত্র আমাদের ষাট দণ্ডে হইয়া থাকে।

কিন্তু ইহাতে তিলকের কি লাভ হইল? ভারতবাসীরা উত্তর কুরুর ভৌগোলিক অবস্থা জানিতেন। কেনই বা না জানিবেন, তাঁহারা ঐ সকল দেশে যাইয়া অধ্যয়ন করিতেন। সুতরাং এতাবতা মনে এরূপ ভাবিতে হইবে না যে, তজ্জন্য উত্তরকুরুই মানবের আদি জন্মভূমি। অপিচ এখানে ইহাও ভাবিয়া দেখা উচিত যে যখন উত্তরকুরু বা উত্তরকেন্দ্রে আমাদের এক বৎসরে এক অহোরাত্র হয় ও উহার নামও পিতা বা পিতৃভূমি নহে এবং আমাদের এক মাসে পিতৃলোকের এক অহোরাত্র হয়, পরন্তু উত্তরকুরু বা উত্তরকেন্দ্রের নহে, তখন অপিতৃভূমি উত্তরকেন্দ্রাদিকে আদি নিকেতন (যাহা বস্তুতই পিতৃভূমি নহে) বলা যাইতে পারে না। তিলক ইহার পরই বলিতেছেন যে—

It is found not only in the Purans, but also in astronomical works, and as the latter state it in a more definite form we shall begin with the later Siddhantas. Page 67.

অর্থাৎ কেবল পুরাণে নহে, সূর্য্যসিদ্ধান্তপ্রভৃতি জ্যোতিষগ্রন্থেও আবার ঐ সকল বিষযেব উল্লেখ দেখিতে পাইয়া থাকি।

Mount Meru is the terrestrial North Pole of our astronomers, and the Surya-Siddhanta, XII. 67, says :—"At Meru gods behold the sun after but a single rising during the half of his revolution beginning with Aries."

অর্থাৎ আমাদিগের জ্যোতির্বিদ্গণের মতে মেরু পর্ব্বত পার্থিব উত্তর কেন্দ্র এবং সূর্য্যসিদ্ধান্ত তাঁহার দ্বাদশ অধ্যায়ের ৬৭ শ্লোকে বলিয়াছেন যে, মেরুতে দেবতারা মেষাদি ছয় রাশিতে অর্থাৎ বৈশাখ হইতে আশ্বিন পর্য্যন্ত সূর্য্যকে উদিত দেখেন।

আমরা তিলকের এই উক্তির তীব্র প্রতিবাদ করি। কেননা মেরু ও মেরু পর্ব্বত এক বস্তু নহে। উত্তর কেন্দ্রের নাম উত্তর মেরু বটে, কিন্তু তথায় মেরু নামে কোনও পর্ব্বত নাই। সুতরাং তিনি যে মেরু পর্ব্বতকে পার্থিব উত্তর মেরু (terrestrial North Pole) বলিয়া দাবি করিতেছেন, তাহা প্রকৃতপক্ষেই অনুচিত। কোনও জ্যোতির্ব্বিদ্ই এরূপ অসংলগ্ন কথা মুখ হইতে বহির্গত করেন নাই। সূর্য্যসিদ্ধান্ত মাত্র বলিয়াছেন যে—

মেরৌ মেষাদিচক্রার্দ্ধে দেবাঃ পশ্যন্তি ভাস্করম্।
সকৃদেবোদিতং তদ্বৎ অসুরাশ্চ তুলাদিগম্॥ ৬৭

অর্থাৎ দেবতারা মেষাদি ছয় রাশিতে সূর্য্যকে উদিত দেখেন, আর পাতালবাসী অসুরেরা তুলাদি ছয় রাশিতে সূর্য্যকে উদিত দেখিয়া থাকেন।

কিন্তু ইহাদ্বারা কেহ এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন না যে, মেরু প্রদেশ ও মেরু পর্ব্বত একই বস্তু। এই বচনের মেরু শব্দ মেরু-প্রদেশ পর, পরন্তু মেরুপর্ব্বতবাচী নহে। সূর্য্যসিদ্ধান্ত তাঁহার জ্যোতিষোপনিষৎ প্রকরণের একত্র বলিতেছেন যে—

অভীষ্টং পৃথিবীগোলং কারয়িত্বা তু দারবম্। ৩
দণ্ডং তন্মধ্যগম্ মেরোরুভয়ত্র বিনির্গতম্। ৪

তত্র রঙ্গনাথঃ—ভূবোগোলং অভীষ্টং স্বেচ্ছাকল্পিতপরিধিপ্রমাণকং দারবং কাষ্ঠঘটিতং সচ্ছিদ্রং কারয়িত্বা কাষ্ঠশিল্পজ্ঞদ্বারা কৃত্বা ইত্যর্থঃ। মেরোরনুকল্পং দণ্ডকাষ্ঠং তন্মধ্যগম্ তস্য কাষ্ঠঘটিত ভূগোলস্য মধ্যে ছিদ্রমধ্যে শিথিলতয়া স্থিতম্

উভয়ত্র ভূগোলস্থ ব্যাসপ্রমাণচ্ছিদ্রস্থ অগ্রাভ্যাং বহিরিত্যর্থঃ। বিনির্গতম্ একাগ্রাং অন্তরাগ্রাবশিষ্টদণ্ডপ্রদেশতুল্যং নিঃসৃতম্।

অর্থাৎ একটী সচ্ছিদ্র কাঠের গোলক (globe) প্রস্তুত করাইয়া তাহার ভিতর দিয়া একটি শলাকা প্রবেশ করাইয়া খানিকটা শলাকা উভয় দিকে বাহির করিয়া দিবে। এই কাষ্ঠশলাকা উক্ত কাষ্ঠময় গোলকের যে উভয় প্রান্ত দিয়া বহির্গত হয়, উহার উত্তর প্রান্ত মেরু বা উত্তর মেরু প্রদেশ, আর দক্ষিণ প্রান্ত দাক্ষিণ মেরু বা কুমেরু প্রদেশ, এই উত্তর মেরুকেই ইংরাজীতে North Pole বলে। কিন্তু এই উত্তরমেরুপ্রদেশ ও মেরুপর্ব্বত এক বস্তু নহে। মেরুপর্ব্বতসম্বন্ধে সূর্য্যসিদ্ধান্ত বলিতেছেন যে—

অনেকরত্ননিচয়ো জাম্বূনদময়োগিরিঃ।
ভূগোলমধ্যগো মেরুরুভয়ত্র বিনির্গতঃ॥ ৩৪

ভূগোলাধ্যায়।

তত্র রঙ্গনাথঃ - ভূগোল-মধ্যগতঃ পর্ব্বতো মেরুখ্যঃ। অনেক-রত্ননিচয়ঃ অনেকানি নানাবিধানি মাণিক্যবজ্রাদীনি তেষাং নিচয়ঃ সমূহো যত্র অসৌ। অর্থাৎ পৃথিবীর ঠিক মধ্যস্থলে যে এক স্বর্ণগর্ভ পর্ব্বত আছে, উহার নাম মেরুপর্ব্বত। সুতরাং এই উভয় পদার্থ - নামতঃ এক হইলেও কার্য্যতঃ এক নহে। এই শ্লোকেও যে—

উভয়ত্র বিনির্গতঃ

একটী কথা আছে' রঙ্গনাথ ইহার কোনও বিশদ ব্যাখ্যা না করিয়া মাত্র বলিয়াছেন—"দক্ষিণোত্তর ভূব্যাসাধিক প্রমাণ মেরোঃ অবস্থান মাহ।"

কিন্তু পৃথিবীর মধ্যস্থলে অবস্থিত মেরু পর্ব্বত, উত্তর বা দক্ষিণে কোনও শাখা বিস্তার করিয়া ব্যাসরূপে উভয় দিকে পরিধিস্পর্শপূর্ব্বক প্রসারিত নহে বা হয় নাই। বর্ত্তমান আলটাই ও এই মেরু পর্ব্বত অভিন্ন। উহা ইলাবৃত বর্ষ বা ইলাতে অবস্থিতি করে বলিয়াই উহা "ইলাস্থায়ী" বা আলটাই নামের বিষয়ীভূত। উক্ত মেরু পর্ব্বতের কোনও শ্রেণী বা প্রত্যন্ত পর্ব্বত উত্তরে প্রধাবিত হয় নাই, পূর্ব্ব, পশ্চিম এবং দক্ষিণে প্রধাবিত হইয়াছে। উহার যে শাখা দক্ষিণে ইলাবৃত বর্ষের মধ্যস্থলে অবস্থিত, তাহাই মানবের আদি জন্মভূমি। কিন্তু তাহা উত্তর পর্য্যন্ত প্রসৃত মেরুপ্রদেশ নহে। মেরুপর্ব্বতের

একটি মাত্র শাখা ইলাবৃতবর্ষের উত্তরপ্রান্ত পর্য্যন্ত যাইয়া আপনার গতিরোধ করিয়াছে। খুপ সম্ভব কোনও ব্যক্তি মেরু পর্বত ও মেরু প্রদেশের পার্থক্য হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া কাষ্ঠময় গোলকের ৪র্থ বচনের "উভয়ত্র বিনির্গতং" কথাটি এই ৩৪ শ্লোকেও আনিয়া যুড়িয়া দিয়াছেন। তাই এবচনে উহার কোনও অর্থসঙ্গত করা যায় না। ফলতঃ মেরু প্রদেশ (উত্তর মেরু) ও মেরু পর্ব্বত যে দুইটী সম্পূর্ণ পৃথক্ পদার্থ। তাহা পুরাণ ও মহাভারতের বচনাবলী দ্বারাও সমর্থিত হইয়া থাকে। বায়ুপুরাণ স্পষ্টতই বলিতেছেন যে—

"মেরুমধ্যম্ ইলাবৃতম্"

অর্থাৎ মেরুপর্ব্বত ইলাবৃতবর্ষের মধ্যবর্ত্তী। পক্ষান্তরে আমরা দেখাইব যে ইলাবৃতবর্ষ ও মঙ্গলিয়া এক, আর উত্তরমেরু উহার সুদূর উত্তরে অবস্থিত, যেখানে মেরুপর্ব্বতের নামগন্ধও নাই। মহাভারতও বলিতেছেন যে—

ইদং তু ভারতং বর্ষং ততো হৈমবতং পরম্। ৭
হেমকূটাৎ পরঞ্চৈব হরিবর্ষং প্রচক্ষতে।
দক্ষিণেন তু নীলস্য নিষধস্যোত্তরেণ তু। ৮
প্রাগায়তো মহাভাগ মাল্যবান্ নাম পর্ব্বতঃ॥
ততঃ পরং মাল্যবতঃ পর্ব্বতো গন্ধমাদনঃ॥ ৯
পরিমণ্ডলয়োর্মধ্যে মেরুঃ কনকপর্ব্বতঃ।
আদিত্যতরুণাভাসো বিধূমইব পাবকঃ॥ ১০
তস্য পার্শ্বেঽমী দ্বীপাশ্চত্বারঃ সংস্থিতা বিভো॥ ১২
ভদ্রাশ্বঃ কেতুমালশ্চ জম্বুদ্বীপশ্চ ভারত।
উত্তরাশ্চৈব কুরবঃ কৃতপুণ্যপ্রতিশ্রয়াঃ॥ ১৩
তত্র দেবগণা রাজন্ গন্ধর্ব্বাসুররাক্ষসা।
অপ্সরোগণসংযুক্তাঃ শৈলে ক্রীড়ন্তি সর্ব্বদা॥ ১৮
তত্র ব্রহ্মা চ রুদ্রশ্চ শক্রশ্চাপি সুরেশ্বরঃ।
সমেতা বিবিধৈর্যজ্ঞৈর্যজন্তেঽনেকদক্ষিণৈঃ॥ ১৯। ২—৬ অ ভীষ্মপর্ব্ব।

সঞ্জয় কহিলেন হে ভারত! আমাদিগের আবাসভূমির নামই ভারতবর্ষ। ইহার উত্তরে হৈমবতবর্ষ বা কিংপুরুষবর্ষ (তিব্বত), উহার উত্তরে হেমকুট বা কৈলাসপর্ব্বত, তাহার উত্তরে হরিবর্ষ বা চীন তাতার বা সমগ্র তাতার।

হে মহারাজ! নীলগিরির দক্ষিণে ও নিষধের উত্তরে পূর্ব্বপশ্চিমে আয়ত যে পর্ব্বত আছে, উহার নাম মাল্যবান্। উহার পরে গন্ধমাদন পর্ব্বত, সেই মাল্যবান্ ও গন্ধমাদনের মধ্যে মেরুপর্ব্বত বিরাজমান। উহার প্রভা তরুণ অরুণ ও নির্ধূম পাবকের ন্যায়। ইহার চারিদিকে ভদ্রাশ্ব, কেতুমাল, জম্বুদ্বীপ ও পুণ্যবান্ লোকদিগের আবাসভূমি উত্তরকুরু বর্ত্তমান। হে মহারাজ! এই মেরুপর্ব্বতে সমস্ত দেবগণ, গন্ধর্ব্ব, অসুর ও রাক্ষসেরা বাস করেন। সুরজ্যেষ্ঠ ব্রহ্মা, শিব ও দেবরাজ ইন্দ্র উক্ত মেরু-পর্ব্বতে প্রভূতদক্ষিণাদানপূর্ব্বক নানাবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন।

সুতরাং জানা গেল মেরু পর্ব্বতের উত্তরে উত্তর কুরু বর্ষ। যদি ইহা সত্য হয়, তাহা হইলে উত্তর কুরুর সুদূর উত্তরদিক্‌সংস্থ উত্তর মেরুপ্রদেশ ও ইলাবৃতবর্ষস্থ এই পর্ব্বত মেরু এক হইতে পারে না ও একও হইতেছে না। কেতুমালবর্ষ, তুরুস্ক, পারস্য ও অপোগস্থান লইয়া পরিগণিত, এবং উহার বর্ষ-পর্ব্বতই গন্ধমাদন, যাহা বর্ত্তমান বেলুরটাগের সহিত অভিন্ন। এবং ভদ্রাশ্ববর্ষ ও বর্ত্তমান চীন (ভূতপূর্ব্ব জনলোক) অভিন্ন, এবং মাল্যবান্ পর্ব্বত উহার বর্ষ পর্ব্বত, যাহা বর্ত্তমান ইনসান ও খানঘান পর্ব্বতের সহিত অভিন্ন, তাহা হইলেই উহাদিগের অবস্থান এইরূপ হইবে—

এশিয়া

উত্তর মেরু
উত্তর কুরু
হিরণ্ময়বর্ষ
রম্যকবর্ষ
ইলাবৃতবর্ষ
(মেরু পর্ব্বত)
হরিবর্ষ
কিম্পুরুষবর্ষ
হিমালয়
ভারতবর্ষ
কুমেরু

কেতুমালবর্ষ

ভদ্রাশ্ববর্ষ

সুতরাং তিলক এই দুই ভিন্ন পদার্থকে এক ভাবিয়া যাহা কিছু বলিয়াছেন তৎসমুদয়ই বৃথা হইয়াছে। তিলক ইহার পরেই বলিতেছেন যে—

Now according to Purans Meru is the home or seat of all the Gods, and the statement about their half-year long night and day is thus easily and naturally explained; and all astronomers and divines have accepted the accuracy of the explanation. Page 67.

হাঁ পুরাণসমূহের মধ্যে মেরুপর্ব্বত সকল দেবতার অধিষ্ঠান বা আদি বাসস্থান বলিয়া বর্ণিত রহিয়াছে বটে, উল্লিখিত মহাভারতবচনাবলীও মেরু পর্ব্বতকে ব্রহ্মাদি সকল দেবতার অধিষ্ঠান ভূমি বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছে। কিন্তু কোনও পুরাণ বা রামায়ণ মহাভারত এরূপ কোনও কথাই বলেন নাই যে উত্তরমেরু প্রদেশ সকল দেবগণের আদি জন্মস্থান বা ইন্দ্রাদি দেবগণের বাসভূমি। কোন্ কোন্ জ্যোতির্ব্বিৎ ও কোন্ কোন্ দেবভক্তেরা মেরুপর্ব্বত ও উত্তরমেরু প্রদেশের অভিন্নত্ব স্বীকার করিয়া লইয়াছেন বা স্থাপন করিয়াছেন, তিলক তাঁহাদিগের নাম করিলেই ভাল হইত। আমরা কিন্তু হিন্দুর কোনও শাস্ত্রেই তিলকের মতের সমর্থক কোনও একটি প্রমাণও দেখিতে পাইতেছি না। বায়ু পুরাণ বলিতেছেন—

স এষ পর্ব্বতোমেরুর্দেবলোক উদাহৃতঃ। ৮৫—২৪ অ
মেরুস্তু শোভতে শুভ্রো রাজবৎ স তু ধিষ্ঠিতঃ। ৪৮
তত্র দেবগণাঃ সর্ব্বে গন্ধর্ব্বোরগরাক্ষসাঃ।
শৈলরাজে প্রমোদন্তে শুভাশ্চাপ্সরসাং গণাঃ॥ ৫৫
তস্য পর্ব্বসহস্রেঽস্মিন্ নানাশ্রয়বিভূষিতে।
সর্ব্বদেবনিকায়ানি সন্নিবিষ্টান্যনেকশঃ॥ ৫৯
তত্রাবসৎ চোর্দ্ধতলে দেবদেবশ্চতুর্ম্মুখঃ।
ব্রহ্মা বেদবিদাং শ্রেষ্ঠো বরিষ্ঠ স্ত্রিদিবৌকসাম্॥ ৭০
তত্র ব্রহ্মসভা রম্যা ব্রহ্মর্ষিগণসেবিতা।
নাম্না মনোবতী নাম সর্ব্বলোকেষু বিশ্রুতা॥ ৭২
তত্রেশানস্য দেবস্য সহস্রাদিত্যবর্চ্চসম্।

মহাবিমানং বৈ চিত্রং মহিম্না বর্ত্ততে সদা ॥ ৭৩
তত্রাস্তে শ্রীপতিঃ শ্রীমান্ সহস্রাক্ষঃ পুরন্দরঃ।
উপাস্যমান স্ত্রিদশৈর্মহাযোগৈঃ সুরর্ষিভিঃ॥ ৭৫
দ্বিতীয়েঽপ্যন্তরতটে বৈদিশ্যে পূর্ব্বদক্ষিণে। ৭৮
সাক্ষাৎ তত্র সুরশ্রেষ্ঠঃ সর্বদেবমুখোঽনলঃ॥ ৮১
তৃতীয়েঽপ্যন্তরতটে এবমেব মহাসভা।
বৈবস্বতস্য বিজ্ঞেয়া লোকে খ্যাতা সুসংযমা॥ ৮৬
তথা চতুর্থদিগ্‌দেশে নৈঋ‍র্তাধিপতেঃ সভা।
নাম্না কৃষ্ণাঙ্গনা নাম বিরূপাক্ষস্য ধীমতঃ॥ ৮৭
পঞ্চমেঽপ্যন্তরতটে এবমেব মহাসভা।
সর্ব্বদেশেষু প্রখ্যাতা নাম্না শুভবতী সতী।
উদকাধিপতে রম্যা বরুণস্য মহাত্মনঃ॥ ৮৮
পরোত্তরে তথা দেশে ষষ্ঠেঽন্তরে তটে শিবে।
বায়োর্গন্ধবতী নাম সভা সর্ব্বগুণোত্তরা॥ ৮৯
সপ্তমেঽপ্যন্তরতটে নক্ষত্রাধিপতেঃ সভা।
নাম্না মহোদয়া নাম শুদ্ধবৈদূর্য্যবেদিকা॥ ৯০
তথাঽষ্টমেঽন্তরতটে ঈশানস্য মহাত্মনঃ॥
যশোবতী নাম সভা তপ্তকাঞ্চনসপ্রভা॥ ৯১—৩৪ অ
তত্রাশ্রমং ভগবতঃ কশ্যপস্য প্রজাপতেঃ। ২২—৩৭
বিদ্যাধরপুরং তত্র শোভতে ভ্রাজয়ৎ শুভম্। ২৫
তত্রাদিত্যস্য দেবস্য দীপ্তমায়তনং মহৎ।
মাসে মাসেঽবতরতি তত্র সূর্য্যঃ প্রজাপতিঃ॥ ৩১
তত্রাশ্রমং মহাপুণ্যং সিদ্ধসংঘনিষেবিতম্।
বৃহস্পতেঃ প্রমুদিতং সর্ব্বকামগুণৈর্যুতম্॥ ৪৪
তত্র বিষ্ণোঃ সুরগুরোর্দীপ্তমায়তনং মহৎ।
প্রকাশং ত্রিষু লোকেষু সর্ব্বলোকনমস্কৃতম্॥ ৪৮
তস্মিন্ আয়তনে সাক্ষাৎ অনাদিনিধনো হরিঃ।
পাঞ্চোপচারৈর্বিবিধৈরিজ্যতে সিদ্ধচারণৈঃ॥ ৫৮—৩৮ অ

তত্র তদ্দেবরাজস্য পারিজাতবনং মহৎ। ১১
গন্ধর্ব্বনগরী স্ফীতা হেমকক্ষে নগোত্তমে। ৫১
পিশাচকে গিরিবরে হর্ম্ম্যপ্রাসাদমণ্ডিতম্।
যক্ষগন্ধর্ব্বচরিতং কুবেরভবনং মহৎ॥ ৫৭—৩৯ অ
পূর্ব্বং চৈত্ররথং নাম দক্ষিণং নন্দনং বনম্।
বৈভ্রাজং পশ্চিমং বিদ্যাৎ উত্তরং সবিতুর্ব্বনম্॥ ১১
অরুণোদং সরঃ পূর্ব্বং দক্ষিণং মানসং স্মৃতম্।
সিতোদং পশ্চিমং সরো মহাভদ্রং তথোত্তরম্॥ ১৬
অরুণোদঞ্চ পূর্ব্বেণ যে চ শৈলা স্ততঃ স্মৃতাঃ। ১৭—৩৬ অ
তদেতৎ সর্ব্বদেবানা মধিবাসে কৃতাত্মনাম্।
দেবলোকে গিরৌ তস্মিন্ সর্ব্বশ্রুতিষু গীয়তে॥ ২৫
প্রাপ্নোতি দেবলোকং তং স স্বর্গ ইতি চোচ্যতে॥ ২৬—৩৪ অ

ইহাদ্বারা কি জানা গেল? জানা গেল ইলাবৃতবর্ষস্থ মেরুপর্ব্বতই ব্রহ্মা ও ইন্দ্রাদি দেবগণের আদি বাসস্থান, পরন্তু উত্তরকুরু নহে। ভাস্করাচার্য্যের সিদ্ধান্ত শিরোমণিনামক গ্রন্থেও বিবৃত রহিয়াছে যে—

বসন্তি মেরৌ সুরসিদ্ধসংঘাঃ।
ঔর্ব্বে চ সর্ব্বে নরকাঃ সদৈত্যাঃ॥ ১৮
সদ্রত্নকাঞ্চনময়ং শিখরত্রয়ঞ্চ।
মেরৌ মুরারিকপুবারিপুবাণি তেষু
তেষা মধঃ শতমখজ্বলনান্তকানাম্
যক্ষাম্বুপানিলশশীনপুরাণি চাষ্টৌ॥ ৩৬—ভুবনকোষ।

মেরু পর্ব্বতে দেবগণ ও দ্বন্দ্বসহিষ্ণু ঋষিরা বাস করিয়া থাকেন। আর দেবগণের মাতৃষস্রেয় দৈত্যদানবগণ জলসিক্ত ভূমি কদর্য্য নরকসমূহে বাস করিতেন। উক্ত মেরু পর্ব্বতের তিনটী উচ্চ শৃঙ্গ আছে, উহারা উৎকৃষ্ট মণি মাণিক্য ও স্বর্ণের আকর ভূমি। উক্ত উচ্চ শিখরত্রয়ে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এবং সানুদেশে ইন্দ্র, অগ্নি, যম, কুবের, বরুণ, বায়ু, চন্দ্র ও সূর্য্যের অষ্টপুরী বিরাজমান।

আচ্ছা মেরুপর্ব্বত কেন উত্তরকুরুরই একটী পর্ব্বত হউক না? না শাস্ত্রকারগণ কোনও স্থানেই একথা বলেন নাই যে, উত্তরকুরুর বর্ষপর্ব্বত মেরু

পর্ব্বত বা তথায় মেরুনামেও একটী প্রত্যন্ত পর্ব্বত বিদ্যমান। বায়ুপুরাণ বলিতেছেন যে—

ইদং হৈমবতং বর্ষং ভারতং নাম বিশ্রুতম্।
হেমকূটং পরং তস্মাৎ নাম্না কিম্পুরুষং স্মৃতম্॥ ২৮
নৈষধং হেমকূটাত্তু হরিবর্ষং তদুচ্যতে।
হরিবর্ষাৎ পরশ্চৈব মেরোস্তু তদিলাবৃতম্॥ ২৯
ইলাবৃতাৎ পরং নীলং রম্যকং নাম বিশ্রুতম্
রম্যাৎ পরতরং শ্বেতং বিশ্রুতং তৎ হিরণ্ময়ম্।
হিরণ্ময়াৎ পরশ্চাপি শৃঙ্গবাংস্তু কুরু স্মৃতম্॥ ৩০
বেদ্যর্দ্ধং দক্ষিণে ত্রীণি বর্ষাণি ত্রীণি চোত্তরে।
তয়োর্মধ্যে তু বিজ্ঞেয়ং মেরুমধ্য মিলাবৃতম্॥ ৩৩—৩৪ অ

আমাদিগের অধ্যুষিত এই জনপদের নাম হৈমবতবর্ষ বা ভারতবর্ষ। ইহার পর হেমকূটপর্ব্বতসনাথ কিম্পুরুষবর্ষ। হেমকূটের উত্তরে নৈষধ বা হরিবর্ষ। হরিবর্ষের পর মেরুপর্ব্বত সনাথ ইলাবৃতবর্ষ। ইলাবৃতবর্ষের উত্তরে নীলপর্ব্বত-সনাথ রম্যকবর্ষ। তাহার উত্তরে শ্বেতপর্ব্বত সনাথ হিরণ্ময়বর্ষ, হিরণ্ময়বর্ষের উত্তরে শৃঙ্গবান্ পর্ব্বতসনাথ উত্তরকুরুবর্ষ। ইলাবৃতবর্ষের উত্তরে তিনটিবর্ষ ও দক্ষিণেও তিনটীবর্ষ। এই ছয়টী বর্ষের মধ্যস্থানে ইলাবৃত বর্ষ বিদ্যমান, তাহার মধ্যে মেরুপর্ব্বত অবস্থিত। সুতরাং এহেন মেরুপর্ব্বতকে মহামতি তিলক কিপ্রকারে সুদূর উত্তর কুরুতে লইয়া যাইতে অধিকারী, তাহা শাস্ত্রজ্ঞ প্রবীণেরাই ভাবিয়া দেখুন। উত্তরকুরুর পর্ব্বতের নাম কি শৃঙ্গবান্ পর্ব্বত নহে? ফলতঃ মেরুশব্দের সমতাবশতঃ মেরুপ্রদেশ ও ইলাবৃতবর্ষস্থ মেরু-পর্ব্বতকে কখনই এক ভাবা উচিত হয় নাই। আমরা তিলকের নিদ্রাভঙ্গের জন্য এখানে সূর্য্যসিদ্ধান্ত হইতেও কতিপয় বচনের অধ্যাহার করিব।

অনেকরত্ননিচয়ো জাম্বূনদময়ো গিরিঃ।
ভূগোলমধ্যগো মেরুরুভয়ত্র বিনির্গতঃ॥ ৩৪
উপরিষ্টাৎ স্থিতাস্তস্য সেন্দ্রাদেবা মহর্ষয়ঃ।
অধস্তাৎ অসুরা স্তদ্বৎ দ্বিষন্তোঽন্যোন্যমাশ্রিতাঃ॥ ৩৫

ভূবৃত্তপাদে পূর্ব্বস্যাং যমকোটীতি বিশ্রুতা।
ভদ্রাশ্ববর্ষে নগরী স্বর্ণপ্রাকারতোরণা॥ ৩৮
যাম্যায়াং ভারতে বর্ষে লঙ্কা তদ্বৎ মহাপুরী।
পশ্চিমে কেতুমালাখ্যে রোমকাখ্যা প্রকীর্ত্তিতা॥ ৩৯
উদক্ সিদ্ধপুরী নাম কুরুবর্ষে প্রকীর্ত্তিতা।
তস্যাং সিদ্ধা মহাত্মানো নিবসন্তি গতব্যথাঃ॥ ৪০
ভূবৃত্তপাদবিবরা স্তাশ্চান্যোন্যং প্রতিষ্ঠিতাঃ।
তাভ্য শ্চোত্তরগো মেরুস্তাবানেব সুরাশ্রয়ঃ॥ ৪১

ভূগোলাধ্যায়।

পৃথিবীর ঠিক মধ্যস্থানে রত্নাধার স্বর্ণবহুল মেরুপর্ব্বত, উহার উর্দ্ধতলে ইন্দ্রাদি দেবতা ও নিম্ন প্রদেশে অসুরগণ বাস করেন। ভূগোলকের চতুর্থাংশে পূর্ব্বদিকে ভদ্রাশ্ববর্ষ বা বর্ত্তমান চীনে যমকোটী নগরী, দক্ষিণে ভারতবর্ষে মহাপুরী লঙ্কা, পশ্চিমে কেতুমালবর্ষে (তুরুষ্ক পারস্য ও অপোগস্থানে) রোমকপত্তন, উত্তরে উত্তরকুরুবর্ষ বা ব্রহ্মলোকে সিদ্ধপুরী বিরাজমান। তথায় গতব্যথ সিদ্ধ ঋষিগণ বাস করেন। তাহারও উত্তরে মেরুপ্রদেশ বা North Pole, তথায়ও দেবতারা বাস করিয়া থাকেন।

সুতরাং বেশ বুঝা গেল একটী মেরু পৃথিবীর মধ্যস্থলবর্ত্তী পর্ব্বতবিশেষ, অন্য মেরু পৃথিবীর শেষ উত্তরদিকস্থ জনপদবিশেষ, সুতরাং এতদুভয় কখনই এক হইতে পারে না। তিলক অতঃপরও বলিতেছেন যে—

We shall therefore, next quote the Mohabharata, which gives such a clear description of Mount Meru, the lord of the mountains, as to leave no doubt about its being the North Pole, or possessing the Polar characteristics. Page 69.

অতঃপর আমরা মহাভারতের একটী স্থান উদ্ধৃত করিব, যাহাতে আমরা মেরুপর্ব্বতের একটি অব্যাহত বর্ণনা পাইতে পারিব। উহাতে লিখিত আছে যে মেরুপর্ব্বত সকল পর্ব্বতের রাজা, এবং উহা উত্তর কেন্দ্র বা উত্তর কুরুতে সমবস্থিত। অথবা উহাতে অন্ততঃ উত্তরকেন্দ্রের কতক ধর্ম্ম বিদ্যমান। ইহা বলিয়াই তিনি বনপর্ব্বের ১৬৩ ও ১৬৪ অধ্যায়ের এই কয়েকটি শ্লোকের অধ্যাহার করিয়াছেন—

এনং ত্বহরহর্মেরুং সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধ্রুবম্।
প্রদক্ষিণ মুপাবৃত্য কুরুতঃ কুরুনন্দন ॥ ৩৭
জ্যোতীংষি চাপ্যশেষেণ সর্ব্বাণ্যনঘ! সর্ব্বতঃ।
পরিযান্তি মহারাজ! গিরিরাজং প্রদক্ষিণম্ ॥ ৩৮—১৬৩ অ
স্বতেজসা তস্য নগোত্তমস্য
মহৌষধীনাং চ তথা প্রভাবাৎ।
বিভক্তভাবো ন বভূব কশ্চিৎ,
অহোনিশানাং পুরুষপ্রবীর ॥ ১১
বভূব রাত্রি দিবসশ্চ তেষাং
সংবৎসরেণেব সমানরূপঃ। ১৩—১৬৪ অ

বোম্বে মুদ্রিত মহাভারতে এই শ্লোকসমূহের সংখ্যা যথাক্রমে ২৭, ২৮ ও ৮ এবং ১৩। যাহা হউক, এই শ্লোকগুলির অধ্যাহার করিয়াও মহামতি তিলক যে কোনও লাভবান্ হইতে পারিয়াছেন, আমরা এরূপ মনে করি না। কেন না চন্দ্রসূর্য্য প্রতিদিন মেরুপর্ব্বতকে প্রদক্ষিণ করে. একথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে এ মেরুপর্ব্বত যে উত্তরমেরুর নহে, তাহা ধ্রুবই। কেননা তথায় ছয়মাস অন্তর সূর্য্যোদয় হইয়া থাকে, পরন্তু অহরহ নহে। তৎপর কি ইলাবৃত বর্ষ বা কি উত্তর কুরু কোনও স্থানের কোনও পর্ব্বতকেই চারি কোটী আঠারলক্ষ ক্রোশ দূরের সূর্য্য প্রদক্ষিণ করিতে পারে না। ইহাও উদয়াচল এবং অস্তাচল প্রসঙ্গ পুষ্টির গল্প মাত্র। এই Mythe বা পৌরাণিক কেচ্ছার সাহায্যে তিলক ভৌগোলিক তত্ত্বের মীমাংসা করিতে যাইয়া বৃথা শ্রম করিয়াছেন। যদি ইহা পৌরাণিক কেচ্ছা না হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, এই চন্দ্র ও সূর্য্য মানুষ, জ্যোতিষ্কগণও মানুষ। অত্রিনন্দন চন্দ্র, অদিতিনন্দন সূর্য্য এবং নক্ষত্র নামা দেবগণ আপনাদের আবাসক্ষেত্র মেরুপর্ব্বতে প্রতিদিন ভ্রমণ করিতেন, ব্যাসদেব তাহাই বর্ণনা করিয়া থাকিবেন।

ছান্দোগ্য উপনিষদে উত্তরকুরু পঞ্চম অমৃত বলিয়া বিবৃত। তথায় সাধ্যদেবগণ ব্রহ্মার নেতৃত্বে বাস করিয়া থাকেন। উক্ত উত্তর কুরুতে সূর্য্য কি ভাবে উদিত ও অস্তমিত হইয়া থাকে তাহা বলিতে যাইয়া ছান্দোগ্য বলিতেছেন যে—

স যাবৎ আদিত্য উত্তরত উদেতা
দক্ষিণতঃ অস্তমেতা দ্বিস্তাবৎ
উর্দ্ধং উদেতা অর্ব্বাক্ অস্তমেতা।

সূর্য্য উত্তরে উদিত হইয়া দক্ষিণে অস্ত গমন করে, আবার দ্বিতীয়বার উর্দ্ধে উদিত হইয়া অধোদিকে অস্তমিত হইয়া থাকে।

এখানে মেরুপর্ব্বতের নামগন্ধও নাই, মেরুর প্রদক্ষিণপ্রসঙ্গও সুদূরাপাস্ত। তবে আমরা এরূপ প্রমাণও পাইয়াছি যে উত্তরকেন্দ্রে সূর্য্য ঠিক কুম্ভকারচক্রের ন্যায় ভ্রমণ করে। যাহা হউক এ সকল পুঁথির গল্পদ্বারা কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না, তাই আমরা তিলকের এ মত গ্রহণ করিতে পারিলাম না। তৎপর তিনি ১৬৪ অধ্যায়ের ১১ ও ১৩শ (৮ম ও ১৩শ) শ্লোকের যে ভাব গ্রহণ করিয়াছেন, আমরা তাহাও অব্যাহত বস্তু বলিয়া অনুমোদন করিতে অসমর্থ। তিনি বলিতেছেন যে—

Later on the writer informs us :—"The mountain, by its lustre, so overcomes the darkness of night, that the night can hardly be distinguished from the day." A few verses further, and we find, the day and the night are together equal to a year to the residents of the place. Page—69.

কিন্তু আমরা মনে করি শ্লোকদ্বয়ের প্রকৃতার্থ ইহা নহে। উহাদের তাৎপর্য্য এই যে—

হে পুরুষপ্রবর! সেই নগোত্তমের তেজে ও তত্রস্থ মহৌষধি সকলের প্রভাবে তথায় অহোরাত্রের কোনও প্রভেদ ছিল না। অর্জ্জুনবিরহে সেই যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবগণের একদিন ও একরাত্রি যেন এক এক বৎসরের তুল্য বোধ হইতেছিল।

বলিতে পার, এখানে "অর্জ্জুনবিরহ" আসিল কোথা হইতে, মূলে ত তাহা নাই? আছে বই কি, তিলক শ্লোকটির একার্দ্ধ উদ্ধৃত করাতেই সে কথাটা কাহার মনে জাগিতে অবসর প্রাপ্ত হয় নাই। পূর্ণ শ্লোকটি এই—

দৃষ্ট্বা বিচিত্রাণি গিরৌ বনানি,
কিরীটিনং চিন্তয়তা মভীক্ষ্ম্।
বভূব রাত্রি দিবসশ্চ তেষাং
সংবৎসরেণেব সমানরূপঃ॥

গিরৌ তস্মিন্ পর্ব্বতে বিচিত্রাণি বনানি চিত্তবিনোদনকরাণি কাননানি দৃষ্ট্বা অপি অভীক্ষ্ণং নিয়তং কিরীটিনং অর্জ্জুনং চিন্তয়তাং তেষাং পাণ্ডবানাং রাত্রিঃ দিবসশ্চ সংবৎসরেণ সমানরূপ এব বভূব। বিরহস্তু দুর্ব্বহত্বাদিতি ভাবঃ। ফলতঃ ইহা "বৎসর তিলেকে, প্রলয় পলকে, কেমনে বাঁচিবে বালা" কবিতার ন্যায় অতিশয় উক্তি মাত্র।

আর প্রথম শ্লোকে যে অহোরাত্রের কোনও প্রভেদ ছিল না বলা হইয়াছে তাহার দ্বারাও কেহ এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইবেন না যে তবে বুঝি উহা উত্তরকুরুর কথা। বস্তুতঃ সেই মেরুপর্ব্বতে এমন সকল মহৌষধি ছিল, যাহার আলোকে রাত্রিও দিনের মতন আলোকিত হইত। কালিদাসও কুমারসম্ভবে সে কথা বলিয়া গিয়াছেন।

বনে চরাণাং বনিতাসখানাং
দরীগৃহোৎসঙ্গনিষক্তভাসঃ
ভবন্তি যত্রৌষধয়োরজন্যাং
অতৈলপূরাঃ সুরতপ্রদীপাঃ॥ ১•—১ম সর্গ

অতঃপর তিলক বেদে যে দীর্ঘকালব্যাপিনী উষার কথা বিবৃত আছে, তাহার উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন যে, একমাত্র উত্তরকুরু বা উত্তরকেন্দ্র ভিন্ন এদৃশ্য জগতের আর কুত্রাপি (দক্ষিণ কেন্দ্রেও হইতে পারে) হইতে পারে না। সুতরাং ঋগ্‌বেদে যখন এবিষয়ের বিস্তৃত বিবৃতি রহিয়াছে, তখন উত্তরকেন্দ্রই মানবের আদি জন্মভূমি।

The Rig Veda, we have seen, does not contain distinct references to a day and a night of six months' duration, though the deficiency is more than made up by parallel passages from the Iranian scriptures. But in the case of the dawn, the long continuous dawn with its revolving splendours, which is the speacial characteristic of the North Pole there is fortunately no such difficulty. Page 80—81.

আমরাও সর্ব্বান্তঃকরণে তিলকের এই কথার সমর্থন করিয়া থাকি। তিনি আপন মতের সমর্থনজন্য ঋগ্‌বেদহইতে দীর্ঘকালব্যাপিনী উষাঘটিত প্রায় ২০।২৫টি মন্ত্রের অধ্যাহার করিয়াছেন, কিন্তু আমরা তাহাও নিষ্প্রয়োজন জ্ঞান

করি। কে না স্বীকার করিবেন যে, উত্তরকুরুতে দীর্ঘকালব্যাপিনী উষা ছিল ও এখনও রহিয়াছে? কিন্তু তাহাতে সেই উত্তরকুরুর আদিজন্মগেহত্ব কিরূপে সিদ্ধ হইতে পারে, আমরা তাহা অবগত নহি। উত্তরকুরুতে যে ছয়মাস দিন ও ছয়মাস রাত্রি হইয়া থাকে তাহাও আমাদিগের পূর্ব্বপিতামহগণ জানিতেন, তথায় যে অরোরা বরিয়ালিস (Aurora Borealis) রাত্রিতে আলোকের কাজ করিত তাহাও তাঁহারা অবগত ছিলেন (রামায়ণ কিষ্কিন্ধাকাণ্ড ৪৩ সর্গ শেষ দেখ) এবং দীর্ঘকালব্যাপিনী উষার সহিতও তাঁহারা অপরিচিত ছিলেন না। কেন? তাঁহারা ভারতহইতে উত্তরকুরুতে সদাসর্ব্বদাই যাতায়াত করিতেন। তাঁহারাই হয় তথায় বসিয়া, না হয় তথা হইতে ভারতে আসিয়া উহা বৈদিক-মন্ত্রে বিবৃত করিয়াছেন। অগ্নিদেব উহার সমাহারেই ঋগ্বেদের দেহপুষ্টি করেন। যদি তিলক জানিতেন যে বেদ মানুষের প্রণীত, ঋগ্বেদ ও অথর্ব্ববেদ একমাত্র ভারতীয় সম্পৎ, তাহা হইলে তিনি এই সকল বিষয়ের উপর এত নির্ভর করিতেন না। পক্ষান্তরে সাম ও যজুর্ব্বেদে এই সকল বিষয়ের কোনও প্রসঙ্গই নাই। অথচ সামবেদই সেই দেবলোকের বস্তু ও জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীনতম মহাপুরাণ। এখানে সামাজিকগণ আরও একটি কথা ভাবিয়া দেখিবেন যে ঋগ্বেদে অল্পক্ষণস্থায়িনী উষার কথাও বহু মন্ত্রে রহিয়াছে—

এতা ত্যা উষসঃ প্রতিযন্তি মাতরঃ। ১—৯২ সূ—১ম

তত্র সায়ণভাষ্যং—ত্যা এতা উষসঃ প্রতিযন্তি প্রতিদিনং গচ্ছন্তি। দত্তজ—মাতৃগণ (উষা) প্রতিদিবস গমন করেন।

পুনঃ পুনর্জায়মানা। ১০ – ঐ

তত্র সায়ণভাষ্যং—পুনঃ পুনর্জায়মানা প্রতিদিবসং সূর্য্যোদয়াৎ পূর্ব্বং প্রাদুর্ভবন্তী। দত্তজ—উষাদেবী দিনে দিনে সমস্ত প্রাণীর জীবন হ্রাস করেন।

বি যা সৃজতি সমনং ব্যর্থিনঃ
পদং ন বেতি ওদতী॥ ৬—৪৮ সূ—১ম

তত্র সায়ণঃ—যা দেবতা সমনং সমীচীনচেষ্টাবন্তং পুরুষং বিসৃজতি প্রেরয়তি। কিঞ্চ উষা অর্থিনঃ যাচকান্ বিসৃজতি ওদতী উষা দেবতা পদং স্থানং ন বেতি কাময়তে উষঃকালঃ শীঘ্রং গচ্ছতি। দত্তজ। হে উষে তুমি অধিকক্ষণ অবস্থান কর না।

আমরা এইরূপ আরও শত শত মন্ত্রদ্বারা অল্পকালস্থায়িনী উষার নিকাশ দিতে পারি। এখন কি আমরা বলিব যে দেশে উষা অল্পক্ষণ থাকে, সেই জনপদই মানবের আদি জন্মভূমি? ফলতঃ তিলকের এই উক্তি সর্ব্বথাই অযৌক্তিক বলিয়া আমরা ইহার অনুশীলনে ক্ষান্ত থাকিলাম। অতঃপর আমরা তিলকের হিমপ্রলয়ের কথা বলিব। তিনি বলিতেছেন যে—

Dr. Warren in his interesting and highly suggestive work the Faradise found the cradle of the Human Race at the North Pole has attempted to interpret ancient myths and legends in the light of modern scientific discoveries and has come to the conclusion that the original home of the whole human race must be sought for in regions near the North Pole. My object is not so comprehensive. I intend to confine myself only to the Vedic literature and show that if we read some of the passages in the Vedas, which have hitherto been cosidered incomprehensive, in the light of the new scientific discoveries, we are forced to the conclusion that the home of the ancestors of the Vedic people was somewhere near the North Pole before the last Glacial epoch.

Page—6—7.

তিলক এখানে পকারান্তরে মহামতি ওয়ারেণ সাহেবকে প্রমাণ স্থলে খাড়া করিয়াছেন। কিন্তু আমরা কোনও ঋষি বা সাহেবের নামে দশায় পড়িবার নহি। যদি তিলক ওয়ারেণ সাহেবের সমাহৃত প্রমাণাবলীদ্বারা North Pole এর আদিগেহত্ব সমর্থিত করিতে পারিতেন, তবে আমরা তাহা মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিতাম। বেদ বা আমাদিগের অন্যান্য গ্রন্থে হিমপ্রলয়ের কথা থাকিতে পারে, কিন্তু তাহাতেই যে সেই হিমপ্রলয়ের স্থানকে আদিগেহ ভাবিতে হইবে, এরূপ কোনও হেতু দেখা যায় না। যদি কোনও বেদমন্ত্র বা শাস্ত্রবাক্য বলিতেন যে, আমাদিগের আদিপিতৃভূমিতে ছয়মাস দিন ও ছয়মাস রাত্রি ছিল, দীর্ঘকালব্যাপিনী উষা ছিল, হিমপ্রলয় ছিল, তাহা হইলে আমরা তিলকের মতের সমর্থন ও অনুমোদন নতশিরেই করিতাম। কিন্তু সেরূপ কোনও কথা কোনও ঋষিই বলিয়া যান নাই। বিষ্ণুপুরাণে বিবৃত আছে যে—

যাবন্মাত্রে প্রদেশে তু মৈত্রেয়াবস্থিতো ধ্রুবঃ।
ক্ষয়মায়াতি তাবৎ তু ভূমেরাভূত-সম্প্লবে॥ ৯২—৮ অ—২ অংশ

তত্র শ্রীধরস্বামী—ভূতসংপ্লবরূপঃ যঃ অন্তঃপ্রলয়ঃ তৎপর্য্যন্তম্।

হে মৈত্রেয়! যে প্রদেশে মহারাজ ধ্রুব অবস্থিত ছিলেন, ভূতসম্প্লব বা প্রলয়বিশেষ উপস্থিত হইলে সেই সকল স্থান ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছিল।

ইহাই হিমপ্রলয়। পুরাণে এরূপও বর্ণিত আছে যে, এক এক লোক তুষার প্লাবনে প্লাবিত হইলে লোকসকল নিকটবর্ত্তী অন্যলোকে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিতেন। মহাভারতেও ঐরূপ বিবৃতি দেখিতে পাওয়া যায়।

যোজনানাং সহস্রাণি পঞ্চ ষণ্ মাল্যবানথ।
মহারজত সঙ্কাশা জায়ন্তে তত্র মানবাঃ॥ ২৯
ব্রহ্মলোকচ্যুতাঃ সৰ্ব্বে সর্ব্বে সর্ব্বেষু সাধবঃ।
রক্ষণার্থং তু ভূতানাং প্রবিশন্তে দিবাকরম্॥ ৩৩
আদিত্যতাপতপ্তাস্তে বিশন্তি শশিমণ্ডলম্॥ ৩২—৭অঃ, ভীষ্মপর্ব্ব।

অর্থাৎ ভদ্রাশ্ব বর্ষ বা চীনদেশস্থ মাল্যবান্ পর্ব্বত একাদশ সহস্র যোজন বিস্তৃত। তদ্দেশীয় লোক সকল রজতবৎ শুভ্রবর্ণ, তাঁহারা ব্রহ্মলোক হইতে তথায় আসিয়া বাস করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই পরম সাধু। কেহ কেহ বা মহর্ষি সূর্য্য দেবের জনপদে প্রবেশ করেন, কেহ কেহ বা তথায় থাকিতেও সমর্থ না হইয়া মহারাজ চন্দ্রের জনপদে প্রবেশ করিয়াছিলেন।

ইহা প্রকৃত কথা। হিমপ্রলয়ে লোক সকল বহুবার ব্রহ্মলোক বা উত্তর কুরু পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইতে বাধ্য হইয়াছেন। শ্লাভনিকগণও এই ব্রহ্মলোক হইতে হিম-প্রলয়বশতঃ রুশিয়ায় গমন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতেও উক্ত ব্রহ্মলোক বা উত্তর কুরুর আদিগেহত্ব নিব্যূঢ় হইতে পারে না। আমরা পঞ্চনদহইতে বঙ্গদেশে আসিয়া বাস করিতেছি। এখন যদি কোনও বাঙ্গালী কোনও কারণে বিপদ্গ্রস্ত হইয়া কাশী, অবন্তী, গুজরাট বা উক্ত পঞ্চনদে আবার গমন করেন, তাহা হইলে যেমন বঙ্গদেশকে আদিম নিবাসভূমি বলিয়া গণনা করা যাইবে না, তদ্রূপ পিতৃভূমির লোকেরা কোনও কারণে ব্রহ্মলোক বা উত্তর কুরুতে যাইয়া বাস করার পর হিমপ্রলয়ে ব্রহ্মলোক ত্যাগ করিয়া ভদ্রাশ্ব বর্ষ, কেতুমালবর্ষ বা ইলাবৃত

বর্ষে পুনরাগমন করিলে ব্রহ্মলোককে প্রকৃত আদিম পিতৃভূমি বলা যাইতে পারিবে না। সুতরাং তিলক উত্তর কুরুর আদিগেহত্বসম্বন্ধে যাহা যাহা বলিয়াছেন, তৎসমুদায়ই অযৌক্তিক ও অমূলক। কোনও বেদের কোনও মন্ত্র বলে নাই যে উত্তর কুরু মানবের আদি জন্মভূমি বা পিতৃলোক।

অতঃপর আমরা মহামতি William F. Warren সাহেবের মতের খণ্ডনে প্রয়াস পাইব। তাঁহার গ্রন্থের নাম—

Paradise Found

এবং তিনি বলিতেছেন যে,—"The Cradle of the Human race at the North Pole." অর্থাৎ উত্তর কেন্দ্রই মানবের আদি জন্মভূমি। তিনি পৃথিবীর নানাজাতির মত উদ্ধৃত করিয়া পরে আপন মতের সমর্থন জন্য বহু বাজে কথা বলিয়াছেন, আমরা বাহুল্য বোধে সে সকল কথার অবতারণা করিলাম না, ঐ সকল কথার কোনও মূল্য আছে বলিয়াও মনে হইল না। ফলতঃ যে দেশের লোকদিগের কোনও প্রকার প্রাচীনতম ইতিহাস বা ধর্ম্মগ্রন্থ নাই, অর্বাচীন গ্রীস, রোম, মিশর, পেলেষ্টাইন ও বেবেলিয়ন যাঁহাদিগের একমাত্র পুঁজি, আমরা কি প্রকারে তাঁহাদিগের একমাত্র প্রমাণশূন্য অনুমানে নির্ভর করিব? যখন প্রাচীনতম যুগের ইতিহাস ভিন্ন অন্য কোনও উপায়েই মানবের আদি জন্মভূমির অস্তিত্ব, স্বরূপ ও অবস্থান বিন্দু নির্ণীত হইবার নহে, তখন আমরা প্রাচীন যুগের প্রকৃত ইতিহাস বেদের মরুভূমি পাশ্চাত্য জনপদবাসীদিগের মুখের কথায় কেমন করিয়া সায় দিব? ফলতঃ যাঁহাদিগের কোন গ্রন্থেই "পিতা" "পিতৃলোক" বা "পিতৃভূমি" শব্দের কোনও সমাবেশই দেখিতে পাওয়া যায় না, তাঁহারাই বা কেমন করিয়া কেবল অনুমান বলে আদি জন্মভূমির তত্ত্বনির্ণয়নে সমর্থ হইবেন? ফলতঃ তাঁহারা যাহাকে Prehistoric সময় বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, তাহা বৈদিক-যুগের পূর্ব্বের যুগ, বৈদিক যুগ নহে। আমাদের বৈদিক যুগই প্রকৃত ইতিহাসের লীলাভূমি। যাঁহারা সেই বেদ ছাড়িয়াছেন, বা পড়িয়াও উহার প্রকৃত তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হয়েন নাই, তাঁহাদিগের কোনও কথারই কোনও প্রকৃত মূল্য নাই। মহামতি তিলকও বেদ ছাড়িয়া ওয়ারেন প্রভৃতি সাহেবদিগের মতে মত দিয়া লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়াছেন।

উত্তর কেন্দ্রে কোনও দিন মানুষ ছিল বা জন্মিয়াছিল বলিয়া জানা যায় না। কোনও দেশের কোনও শাস্ত্রেও উত্তর কেন্দ্রকে আদি নিকেতন বলিয়া নির্দ্দেশ করে না। জগতের অতি প্রাচীনতম মহাকাব্য রামায়ণও উত্তর কুরুর অস্তিত্বপরিখ্যাপন ও তথায় ব্রহ্মাদি দেবগণ বাস করিতেন বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেও (৪৩ সর্গ—কিষ্কিন্ধাকাণ্ড শেষ) উহাতে ইহাই বরং রহিয়াছে যে—

ন কথঞ্চন গন্তব্যং কুরূণামুত্তরেণ বঃ।
অভাস্করম মর্য্যাদং ন জানীম স্ততঃ পরম্॥

অর্থাৎ হে বানর-চমূগণ! তোমরা কখনই উত্তর কুরুর উত্তরে (সুতরাং উত্তর কেন্দ্রে) গমনচেষ্টা করিও না। কেননা তথায় সূর্য্য উদিত হয় না এবং উহার সীমাও কেহ জানে না।

কেন উহার সীমা অজ্ঞাত? যেহেতু সেই পুরাতন যুগেও কেহ উত্তর কেন্দ্রে যাইতে সমর্থ হয় নাই, অদ্যাপি সমর্থ হইতে পারে নাই। পারিলে পৃথিবীর কোনও না কোনও দেশের গ্রন্থে উহার কিছু না কিছু বিবৃতি থাকিতই; রামায়ণও উহার স্বরূপনির্দ্দেশবিষয়ে অনভিজ্ঞতাপ্রদর্শন করিতেন না। তবে ইহা পরিজ্ঞাত সত্য যে উত্তর কুরুতে ব্রহ্মাদি দেবগণ বাস করিতেন, উহা একদিন জগতের আদর্শ পুণ্যক্ষেত্র বলিয়াও স্বীকৃত ছিল। আমরাও ভারতহইতে তথায় যাইয়া দেবনাগরী অক্ষর লিখিতে পড়িতে শিখিতাম, যাগ-যজ্ঞের অনুষ্ঠানপ্রণালী অবগত হইতাম ও ব্রহ্মার নিকট বেদাধ্যয়ন করিতাম। কিন্তু তাহাতেও উক্ত উত্তর কুরুর আদিগেহত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। ব্রহ্মাদি দ্বাদশ আদিত্যের জন্মভূমি আদি ব্যোম মঙ্গলিয়া বা ইলাবৃত বর্ষ, ব্রহ্মা, রুদ্র ও সাধ্যগণ সেই আদি ব্যোমহইতেই উত্তর কুরুতে যাইয়া গৃহপ্রতিষ্ঠা করেন। কালক্রমে তথায় মহাহিম-প্রলয় উপস্থিত হইলে ব্রহ্মাদির অনন্তরবংশীয়য়েরা কেহ কেহ সেই উত্তর কুরু বা ব্রহ্মলোক পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে যাইতে বাধ্য হয়েন। তাই মহাভারত ও পুরাণ বলিয়াছেন—

ব্রহ্মলোকাৎ চ্যুতাঃ সর্ব্বে

কিন্তু এতাবতা এরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া লইতে হইবে না যে এই ব্রহ্মলোকই আদি গৃহ। কেননা ব্রহ্মাদি দেবগণ যে আদিগেহ ইলাবৃত বর্ষ ছাড়িয়া

উত্তর কুরুতে যাইয়া উপনিবিষ্ট হইয়াছেন, ইলাবৃতবর্ষই যে তাঁহার ও তাঁহার সহোদর ভ্রাতা বিষ্ণু ও ইন্দ্রপ্রভৃতির জন্মভূমি, তাহা আমরা ইহার পূর্ব্বেও বলিয়াছি ও পরেও প্রসঙ্গতঃ বলিব। যাহা হউক মহামতি ওয়ারেন চীন দিগের গ্রন্থ হইতে এই মতের অধ্যাহার করিয়াছেন—

"Among the Chinese we find a similar celestial mount, the mythical Kewen-lun. It is often called simply 'The Pearl Mountain,". On its top is Paradise, with a living fountain, from which flow in opposite directions the four great rivers of the world. Around it revolves the visible heavens; and the stars nearest to the Pole, are supposed to be the abodes of the inferior gods jand enii To this day, the Tanists speak of the first person of their trinity as residing in "the metropolis of Pearl Mountain," and addressing him turn their face to the northern sky. P. 128

আমরা চৈনিকগণের এই মত অবগত হইয়া কিছুই বিস্মিত হইলাম না। ইহা আমাদিগেরই শাস্ত্রের লেজামুড়া বাদ দেওয়া মূল কঙ্কালবিশেষ। চৈনিকেরা ভূতপূর্ব্ব ভারতসন্তান ও ভারতের ব্রাত্য-ক্ষত্রিয়। নেপাল তাঁহাদিগের আদি চীনদেশ ও পৈতৃক সাম্রাজ্য, সুতরাং তাঁহারা নূতন মত কোথায় পাইবেন? তবে বাইবেলের দেশ পেলেষ্টাইন (পল্লীস্থান) ও বালী (বরাহ) দ্বীপের লোকেরা ভূতপূর্ব্ব ভারতসন্তান হইয়াও যেমন ভারতীয় শাস্ত্রের অনেক কথা ভুলিয়া বাইবেল ও কবিভাষার গ্রন্থে অনেক বিকৃত বা অতিরঞ্জিত বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন, তদ্রূপ ভূতপূর্ব্ব ভারত-সন্তান চীনগণও কিছু কিছু পরিবর্ত্তন ও পরিমার্জ্জনের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন মাত্র, কিন্তু বস্তু ঠিক একই আছে।

উঁহাদের মুক্তার পর্ব্বত আমাদের কনকরত্নময় মেরু পর্ব্বত এক ভিন্ন দুই নহে। উঁহারাও আমাদের আদিস্বর্গবিহারিণী মন্দাকিনী, চক্ষুঃ, ভদ্রা ও সীতানদীকে লক্ষ্য করিয়া চারি নদীর কথা বলিয়াছেন।* যথা—

* মহাকবি হোমরও এই হিন্দুর চারি নদীর কথা অনবগত ছিলেন না—

Finally identifying the place beyond all question, we have the Eden "fountain", whose waters part into four streams. flowing each in opposite directions. Illiod ..P 230

বিষ্ণুপদী বিষ্ণুপদাৎ নির্গতা চতুর্দ্ধা স্যাৎ ॥ ৩৬

সীতাখ্যা ভদ্রাশ্বং সা অলকনন্দাশ্চ ভারতবর্ষম্।

চক্ষুশ্চ কেতুমালং ভদ্রাখ্যা উত্তরকুরূন্ যাতা ॥ ৩৭— ভুবনকোষ।

এবং উঁহারাও আমাদের পাদগম্য স্বর্গের ন্যায় আপনাদের স্বর্গকে পাদগম্য দৃশ্য ও নরদেবগণের আবাসস্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে বিস্মৃত হয়েন নাই। এবং উঁহাদের দেবত্রিতয় ও আমাদের ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবও এক ভিন্ন দুই নহে। এবং মেরুপর্ব্বত ও মুক্তাপর্ব্বতের নিবাসিগণও তুল্যভাবে সেই অপরমেশ্বর (inferior gods) নরদেবগণ। এবং আমরা যেমন নক্ষত্রো-পাধিক দেবগণকে (যেমন শনি, বুধ, বৃহস্পতি) স্বর্গবাসী বলিয়া জানি, চীনেরাও তাহাই জানিতেন ও জানেন। এবং আমরা যেমন আমাদের আদি নিবাস পিতৃভূমি আকাশকে (মঙ্গলিয়াকে)

"পিতৃণাং স্থানমাকাশং

দক্ষিণা দিক্ তথৈবচ।" পরাশর।

ভ্রান্তিক্রমে শূন্যে চড়াইয়া দিয়াছি, উঁহারাও তাহাই করিয়াছেন। আমরা যেমন আমাদের দেবভূমিকে আমাদের উত্তরস্থ বলিয়া জানি, তদ্রূপ চীনেরাও অবগত রহিয়াছেন। কিন্তু ওয়ারেন সাহেব যে চীনগণের দৃশ্য heavens অথবা স্বর্গকে—

nearest to the Pole

উত্তর কেন্দ্রের নিকটতম বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা আমরা প্রকৃত বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। এখানে চীনদিগের কথাগুলি চৈনিক ভাষায় বর্ণিত আছে, তাহা অবিকল তুলিয়া দেওয়া উচিত ছিল। সাহেবেরা হিন্দুর বেদাদি ও পারশীকদিগের জেন্দাভেস্তার যে অনুবাদ করিয়াছেন, তদ্দৃষ্টে আমরা তাঁহাদের চৈনিক ভাষার অনুবাদকে প্রকৃত বলিয়া স্বীকার করিতে সাহসী হইতে পারি না। ফলতঃ জেন্দার মৌরুকে হিন্দুর মেরুপর্ব্বতের সহিত অভিন্ন জ্ঞান না করিয়া উহাকে মার্ত্ত ঠাহরিয়া এবং জেন্দার

Aryanom Vaiejo

কে সাহেবেরা অভৌগোলিক স্থান বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া আমাদিগকে নিরাশ করিয়াছেন।

যাহা হউক ওয়ারেন চৈনিকদিগের মত উদ্ধৃত করিয়া বরং আমাদিগের মতেরই সমর্থন করিয়াছেন, পরন্তু উত্তর কেন্দ্রের আদিগেহত্বের মতের নহে। চীনদের আদি নিকেতনেরও একটী নদী উত্তরবাহিনী। যদি উত্তর কেন্দ্র আদি গেহ হয়, তাহা হইলে তাহার আবার উত্তর কোথায়? ও তাহার উত্তরে নদীই বা যাইবে কোথায় বহিয়া? মহামতি ওয়ারেন স্থানান্তরে বলিতেছেন যে—

"The question is answered the moment we say that in the Hindu conception and tradition man proceeded from Meru. His Edenland was Ilavrita. It was therefore at the Pole. P. 151.

হিন্দুদিগের শাস্ত্র ও প্রবাদসমূহ ইহাই বলে যে মনুষ্যগণ মেরুহইতে চারি দিকে গিয়াছে এবং তাহাদের ইদেন বা আদি নিকেতন ইলাবৃত। সুতরাং ইহা উত্তর কেন্দ্রে হইতেছে।

কিন্তু আমরা ওয়ারেনের সকল কথায় সায় দিতে পারিলাম না। আমরা যে আদি স্বর্গ মেরু পর্ব্বত বা আদি দেবলোক হইতে চলিয়া ভারতাদিতে আসিয়াছি, তাহা সম্পূর্ণ সত্য কথা—

"স এষ পর্ব্বতোমেরুর্দেবলোক উদাহৃতঃ"

"দেবলোকাৎ চ্যুতাঃ সর্ব্বে।" বায়ুপুরাণ।

এবং আমাদিগের আদি জন্মভূমি মেরুপর্ব্বতের সানুদেশ যে ইলাবৃতবর্ষস্থ (মঙ্গলিয়াস্থ), তাহাও অতি প্রকৃত সংবাদ

মেরুমধ্যম্ ইলাবৃতম্। বায়ু

কিন্তু সেই মেরুপর্ব্বতসনাথ ইলাবৃতবর্ষ, উত্তরকেন্দ্রবিহারী নহে, উহা মনুষ্য দেহে নাভির ন্যায় আশিয়ার ঠিক মধ্যস্থলে অবস্থিত! ওয়ারেন মেরু শব্দে উত্তর মেরু বুঝিয়া এই প্রমাদের উদ্গিরণ করিয়াছেন। ফলতঃ উত্তর কেন্দ্রে ইলাবৃতবর্ষ নামে কোনও জনপদ ছিল না, নাই ও থাকার কথাও জানা যায় না। তবে যখন "আরঃ" বা আরাল হ্রদ অপার বিবেচিত ছিল, আটলান্টিকের ন্যায় উহারও পার নাই বলিয়া বিশ্বাস করা হইত, তখন হিন্দুরা এমন কি সমগ্র বৈদিক ঋষিরা উক্ত ইলাবৃতবর্ষকেই পৃথিবীর উত্তরবেদী বা শেষ উত্তর সীমা বলিয়াই জানিতেন—

ইলা বত্রুত্তরবেদী

কিন্তু উহা উত্তর মেরু নহে, পরন্তু উত্তর মেরুহইতে প্রায় ৬ মাসের দক্ষিণে অবস্থিত। ওয়ারেন কেমন করিয়া ইলাকে উত্তর কেন্দ্রে লইয়া গেলেন? তিনি আপন মতের সমর্থনজন্য যে বিকৃত মানচিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহাতেও ইহাই প্রতিপন্ন হইয়া থাকে যে ইলাবৃতবর্ষ এশিয়ার মধ্যস্থলে, পরন্তু উত্তর কেন্দ্রে নহে।

কিন্তু হিন্দুরা কোনও দিনই সমগ্র গোলার্দ্ধে এই নয়টী বর্ষের অবস্থিতি নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন না। এই নয়টী বর্ষ বা ভূঃ. ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জনঃ, তপঃ ও সত্যম্ এই সাতটী লোক লইয়া মাত্র আশিয়া মহাদেশ পরিগণিত, পক্ষান্তরে সমগ্র আফ্রিকা ও সমগ্র ইউরোপ এবং সমগ্র আশিয়া পূর্ব্ব গোলার্দ্ধের অন্তর্গত। বায়ুপুরাণে বর্ণিত রহিয়াছে যে—

> বেদ্যর্দ্ধং দক্ষিণে ত্রীণি বর্ষাণি ত্রীণি চোত্তরে॥ ৩২
> তয়োর্ম্মধ্যে তু বিজ্ঞেয়ং মেরুমধ্য মিলাবৃতম্।
> তত্র দেবগণাঃ সর্ব্বে গন্ধর্ব্বোরগ রাক্ষসাঃ।
> শৈলরাজে প্রমোদন্তে শুভাশ্চাপ্সরসাং গণাঃ॥ ৫৫
> স তু মেরুঃ পরিবৃতো ভুবনৈর্ভূতভাবনঃ।
> চত্বারো যস্য দেশা বৈ নানাপার্শ্বেষ্বধিষ্ঠিতাঃ॥ ৫৬—৩৪ অঃ

অর্থাৎ উত্তর বেদী বা ইলাবৃত বর্ষের দক্ষিণে হরিবর্ষ, কিম্পুরুষবর্ষ ও ভারতবর্ষ এবং উত্তরে রম্যক বর্ষ, হিরণ্ময় বর্ষ ও উত্তর কুরুবর্ষ। এই ছয়টী বর্ষের মাঝখানে ইলাবৃত বর্ষ, উক্ত ইলাবৃত বর্ষের আবার ঠিক মধ্যস্থলে মেরু পর্ব্বত। এই মেরু পর্ব্বতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণ, গন্ধর্ব্ব, নাগ, রাক্ষস ও অপ্সরোগণ বাস করেন। এই মেরুপর্ব্বত উক্ত ছয়টী বর্ষ ও কেতুমাল এবং ভদ্রাশ্ব এই আটটী বর্ষদ্বারা পরিবেষ্টিত। এবং এই মেরুপর্ব্বতই

ভূত ভাবনঃ

ভূতানাং সর্ব্বপ্রাণিনাং ভাবনঃ উৎপত্তিস্থানম্।

মনুষ্য, পশু ও পক্ষি-প্রভৃতি সকল প্রাণীর আদি উৎপত্তি স্থান। উহার উত্তরে (রম্যক, হিরণ্ময় ও উত্তরকুরুবর্ষ), দক্ষিণে ভারতবর্ষ. হরিবর্ষ ও কিম্পুরুষবর্ষ, পূর্ব্বে ভদ্রাশ্ব বা চীন এবং পশ্চিমে কেতুমাল বর্ষ বা তুরুষ্ক, পারস্য,

অপোগ স্থান। ইহার মধ্যে, ইলাবৃত, হরি ও কিম্পুরুষবর্ষ লইয়া "স্বঃ" বা আদি স্বর্গ ও রম্যক, হিরণ্ময় ও উত্তরকুরুবর্ষ লইয়া "ত্রিদিব" পরিকল্পিত। এই ত্রিদিব, স্বঃ, কেতুমাল ও ভদ্রাশ্ববর্ষকে মেরুপর্ব্বতের পার্শ্বস্থ প্রদেশ-চতুষ্টয় বলা হইয়াছে।

আমরা আমাদের কথাগুলি বুঝাইবার জন্য এই গ্রন্থে পূর্ব্ব গোলার্দ্ধের একটী পূর্ণ মানচিত্র সন্নিবেশিত করিলাম, উহাতে ইউরোপ, আফ্রিকা এবং নববর্ষ বা সপ্ত দেবলোক ও সীতাপ্রভৃতি নদীচতুষ্টয়সমন্বিত এশিয়ার প্রকৃত অবস্থা প্রদর্শিত হইল।

সুতরাং পর্ব্বত মেরুকে উত্তর মেরুতে লইয়া যাওয়াতে জানা গেল মহামতি ওয়ারেন আমাদের পুরাণের মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হয়েন নাই। তিনি স্থানান্তরে বলিতেছেন যে—

"How strange that Linerment could have written the following, and still have imagined that the true primeval Eden of the Hindu was anywhere else than at the terrestrial Pole. P. 151.

ইহা বড়ই আশ্চর্য্য যে মহামতি লিনারমেণ্টের মতন পণ্ডিত ব্যক্তিও ইহা লিখিয়াছেন ও এখনও এই মতের পোষণ করিতেছেন যে হিন্দুদিগের আদি নিকেতন অন্য যে কোনও স্থানেই হউক, পরন্তু উত্তর কেন্দ্রে নহে।

আমরা কিন্তু বলিতে বাধ্য যে লিনারমেণ্টের কথাই বরং সম্পূর্ণ সত্য, তাঁহার কথায় ওয়ারেন সাহেবের বিস্মিত হইবার কোনও হেতুই নাই। কি হিন্দু বা কি অন্যান্য জাতি, কোনও মনুষ্যেরই আদি নিকেতন উত্তর কেন্দ্র নহে। এ বিষয়ে লিনারমেণ্ট সম্পূর্ণ নিরপরাধ। ওয়ারেন পুনরায় বলিতেছেন যে—

"He says, "In all the legends of India the origin of of mankind is placed on Mount Meru, the residence of the gods, a column which unites the sky to the earth. At first sight, on reading the discription of Mount Meru furnished by the Purans, it appears over-charged with so many purely mythological features that one hesitates to believe that it has any basis in reality. P. 152.

লিনারমেণ্ট ইহাও বলেন যে, "হিন্দুদিগের বংশপরম্পরাগত জ্ঞান ইহাই যে, মেরু পর্ব্বত সমগ্র মানবজাতির আদি নিকেতন। যে মেরুপর্ব্বতে দেবতারা বাস করেন ও যে পর্ব্বতশ্রেণী অভ্রঙ্কষ-শেখর"। কিন্তু পুরাণকারেরা মেরুর যে অস্বাভাবিক বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে কোনও বিবেকশীল ব্যক্তিই উহাতে আস্থা প্রদর্শন করিতে পারেন না।

হাঁ আমরাও পুরাণের অতিরঞ্জিত অংশে কোনও দিন আস্থা-প্রদর্শন করিয়া থাকি না। কিন্তু উহার প্রকৃত ঐতিহ্যে কেন বিশ্বাস করা যাইবে না? মেরু পর্ব্বত সোণা দিয়া প্রস্তুত, ইহা বচনের প্রকৃত অর্থ নহে, উহার অর্থ মেরু পর্ব্বত স্বর্ণ ও মণিমাণিক্যের আকর ভূমি। উহার দৈর্ঘ্যাদি সম্বন্ধেও আমরা অনাস্থাবান্, কিন্তু ঐ নামের একটী পর্ব্বত যে ইলাবৃত বর্ষে ছিল ও এখনও রহিয়াছে, তথায় যে ব্রহ্মা ও ইন্দ্রাদি দেবগণ বাস করিতেন তাহাতেও কি অনাস্থা প্রদর্শন করিতে হইবে? একজন মান্দ্রাজী খৃষ্টান লিখিয়াছেন—

"In the navel, or middle of Jambu-dvipa is the golden Mount Mern. The writers of Purans, who gave such wonderful account of the universe were guilded by their fancy. They framed marvellous stories, fit only, like fairy tales, for the amusement of children.

কিন্তু বাইবেলবিনোদী খৃষ্টান মহাশয় যে কেমন করিয়া বাইবেল গলাধঃকরণ করার পরও পুরাণের বর্ণনাতে এত অরুচি প্রদর্শন করিলেন ইহাই ভাবিবার কথা। পুরাণ গুলি বাইবেল হইতেও পুরাতন, সুতরাং উহাতে একপ অত্যুক্তির অবতারণা থাকিবে না কেন? মুষা সিনায় পর্ব্বতে খোদার সহিত সাক্ষাৎ করিতেন, মহাপ্রভু তাঁহার আঙ্গুল দিয়া মুষাকে পাথরে বচন খুদিয়া দিয়াছিলেন, ঈশ্বর ঝোপের আড়ালে বাঘের মতন লুকাইয়া থাকিতেন, এগুলি কি পুরাণের বর্ণনা অপেক্ষা ততোধিক অবিশ্বাস্য পদার্থ নহে? অবশ্য মেরুর দৈর্ঘ্যবিস্তার ও প্রভাবের বর্ণনা অতীব অত্যুক্তিবিলসিত কিন্তু মেরু পর্ব্বত যে একটা প্রকৃত পদার্থ, উহা যে ইন্দ্রাদি দেবগণের বাসভবন, তাহা কি ভূতপূর্ব্ব ভারতসন্তান গ্রীক প্রভৃতি জাতিও বলিয়া থাকেন না? ওয়ারেণ কি ইহা লিখিয়া যান্ নাই যে—

In Mount Meros we have only the Greek form of Meru, as long ago shown by Creuzer. The one is the navel of the Earth for the same reason that the other is. Egyptian Meroe (in some Egyptian texts mer, in Assyrian merukh or Merukha), the seat of the famous oracle of jupiter Ammon, was possibly named from the same " World Mountain" This would explain the passage in Quintus Curtius, which has so troubled commentators, wherein the object which represented the divine being is described as resembling a navel set in gems." P. 236

বহুদিন পূর্ব্বে ক্রুজার সাহেব দেখাইয়া গিয়াছেন যে গ্রীক দিগের সাহিত্যেও একটী মেরোস পর্ব্বতের সমুল্লেখ আছে, যাহা হিন্দুদিগের মেরুর সহিত অভিন্ন এবং উক্ত উভয় দেশেই একই অভিপ্রায়ে উক্ত মেরুকে পৃথিবীর নাভি বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। মৈশরগণও একটী মেরেই বা মার এবং এসেরিয়ানগণও একটী মেরুখ পর্ব্বতের নাম লইয়া থাকেন। এবং তাঁহাদিগের সকলেরই বিশ্বাস যে উক্ত পর্ব্বতহইতে দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহার দৈববাণী শুনাইয়া থাকেন। সুতরাং কার্য্যতঃ সর্ব্বত্রই মেরুপর্ব্বতের অস্তিত্ব সমভাবে স্বীকৃত হইত। কুইণটাস কারটিয়াসের গ্রন্থেও ঐ ভাবের কথা রহিয়াছে। এবং টীকাকারগণ ব্যাখ্যাবিষয়ে নানা কষ্ট কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করাতেও ইহা স্থির হইতেছে যে উক্ত মেরুপর্ব্বত দেবগণের আবাসস্থান এবং উহার নামান্তর নাভি এবং উহা নানাজাতি মাণিক্যের আকরভূমি। সুতরাং হিন্দুরা মেরু পর্ব্বত সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহার কিছুই অতিরঞ্জিত নহে। যাহাহউক ওয়ারেণ স্থানান্তরে বলিতেছেন যে—

A similar illustration of the power of a wrong prepossession is given us in the illustrious Carl Ritter, who after expressly declaring that 'the numberless Purans and their most diverse interpretations by the Pandits teach that Meru is the middle of the earth, and itself literally designates its centre and axis, thereupon in the coolest manner imaginable proceeds to identify the same sacred height with the mountains of Central Asia. P. 153.

কিন্তু আমরা ইহাতে কার্ল রিটার সাহেবের কোনও দোষই দেখিতে পাইতেছি না। প্রত্যেক পুরাণ ও রামায়ণ মহাভারত মেরু পর্ব্বতকে পৃথিবীর অথবা এশিয়ার ঠিক্ মধ্যস্থানবর্ত্তী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন, সুতরাং কার্ল রিটার পুরাণাদি পাঠ করিয়া কেন তাহা বলিবেন না? পুরাণে অবশ্যই অনেক বাজে কথা প্রবেশ করিয়াছে, কিন্তু তথাপি মেরুপর্ব্বতের অবস্থান বিষয়ে তাঁহারা যাহা বলিয়াছেন তাহা পরমার্থতই সম্পূর্ণ সত্য। ওয়ারেন কি কোনও প্রাচীনতম হিন্দুশাস্ত্রহইতে ইহা দেখাইতে পারিবেন যে মেরু পর্ব্বত এশিয়ার মধ্যস্থলে নহে, পরন্তু উত্তর মেরুতে ছিল বা এখনও রহিয়াছে? ওয়ারেণ স্থানান্তরে বলিতেছেন যে।—

Still worse is the procedure of Mr. Massey, who after locating the garden of Eden on Mount Meru, and saying explicitly, "The Pole, or Palar region is Meru." P. 154.

ম্যাসে সাহেব মেরুপর্ব্বতে ইদেন উদ্যানের বা মানবের আদি জন্মভূমির অন্বেষণ করিতে পারেন, এবং উহাই যে মানবের আদি জন্মভূমি তাহাতেও সংশয় মাত্রও নাই। কিন্তু তিনি যখন উক্ত নিরপরাধ মেরুপর্ব্বতকে উত্তর কেন্দ্রে লইয়া গিয়াছেন, তখন আমরা তাঁহার সিদ্ধান্তকেও অক্ষুণ্ণ বলিয়া মানিয়া লইতে পারি না। হিন্দুর শাস্ত্রে উত্তর কুরুর পর্ব্বতের নাম শৃঙ্গবান্ (পুরাণ ও মহাভারত) বা সোমগিরি (রামায়ণ কিষ্কিন্ধাকাণ্ড ৪৩ সর্গ), সুতরাং ম্যাসে সাহেব উত্তর কেন্দ্রে উহার দেখা কোথা হইতে পাইলেন? হয় ত তিনি অন্য কোনও সামান্য পর্ব্বতকে মেরু ঠাহরিয়া থাকিবেন। ওয়ারণ বলিতেছেন যে—

In the Hindu Purans we are told over and over that the earth is a sphere, and that Mount Meru is its Navel or Pole. P. 240.

হাঁ প্রত্যেক পুরাণই একথা বলিয়া থাকেন যে পৃথিবী বলয়াকার এবং মেরুপর্ব্বত উহার নাভিস্বরূপ। কিন্তু তাঁহারা কেহই একথা বলেন নাই যে উহা উত্তর কেন্দ্র বা উত্তর মেরুতে সংস্থিত। যে প্রকার নাভি (নাই) দেহের মাঝে থাকে, তদ্রূপ মেরুপর্ব্বতও এশিয়ার ঠিক মধ্যস্থলবর্ত্তী, ইলাবৃত বর্ষের বক্ষঃস্থলে বিরাজমান, তজ্জন্যই ঋষিরা ইহা নাভি (navel) র সহিত তুলিত

করিয়াছেন। ইহাতে উঁহার উত্তর মেরুপ্রাপ্তির কোনও কথাই আসিতে পারে না।

ওয়ারেণ অতঃপর আপনার মতের সমর্থনজন্য এশিয়াটিক রিছার্চের ৮ম খণ্ডের ২৭১ পৃষ্ঠায় লিখিত এই কথাগুলির সমাহার করিয়াছেন—

The convexity in the centre is the navel of Vishnu.

কিন্তু এই পৌরাণিক মত অতীব ভ্রান্তিপূর্ণ। অদিতিনন্দন বিষ্ণু এক জন নরদেবতা, ব্রহ্মা ও ইন্দ্রাদি তাঁহার সহোদর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। এক দিন মেরু পর্ব্বত বিষ্ণুর অধিকারে থাকিতে পারে, কিন্তু বিষ্ণুর দেহে মেরুপর্ব্বত নাভি স্বরূপ বিদ্যমান, ব্রহ্মা তাহাহইতে নির্গত পদ্মহইতে জন্মিয়াছেন, ইহা বিকৃত ব্যাখ্যা। মেরুপর্ব্বত সনাথ ইলাবৃত বর্ষের নামান্তর আকাশ, পুষ্কর (পদ্ম) ও মঙ্গ প্রভৃতি। ব্রহ্মাদি দেবগণ এই নাভিসংজ্ঞক পুষ্কর বা পদ্মাখ্য জনপদে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাই সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ব্রহ্মার বিশেষণ "অব্জযোনি।" পুরাণপ্রণেতৃগণ ইহার কোনও প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া ব্রহ্মাকে বিষ্ণুদেবের নাভি হইতে নির্গত একটা পদ্মোপরি অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন। ফলতঃ এই "নাভি" কোনও মনুষ্যের নাই নহে, উহা ইলাবৃতবর্ষ মেরুপর্ব্বতের নামান্তর মাত্র।

ওয়ারেণ তৎপর বলিতেছেন যে—

But the expression nabhi, or "Navel" of the earth is older than the Purans, though the very meaning of Puran is "ancient." P. 24.

নাভি শব্দ অতি প্রাচীনতম বৈদিক সাহিত্যহইতে অর্ব্বাচীন যুগের পুরাণাদি নানা শাস্ত্রে প্রযুক্ত হইয়া আসিতেছে। বেদে ইহা কচিৎ নাভি ও কচিৎ বা নানারূপ অর্থে ব্যবহৃত। উহার আদি অর্থ নাভি (নাই)।

কেননা মেরুপর্ব্বতসনাথ ইলাবৃতবর্ষ মনুষ্যদেহে নাভির ন্যায় এশিয়ার ঠিক মধ্যস্থলবর্ত্তী। মেরুসনাথ এই ইলাবৃত বর্ষ মানবের আদি জন্মভূমি, তাই নাভি বা নাভা শব্দের দ্বিতীয় অর্থ উৎপত্তিস্থান। ক্রমে পণ্ডিতেরা উহা উৎপত্তি অর্থেও প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন।

১। ইলায়াস্ত্বা পদে বয়ং নাভা পৃথিব্যাঃ ৪ ২৯ সূ—৩য়

তত্র সায়ণভাষ্যং - নাভা নাভৌ তস্যা নাভিস্থানে মধ্যপ্রদেশে। "এতদ্বা-ইলায়াস্পদং যদুত্তরবেদী নাভিঃ" ইতি ব্রাহ্মণঃ।

এখানে ইলার পদ বা ইলাবৃতবর্ষকে পৃথিবীর নাভা বা নাভি অর্থাৎ মধ্যস্থান বলা হইল।

১। পৃচ্ছামি যত্র ভুবনস্য নাভিঃ।

৩৪—১৬৪স—১ম।

৩। অয়ং যজ্ঞো ভুবনস্য নাভিঃ। ৩৫— ঐ

৪। ইয়ং মে নাভিঃ। ১৯—১১স—১০ম

কোন্ স্থান পৃথিবীর সমগ্র মানবজাতির নাভি বা আদি উৎপত্তি স্থান? এই যজ্ঞভূমি ইলাবৃত বর্ষই আদি নাভি বা আদি উৎপত্তি স্থান। "এই আমার উৎপত্তি স্থান" দত্তজ মহাশয়। "ভগিন্যশ্চ সনাভয়ঃ"। মনু—১৯১—৯অ

৫। অস্মাকং তেষ্ নাভয়ঃ

৯—১৯স—১ম

৬। দ্যৌর্মে পিতা জনিতা নাভিরত্র।

৩৩—১৬৪স—১ম

সেই স্থানসমূহে আমাদের উৎপত্তি ; এই স্বর্গেই আমাদের উৎপত্তি হইয়াছে, স্বর্গই আমাদের পিতৃভূমি ও জন্মভূমি।

কিন্তু এই নাভি যে বিষ্ণুর নাভি, ইহা কোনও প্রাচীনতম সংস্কৃত সাহিত্যে নাই। বহু প্রামাণ্য পুরাণেও উপরি উক্ত বৈদিক অর্থই পরিগৃহীত হইয়াছে। সুতরাং পুরাণ মাত্রই প্রত্যাবায়াহ নহে। মহামতি ওয়ারেণ অতঃপর বলিতে-ছেন যে—

Here, then, we have as a doctrine of the ancient astronomers the singular motion that in the begining of the world, the celestial pole was in the zenith, and that the revolution of the stars were round a perpendicular axis. P. 192.

এ অতি সত্য কথা, উত্তর কেন্দ্রে এখনও লোক সকল সূর্য্য ও নক্ষত্র মণ্ডলীকে কুলাল চক্রের ন্যায় ঘুরিতে দেখিয়া থাকেন। আমাদিগের বহুপুরাণ ও

সূর্য্যসিদ্ধান্তেও তাহা বিশদভাবে বিবৃত রহিয়াছে (১)। সুতরাং এতদ্দ্বারা ইহাই জানা গেল যে আমরা উত্তর কুরুর ভৌগোলিক অবস্থা অবগত ছিলাম, আমরা যে উত্তর কুরুর কথা জানিতাম, তাহাও প্রকৃত সত্য কথা, কিন্তু তাহাতেই উত্তরকেন্দ্র বা উত্তর কুরুই যে মানবের আদি জন্মভূমি বা প্রত্নৌকঃ, এরূপ মনে করা যাইতে পারে না।

তবে কোন্ স্থান প্রকৃত পিতৃভূমি? আমরা এই গ্রন্থের বহুস্থানে একথা পুনঃ পুনঃ বলিয়াছি যে ইলাবৃতবর্ষের মধ্যগত মেরুপর্ব্বতের পবিত্র সানুদেশই সমগ্র মানবজাতির আদিসূতিকাগার। মানবগণ তাহাহইতেই ভিন্ন ভিন্ন কারণে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে নানা দেশ মহাদেশে যাইয়া উপনিবিষ্ট হইয়া আজি জগতে নানা বিভিন্ন জাতির গঠন করিয়া দিয়াছেন।

আচ্ছা তাহা হইলে শাস্ত্রে উত্তরকুরু যে প্রত্নৌকঃ নহে, পরন্তু উপনিবেশ ভূমিবিশেষ, তাহার কোনও প্রমাণ দেখা যায় না কেন? কর্জন, ওয়ারেণ ও তিলকপ্রভৃতি অনুসন্ধান করিলে এবং বেদ উপনিষৎ তলাইয়া দেখিলে তাঁহারাও বেদাদি সর্ব্বশাস্ত্রে ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ দেখিতে পাইতেন, কিন্তু তাহা না দেখাতে এবং হিন্দুরা স্বর্গ ও ব্রহ্মলোকপ্রভৃতি পারলৌকিক ও অপাদগম্য এবং দেবতারা উপাস্য ও অদৃশ্য বা অনধিগম্য, আমরা উপাসক এবং আমরা ভারতেরই আদিমনিবাসী, এই সকল ভ্রান্তির আশ্রয় গ্রহণ করাতে কেহই বেদাদির প্রকৃত তাৎপর্য্য পরিগ্রহে সমর্থ হইতে পারেন নাই। অন্ধ বিশ্বাস ও উবট মহীধর শঙ্করাদি ভাষ্যকারগণের বিকৃতভাষ্য তাঁহাদিগকে অন্ধকারে রাখিয়া দিয়াছে। এই মহা আলোকের যুগেও বহু শিক্ষাদীক্ষাপ্রাপ্ত যুবক সেই বনেদী ভ্রান্তিরই সেবায় মগ্ন রহিয়াছেন। সামান্য পার্থিব ঐতিহ্যেরও একটা অত্যুৎকট আধ্যাত্মিক অর্থ ও ব্যাখ্যা আছে এই ভ্রান্তিই তাঁহাদিগকে গিলিয়া ফেলিয়াছে, কাজেই বেদাদিতে প্রকৃত তত্ত্ব থাকিলেই বা ফল কি? তৎপর বেদাদির পঠন পাঠনার বিরহেও কেহ প্রকৃত তথ্যের ও যথার্থ ঐতিহ্যের বার্ত্তাও শ্রুতিগোচর করিতে সমর্থ হইতেছেন না। কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদের একত্র বিবৃত রহিয়াছে যে—

(১)। সর্ব্বেষাং দ্বীপবর্ষাণাং মেরুরুত্তরতো যতঃ। ২০
কুলাচলপর্য্যন্তো ভ্রমত্যেষ দিবাকরঃ। ২৭—৮অঃ
২অং—বিষ্ণুপুরাণ।

প্রাচীনবংশং করোতি দেবমনুষ্যা দিশো ব্যভজন্ত
প্রাচীং দেবা দক্ষিণাং পিতরঃ প্রতীচীং মনুষ্যা।
উদীচীং রুদ্রাঃ। ১।৬ কাণ্ড, ৩৬০ পৃষ্ঠা।

তত্র কৃষ্ণযজুঃ—যৎ প্রাচীনবংশং করোতি দেবলোকমেব তৎ যজমানঃ উপাবর্ত্ততে পরিশ্রয়তি। অন্তর্হিতো হি দেবলোকো মনুষ্যলোকাৎ ন অস্মাৎ লোকাৎ স্বেতব্যা মিব ইত্যাহুঃ। কো হি তৎ বেদ যৎ অমুস্মিন্ লোকে অস্তি বা ন বা ইতি দিক্ষু অতীকাশান্ করোতি। ১।

তত্র সায়নভাষ্যম্—তত্র প্রথমানুবাকে ক্ষৌরাদিভিঃ সংস্কৃতস্য যজমানস্য প্রাচীনবংশাখ্যশালা প্রবেশঃ অভিধীয়তে—"আপ উন্দন্তু" ইত্যাদয়ঃ ক্ষৌরমন্ত্রাঃ। ক্ষৌরাৎ প্রাগেব শালা নির্ম্মাতব্যা। ততো বৌধায়নঃ দীক্ষাসাধনদ্রব্যসম্পাদনপূর্ব্বকং শালা নির্ম্মাণ মাহ। "অগ্নিষ্টোমেন যক্ষ্যমাণো ভবতি স উপকল্পয়তে কৃষ্ণাজিনঞ্চ কৃষ্ণবিষাণঞ্চ বাসশ্চ মেখলাঞ্চ" ইতি চ। আপস্তম্বোঽপি "সোমেন যক্ষ্যমাণো ব্রাহ্মণার্ষেয়ান্ ঋত্বিজো বৃণীতে।" ইত্যুপক্রম্য বরণং দেবজনাধ্যবসানং দীক্ষণীয়েষ্টিং চ অভিধায় ইদমাহ—"প্রাচীনবংশং করোতি পুরস্তাৎ উন্নতং পশ্চাৎ নিনতং সর্ব্বতঃ পরিশ্রিত মিতি। এতদেব অভিপ্রেত্য বপনবিধেঃ পূর্ব্বং শালাং বিধত্তে প্রাচীনবংশং করোতি দেবমনুষ্যাঃ * * উদীচীং রুদ্রাঃ।

প্রাগায়াতো পৃষ্ঠবংশো যস্য গৃহবিশেষস্য স প্রাচীনবংশঃ। কেচিত্তু যস্য দেবযজনস্য ইতি বিগৃহ্য কৃৎস্নদেব যজনবিধিম্ এত মাহুঃ। দেবযজনৈক দেশরূপ গৃহসংবদ্ধো বংশো দেবযজন সম্বন্ধো ভবতি বংশস্য প্রাগগ্রত্বেন তৎগৃহং যজমানো দেবলোকম্ করোতি গৃহস্য কুড্যস্থানীয় মাবরণং বিধত্তে পরিশ্রয়তি। অন্তর্হিতো হি দেবোলোকাৎ স্বর্গস্য মনুষ্যৈঃ অদৃশ্যত্বাৎ অত্রাপি তদর্থং পরিশ্রয়ণম্।

অথ ভট্টভাস্করভাষ্যম্—অথ প্রাচীনবংশত্বং বিশিষ্টফলহেতুত্বেন স্তোতু মাহ দেবাশ্চ মনুষ্যাশ্চ দিশঃ প্রাগাদিকা ব্যভজন্ত বিভজ্য পরিগৃহীতবন্তঃ বিবিধঃ বা অভজন্ত। কে কাম্! ইত্যাহ প্রাচীং দেবাঃ।

এই মন্ত্রটী একটী যজুঃ। তবে শুক্লযজুর মাধ্যন্দিনী শাখায় ইহা দেখা যায় না। খুব সম্ভব ইহা কোনও অনধিগত শাখার মন্ত্রবিশেষ। কৃষ্ণযজুঃ কোনও মূল বেদ নহে, ইহা কতকগুলি বেদমন্ত্রের ব্যাখ্যাগ্রন্থ মাত্র (ব্রাহ্মণো

বেদস্ত ব্যাখ্যানং)। কিন্তু আমাদিগকে বিনীতভাবে বলিতে হইতেছে যে কৃষ্ণযজুর এই ব্যাখ্যা মূলের প্রকৃত মর্ম্মবাহিনী নহে। ইহাতে যজমান বা যজমানের স্বর্গে প্রত্যাগমন প্রভৃতি কোনও বিষয়েরই প্রসঙ্গ নাই। সায়ণ ও ভট্টভাস্করও মন্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া মনে হইতেছে না। স্বর্গটা "পারলৌকিক" ও "অদৃশ্য," "আমরা ভারতের আদিম নিবাসী", এই অন্ধ বিশ্বাসই সায়ণাদিকে কুপথগামী করিয়াছে। ইহা যে একটা Migration বিবৃতি সায়ণাদি তাহাও বুঝিতে না পারিয়া কতকগুলি বাজে কথা দিয়া ভাষ্য স্থূল করিয়াছেন মাত্র। তাই আমরা ইহার এইরূপ অর্থ করিতে চাহি—

দৈত্য ও দানবগণ দেবগণকে স্বর্গভ্রষ্ট করিলে (ইহার অবলম্বনেই paradise lost লিখিত) অর্থাৎ তাঁহাদিগের হস্ত হইতে স্বর্গের অধিকার কাড়িয়া লইলে ইন্দ্রাদি দেবগণ পূর্ব্বদিকে ব্রহ্মদেশে বা বর্ম্মায়, পিতৃলোক বা আদি স্বর্গ মঙ্গলিয়াবাসী বৈবস্বতমনু প্রভৃতি দক্ষিণে এই ভারতবর্ষে, মাতা মনুর সন্তান দ্বিতীয়বরুণ প্রভৃতি পশ্চিমে অপোগস্থান ও পারস্যে এবং রুদ্রবংশীয় দেবগণ উত্তরে উত্তরকুরুতে গমন করেন। ঋগ্বেদেও রুদ্রগণের উত্তর গমনের কথা রহিয়াছে।

দিবি রুদ্রাসো অধিচক্রিরে সদঃ। ২—৮৫সূ—১ম।

রুদ্রগণ দিব্ বা দ্যুলোকে গৃহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। অমরাদি লৌকিক কোষে আদি স্বর্গ ও ব্রহ্মার উত্তরকুরু সকলি দিব্, দ্যুলোক, দ্যৌ ও স্বর্গ প্রভৃতি বলিয়া এক পর্য্যায়ে গৃহীত হইয়াছে। আমরাও সকলে স্বর্গটাকে একটা নির্দ্দিষ্ট স্থান বলিয়া জানি। কিন্তু বস্তুতঃ আদি স্বর্গ মঙ্গলিয়া ও ব্রহ্মার স্বর্গ দিব্ বা দ্যুলোক একবস্তু নহে। পরবর্ত্তী ঋষিরা আদি স্বর্গ "স্বঃ" কেও দিব্ বলিয়া সংকুচিত করিয়াছেন।

যত্র বৈবস্বতো রাজা

যত্রাবরোধনং দিবঃ। ঋগ্বেদ।

যে স্বর্গে বিবস্বানের পুত্র যম রাজা ছিলেন ও যে স্বর্গে তাঁহার একটা কারাগৃহ বিদ্যমান ছিল।

যমঃ পিতৃণাং রাজা। কৃষ্ণ যজুঃ।

যম পিতৃলোক বা আদি স্বর্গের রাজা, কিন্তু ব্রহ্মার নূতন স্বর্গ বা দিবের রাজা ছিলেন না। কিন্তু এখানে এক ঋষি ভ্রমক্রমে আদি স্বর্গকেও দিব্ বলাতে শেষে পুরাণ ও কোষকারেরা এই ভ্রান্তিকেই শিষ্টপ্রয়োগ ঠাহরিয়া "স্বঃ" ও "দিব্"কে এক পর্য্যায়ে গ্রহণ করেন।

ত্বত্তো বিরাট্ স্বরাট্ সম্রাট্

ত্বত্তশ্চাপাধিপূরুষঃ। বিষ্ণুপুরাণ

এখানেও পুরাণপ্রণেতা "স্বরাট্" শব্দে সুরজ্যেষ্ঠ ব্রহ্মাকে লক্ষ্য করিয়াছেন। (বিরাট্ ব্রহ্মাণ্ডং, স্বরাট্- ব্রহ্মা, সম্রাট্—মনুঃ, অধিপূরুষশ্চ—এষাম্ অধিষ্ঠাতা মহাপুরুষঃ" ইতি শ্রীধরস্বামী)। কিন্তু ব্রহ্মা স্বঃ বা আদি-স্বর্গের রাজা ছিলেন না, উহার রাজা ছিলেন দেবরাজ ইন্দ্র। এখানেও ব্রহ্মার উত্তরকুরুকে "স্বঃ" শব্দে সংসূচিত করাতে ভ্রান্তির কার্য্য করা হইয়াছে। কেন না বেদে আদি স্বঃ "পিতা" ও ব্রহ্মার স্বর্গ "স্বঃ" নহে, পরন্তু "দিব্" বলিয়া উক্ত হইয়াছে ও হইত।

পঞ্চপাদং পিতরং দ্বাদশাকৃতিং দিব আহুঃ।

পরে অর্দ্ধে পুরীষিণম্। প্রশ্নোপনিষৎ—১২ পৃ।

অথর্ব্ববেদ ৯ম কাণ্ড ১২—১৪সূ ও ১২—১৬৪সূ—১ম। ঋগ্বেদ

এখানে বৈদিক ঋষি আদিস্বর্গ মঙ্গলিয়াকে পিতা বা পিতৃভূমি ও ব্রহ্মার নূতন স্বর্গকে দিব্ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন। এবং বলিতেছেন ব্রহ্মার দিবের আধখানা এখনও জলে ডোবা। তাহাতেও পাঁচের সহিত বারর যে অনুপাত, আদিস্বর্গ ও ব্রহ্মার নূতনস্বর্গের সহিত সেই অনুপাত। প্রশ্নোপ নিষদে এই মন্ত্রের ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—

পিতরং সর্ব্বস্য জনয়িতৃত্বাৎ পিতৃত্বম্।

অর্থাৎ আদিস্বর্গ সকলের জন্মভূমি বলিয়া উহা পিতা বা পিতৃভূমি নামের বিষয়ীভূত। সায়ণ এখানে—

পিতরং সর্ব্বস্য প্রীণয়িতারম্

এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যাহাহউক এক সময়ে যে ব্রহ্মার স্বর্গ দিব্ বা দ্যুলোক বলিয়া পরিচিত হইত, পরন্তু আদিস্বর্গ নহে, তাহা প্রদর্শিত হইল। এবং ঐ কারণেই পূর্ব্বে মহঃ, তপঃ, সত্যলোক (সমগ্র সাইবিরিয়া)

"ত্রিদিব" এবং কিম্পুরুষবর্ষ, হরিবর্ষ ও ইলাবৃতবর্ষ (তিব্বত, তাতার, মঙ্গলিয়া) "ত্রিনাক" নামে সূচিত হইত, আর সত্যলোক উত্তম নাক ও পরমব্যোম নামের বিষয়ীভূত ছিল। কিন্তু ব্রহ্মা আপনার উত্তরকুরু বা ব্রহ্মলোককে স্বর্গ বলিয়া বিশেষিত করিলে শেষে সকলে আদি স্বর্গকে পিতা বা পিতৃলোক বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করেন। উক্তঞ্চ অথর্ব্ববেদে।

কৃণ্বে পন্থাং পিতৃষু যঃ স্বর্গঃ।

আমরা উত্তর কুরু হইতে পিতৃলোক বা পুরাণবাপের বাড়ীতে যাইবার একটী পথ (পিতৃযাণ পথ) প্রস্তুত করিব, যে পিতৃলোকের নামান্তর স্বর্গ।

সুতরাং ব্রহ্মার উত্তরকুরু বা উত্তরকেন্দ্র সন্নিহিত কোনও স্থান পিতৃলোক নহে পরন্তু দিব্। ব্রহ্মা এই পিতৃলোক বা আদিস্বর্গ হইতেই উত্তরকুরুতে গমন করিয়া আদি স্বর্গের অনুকরণে উহার নাম "পরম ব্যোম" ও "পরম স্থান" প্রভৃতি রাখেন। উত্তর কুরু পিতৃলোক বা আদি জন্মভূমি হইলে ভারত হইতে উত্তর কুরু বা ব্রহ্মলোক গমনের পন্থাকে ঋষিরা "দেবযান" পথ না বলিয়া "পিতৃযাণ" পথ বলিতেন। কিন্তু বস্তুতঃ উত্তর কুরু হইতে আদি স্বর্গ মঙ্গলিয়াতে আগমনের জন্য আর একটি স্বতন্ত্র পথ ছিল উহারই নাম "পিতৃযাণ" পথ। ব্রহ্মা যে আদি স্বর্গ হইতে উত্তর কুরুতে গমন করেন, তাহার প্রমাণ কি? তাহার প্রমাণ অসংখ্য, আমরা একে একে সেই সকল প্রমাণের অধ্যাহার ও অবতারণা করিব। ভাস্করাচার্য্যের বর্ণনাদ্বারা জানা যায় যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র, যম, শিব, কুবের, চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নিপ্রভৃতি দেবগণ মেরুপর্ব্বতবাসী ছিলেন। কেন না উহা উঁহাদের জন্মভূমি।

ধাতা মিত্রো হর্য্যমা চেন্দ্রো বরুণঃ সূর্য্য এব চ।
ভগো বিবস্বান্ পূষা চ সবিতা দশমঃ স্মৃতঃ।
একাদশ স্তথা ত্বষ্টা বিষ্ণু র্দ্বাদশ উচ্যতে॥ পুরাণ

অদিতির গর্ভে কশ্যপের ঔরসে ধাতা, মিত্র, অর্য্যমা, ইন্দ্র, বরুণ, সূর্য্য ভগ, বিবস্বান্, পূষা, সবিতা, ত্বষ্টা ও বিষ্ণু জন্মগ্রহণ করেন। এবং তজ্জন্য উঁহাদের সাধারণ নাম "আদিত্য" (অদিতেঃ অপত্যং পুমান্)।

তন্মধ্যে ধাতা বা ব্রহ্মা বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন বলিয়া, তাঁহার নাম সুরজ্যেষ্ঠ ব্রহ্মা। এই আদি স্বর্গের নামান্তর আবার "পুষ্কর" (স্বামধর্ম্মা পুষ্করাদধি নিরমন্থত

ঋগ্বেদ)। তাই এই সুরজ্যেষ্ঠ ব্রহ্মার সংজ্ঞান্তর "অব্জযোনি" (অব্জং পদ্মং পুষ্করং যোনিরুৎপত্তিস্থানং যস্য সঃ)। ইঁহারা সকলেই সহোদর ভ্রাতা ও সকলেই মেরুপর্ব্বতে বাস করিতেন। বায়ুপুরাণও বলিতেছেন যে—

তত্রাবসৎ চোর্দ্ধতলে দেবদেবশ্চতুর্ম্মুখঃ।

ব্রহ্মা বেদবিদাং শ্রেষ্ঠো বর্ষিষ্ঠস্ত্রিদিবৌকসাম্॥

চতুর্ম্মুখ উপাধিধারী ব্রহ্মা, তাঁহার সমসাময়িক বেদবিদ্গণের মধ্যে প্রধান ও স্বর্গবাসী দেবগণের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। তিনি মেরুপর্ব্বতের ঊর্দ্ধতলে বাস করিতেন।

এই মেরুপর্ব্বত যে আদি স্বর্গ ইলাবৃত বর্ষে, (মেরুমধ্যমিলাবৃতম্) তাহা আমরা দেখাইয়াছি। এইক্ষণে ঋক বা সামবেদের মন্ত্রবিশেষের দ্বারা আমরা ইন্দ্রাদি দেবগণের আদিস্বর্গে জন্মগ্রহণের কথা সপ্রমাণ করিব।

স প্রথমে ব্যোমনি দেবানাং সদনেহবৃধঃ।

সামবেদ ৪১১ পৃঃ ও ঋগ্বেদ ১—১৩সূ—৮ম।

তত্র সায়ণঃ—স ইন্দ্রঃ প্রথমে প্রথিতে বিস্তীর্ণে মুখ্যে বা ব্যোমনি বিশেষেণ রক্ষকে দেবানাং সদনে সীদন্তি অস্মিন ইতি স্থানং স্বর্গাখ্যং তত্র স্থিতঃ সন্ বৃধো যজমানানাং বর্দ্ধয়িতা ভবতি।

দত্তজানুবাদ—ইন্দ্র প্রথম ব্যোম প্রদেশে দেবসদনে (যজমানের) বর্দ্ধয়িতা।

এই ভাষ্য ও অনুবাদ ঠিক নহে। প্রথমতঃ এখানে "বৃধঃ" পাঠ না ধরিয়া "অবৃধঃ" (লুঙের সি) পাঠ ধরা উচিত ছিল। অকারণ অকর্ম্মক বৃধ ধাতুকে সকর্ম্মক করাই বা কেন? মূলে ত কর্ম্মপদ আদবেই নাই। আর বৈদিক কোষ নিঘণ্টু "ব্যোম" শব্দ অন্তরিক্ষপর্য্যায়ে গ্রহণ করিয়াছেন (বস্তুতঃ উহা নাক প্রকরণে ধরা উচিত ছিল)। সায়ণ তাহাও গ্রহণ করিলেন না, অথচ ব্যোম শব্দের প্রচলিত "শূন্য" অর্থগ্রহণেও অরুচি দেখাইলেন। ফলতঃ অন্তরিক্ষ, ব্যোম, আকাশ ও নভঃ, ইহার একটীশব্দেরও প্রকৃত অর্থ শূন্য নহে। এবং "ব্যোমনি" পদের যে "রক্ষকে" অর্থ করা হইয়াছে, উহাও অতীব দুষ্টার্থবিশেষ। পরমার্থতঃ ব্যোম অর্থ আদিস্বর্গ মঙ্গলিয়া। কোনও রাজার সময়ে উহার নাম ব্যোম, কাহারও সময়ে আকাশ ও কাহারও সময়ে পুষ্কর প্রভৃতি ছিল। তাই এই মন্ত্রের অর্থ এইরূপ হইবে।

হে ইন্দ্র স এবংভূতপ্রভাবশালী ত্বং প্রথমে ব্যোমনি আদিস্বর্গে দেবসদনে দেবগৃহে অবৃধঃ বৃদ্ধিং প্রাপ্তঃ জাতঃ সন্ প্রৌঢ়ঃ অভবঃ।

হে ইন্দ্র! সেই তুমি আদিস্বর্গে দেবগৃহে জন্মিয়া বড় হইয়াছ। তাহা হইলেই জানা গেল ব্রহ্মাদির জন্মস্থান আদিস্বর্গ মঙ্গলিয়া, পরন্তু উত্তরকুরু নহে। ব্রহ্মা যে বহুকাল এই আদি স্বর্গে মেরুপর্ব্বতের উর্দ্ধতলেও বাস করিয়াছেন তাহাও প্রদর্শিত হইয়াছে। তৎপর বেদ বলিতেছেন যে—

তিস্রো মাতৃঃ ত্রীন্ পিতৄন্ বিভ্রৎ
এক উর্দ্ধস্তস্থৌ নেমবগ্লাপয়ন্তি।
মন্ত্রয়ন্তে দিবো অমুষ্য পৃষ্ঠে
বিশ্ববিদং বাচম্ অবিশ্বমিন্বাম্॥

১০—১৬৪সূ—১ম

তত্র সায়ণভাষ্যং...একঃ প্রধানভূতঃ অসহায়ো বা পুত্রস্থানীয় আদিত্যঃ সংবৎসরাখ্যঃ কালো বা তিস্রোমাতৃঃ শস্যাদ্যুৎপাদয়িত্রীঃ ক্ষিত্যাদি লোকত্রয়ান্ ইত্যর্থঃ তথা ত্রীন্ পিতৄন্ জগতাং পালয়িতৄন্ লোকত্রয়াভিমানিনঃ অগ্নিবায়ুসূর্য্যাখ্যান্ বিভ্রৎ সন্ উর্দ্ধস্তস্থৌ উন্নতঃ অত্যন্তদীর্ঘঃ তিষ্ঠতি। ভূত ভবিষ্যদাত্মাত্মনা সূর্য্যপক্ষে সর্ব্বেভ্যঃ উন্নতঃ ঈমেনং ন অবগ্লাপয়ন্তি গ্লানিং নৈব কুর্ব্বন্তি নহি কাল আদিত্যো বা অন্যেন পরাভূয়তে। দিবঃ পৃষ্ঠে দ্যুলোকস্য উপরি অন্তরিক্ষে মন্ত্রয়ন্তে গুপ্তং পরস্পরং ভাষন্তে দেবাঃ কিং বিশ্ববিদং বিশ্ব-বেদনসমর্থং বিশ্বৈর্বেদনীয়ং বা অবিশ্বমিন্বাং অসর্ব্বব্যাপিনীং বাচং গর্জিত লক্ষণাম্ অমুষ্য আদিত্যসম্বন্ধিনীং মন্ত্রয়ন্তে ইত্যর্থঃ।

দত্তজানুবাদ—একমাত্র আদিত্য, তিন মাতা ও তিন পিতাকে ধারণ করতঃ উন্নত হইয়া রহিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার ক্লান্তি হইতেছে না। দ্যুলোকের পৃষ্ঠদেশে দেবগণ আদিত্যের সম্বন্ধে কথোপকথন করেন। সে কথা সকলের নিকট পৌঁছেনা, কিন্তু তাহাতে সকলেরই কথা আছে।

এই ভাষ্য ও অনুবাদও অপ্রকৃত। তন্মধ্যে ভাষ্য এত জঘন্য হইয়াছে যে ইহা পাঠকরিতে ক্লেশ বোধ হয়। অনুবাদ আন্দাজে করিলেও কতকটা যেন ঠিক হইয়াছে। ফলতঃ যখন মূলের কুত্রাপি আদিত্য শব্দ বা সূর্য্য নাই, তখন আদিত্যকে কেন টানিয়া আনা হইয়াছে? আর উর্দ্ধ শব্দের অর্থ মস্তকোপরি,

অনন্তর ও উত্তর। এখানে উত্তরার্থ গ্রহণকরাই উচিত ছিল। তাই আমরা ইহার এইরূপ অর্থ করিতে বাধ্য হইলাম।

একঃ সুরজ্যেষ্ঠঃ ব্রহ্মা তিস্রঃ মাতৃঃ ত্রিভূমীঃ আর্য্যাবর্ত্তদক্ষিণাপথপূর্ব্বোপদ্বীপাত্মকং সমগ্রং ভারতবর্ষং তথা ত্রীন্ পিতৄন্ ইলাবৃতবর্ষহরিবর্ষকিম্পুরুষবর্ষাত্মকং ত্রিনাকং পিতৃভূমিত্রিতয়ং বিভ্রৎ ধারয়ন্ এতেষাং রক্ষাকার্য্যং গৃহ্নন্ ঊর্দ্ধ ঊর্দ্ধে (ব্যত্যয়ো বহুলমিতি বিভক্তিব্যত্যয়ঃ) উত্তরদেশে উত্তরকুরুষু তস্থৌ স্থিতবান্ ঈম্ এনং ব্রহ্মাণং ন কেঽপি অবগ্লাপয়ন্তি ন কেঽপি অস্য ব্রহ্মণঃ গ্লানিং জনয়িতুং সমর্থীভবন্তি তদ্ভয়াৎ সর্ব্বে দৈত্যদানবমানবাঃ তুষ্ণীং তিষ্ঠন্তি। অমুষ্য ব্রহ্মণঃ দিবঃ দ্যুলোকস্য উত্তরকুরূণাং পৃষ্ঠে উপরিভাগে গত্বা সর্ব্বে দেবাঃ তেন সহ কেন প্রকারেণ অবিশ্বমিন্বাং অসর্ব্বব্যাপিনীং স্বর্গোৎপন্নতয়া কেবলং স্বর্গপ্রচলিতাং বাচং গীর্ব্বাণবাণীং সংস্কৃতভাষাং বিশ্ববিদং বিশ্ববেদনসমর্থাং সর্ব্বৈর্বোধগম্যাং করিষ্যাম ইতি মন্ত্রয়ন্তে তস্য উপদেশং গৃহ্নন্তি।

সুরজ্যেষ্ঠ ব্রহ্মা তিন মাতৃভূমি অর্থাৎ আর্য্যাবর্ত্ত, দক্ষিণাপথ ও পূর্ব্বোপদ্বীপাত্মক ভারতবর্ষ এবং ইলাবৃতবর্ষ (মঙ্গলিয়া), হরিবর্ষ (তাতার) ও কিম্পুরুষ বর্ষা (তিব্বত) ত্মক তিন পিতৃলোকের শাসনভার লইয়া উত্তরে যাইয়া উত্তরকুরুতে উপনিবিষ্ট হয়েন। তিনি অতীব প্রভাবশালী ছিলেন। এত দূরদেশে গেলেও কেহই তাঁহার কোনও বিরুদ্ধাচরণ করিতে পারিত না। তিনি পরম ব্যোম বা উত্তর কুরুতে থাকিয়া আদিস্বর্গ ও ভারতের শাসন করিতেন। উক্তঞ্চ—

পরমে ব্যোমন্ অধারয়ৎ রোদসী। ৭—৬২সূ—১ম

ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ সংবভূব,
বিশ্বস্য কর্ত্তা ভুবনস্য গোপ্তা। মুণ্ডক।

এবং অন্যান্য দেশের সকলে তাঁহার নিকট যাইয়া কিপ্রকারে স্বর্গপ্রস্তুত স্বর্গপ্রচলিত সংস্কৃতভাষা সমগ্র জগতের লোকের বোধগম্য ও চলিতভাষা হইবে, তদ্বিষয়ে মন্ত্রণা করিতেন। ঋগ্বেদের স্থানান্তরে বিবৃত রহিয়াছে যে

ইয়ং বিসৃষ্টির্যত আ বভূব,
যদি বা দধে যদি বা ন।
যো অস্য অধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্
সো অঙ্গ বেদ যদি বা ন বেদ॥ ৭—১২৯সূ—১০ম।

দত্তানুবাদ—এই নানা সৃষ্টি যে কোথা হইতে হইল, কাহা হইতে হইল, কেহ সৃষ্টি করিয়াছেন, কি করেন নাই, তাহা তিনিই জানেন, যিনি ইহার প্রভু স্বরূপ পরমধামে আছেন। অথবা তিনিও না জানিতে পারেন।

এই মন্ত্রের সায়ণভাষ্য অতীব বাহুল্যভূয়িষ্ঠ এবং ভাষ্য ও অনুবাদের সর্ব্বত্রই প্রকৃত অর্থ অপ্রকাশিত। আমাদিগের বিবেচনায় ইহার প্রকৃত অর্থ ইহাই—

কোনও ব্যক্তি জগতের সৃষ্টিবৈচিত্র্যসন্দর্শনে বিস্ময়ান্বিত হইয়া বলিতে ছিলেন—জগতের এই বিবিধ প্রকার সৃষ্টি কোথা হইতে হইল? হয় ত কেহ সৃজিয়াছেন? তাহাহইলে তিনি কোথা হইতে আসিলেন? তবে বোধ হয় কেহ সৃষ্টি করেন নাই, ইহা নিসর্গপ্রভব, প্রকৃতিই ইহাদের জনয়িত্রী। যিনি আমাদের এই সকল জনপদের অধ্যক্ষ পরমব্যোম বা উত্তর কুরুতে আছেন, হয় ত তিনিই ইহার তত্ত্ব জানেন। অথবা তিনিও যখন সৃষ্টির পরে হইয়াছেন, তিনিও হয় ত ইহার কিছুই অবগত নহেন।

আমরা পূর্ব্বে প্রথম ব্যোমের কথা বলিয়াছি, এইক্ষণে পরম ব্যোমের কথা বলিলাম। ব্রহ্মা উত্তরকুরুতে যাইয়া তাঁহার উত্তর কুরুকে আদিস্বর্গ হইতেও পরম বা উৎকৃষ্ট স্থানে পরিণত করেন। তাই উহার নাম পরমব্যোম। এই পরম স্থানে বসবাসনিবন্ধনই তাঁহার নামান্তর

পরমে তিষ্ঠতীতি পরমেষ্ঠী

সুতরাং যে প্রথম ব্যোমে বা পুষ্করাখ্যে জনপদে ব্রহ্মার জন্ম হয় (ব্রহ্মা নাভিপদ্মজ) সেই প্রথম ব্যোম বা আদিস্বর্গ অর্থাৎ ইলাবৃত বর্ষ বা মঙ্গলিয়াই আদি জন্ম ভূমি, পরন্তু ব্রহ্মার উপনিবেশ ভূমি পরম ব্যোম বা উত্তর কুরু নহে।

আচ্ছা বেদে এই ব্যোম শব্দ আর কুত্রাপি আদি স্বর্গ বুঝাইতে প্রযুক্ত হইয়াছে? অবশ্যই হইয়াছে। তবে বাহুল্যবোধে আমরা কেবল দুইটীমাত্র উদাহরণ দিলাম।

ত্বা ঘৃতসদং ব্যোমসদং ইন্দ্রায়
জুষ্টং গৃহ্নামি পৃথিবীষদং

ত্বা অন্তরিক্ষসদং নাকসদং

ইন্দ্রায় জুষ্টং গৃহ্লামি। ৬৫ পৃ। কৃষ্ণযজুঃ।

এই মন্ত্রে ঘৃতসদ, ব্যোমসদ, পৃথিবীষদ, অন্তরিক্ষসদ ও নাকসদ, এই কয়টি কথা প্রযুক্ত রহিয়াছে। বরফের নামান্তর ঘৃত। যে ব্যক্তি ঘৃত বা বরফদ্বারা নিত্য সম্পৃক্ত স্থানে বাসকরে, সে ঘৃতসদ। যে ব্যোমে বাস করে সে ব্যোম সদ, ঐরূপ অন্তরিক্ষবাসী অন্তরিক্ষসদ, পৃথিবী বা ভারতবাসী পৃথিবীষদ ও নাক বা আদিস্বর্গবাসী নাকসদ নামের বিষয়ীভূত।

সুতরাং বুঝাগেল এই অন্তরিক্ষ ও ব্যোম অর্থ শূন্য বা গগন নহে। ব্যোম শব্দের অর্থ আদি স্বর্গ ও অন্তরিক্ষ শব্দের অর্থ ভুবর্লোক। ঋগ্‌বেদে স্থলান্তরে বিবৃত রহিয়াছে—

ত্রিরস্মৈ সপ্ত ধেনবো দুদুহ্রে
সত্যা মাশিরং পূর্ব্বে ব্যোমনি।
চত্বারি অন্যা ভুবনানি নির্ণিজে,
চারূণি চক্রে যদৃতৈ রবর্দ্ধত॥ ১—৭০সূ—৯ম।

সোমের জন্য এক বিংশতিটি ধেনুর দুগ্ধ দোহিত হইয়া দধি প্রস্তুত হইয়া থাকে। আদি ব্যোমে অন্য চারিটী মনোহর জনপদ আছে। তাহাতেও সোম দধি মিশ্রিত হইয়া শোধিত হয়। ইহাতে যজ্ঞের সহিত সোম বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

এই মন্ত্রেও "পূর্ব্ব ব্যোম" শব্দ রহিয়াছে। ইহাও আদি ব্যোম বা আদি স্বর্গের দ্যোতক ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই আদিস্বর্গে যে চারিটি ভুবন বা জনপদ আছে, তাহা এই। যথা—

১। ইলাবৃতবর্ষ বা মঙ্গলিয়া। }
২। হরিবর্ষ বা তাতার। } ত্রিনাক বা স্বঃ।
৩। কিম্পুরুষবর্ষ বা তিব্বত। }
৪। ভদ্রাশ্ববর্ষ বা চীন। (জনলোক)।

সুতরাং ব্যোম শব্দের অর্থ না অন্তরিক্ষ (তাহা হইলে কৃষ্ণযজুর মন্ত্রে "ব্যোমসদ" ও "অন্তরিক্ষসদ", যুগপৎ এই দুইটী শব্দই থাকিত না) ও না বিশেষরূপ রক্ষক, পরন্তু আদিস্বর্গ, এবং রক্ষার উত্তরকুরু স্থানোৎকর্ষনিবন্ধন

পরমব্যোমপদবাচ্য। ব্রহ্মা যে আদিব্যোমে জন্মগ্রহণ করিয়া তথাহইতে এখানে গমন করেন, তাহা সিদ্ধান্তশিরোমণি, মহাভারত ও পুরাণবাক্যদ্বারাও সমর্থিত হইয়া থাকে। যদাহ ভাস্করাচার্য্য ঃ—

নিষধনীলসুগন্ধসুমাল্যকৈঃ
অলমিলাবৃত মাবৃত মাবভৌ॥ ৩০
ইহ হি মেরুগিরিঃ কিল মধ্যগঃ,
কনকরত্নময়স্ত্রিদশালয়ঃ।
দ্রুহিণজন্মকুপদ্মজ * কর্ণিকা
ইতি চ পুরাণবিদোঽমুমবর্ণয়ন্॥ ৩১—ভূবনকোশ।

নিষধ, নীল, গন্ধমাদন ও মাল্যবান্ পর্ব্বতদ্বারা বেষ্টিত হইয়া এই ইলাবৃত বর্ষ শোভা পাইতেছে। এই ইলাবৃতবর্ষের মধ্যস্থলে মেরুপর্ব্বত বিরাজমান, উহা স্বর্গ ও মণিমাণিক্যের আকর ভূমি এবং দেবগণের নিবাসস্থান। পুরাণবিদেরা এইরূপও বর্ণনা করিয়াছেন যে এই মেরুপর্ব্বত ব্রহ্মার জন্মভূমি এবং ইহা ইলাবৃত বর্ষরূপ নাভিপদ্মের কর্ণিকা (বীজকোষ) স্বরূপ।

বেশ বুঝা গেল ব্রহ্মা ইলাবৃতবর্ষে জন্মিয়াছিলেন, যে ইলাবৃতবর্ষ উত্তরকুরু হইতে সুদূর দক্ষিণে। তৎপর যোগী যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন যে—

তপসা সুসমৃদ্ধস্য আদিস্বর্গাৎ স্বয়ম্ভুবঃ।
ওঙ্কারপূর্ব্বা গায়ত্রী নির্জগাম ততো মুখাৎ॥ ব্রাহ্মণসর্ব্বস্বধৃত

আদি স্বর্গে অবস্থানকালে কোনও সময়ে ব্রহ্মা এরূপ তপস্যাপরায়ণ হইয়াছিলেন যে তাঁহার মুখহইতে ওঙ্কারপূর্ব্বা গায়ত্রী বিনির্গত হয়।

তাহা হইলেই স্বীকার করিতে হইবে ব্রহ্মা প্রথমে আদি স্বর্গেই ছিলেন। মহাভারতও বলিতেছেন—

এবং তস্মৈ বরং দত্ত্বা সর্ব্বলোকপিতামহঃ।
ইন্দ্রে ত্রৈলোক্যমাধায় ব্রহ্মলোকং গতঃ প্রভুঃ॥
২৪—২১২ অ—আদি পর্ব্ব।

* চন্দ্রাদিত্যাভিতপ্তং যৎ তৎ জগৎ পরিগীয়তে।
তৎ লোকপদ্মং শ্রুতিভিঃ পদ্মমিত্যভিধীয়তে॥
৮৮,৮৯—৪১অ—বায়ুপুরাণ।

সুরজ্যেষ্ঠ ব্রহ্মা এইরূপে তিলোত্তমাকে বরদান ও ইন্দ্রের হস্তে ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ। এই তিনলোকের শাসনভারসমর্পণপূর্ব্বক ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন।

তাহা হইলে তোমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে যে ইলাবৃতবর্ষ বা মঙ্গলিয়া ব্রহ্মার জন্মভূমি, তিনি তথা হইতে ব্রহ্মলোকে গমন করেন। সুতরাং ব্রহ্মলোক তাঁহার উপনিবেশ স্থান। কিন্তু এই উপনিবেশভূমি ব্রহ্মলোক ও উত্তরকুরু একই বস্তু।—বিষ্ণু পুরাণ বলিতেছেন—

ষড়্গুণেন তপোলোকাৎ সত্যলোকো বিরাজতে।
অপুনর্ম্মারকা যত্র ব্রহ্মলোকো হি স স্মৃতঃ॥ ১৫

৭ম অধ্যায় ২ অংশ।

অর্থাৎ তপোলোকহইতে সত্যলোক ছয়গুণ বড়, তথায় অকালমৃত্যু বা মারীভয় নাই। উহারই নামান্তর ব্রহ্মলোক।

ওঁ ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ,
জনঃ, তপঃ, সত্যম্।

ভূর্লোক ভারতবর্ষ, ভুবর্লোক বা অন্তরিক্ষ আফগানিস্থানাদি, তিব্বত, তাতার, মঙ্গোলিয়া, স্বর্লোক এবং বর্ত্তমান চীন জনলোক। দক্ষিণ সাইবেরিয়া মহর্লোক বা চন্দ্রলোক, মধ্য সাইবিরিয়া তপোলোক বা বিষ্ণুলোক ও উত্তরকুরুই সত্য বা ব্রহ্মলোক।

বর্ষসন্নিবেশ		সপ্তভুবনসন্নিবেশ
৯। উত্তরকুরুবর্ষ	সাইবিরিয়া	৭। সত্যলোক বা ব্রহ্মলোক (উত্তরকুরু)
৮। হিরণ্ময়বর্ষ		৬। তপোলোক (মধ্য সাইবিরিয়া)
৭। রম্যকবর্ষ		৫। মহর্লোক (দক্ষিণ সাইবিরিয়া)
৬। ইলাবৃতবর্ষ (মঙ্গলিয়া		৪। জনলোক (চীন)
৫। হরিবর্ষ (তাতার)		৩। স্বর্লোক (মঙ্গলিয়া, তাতাব, বিব্বত)
৪। কিম্পুরুষবর্ষ (তিব্বত)		২। ভুবর্লোক (কেতুমালবর্ষ)
৩। ভদ্রাশ্ববর্ষ চীন)		১। ভূর্লোক—ভারতবর্ষ।
২। কেতুমালবর্ষ (আফগানিস্থান, পারস্য, তুরস্ক)		
১। ভারতবর্ষ।		

আমরা চতুর্দ্দশভুবন প্রবন্ধে এই লোকসমূহের সবিশেষ বিবরণ লিপিবদ্ধ

করিয়াছি, তৎপাঠে সকলে ব্রহ্মলোক ও উত্তরকুরুর অভিন্নত্ব বুঝিয়া লইবেন। তথাপি আমরা রামায়ণের কিয়দংশ অধ্যাহৃত করিয়া ব্রহ্মার লোক ব্রহ্মলোকই যে উত্তর মহাসাগরের দক্ষিণবেলাবিহারী উত্তরকুরু, তাহা সপ্রমাণ করিব। সুগ্রীব বলিলেন—

তমতিক্রম্য শৈলেন্দ্রম্ উত্তরঃ পরসাং নিধিঃ।
তত্র সোমগিরির্নাম মধ্যে হেমময়ো মহান্॥ ৫৩
স তু দেশো বিসূর্য্যোঽপি তস্য ভাসা প্রকাশতে।
সূর্য্যলক্ষ্যাভিবিজ্ঞেয় স্তপতেব বিবস্বতা॥ ৫৪
ভগবান্ তত্র বিশ্বাত্মা শম্ভুরেকাদশাত্মকঃ।
ব্রহ্মা বসতি দেবেশো ব্রহ্মর্ষি পরিবারিতঃ॥
ন কথঞ্চন গন্তব্যং কুরূণামুত্তরেণ বঃ। ৫৬
অভাস্কর মমর্য্যাদং ন জানীম স্ততঃপরম্॥ ৫৮—৪৩ সর্গ

কিষ্কিন্ধাকাণ্ড।

হে বানরচমূগণ! তোমরা সেই পর্ব্বত অতিক্রম করিলেই দেখিতে পাইবে উত্তরমহাসাগর বিরাজমান। তথায় সোমগিরি নামে (মেরু নামে নহে) এক স্বর্ণময় পর্ব্বত আছে। সে দেশে সূর্য্য উদিত হয় না, তথাপি সে দেশের একটা আলোকদ্বারা (অরোরা বরিয়ালিস্) সে দেশ আলোকিত হয়, যেন সূর্য্যই আলোক দিতেছে। তথায় একাদশরুদ্রসম প্রভাববান্ ভগবান্ ব্রহ্মা ব্রহ্মর্ষিগণ পরিবেষ্টিত হইয়া বাস করেন। ইহারই নাম উত্তরকুরু। তোমরা কখনই ইহার উত্তরে যাইও না, কেন না তথায় সূর্য্যোদয় হয় না ও উহার সীমাও কেহ জানে না।

সুতরাং বুঝাগেল, এই ব্রহ্মা নর ও তিনি উত্তরমহাসাগরের তীরস্থ যে উত্তর কুরুতে বাস করেন, উহাই এক রাজার সময়ে সত্যলোক ও তাঁহার সময়ে (ব্রহ্মার লোক) ব্রহ্মলোক নামে প্রখ্যাতি লাভ করে।

মহাভারতের বর্ণনা দৃষ্টেও বোধ হয় ব্রহ্মার এই উত্তরকুরু নামক উপনিবেশ আদিস্বর্গ মঙ্গলিয়ার উত্তরে ছিল, এবং দেবতা ও ঋষিরা তথায় পদব্রজে গমন করিতেন।

অমাবাস্যাং তু সহিতা ঋষয়ঃ সংশিতব্রতাঃ।
ব্রহ্মাণং দ্রষ্টুকামাস্তে সম্প্রতস্থুর্মহর্ষয়ঃ॥ ১
সম্প্রয়াতান্ ঋষীন্ দৃষ্টা পাণ্ডুবর্চ্চন মব্রবীৎ।
ভবন্তঃ ক্ব গমিষ্যন্তি ব্রূত মে বদতাং বরাঃ॥ ৬

ঋষয়ঊচুঃ।

সমবায়ো মহানদ্য ব্রহ্মলোকে ভবিষ্যতি।
দেবানাঞ্চ ঋষীণাঞ্চ পিতৃণাঞ্চ মহাত্মনাম্॥
বয়ং তত্র গমিষ্যামো দ্রষ্টুকামাঃ প্রজাপতিম্॥ ৭

বৈশম্পায়ন উবাচ।

পাণ্ডুরুত্থায় সহসা গন্তুকামোমহর্ষিভিঃ।
স্বর্গপারং তিতীর্ষুঃ স শতশৃঙ্গাৎ উদঙ্মুখঃ॥ ৮
প্রতস্থে সহ পত্নীভ্যাং অব্রুবন্ তঞ্চ তাপসাঃ।
উপর্য্যুপরি গচ্ছন্তঃ শৈলরাজ মুদঙ্মুখাঃ॥ ৯
দৃষ্টবন্তো গিরৌ রম্যে দুর্গান্ দেশান্ বহূন্ বয়ম্॥ ১০
সন্তি নিত্যহিমা দেশা নির্বৃক্ষমৃগপক্ষিণঃ। ১২
নাতিক্রামেত পক্ষী যান্ কুতএবেতবা মৃগাঃ॥ ১৩
বায়ুরেকোহি যাত্যত্র সিদ্ধাশ্চ পরমর্ষয়ঃ। ১৪।
ন সীদেতা মহঃখার্হে মা গমো ভরতর্ষভ॥ ১৫—১২০ অঃ

আদি পর্ব্ব॥

মহারাজ পাণ্ডু কুন্তী ও মাদ্রীসহ গন্ধমাদন পর্ব্বতে (বেলুর টাগে) শৈলবিহার করিতে ছিলেন। তিনি একদিন অমাবস্যা তিথিতে ঋষিগণকে প্রস্থানপরায়ণ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন আপনারা কোথায় যাইতেছেন? ঋষিরা বলিলেন সম্প্রতি ব্রহ্মলোকে দেবতা, ঋষি ও পিতৃলোকবাসী দেবগণের একটী সমবায় (সম্মিলন Meeting) হইবে, আমরা ব্রহ্মাকে দেখিবার জন্য তথায় যাইতেছি। তখন পাণ্ডুও পত্নীদ্বয়সহ গন্ধমাদন হইতে ঋষিদিগের সহিত যাইতে লাগিলেন। তাঁহারও ইচ্ছা হইল যে তিনি স্বর্গ পার হইয়া ব্রহ্মলোকে গমন করেন। তখন ঋষিরা বলিলেন মহারাজ এ পথ অতি দুর্গম, এ পথে বারমাস শীত, পশুপক্ষীও এ পথ দিয়া যাতায়াত করিতে পারে না। একমাত্র বায়ু (বাতাস) ও সিদ্ধ ঋষিগণই

যাইতে সমর্থ। আপনার সহিত অক্লেশসহিষ্ণু রাজমহিষীদ্বয় রহিয়াছেন, আপনি গমনে ক্ষান্ত হউন। বায়ুপুরাণে বিবৃত আছে যে—

উত্তরস্য সমুদ্রস্য সমুদ্রান্তে চ দক্ষিণে।
কুরব স্তত্র তদ্বর্ষং পুণ্যং সিদ্ধনিষেবিতম্॥ ১১
দেবলোকাৎ চ্যুতা স্তত্র জায়ন্তে মানবাঃ শুভাঃ॥
শুক্লাভিজনসম্পন্নাঃ সর্ব্বে চ স্থিরযৌবনাঃ॥ ১৬
তত্র স্বর্গপরিভ্রষ্টা জায়ন্তে হি নরাঃ সদা।
ভৌমং তদপি হি স্বর্গং তত্রাপি চ গুণোত্তমম্॥ ৪২—৪৫ অঃ

উত্তর মহাসাগরের দক্ষিণ বেলাতে উত্তরকুরুবর্ষ বিরাজমান। উহা অতি পবিত্র ও সমৃদ্ধিসম্পন্ন; উহাও অন্যতম ভৌম স্বর্গ, তত্রত্য লোকসকল শুভ্রবর্ণ এবং অজর। দেবলোক বা আদি স্বর্গ হইতে তথায় যাইয়া লোকসকল উপনিবিষ্ট হইয়াছেন।

তাহা হইলে জানা গেল ব্রহ্মলোক ও উত্তরকুরু একই বস্তু এবং উহা ভৌম ও পাদগম্য এবং ব্রহ্মার উপনিবেশ ভূমি। সুতরাং ইহা প্রত্নোকঃ বা মানবের আদিজন্ম হইতে পারে না। পক্ষান্তরে

স এষ পর্ব্বতো মেরু দেবলোক উদাহৃতঃ।
দেবলোকাৎ চ্যুতাঃ সর্ব্বে। বাঃ

ইলাবৃতবর্ষস্থ মেরু বা আলটাই পর্ব্বতই আদি দেবলোক এবং তথা হইতেই ব্রহ্মাদি দেবগণ উক্ত উত্তরকুরুতে যাইয়া গৃহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। অপিচ উত্তরকুরুর উত্তরে মনুষ্যের বসবাসযোগ্য কোনও পরিচিত স্থান থাকার কথা বাল্মীকি প্রভৃতি কেহই বলেন নাই, সুতরাং উত্তরকেন্দ্র বা North Pole ও আদি নিকেতন হইতেছে না ও হইতে পারে না। অপিচ প্রশ্নোপনিষদে বিবৃত আছে যে—

সংবৎসরো বৈ প্রজাপতিঃ তস্য অয়নে
দক্ষিণঞ্চ উত্তরঞ্চ। ৯ পৃষ্ঠা।

তত্র শঙ্করভাষ্যম্ · কালঃ সংবৎসরো বৈ প্রজাপতিঃ তন্নির্ব্বর্ত্যত্বাৎ সংবৎসরস্য। চন্দ্রাদিত্যনির্ব্বর্ত্যতিথ্যহোরাত্রসমদায়ো হি সংবৎসরঃ তদনন্যত্বাৎ রয়ি প্রাণঃ তন্মিথুনাত্মক এব ইত্যুচ্যতে। তৎ কথং তস্য সংবৎসরস্য প্রজাপতেঃ অয়নে

মার্গৌ দ্বৌ দক্ষিণং চোত্তরঞ্চ। দ্বে প্রসিদ্ধে হ্যয়নে ষণ্মাস লক্ষণে যাভ্যাং দক্ষিণেন উত্তরেণ চ যাতি সবিতা।

শঙ্করের এই ভাষ্য অতীব প্রমাদসন্দুষ্ট। এই প্রজাপতি বা কোনও প্রজাপতি শব্দ জড় সূর্য্যের অববোধক নহে। এই প্রজাপতির অর্থ এখানে সুরজ্যেষ্ঠ ব্রহ্মা। আর অয়ন অর্থও এখানে সূর্য্যের উত্তরায়ণ বা দক্ষিণায়ন নহে। সংবৎসর অর্থও পূর্ণ এক বৎসর বুঝিতে হইবে না।

ফলতঃ ব্রহ্মার আদি বাসস্থানের নাম সংবৎসর, তিনি উত্তরকুরুতে যাইয়া উপনিবিষ্ট হইয়া যে আর একটী বাসস্থান নির্ম্মাণ করেন উহার নামও সংবৎসর। অয়ন অর্থ বাসস্থান (যেমন আর্য্যায়ণ)। সুতরাং মন্ত্রের ইহাই প্রকৃতার্থ যে প্রজাপতি ব্রহ্মার দুইটী বাসস্থান, একটি দক্ষিণে ও একটী উত্তরে, উহারা সংবৎসর নামে প্রথিত। উক্তঞ্চ কৃষ্ণযজুষি--

সংবৎসরঃ খলু বৈ দেবানা মায়তনম্
এতস্মাৎ দেবা অসুরান্ অজয়ন। ৯৯ পৃঃ

সংবৎসর নামে দেবতাদিগের একটী আয়তন বা বাসস্থান ছিল। অসুরগণ উহা অধিকার করিয়া লইলে দেবতারা তাঁহাদিগকে তথা হইতে বিতাড়িত করিয়া উহা পুনঃ অধিকৃত করেন।

আদিস্বর্গ লইয়া দৈত্যদানবগণ দেবতা ও মনুষ্যগণের সহিত সতত যুদ্ধ বিগ্রহ করিয়াছেন। সুতরাং এই দেবায়তন সংবৎসর ইলাবৃতবর্ষস্থ কোনও উন্নত প্রদেশ যাহা ব্রহ্মার অধিকারে ছিল। সুতরাং ইহাই তাঁহার দক্ষিণ সংবৎসর। আর যাহা উত্তর সংবৎসর নামের বিষয়ীভূত, উহা সম্ভবতঃ উত্তরকুরু বা তন্মধ্যগত কোনও প্রদেশবিশেষ। উহা সদ্যঃ প্রসৃত এবং ব্রহ্মাকর্ত্তৃক উপনিবিষ্ট। যদুক্তম্ ঋগ্‌বেদে।

সমুদ্রাৎ অর্ণবাৎ অধি সংবৎসরো অজায়ত।
অহোরাত্রাণি বিদধৎ বিশ্বস্য মিষতো বশী॥২—১৯১ সূ—১০ম।

সমুদ্রজল শুষ্ক ও স্থলে পরিণত হইলে সংবৎসর, অহঃ ও রাত্রি নামে তিনটী নূতন জনপদের উৎপত্তি হয়। বিশ্বের দৃষ্টিকর্ত্তা স্রষ্টা বশী ভগবান্ ইহাদের নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

এই নূতন সংবৎসর নামক জনপদই ব্রহ্মার ব্রহ্মলোক বা তন্মধ্যগত প্রদেশ

বিশেষ। গীতার অষ্টমাধ্যায়ের ২৪।২৫ শ্লোকে যে অহর্নামক দেবযান এবং রাত্রি নামক পিতৃযাণ পথের সমুল্লেখ আছে, উহারাই এই বেদোক্ত অহঃ ও রাত্রি নামক জনপদদ্বয়।

তাহা হইলে ইহাও স্বীকার্য্য যে ব্রহ্মা দক্ষিণস্থ প্রথম সংবৎসর জনপদ হইতে এই নবোত্থিত উত্তর সংবৎসর বা ব্রহ্মলোকে আসিয়া উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন সুতরাং ব্রহ্মলোক বা উত্তরকুরু প্রত্নোকঃ বা মানবের আদি জন্মভূমি নহে।

বলিবে শঙ্কর কি এতই ভুল করিলেন। সংবৎসর শব্দের পূর্ণ বৎসর অর্থ ছাড়া জনপদান্তর অর্থ ক্লিষ্টার্থ। না তাহা কখনই নহে। আমরা কৃষ্ণযজুর মন্ত্র তুলিয়া উহা যে জনপদবিশেষবাচী তাহা সপ্রমাণ করিয়াছি। ছান্দোগ্যের বচনদ্বারাও উক্ত অর্থ দৃঢ়ীভূত করিব।

অথ যড় চৈবাস্মিন্ শব্যং কুর্ব্বন্তি
যদি চ ন অর্চ্চিষম্ এব অভিসম্ভবন্তি।
অর্চ্চিষঃ অহঃ, অহ্নঃ আপূর্য্যমাণপক্ষম্
আপূর্য্যমাণপক্ষাৎ যান্ যড়্ উদঙ্ এতি।
মাসান্ তান্ মাসেভ্যঃ সংবৎসরং সংবৎসরাৎ
আদিত্যম্ আদিত্যাৎ চন্দ্রমসং চন্দ্রমসঃ বিদ্যুতং
তৎ পুরুষো মানবঃ। স এতান্ ব্রহ্ম গময়তি
দেবপথো ব্রহ্মপথঃ। ৬।১৯২ পৃঃ
তৎ যে ইত্থং বিদুঃ যে চ ইমে অরণ্যে শ্রদ্ধা তপঃ
ইত্যুপাসতে তে অর্চ্চিষম অভিসম্ভবন্তি অর্চ্চিষঃ অহঃ
অহ্নঃ আপূর্য্যমাণপক্ষম্ আপূর্য্যমাণপক্ষাৎ যান্ উদঙ্ এতি মাসান্ তান্
মাসেভ্যঃ সংবৎসরং সংবৎসরাৎ আদিত্যম্
আদিত্যাৎ চন্দ্রমসং চন্দ্রমসো বিদ্যুতং তৎ
পুরুষো মানবঃ স এনাং ব্রহ্ম গময়তি এষ
দেবযানঃ পন্থা ইতি। ১।৩৫২ পৃং।
অথ যে ইমে গ্রামে ইষ্টাপূর্ত্তে দত্তম্ ইত্যুপাসতে
তে ধূমম্ অভিসম্ভবন্তি ধূমাৎ রাত্রিং রাত্রেঃ
অপর পক্ষম অপর পক্ষাৎ যান ষড়্ দক্ষিণা

এতি মাসান্ তান্ ন এতে সংবৎসরম্ অভি
প্রাপ্নুবন্তি। ৩৫৮—৫৯ পৃঃ।
মাসেভ্যঃ পিতৃলোকং পিতৃলোকাৎ আকাশম্
আকাশাৎ চন্দ্রমসম্ এষ সোমো রাজা
তদ্দেবানা মন্নং তং দেবা ভক্ষয়ন্তি। ৩৬০ পৃঃ।

শঙ্কর এই সকল মন্ত্রের অতি কদর্য্য আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আমরা তাহা সঙ্গত মনে করি না। আমাদের মতে ইহা সমুদায়ই ভৌগোলিক বৃত্তান্ত ঘটিত। ইহা বুঝাইয়া দিবার লোক পাইলাম না। নিজেও বুঝিতে পারিলাম না। প্রত্নতত্ত্ববারিধির দ্বিতীয় খণ্ডে ভৌমকাণ্ডে ইহার সবিস্তার ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা পাইব, তথাপি আমরা সম্প্রতি এখানে ধৃষ্টতাপূর্ব্বক ইহাদের এইরূপ অনুবাদ করিতে বাধ্য হইলাম। ইহা ভারতবর্ষ হইতে অন্তেবাসিগণের দেবযান ও ব্রহ্মপথে (বোধ হয় ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মার নামে যে পথ প্রস্তুত হইয়াছিল) ব্রহ্ম বা বহ্মলোক উত্তরকুরুতে গমনের কথা।

অথ—অনন্তর যং যাহারা ন অর্চ্চিষম্ অভিসম্ভবন্তি অর্চ্চিষ জনপদে গমন না করে তাহারা অস্মিন্ এইস্থানে (কোন্ স্থানে তাহা পূর্ব্ব মন্ত্রপাঠে বুঝা গেল না। শবাং কুর্ব্বন্তি স্নানাদি উদক কার্য্য করেন। শঙ্কর শবাং শবকর্ম্ম মৃতে কুর্ব্বন্তি করিয়াছেন কিন্তু এখানে এই শব শব্দের অর্থ জল—("শবঃ স্যাৎ কুলপে পুমান্। ২৪ নপুংসকস্তু পানীয়ে" মেদিনী)। ও শবা অর্থ উদকক্রিয়া।

অর্চিষ জনপদ হইতে লোক সকল, অহর্জ্জনপদ ও অহর্জনপদ হইতে আপূর্য্য-মানপক্ষ জনপদ, তথা হইতে ছয়মাসে উত্তরস্থ সংবৎসর নামক জনপদ (ইহাই দক্ষিণ সংবৎসর) তথা হইতে মহর্ষি সূর্য্যের জনপদ, তথা হইতে মহারাজচন্দ্রের জনপদ (দক্ষিণ সাইবিরিয়া), তথা হইতে বিদ্যুৎ নামক জনপদ ও তথা হইতে দেবযান ও ব্রহ্মপথের সহায়তায় ব্রহ্মলোকে গমন করিতেন।৫।৬—।২।

অনন্তর যাহারা গ্রামে ইষ্ট ও পূর্ত্তকার্য্য করিতে অভিলাষী, তাঁহারা ধূম নামক পথে গমন করেন (গীতা—২৪।২৫—৮ অঃ দেখ), ধূম হইতে রাত্রি জনপদে, তথা হইতে অপর পক্ষ জনপদ তথা হইতে ছয়মাসে দক্ষিণ সংবৎসর জনপদে গমন করেন।

সুতরাং সংবৎসর অর্থ এখানে ব্রহ্মার অধিকৃত জনপদবিশেষ এবং তন্মধ্যে

যাহা দক্ষিণে অবস্থিত, তাহাই সম্ভবতঃ সম্পূর্ণ ইলাবৃতবর্ষ বা উহার প্রদেশবিশেষ এবং যাহা উত্তরে অবস্থিত, তাহাই ব্রহ্মার ব্রহ্মলোক (সত্যলোক) বা উত্তরকুরু।

তাহা হইলেই বুঝাগেল, ব্রহ্মার এই ব্রহ্মলোক বা উত্তরকুরু পাদগম্য ও ভৌম এবং ইহা আদি স্বর্গ হইতে সম্পূর্ণ নূতন বস্তু ও ইহাই ব্রহ্মার উপনিষৎ বা উপনিবেশ জনপদ। সুতরাং নূতন অধ্যুষিত এই উত্তরকুরু প্রত্নৌকঃ বা মানবের আদি জন্মভূমি হইতে পারে না। অপিচ উত্তরকুরুর উত্তরেই উত্তরকেন্দ্র, বাল্মীকি উহা অনধিগম্য ও অজ্ঞেয় স্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তথায় কোনও দিন মানবশ্রেণীর জন্ম বা অবস্থিতির বিবরণও বেদাদি কোনও শাস্ত্রে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে না। সুতরাং উত্তরকেন্দ্রও আদি নিকেতন নহে। অপিচ রুদ্রগণ আদি দেবলোক হইতে উত্তরে গমন করেন। উত্তরকুরু বা উত্তরকেন্দ্রের উত্তরে কোনও বাসযোগ্য স্থান নাই, সুতরাং উত্তরকুরু বা উত্তরকেন্দ্র রুদ্রাদির আদি বাসস্থান নহে, তাঁহারা তথা হইতে অন্যত্রও গমন করেন নাই, এতদ্দ্বারাও উত্তরকুরু ও উত্তরকেন্দ্রের আদিগেহত্ব নিরাকৃত হইয়া যায়।

যাহা হউক ব্রহ্মা আদিদেবনিকেতন মেরুসনাথ ইলাবৃতবর্ষ হইতে যে উত্তর-কুরুতে গমন করেন, তাহা ধ্রুব। এবং অন্যান্য দেবতারাও যে তাঁহার অনুগামী হইয়াছিলেন তাহা বেদাদি সর্ব্বশাস্ত্রেই বিবৃত দেখিতে পাওয়া যায়। শুক্লযজুতে বিবৃত আছে যে—

স্বর্দেবা অগন্ম অমৃতা অভূম

প্রজাপতেঃ প্রজা অভূম। ২৯—১৮ অঃ ৭৮৭ পৃঃ।

আমরা দেবতারা ব্রহ্মার নূতন স্বর্গে গমন করিব, তাহার প্রজা হইয়া অমৃতত্ব লাভ করিব। কৃষ্ণযজুতেও রহিয়াছে—

ব্রহ্মণা বৈ দেবাঃ সুবর্গং

লোকম্ আয়ন্। ৩৫৬ পৃঃ

দেবতারা ব্রহ্মার সহিত সুবর্গ বা স্বর্গলোকে গমন করিয়াছিলেন। সেই দেবতারা কে? কৃষ্ণ যজুঃ বলিতেছেন যে—

সাধ্যা বৈ দেবা অস্মিন্ লোকে আসন্।৩৯৪ পৃঃ

সাধ্য দেবগণ এই জনপদে ছিলেন। কোন্ জনপদ? দক্ষকন্যা দিতির গর্ভে দৈত্য, অদিতির গর্ভে আদিত্যগণ প্রসূত, তাঁহারা কশ্যপাত্মজ। আর দক্ষকন্যা

বিশ্বার গর্ভে বিশ্বদেব ও সাধ্যার গর্ভে সাধ্যদেবগণ প্রসূত, তাঁহারা ধর্ম্ম প্রজাপতির সন্তান। ইঁহারা সকলেই ব্রহ্মাদির ন্যায় আদিস্বর্গপ্রভব। ব্রহ্মার ন্যায় উঁহারাও আদি স্বর্গ ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মার সহিত উত্তরকুরুতে গমন করেন। তাই ঋগ্বেদে এইরূপ বিবৃতি দেখা যায়—

যজ্ঞেন যজ্ঞ মযজন্ত দেবাঃ
তানি ধর্ম্মাণি প্রথমানি আসন্।
তে হ নাকং মহিমানঃ সচন্ত,
যত্র পূর্ব্বে সাধ্যাঃ সন্তি দেবাঃ॥ ১৬—৯০ সূঃ—১০ মঃ

দেবতারা যজ্ঞানুষ্ঠানদ্বারা যজনীয় অগ্নির অর্চ্চনা করিতেন। এই জড় অগ্নির উপাসনাই তৎকালে প্রথম ধর্ম্মকার্য্য ছিল। সেই অগ্নির উপাসক দেবগণের মহিমাদ্বারা আদিস্বর্গ সমুদ্ভাসিত হইয়াছিল, সেখানে প্রথমে সাধ্যগণ দেবতা বলিয়া গণ্য ছিলেন।

ইহাদ্বারা জানা গেল সাধ্য দেবতারা আদিস্বর্গ ছাড়িয়া অন্য কোনও স্থানে গমন করিয়াছিলেন। সেই স্থানই পঞ্চম অমৃত বা উত্তরকুরু। যদাহ ছান্দোগ্যঃ—

তৎ যৎ প্রথম মমৃতং তৎ বসব
উপজীবন্তি অগ্নিনা মুখেন। ১৭১ পৃঃ

কিম্পুরুষবর্ষ (তিব্বত) হইতে উত্তরকুরু (উত্তর সাইবিরিয়া) পর্য্যন্ত সমগ্র স্বর্গলোক পাঁচটি অমৃতে বিভক্ত। এখানে লোক সকল অকালে মরিত না, তাই ইহারা অমৃত (Sanatarium) নামের বিষয়ীভূত। তিব্বত প্রথম অমৃত, তথায় ধর প্রভৃতি অষ্টবসু অগ্নির নেতৃত্বে বাস করিতেন।

অথ যৎ দ্বিতীয়মমৃতং তৎ রুদ্রা
উপজীবন্তি ইন্দ্রেণ মুখেন। ১৭৪ পৃঃ

তদুত্তরে দ্বিতীয় অমৃত, (তাতার). এখানে শিবাদি একাদশরুদ্র বাস করিতেন, ইন্দ্র তাঁহাদের নেতা ছিলেন।

অথ যৎ তৃতীয় মমৃতং তৎ আদিত্যা
উপজীবন্তি বরুণেন মুখেন। ১৭৬ পৃঃ

তদুত্তরে তৃতীয় অমৃত মঙ্গলিয়া, তথায় আদিত্যেরা বরুণের নেতৃত্বে বাস করিতেন।

অথ যৎ চতুর্থ মমৃতং তৎ মরুত
উপজীবন্তি সোমেন মুখেন। ১৭৯ পৃঃ

তদুত্তরে চতুর্থ অমৃত মহর্লোক বা দক্ষিণ সাইবিরিয়া, তথায় উনপঞ্চাশৎজন মরুৎ চন্দ্রের নেতৃত্বে বাস করেন।

অথ যৎ পঞ্চমমমৃতং তৎ সাধ্যা
উপজীবন্তি ব্রহ্মণা মুখেন। ১৮১ পৃঃ

তদুত্তরে পঞ্চম অমৃত (তপোলোক ও ব্রহ্মলোক বা মধ্য ও উত্তর সাইবিরিয়া) তথায় সাধ্যদেবগণ ব্রহ্মার নেতৃত্বে বাস করেন।

তাহা হইলেই জানা গেল যে আদি স্বর্গ হইতে সাধ্যদেবগণ ব্রহ্মার প্রজা হইবার অভিপ্রায়ে ব্রহ্মলোক বা উত্তরকুরুতে গমন করেন। বায়ুপুরাণে বিবৃত আছে যে—

স্থানত্যাগে মনশ্চাপি যুগপৎ সং প্রবর্ত্ততে।
উচুঃ সর্ব্বে তদান্যোন্যং বৈরাজাৎ শুদ্ধবুদ্ধয়ঃ॥ ৭৬
এবমেব মহাভাগাঃ প্রণবং সং প্রবিশ্য হ।
ব্রহ্মলোকে প্রবর্ত্তামঃ তন্নঃ শ্রেয়ো ভবিষ্যতি॥ ৭৭
বৈরাজেভ্যা স্তথৈবোদ্ধম্ অন্তরে ষড়্গুণে ততঃ।
ব্রহ্মলোকঃ সমাখ্যাতো যত্র ব্রহ্মা পুরোহিতঃ॥ ৮১—৩৯ অঃ

শুদ্ধবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ পরস্পর মন্ত্রণা করিলেন যে যখন ব্রহ্মা গিয়াছেন, তখন আমরাও এ বৈরাজ ভবন পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিব, তাহাতেই আমাদিগের মঙ্গল হইবে। উক্ত ব্রহ্মলোক আমাদিগের বৈরাজ ভবন অপেক্ষা উত্তরে ও উহা তদপেক্ষা পরিমাণে ছয়গুণ বড়। তথায় স্বয়ং সুর জ্যেষ্ঠ ব্রহ্মা নেতা। ঋগ্বেদেও বিবৃত রহিয়াছে যে—

তে জামা সযোনী মিথুনা সমোকসা,
নব্যং নব্যং তন্তুম আতন্বতে দিবি সমুদ্রে। ৬—১৫৯ সূ—১ম

স্বর্গ ও ভারতবর্ষ একে অন্যের জ্ঞাতি। যেন একটি মিথুন, ইহাদের পরিমাণও সমান। এই উভয় স্থান হইতে সময়ে সময়ে নূতন নূতন বংশ

যাইয়া ব্রহ্মলোক ও অপোগস্থানাদিতে (অন্তরিক্ষে) উপনিবিষ্ট হইয়াছেন। তথাহি—

যে দেবাসো দিবি একাদশস্থ পৃথিব্যামধি।
একাদশস্থ অপ্সুক্ষিতঃ মহিনা একাদশস্থ ॥ ১১—১৩৯সূ—১ম

অর্থাৎ আদিস্বর্গ হইতে এগার জন প্রধান দেবতা উত্তরকুরুতে (দিবি), এগার জন অপোগস্থানাদিতে ও এগার জন পৃথিবী বা ভারতবর্ষে আসিয়া উপনিবিষ্ট হয়েন।

সুতরাং অতঃপর আর কেহ ক্রিমবাল্টিকবেলা, মিশর, দক্ষিণ আফ্রিকা মাডাগাস্কার প্রভৃতি দ্বীপ, তুরুস্ক, পারস্য, ভারতবর্ষ, লঙ্কা [শরণদ্বীপ], বাকট্রিয়া ও হিন্দুকুশ প্রভৃতিকে মানবের আদিগেহ বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারেন কি না, তাহা ভাবিয়া দেখিবেন। অবশ্য মিঃ উইলিয়ম ওয়ারেন্ প্রভৃতি বড় বড় সাহেবেরা এ বিষয়ে অনেক কথাই বলিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা কোনও প্রমাণ দিতে পারিয়াছেন কি না, তাঁহাদিগের কেবল মনের ও আন্দাজের কথা বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য কি না, ইংরাজীসর্ব্বস্ব যুবকগণ তাহা অবশ্যই তলাইয়া দেখিবেন।

যাহা হউক অতঃপর আমরা আদি মানব বিরাটের পদধূলিসংস্পর্শে যে ভূখণ্ড পবিত্রীকৃত হইয়াছিল, উহার প্রকৃত অবস্থানবিন্দু অঙ্গুলিদ্বারা দেখাইয়া দিতে চেষ্টা করিব, এবং দেখাইব আমাদিগের বেদই এ বিষয়ের একমাত্র প্রকৃত পথ প্রদর্শক।

তবে কোন্ স্থান মানবের প্রকৃত আদি সূতিকাগার? কোন্ স্থান প্রকৃত আদি জন্মভূমি, তাহা কাহারও বলিবার সাধ্য নাই। কেন না সেই অন্ধতামস আদিমযুগের লোকেরা নিরক্ষর ও ভাষাবিহীন ছিলেন, তাঁহারা ইহা কখনও গ্রন্থে লিখিয়া রাখিতেও সমর্থ হয়েন নাই, লিখিয়া রাখার কোনও প্রয়োজন থাকার কথাও তখন তাঁহাদের আবিল মনে জাগরিত হইয়াছিল না। কিন্তু বংশপরম্পরাক্রমে আপনাদের নিজ বাড়ী, বাপ দাদার বাড়ী ও পুরাণ বাড়ীর কথা জানিয়া আসা কাহারই পক্ষে আশ্চর্য্য নহে। পশুপক্ষীরাও আপনাদের আড্ডাগুলি স্মরণ করিয়া রাখে, তাহাতে মানুষ উহা পারিবে না কেন? তাই আমাদের বেদাদি সর্ব্ব শাস্ত্রে একটি

পিতৃলোকের

কথা বিবৃত দেখিতে পাওয়া যায়। ইউরোপ, আফ্রিকা, আমেরিকা. আরব, কালডিয়া, বেবিলন. আর্ম্মেনিয়া পেলেষ্টাইন, পারস্য, ইরাণ. চীন ও জাপান প্রভৃতি বহুসংখ্যক জনপদ এ জগতে বিদ্যমান। কিন্তু ভারত ভিন্ন কোনও সভ্য জনপদের কোনও ইতিহাসেই

পিতা, পিতৃভূমি, পিতৃলোক

শব্দের সমাবেশ দেখা যায় না। অবশ্য তাঁহারা "ইদেন" উদ্যানের নাম লইয়াছেন। কিন্তু ইদেন উদ্যান ও আদমহবার (ইভ) নাম সম্পূর্ণ কল্পনা প্রসূত। আমাদিগের "আদিম মনু" হইতে "আদম" ও শতরূপা হইতে শপা ও শপা হইতে হবা এবং হবা হইতে ইভ হইয়া থাকিবে, কিন্তু উহার মূলে এতদধিক অন্য কোনও সত্যই বিনিহিত নাই। বেদ, উপনিষৎ, স্মৃতি, রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণসমূহ (অবশ্য অর্বাচীনগুলি নহে) জগতের সমগ্র সভ্য জাতির আদি পৈতৃক সম্পৎ। কিন্তু আমরা ঐ সকল সভ্য জাতিকে যখন ভারত হইতে নির্ব্বাসিত করি, তখন উঁহারা কেহই বেদ বা শাস্ত্র গ্রন্থ লইয়া যাইতে অধিকার পাইয়াছিলেন না। স্কেণ্ডেনেভিয়ার লোকেরা অদ্যাপি আপনাদের ধর্ম্মশাস্ত্রকে "বদ" (ved) বলিয়া অভিহিত করেন, কিন্তু উহা বেদ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বস্তু। রোমের বয়স ২০০০ বৎসর, গ্রীসের বয়ঃক্রম ২৭০০ বৎসর. মিশরের পুরীমঠ (Pyramid)-গুলির বয়স ৩ কি ৩৫০০ সাড়ে তিন হাজার বৎসরের বেশী নহে, কেন না তাঁহারা গ্রীক ও য়ু জাতির মধ্যবর্ত্তী যুগের লোক। বাইবেলের বয়স ৩৯০০ বৎসর, কোরাণের বয়স চান্দ্রমতেও ১৩৩০ বৎসর, সুতরাং এই সকল অর্ব্বাচীন লোকদিগের অর্ব্বাচীন গ্রন্থে কি প্রকারে মানবের আদি পিতৃভূমির কথা থাকিবে? তবে ভূতপূর্ব্ব ভারতসন্তান গ্রীক্ ও মৈশরগণ কেবল স্মরণবলে "মেরু" ও পারসিকগণ (অসুরেরা) মৌরুর নাম মনে রাখিয়াছেন। কিন্তু উহাই যে আদি নিকেতন, তাহা তাঁহারা জানেন না। উহার অবস্থানবিন্দু নির্দ্দেশ করিতেও তাঁহারা নিত্য পরাঙ্মুখ। ফলতঃ ইলাবৃতবর্ষমধ্যগত মেরু বা ইলাস্থায়ী (আলটাই) পর্ব্বতের সানুদেশই মানবের প্রকৃত আদি জন্মভূমি। এবং বৈদিক আচার্য্যগণ উহাকেই পিতা বা পিতৃলোক বলিয়া বিশেষিত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা পুনঃ পুনই বলিয়াছেন—

দ্যৌঃ পিতা পৃথিবী মাতা। ৫।৫ সূ। ৬ম
মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা।
দ্যৌঃ পিতা জনিতা। ১০—১ সূ। ৪ম
দ্যাবাপৃথিবী পিতা মাতা। ২—৪৩সূ—৫ম
উদ্ধঃ নো দ্যৌশ্চ পৃথিবী চ
পিতা মাতা। ৬—৭০ সূ—৬ম
তৎ মাতা পৃথিবী তৎ পিতা দ্যৌঃ। ৪ ৮৯ সূ। ১ম
ভরতি ওধিং পিতা। ৬—১৮ সূ—১০ম

অর্থাৎ স্বর্গই আমাদের পিতৃভূমি অর্থাৎ পূর্ব পিতামহগণের আদি নিকেতন এবং পুণ্যর পুণ্য রাজ্য পৃথিবী বা ভারতবর্ষই ঋক্ ও অথর্ব্ববেদের প্রণেতা নূতন ঋষি আমাদিগের মাতা বা মাতৃভূমি, আমরা এই ভারতেই জন্মিয়াছি, কিন্তু আমাদিগের পূর্ব পুরুষেরা এখানে জন্মগ্রহণ করেন নাই, তাঁহারা স্বর্গে জন্মিয়া এখানে আসিয়া আগন্তুক ও ঔপনিবেশিকভাবে গৃহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তাই ঋগ্‌বেদ ও অথর্ব্ববেদ সমস্বরেই বলিয়া গিয়াছেন যে—

দ্যৌর্নঃ পিতা জনিতা নাভিরত্র বন্ধুর্নঃ।
মাতা পৃথিবী মহীয়ম্ *। ৩৩—১৬৪ সূ—১ম

দ্যৌ বা স্বর্গই আমাদের পিতা বা পিতৃভূমি, জনিতা বা জনয়িতা, উক্ত স্বর্গেই আমাদের পূর্বপুরুষদিগের নাভি বা উৎপত্তি হইয়াছে, আমাদিগের বন্ধু বা জ্ঞাতি দেবগণ এখনও তথায় বর্ত্তমান আছেন। এই মহতী পৃথিবী বা ভারতবর্ষ আমাদিগের ভারতীয় ঋষিগণের মাতা বা জন্ম ভূমি।

প্রশ্ন হইতে পারে দ্যৌ বা স্বর্গ বলিলে কেবল প্রথম ব্যোম বা আদি স্বর্গ বুঝাইবে কেন? উহাদ্বারা কেন ব্রহ্মার স্বর্গও অববোধিত হউক না? না তাহা হইবে না। কেন না যখন ব্রহ্মা উত্তরকুরুতে যাইয়া উহার নামও স্বর্গ রাখেন নাই, তখন আদি স্বর্গই স্বর্গ বা দ্যৌ প্রভৃতি শব্দে সূচিত হইত। তাই মহাভারতের আদিপর্ব্বে ১২০ অধ্যায়ে ব্রহ্মার বাসস্থান উত্তরকুরুকে ব্রহ্মলোক

* এ পাঠ অথর্ব্ব বেদের, ঋগ্‌বেদ "ন" পাঠের পরিবর্ত্তে "মে" পাঠ আছে। অথর্ব্ব বেদ—২য় খণ্ড ৭২৬ পৃষ্ঠা দেখ।

বলা হইয়াছে, এবং উহাতে ইলাবৃতবর্ষকে আদিস্বর্গ বুঝাইতে স্বর্গ শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে।

স্বর্গপারং তিতীর্ষুঃ সঃ

সেই পাণ্ডু স্বর্গ পার হইয়া ব্রহ্মলোকে যাইতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। কিন্তু যখন ব্রহ্মার উত্তরকুরুকেই লোকে স্বর্গ ও দেবলোক বলিয়া ঠাহরিতে লাগিল, আদিস্বর্গের মাহাত্ম্য কমিয়া গেল, তখন সকলে উহাকে পুরাণ বাপের বাড়ী বলিয়া "পিতা" এই নামে বিশেষিত করিলেন। কিন্তু তথাপি উহার স্বর্গ নামও গেল না। "স্বর্লোক" বলিলে আদি স্বর্গ ভিন্ন কখনই ব্রহ্মলোকের অববোধ হইত না। ফলতঃ

ইলাবৃতবর্ষ হরিবর্ষ ও কিম্পুরুষবর্ষ

লইয়াই স্বর্লোক বা ত্রিনাক অথবা ত্রিপিষ্টপ গঠিত। ব্রহ্মলোক বা সত্যলোককে কেহ কখনও স্বর্লোক বলিয়া নির্দ্দেশ করেন নাই, তবে স্বর্গ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু আদি স্বর্গকে লোকে "পিতা" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু ব্রহ্মলোক বা উত্তরকুরুকে নহে। কেন না উহা মানবের আদি জন্মভূমি নহে, আদি স্বর্গই আদি জন্মভূমি বা পিতৃভূমি। তাই মহামতি শঙ্কর পিতা শব্দের এইরূপ অর্থ করিয়াছেন।

পিতরম্ সর্ব্বস্য জনয়িতৃত্বাৎ পিতৃত্বম্

১১—পৃ—প্রশ্নোপনিষৎ।

অর্থাৎ আদি স্বর্গ সকলের আদি জন্মভূমি বলিয়া উহাকে পিতা শব্দে বিশেষিত করা হইয়াছে। সায়ন এই পিতার অর্থ পালক ও প্রীণয়িতারং প্রভৃতি যাহা কিছু করিয়াছেন, তৎসমুদয়ই ভ্রষ্ট ব্যাখ্যা। আর আদি স্বর্গকে পিতা ও ব্রহ্মার স্বর্গকে দিব্ নামে সংসূচিত করাতেও ব্রহ্মার উত্তরকুরুর আদি জন্মভূমিত্ব নিরাকৃত হইয়া গিয়াছে।

পঞ্চপাদং পিতরং দ্বাদশাকৃতিং দিব আহুঃ।

পরে অর্দ্ধে পুরীষিণম্। ১২—১৬৪ সূ—১ম

অর্থাৎ যদি আদিস্বর্গ পিতাকে পঞ্চপাদ বা পাঁচপোয়া ধর, তবে ব্রহ্মার দিব্‌কে বারপোয়া ধরিতে হইবে। প্রাচীনেরা উহাদের এইরূপ অনুপাতই ধরিয়া থাকেন। দিবের বাকী অর্দ্ধাংশ জলে ডোবা, উহা জাগিলে পাঁচ ও

চব্বিশে যে অনুপাত, পিতৃভূমি আদিস্বর্গ ও ব্রহ্মার দিন্ বা উত্তরকুরুতে সেই অনুপাত হইবে।

অনেকেই বলিয়াছেন আমাদের ঋষিরা আমাদের পূর্ব্ব নিবাস বা পিতৃভূমি সম্বন্ধে কোনও কথাই বলিয়া যান নাই। কিন্তু আমরা দেখিতেছি যে হিন্দুর বেদাদি সর্ব্বশাস্ত্রেই তাহা ষোল আনাই বলা হইয়াছে। ঋগ্বেদে বিবৃত আছে—

সনা পুরাণম্ অধি এমি আরাৎ
মহঃ পিতুর্জনিতুর্যামি তন্নঃ।
দেবাসো যত্র পনিতার এবৈঃ
উরৌ পথি ব্যুতে তস্থুরন্তঃ॥ ৯—৫৪ সূ—৩ম

তত্র সায়ণভাষ্যম্ হে দ্যৌঃ মহঃ মহত্যাঃ পিতুঃ সর্ব্বস্য পালয়িত্র্যাঃ জনিতুঃ জনয়িত্র্যাঃ তব সনা সনাতনং পুরাণং পূর্ব্বক্রমাগতং নঃ অস্মাকং যদেতৎ জামিত্বং

সর্ব্বমেকস্মাৎ জাতম্
ইতি দ্যৌর্ভগিনী ভবতি।

তাদৃশং ভগিনীত্বং তৎ আরাৎ অধুনা অধ্যেমি স্মরামি দিবঃ পিতৃত্বে জনয়িতৃত্বে। মন্ত্রবর্ণাঃ

"দ্যৌর্মে পিতা জনিতা
নাভিরত্রে"তি

যত্র যস্যাম্ দিবি অন্তর্মধ্যে উরৌ বিস্তীর্ণে ব্যুতে বিবিক্তে পথি নভসি পনিতারঃ ত্বাং স্তুবন্তো দেবাসো দেবাঃ এবৈঃ গমনসাধনৈঃ স্বৈঃ স্বৈঃ বাহনৈঃ সহিতাঃ সন্তঃ তস্থুঃ তত্র স্থিতা দেবা মদীয়ং স্তোত্রং শৃণ্বন্তু ইতি ভাবঃ।

দত্তজ্ঞানুবাদ—আমি এক্ষণে মহৎ পিতার সেই সনাতন পুরাতন জ্ঞাতিত্ব চিন্তা করি, তাঁহার বিস্তীর্ণ নিজনপথে স্তুতিকারী দেবগণ স্বীয় স্বীয় বাহনের সহিত অবস্থান করেন।

আমাদের মতে ইহার ব্যাখ্যা এইরূপ—কোনও ভারতীয় ঋষির মনে আপনাদিগের ভূতপূর্ব্ব বাসস্থান স্বর্গের কথা পড়িলে তিনি বলিতে থাকেন—

যদিও আমরা এখন অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি, তথাপি আমি এই

সুদূর ভারত হইতে সেই মহান্ পিতৃভূমি জন্মভূমি স্বর্গের সনাতন পুরাতন জ্ঞাতিত্ব স্মরণ করি। যে স্বর্গে দেবতারা নিয়ত সশস্ত্র হইয়া বিস্তীর্ণ নির্জ্জন দেবযান পথে স্তুতি করিয়া থাকেন।

এই মন্ত্রের ব্যাখ্যায় সায়ণ যে "সর্ব্বম্ একস্মাৎ জাতং" কথাটি বলিয়াছেন, ইহা অতীব সত্য কথা। অর্থাৎ আমরা, অন্যান্য দেশবাসীরা সকলেই ঐ আদি স্বর্গ পিতৃভূমিতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলাম। কিন্তু সায়ণ যে "দ্যৌভগিনী ভবতি" এই কথাটি বলিয়াছেন, ইহা অতীব অমূলক। ইহাতে এইভাব অভিব্যক্ত হয় যে স্বর্গ ও ভারতবর্ষ যেন সমানভাবের দুই স্থান, দেবতারা স্বর্গে ও আমরা ভারতে জন্মিয়াছি, ভারতভূমি যেন স্বর্গের ভগিনীস্থানীয়। কিন্তু তাহা নহে, তাহা হইলে

সর্ব্বম্ একস্মাৎ জাতম্

এ কথা যে বৃথা হইয়া যায়? ঋগ্বেদ কি স্বর্গবাসী দেবতা ও আমাদিগকে স্থলান্তরে এক মাতার সন্তান বলিয়া নির্দ্দেশ করেন নাই?

অস্তি হি বঃ সজাত্যং রিশাদসো দেবাসো
অস্ত্যাপ্যম্। ১০—২৭ সূ—৮ম

হে দেবগণ! তোমরা আমাদিগকে পর বলিয়া হিংসা বা বিদ্বেষ করিও না, তোমরা আমাদের সজাতি ও বন্ধু ব্যক্তি।

অধি নঃ ইন্দ্র এষাম্ বিষ্ণো
সজাত্যানাম্ ইতা মরুতো অশ্বিনা॥ ৭- ৭২ সূ—৮ম

হে ইন্দ্র! হে বিষ্ণো! হে অশ্বিনীকুমারদ্বয়! হে মরুদ্গণ! আমরা তোমাদের সজাতি। তোমরা আমাদিগের নিকট আগমন কর।

প্রভ্রাতৃত্বং সুদানবোঽধ দ্বিতা সমান্যা।
মাতুর্গর্ভে ভরামহে॥ ৮—৭২ সূ—৮ম

আমরা ও তোমরা এখন দ্বিধা বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছি বটে, এখন তোমরা স্বর্গবাসী ও আমরা ভারতবাসী। কিন্তু তোমরা ও আমরা এক মাতা স্বর্গভূমির সন্তান। তোমাদের সহিত আমাদের নিকট ভ্রাতৃত্বই রহিয়াছে।

তবে কি স্বর্গ একদিন জগতের সাধারণ মাতৃভূমি বলিয়াও বিশেষিত হইত? অবশ্যই হইত। যখন ব্রহ্মাদি দেবগণ উত্তরকুরুতে গমন করেন ও আমরা

ভারতে আগমন করি, তখনই মাতা দ্যৌ বা আদি স্বর্গ পিতৃনামের বিষয়ীভূত হয়। যদাহ ঋগ্বেদঃ

যুক্তা মাতা আসীৎ ধুরি দক্ষিণায়াঃ ৯—১৬৪ সূ—১ম

তত্র সায়ণঃ—মাতা নির্ম্মীয়তে অস্মিন্ ভূতানি ইতি মাতা দ্যৌঃ। দক্ষিণায়াঃ অভিমতপূরণসমর্থায়াঃ পৃথিব্যাঃ ধুরি নির্বহণে যুক্তা আসীৎ।

সায়ণের এ ব্যাখ্যা অতীব শোভন হইয়াছে। অর্থাৎ আমরা ভারতে আসিয়া উপনিবিষ্ট হইলে দৈত্য, দানব, অসুর, (পার্শী) ও এ দেশের কৃষ্ণত্বগ্‌-গণ আমাদিগের প্রতি প্রভূত অত্যাচার করেন। তজ্জন্য দেবরাজ ইন্দ্রকে আমাদিগের এই দক্ষিণদেশরক্ষার ভার গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। তথাহি—

সং পশ্যামি প্রজা অহম্ ইড় প্রজসো মানবীঃ। ৩৬ পৃ কৃষ্ণযজুঃ।

পশবো বৈ উত্তরবেদিঃ। ৪১৯ পৃ পশবো বৈ ইড়া। ৪০৯ পৃঃ।

অভি ন ইলা যূথস্য মাতা ১৯—৪১ সূ—৫ম

অর্থাৎ ইলা বা ইলাবৃতবর্ষ বা মঙ্গলিয়া সমগ্র মানবজাতির মাতৃভূমি।

এখানে সায়ণ "যূথস্য গোসংঘস্য মাতা নির্ম্মাত্রী" প্রভৃতি অসঙ্গত কথা বলিয়াছেন, দত্ত সাহেবও উহারই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন [গো সমূহের মাতা ইলা] কিন্তু এই ইলা ইলাবৃতবর্ষের নামৈক দেশ, ইহা হইতেই গ্রীক ও লাটিনদিগের Elysian ও Elysium শব্দ ব্যুৎপাদিত হইয়াছে। এবং পার্শীগণ যে প্রকার তাঁহাদের মৌরুকে [মেরুকে]

Holy ও Mighty

বলিয়া সম্মানিত করিয়াছেন, তদ্রূপ আমরাও আদিজন্মভূমিত্বনিবন্ধন আমাদের মেরুপর্ব্বতসনাথ ইলাকে শ্রেষ্ঠ ও প্রাণপ্রতিম স্থান বলিয়া সংসূচিত করিয়াছি।

নি ত্বা দধে বরে আ
পৃথিব্যা ইলায়াস্পদে।* ৪—২৩ সূ—৩ম।

হে অগ্নি! আমরা তোমাকে পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ যে ইলার পদ বা ইলাবৃত-বর্ষ, উহাতে স্থাপন করিয়াছি।

* ইলায়া স্থা পদে বয়ং নাভা পৃথিব্যা অধি।
জাতবেদঃ নিধীমহে অগ্নে হব্যায় বোঢ়বে॥ ৫—২৯ সূ—৩ম

ইলার পদ শ্রেষ্ঠ কেন? যেহেতু উহা মানবের আদি জন্মভূমি বা আদি পিতৃলোক। তথাহি—

ত্বা মগ্নে পুষ্করাদধি অথর্বা নিরমন্থত।

মূর্দ্ধ্নো বিশ্বস্য বাঘতঃ॥ ১৩—১৬ সূ—৬ম

হে অগ্নি! যে পুষ্কর বা ইলাবৃতবর্ষে অথর্ব্বা ঋষি অরণিসংঘর্ষণদ্বারা তোমার উৎপাদন করিয়াছিলেন, সেই পুষ্কর বা ইলাবৃতবর্ষ সমুদয় বিশ্বের মূর্দ্ধা বা মস্তক স্বরূপ। কেন? যেহেতু উহা মানবের আদি জন্মভূমি।

ইলাবৃতবর্ষের নামান্তর, ব্যোম, আকাশ, পুষ্কর ও মঙ্গপ্রভৃতি। এই পুষ্করে (পদ্মে) জন্মনিবন্ধন সুরজ্যেষ্ঠ ব্রহ্মার বিশেষণ অব্জযোনি বা পদ্মজন্মা। সুরজ্যেষ্ঠ ব্রহ্মার জ্যেষ্ঠ পুত্র অথর্ব্বা এখানে সর্ব্বাদৌ অরণিসংঘর্ষে অগ্নির উৎপাদন করেন। তদুপলক্ষেই কোনও ঋষি ঐরূপ বলিয়াছিলেন।

বেদিষদে প্রিয়ধামায়। ১—১৪০ সূ—১ম

তত্র সায়ণঃ—বেদিষদে প্রিয়ধামায় প্রিয়ধাম্নে প্রিয়স্থানায় উত্তরবেদি-লক্ষণ প্রিয়স্থানায়।

এই বেদি কোন্ স্থান? ঐতরেয় ব্রাহ্মণ বলিতেছেন যে—

এতদ্বৈ ইলায়াস্পদং

যদুত্তরবেদী নাভিঃ। ১—২৮।

এই যে ইলাবৃতবর্ষ ইহা পৃথিবীর উত্তরবেদী বা উত্তর সীমা এবং ইহা সমগ্র মানবজাতির নাভি বা উৎপত্তি স্থান।

ধামনি প্রিয়ে নাভা যজ্ঞস্য। ১১—১২ সূ—৮ম

ইহা অতি প্রিয়তম ধাম, এখানেই সর্ব্বাদৌ যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান সমারব্ধ হয়।

নমো দিবে বৃহতে সদনায়

প্রিয়ায় ধাম্নে। ১—৪৮ সূ—৫ম

আমি সকলের প্রিয়তমধাম বৃহৎ সদন দিব্‌কে নমস্কার করি।

আচ্ছা এখানে আদি স্বর্গকে দিব্ বলা হইল কেন? অতিপূর্ব্বে আদি স্বর্গ স্বঃ, নাক, ব্যোম, আকাশ ও দ্যোপ্রভৃতি শব্দেই সূচিত হইত। পরে ব্রহ্মা সত্যলোক বা উত্তর কুরুতে যাইয়া উহাকে ব্রহ্মলোক, দিব্, দ্যু, উত্তম নাক, পরম ব্যোম, ও স্বর্গ বলিয়া বিশেষিত করিলে আদি স্বর্গ "পিতা" নামে সূচিত হইতে থাকে।

কিন্তু অনেকে আবার এই পার্থক্য লঙ্ঘন করিয়া আদি স্বর্গকেও দিব্ ও পরম ব্যোম শব্দে বিশেষিত করিয়া গিয়াছেন, প্রকৃতপক্ষে ইহা তাঁহাদিগের প্রমাদ।

স জায়মানঃ পরমে	স জায়মানঃ পরমে ব্যোমন্
ব্যোমনি অগ্নিঃ। ২—১৪৩ সূ :ম	৭—৬ সূ—৭ম
তত্র সায়ণঃ—স পূর্ব্বোক্তঃ অগ্নিঃ জায়মানঃ অরণীভ্যাম্ উৎপদ্যমানঃ তদানীমেব পরমে উৎকৃষ্টে ব্যোমনি বিবিধরক্ষণবতি বেদিদেশে।	হে বৈশ্বানর স প্রসিদ্ধ স্বং পরমে দূরস্থে ব্যোমন্ অন্তরিক্ষে জায়মানঃ সূর্য্যারূপেণ প্রাদুর্ভবন্।

এই উভয় মন্ত্রেও পরম ব্যোম শব্দ প্রকৃতরূপে ব্যবহৃত হয় নাই। অন্য একটি মন্ত্রে আদিব্যোমপ্রভব ইন্দ্রকেও পরমব্যোমপ্রভব বলিয়া বিশেষিত করা হইয়াছে। উক্ত দিব্‌শব্দও আদি স্বর্গের পরিবর্ত্তে ব্যবহার করিয়া ঋষি প্রমাদের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রকৃত পক্ষে আদি স্বর্গ ইলাবৃতবর্ষই সকলের প্রিয়ধাম, পরন্তু ব্রহ্মার দিব্ বা উত্তরকুরু নহে, অগ্নিও পরম ব্যোম বা উত্তরকুরুতে উৎপাদিত হইয়াছিলেন না, পরন্তু আদি স্বর্গ ইলাবৃতবর্ষে। উক্তঞ্চ—

অগ্নিঃ প্রথম ইলস্পদে সমিদ্ধঃ। ১ -১০ সূ—২ম

অগ্নিঃ পৃথিব্যা নাভা ইলায়াস্পদে জাতঃ। ৬—১ সূ —১০ম

অগ্নি পৃথিবীর আদি জন্মভূমি ইলাবৃতবর্ষে উৎপন্ন হইয়াছে। সকলেব আদিতে অগ্নি ইলাবৃতবর্ষে প্রজ্বালিত হয়। তবে—

দিবস্পরি প্রথমং জজ্ঞে অগ্নিঃ। ১—৪৫ সূ—১০ম

এই মন্ত্রে যেরূপ দ্যৌ বা "স্বঃ"কে ভ্রান্তিবশতঃ দিব্ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, (বস্তুতঃ ব্রহ্মার উত্তরকুরুই দিব্ ও পরমব্যোম), তদ্রূপ কোনও ঋষি ভ্রান্তিবশতঃ আদিস্বর্গ ইলাবৃতবর্ষকেও পরমব্যোম বলিয়াছিলেন।

আচ্ছা ইলাকে যখন উত্তরবেদী বলা হইয়াছে, তখন কেন মনে করা যাউক না যে উক্ত ইলাবৃতবর্ষ উত্তরকুরুতে এবং উইলিয়ম ওয়ারেণ সাহেবের কথাই তাহা হইলে প্রকৃত সত্য?

His Eden land was Ilabarita, it was therefore at the Pole.

Page—151.

না তাহা নহে। উত্তরকুরুতে মেরুনামে কোনও পর্ব্বত বা গ্রাম ছিল না ও তথায় ইলাবৃত নামেও কোনও জনপদ নাই, উত্তরকুরুর বহু দক্ষিণেই যে মেরুপর্ব্বতসনাথ ইলাবৃতবর্ষ বিদ্যমান, তাহা আমরা দেখাইয়াছি। ফলতঃ যখন আমরা, ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ প্রথমে এই তিনলোক ভিন্ন অন্য কোনও লোকের তত্ত্ব জানিতাম না, আটলাণ্টিকের ন্যায় 'আর' হ্রদ অপার বলিয়া স্বীকৃত ছিল, তখনই আমরা ইলাবৃতবর্ষকে পৃথিবীর শেষ উত্তরসীমা ভাবিয়া উহাকে উত্তরবেদী নামে সমাখ্যাত করি। এ বিষয়ে বেদে এইরূপ বিবৃতি দেখা যায়—

কো অস্য বেদ ভুবনস্য নাভিং
কো দ্যাবাপৃথিবী অন্তরিক্ষম্।
কঃ সূর্য্যস্য বেদ বৃহতো জনিত্রং
কো বেদ চন্দ্রমসং যতো জাঃ॥

শুক্লযজুঃ ৫৯ ক ২৩ অ।

কোন্ ব্যক্তি জগতের নাভি মানবের আদি জন্মভূমির কথা জানে? কোন্ ব্যক্তি স্বর্গ, ভারতবর্ষ ও অন্তরিক্ষের কথা জানে? কোন্ ব্যক্তি এই সুবিশাল জড় সূর্য্যের উৎপত্তির কথা জানে? আর এই চন্দ্রমাই বা কোথা হইতে হইয়াছে, তাহাই বা কে অবগত আছে?

বেশ বুঝাগেল, এই সময়ে লোক সকল আদি জন্মভূমির কথা ভাবিয়া দেখিতেন ও ভাবিতে যাইতেন। কিন্তু প্রশ্নানুসারেই মনে হয় অনেকেই উহা ভুলিয়া গিয়াছিলেন। আর ঐ সময় সকলে ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ এই তিনলোকের বেশী লোকের অস্তিত্বের কথা জানিতেন না, আর ভৌগোলিক জ্ঞানের অল্পতা নিবন্ধন এই তিনলোকের প্রকৃত তত্ত্বও অনেকে অবগত ছিলেন না। এই মহালোকের যুগেই বা কয় জন ভারতসন্তান

সমগ্র ভারতবর্ষ (সপূর্ব্বোপদ্বীপ)
তুরুষ্ক, পারস্য, আপোগস্থান,
ও তিব্বত, তাতার, মঙ্গলিয়ার

প্রকৃত ভৌগোলিক অবস্থা স্বচক্ষে দেখিয়া পরিজ্ঞাত হইয়াছেন? আর এই সময়ে সূর্য্যাই যে জগৎপ্রসবিতা, সকলের মন হইতে এ ভাবেরও তিরোভাব হইয়া চন্দ্র ও সূর্য্যের স্রষ্টা আরও কেহ আছেন, ইহা জাগিতেছিল। তথাহি—

পৃচ্ছামি ত্বা পরমন্তং পৃথিব্যাঃ
পৃচ্ছামি ত্বা যত্র ভুবনস্য নাভিঃ। ৬১ শুক্লযজুঃ।
৩৪—১৬৪ সূ—১ম। ঋগ্বেদ।

পৃথিবীর শেষ সীমা কি? জগতের নাভি বা আদি উৎপত্তি স্থান কি? বেদই উত্তর দিতেছেন যে—

ইয়ং বেদিঃ পরো অন্তঃ পৃথিব্যাঃ
অয়ং যজ্ঞো ভুবনস্য নাভিঃ। ৬২—শুক্লযজুঃ

এই বেদি বা ইলাবৃতবর্ষই পৃথিবীর শেষ সীমা, এবং যজ্ঞবহুল এই ইলাবৃতবর্ষই পৃথিবীর নাভি বা আদি উৎপত্তি স্থান।

অত্র সায়ণঃ—পৃথিব্যাঃ প্রথমবত্যা ভূম্যাঃ পরঃ অন্তঃ পরম অন্তং পর্য্যবসানং ইয়ং বেদিঃ নহি বেদ্যাতিরিক্তা ভূমিঃ অস্তি

"এতাবতী বৈ পৃথিবী
যাবতী বেদিঃ" ইতিশ্রুতেঃ। তৈঃ সম্—২—৬—৪।

বেদী বা ইলাবৃতবর্ষের উত্তরে আর পৃথিবী নাই কেন? যেহেতু উহার উত্তরে অপার মহার্ণব আরহ্রদ বিরাজমান। তখন উহার উত্তরে যে ত্রৈলোক্য ছাড়া অন্য কোনও ভূমি আছে, তাহা কেহই জানিতেন না। তাই ঋগ্বেদ বলিয়াছেন—

উদ্ধং কেতুং সবিতা দেবো অশ্রেৎ, জ্যোতির্বিশ্বস্মৈ ভুবনায় কৃণ্বন্।
আপ্রা দ্যাবাপৃথিবী অন্তরিক্ষং বিসূর্য্যোরশ্মিভিশ্চেকিতানঃ॥
২—১৪ সূ—৪ম

অত্র সায়ণঃ—বিশ্বস্মৈ সর্ব্বস্মৈ ভুবনায় জ্যোতিঃ তেজঃ কৃণ্বন্ কুর্ব্বন্ সবিতা দেবঃ উদ্ধং উন্মুখং কেতুং প্রকাশকং ভানুমশ্রেৎ আশ্রয়তি। বিচেকিতানঃ সর্ব্বং বিশেষেণ পশ্যন্ সূর্য্যঃ রশ্মিভিঃ দ্যাবাপৃথিবী দ্যুলোকভূলোকৌ অন্তরিক্ষঞ্চ আ অপ্রাঃ সমন্তাৎ অপূরয়ৎ।

সূর্য্য কেতুস্বরূপ অতি উর্দ্ধে থাকিয়া সমগ্র ভুবনে আলোক দান করিয়া ভূঃ ভুবঃ, স্বঃ এই তিনলোককে পূর্ণ করিতেছেন। গায়ত্রী পাঠ কালেও—

ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎসবিতুর্বরেণ্যং
ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়োযোনঃ প্রচোদয়াৎ॥

জানা যায় যে, ঋষিরা সূর্য্যকে ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ এই তিনলোকের প্রসবকর্ত্তা

বলিয়াই জানিতেন। তৎপর আরালহ্রদ শুকাইয়া যাইয়া বৈকাল ও আরাল এই দুই হ্রদে পরিণত হইলে আরালের শুষ্ক জল

মহর্লোক

বা চন্দ্রলোক (দক্ষিণ সাইবিরিয়া) নামের বিষয়ীভূত হয়। এখানে অপর্যাপ্ত শস্য হইত, তাহা দেবতারা ভক্ষণ করিতেন। তাই মানুষ চন্দ্রের নাম ওষধিনাথ। এখানেই সুধা বা মদ্য প্রস্তুত হইত, তাই মানুষ চন্দ্রের নাম সুধাকর। ইহার উত্তরেই তপোলোক ও ব্রহ্মলোক বা উত্তরকুরু স্থলে পরিণত হয়। তাই ইন্দ্র এইরূপ বলিয়া গিয়াছেন।

অহং স দূরে পারে রজসো

রোচনা অকরম্। ৬—৪৯ সূ—১০ম

আমি ইন্দ্র ত্রৈলোক্যের পরপারে অতিদূরে "রোচনা' নামে নূতন জনপদের সৃষ্টি করিয়াছি। কি প্রকারে—

সমুদ্রাৎ অর্ণবাৎ অধি সংবৎসরো অজায়ত।

অহোরাত্রাণি বিদধৎ বিশ্বস্য মিষতোবশী॥ ১—১৯১২ সূ—১০ম

অর্থাৎ সমুদ্র শুকাইয়া তথায় সংবৎসর, অহঃ ও রাত্রি নামে তিনটি জনপদের সৃষ্টি হয়। ইহারাই বেদে ত্রিরোচনা, পুরাণে মহঃ, তপঃ, সত্য এই তিনলোক বা রম্যক, হিরণ্ময় ও উত্তরকুরুবর্ষ এবং এক্ষণে সাইবিরিয়া নামের বিষয়ীভূত।

সুতরাং এক সময়ে ইলা উত্তরবেদী অর্থাৎ উত্তরসীমার আলি হইলেও উহার উত্তরে আর নূতন জনপদ সকলের উৎপত্তি হওয়াতে উহা পৃথিবীর মধ্যস্থলে পড়িয়া নাভি নামে প্রখ্যাতি লাভ করে।

আচ্ছা বুঝিলাম শাস্ত্রানুসারে ইলাই যেন মানবের আদি জন্মভূমি, কিন্তু এখানেই যে মানুষের প্রথম উৎপত্তি হইয়াছিল, তাহার কি কোনও বিশেষ প্রমাণ আছে? অবশ্যই আছে। ঋগ্বেদ বলিয়াছেন—

ইলা যূথস্য মাতা

ইলাবৃতবর্ষই সকল মনুষ্যযূথ ও পশুযূথের আদি মাতৃভূমি। ছান্দোগ্য উপনিষদ্ও বলিতেছেন যে—

ইমানি হ সর্ব্বাণি ভূতানি

আকাশাদেব সমুৎপদ্যন্তে।

পৃথিবীর সমগ্র মানবজাতি ও পশুপ্রভৃতি প্রাণিসমূহ আকাশহইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

আকাশ অর্থ ত "শূন্য", উহা হইতে কেমন করিয়া জীবজন্তুর উদ্ভব সম্ভবিতে পারে? না আকাশ অর্থ শূন্য বা অন্তরিক্ষ (২য় লোক) নহে। আমরা ত পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ইলাবৃতবর্ষ বা আদি ব্যোম অর্থাৎ দ্যোর নামান্তর আকাশ। মধ্যবর্ত্তী যুগের লোকেরা তাহা ভুলিয়া যাইয়া ভাবিলেন তবে এ আকাশ অর্থ বুঝি "ব্রহ্ম"। তাই তাঁহারা এই এক নূতন শ্রুতির আমদানী করিয়া বসিলেন—

আকাশো বৈ ব্রহ্ম"

ব্রহ্ম সকলের স্রষ্টা, সুতরাং এ আকাশ শব্দ ব্রহ্মবাচী না হইয়া যায় না। ক্রমে অন্যেরা আবার তাহাও ভুলিয়া অপার অনন্ত গগন বা শূন্যকে আকাশ ঠাহরিয়া বসিলেন। ফলতঃ ভৌম আকাশই আমাদের আদি পিতৃভূমি। উক্তঞ্চ শ্রীমতা পরাশরেণ—

পিতৃণাং স্থানমাকাশো
দক্ষিণা দিক্ তথৈব চ॥

আমাদিগের সমগ্র মানবজাতির পূর্ব্ব পুরুষদিগের যে আদি জন্মভূমি উহারই নাম আকাশ, উহা উত্তরকুরুপ্রভৃতি জনপদের দক্ষিণদিকে অবস্থিত। যদি আকাশ কোনও ভৌম স্থান না হইয়া শূন্য হইত, তাহা হইলে উহা অমুকের "দক্ষিণে" এমন কথা প্রযুক্ত হইতে পারিত না, কেননা গগন অনন্ত, উহার কোনও পরিচ্ছিন্ন সীমা নাই ও হইতে পারে না। আচ্ছা উহা কেন আমাদের ভারতবর্ষের দক্ষিণে হউক না? বাল্মীকি ত তাহাই বলিয়াছেন?—

অন্তে পৃথিব্যা দুর্দ্ধর্ষাস্ততঃ স্বর্গজিতঃ স্থিতা॥
ততঃ পরং ন বঃ সেব্যং পিতৃলোকঃ সুদারুণঃ॥ ৪৪
রাজধানী যমস্যৈষা কষ্টেন তমসাবৃতা।
এতাবদেব যুষ্মাভির্বীরবানরপুঙ্গবাঃ।
শক্যং বিচেতুং গন্তুং বা নাতো গতিমতাং গতিঃ॥ ৪৫—৪১ সর্গ
কিষ্কিন্ধাকাণ্ড।

অর্থাৎ পৃথিবীর সর্ব্ব দক্ষিণে স্বর্গজয়কারী দুর্দ্ধর্ষ রাক্ষসগণ বাস করে।

তাহার পরই অতি ভীষণ পিতৃলোক, তোমরা কিছুতেই তথায় যাইও না। উহা যমের রাজধানী এবং উহা অতি কষ্টকর অন্ধকারদ্বারা সমাবৃত।

রামায়ণের এই বর্ণনা হিন্দুর সর্ব্বশাস্ত্রবিরুদ্ধ ও ইহা অতীব প্রমাদদুষ্ট। যখন বেদবাক্যানুসারেই জানা যায় যে, যম পিতৃলোক ও স্বর্গের রাজা, যখন অথর্ব্ববেদও স্বর্গ ও পিতৃলোককে একই বলিতেছেন,

কৃণ্বে পন্থাং পিতৃষু যঃ স্বর্গঃ

এবং যখন পুরাণের বর্ণনানুসারেও নরকরাজ যমের রাজধানী সংযমনীপুর "মানসোত্তর মূর্দ্ধনি," তখন আমরা কেমন করিয়া বর্ত্তমান বিকৃত রামায়ণের কথা মানিব? অবশ্য বেদও যমকে দক্ষিণদিকের অধিপতি বলিয়াছেন, কিন্তু সে দক্ষিণদিক্ ব্রহ্মার উত্তরকুরুর (কেন না পিতৃলোক বা মঙ্গলিয়া উত্তরকুরুর দক্ষিণেই অবস্থিত) পরন্তু আমাদিগের অর্ব্বাচীন ভারতবর্ষের নহে। ঐ কারণেই দক্ষিণদিক্‌কে "যাম্যা" দিক্ বলে, কিন্তু সে যাম্যাদিক্ যে ভারতেরই দক্ষিণে এরূপ ভাবিতে হইবে না।

যমঃ পিতৃণাং রাজা। কৃষ্ণযজুঃ।
যত্র বৈবস্বতো রাজা যত্রাবরোধনং দিবঃ। ঋগ্বেদ
দক্ষিণেন পুনর্ম্মেরো মানসস্যৈব মূর্দ্ধনি।
বৈবস্বতো নিবসতি যমঃ সংযমনে পুরে॥ ৮৮—৫০ অ বায়ু পু
মানসোত্তরশৈলে তু পূর্ব্বতো বাসবী পুরী।
দক্ষিণেন যমস্যান্যা প্রতীচ্যাং বরুণস্য চ।
উত্তরেণ চ সোমস্য তাসাং নামানি মে শৃণু॥ ৮
বস্বৌকসারা শক্রস্য যাম্যা সংযমনী তথা। ৯—৮ অ—২ অং

বিষ্ণুপুরাণ।

এখন কি আমরা বেদ ও পুরাণের বাক্যে অবহেলা করিয়া একালের প্রক্ষিপ্তবহুল নবীকৃত বিকৃত রামায়ণের কথাগুলি মানিব? প্রকৃত বাল্মীকি কখনই হনুমানের লেজ দেন নাই, মধ্য কাশ্যপীয়ায় সমস্থিত পিতৃলোককে এরূপে দক্ষিণে লইয়া যাইতেও তিনি কখনই প্রস্তুত হইয়াছিলেন না।

আচ্ছা পিতৃলোকের নাম যেন ব্যোম বা আকাশপ্রভৃতিই ছিল, কিন্তু তথায়

যে আদি মানব বিরাট্ হইতে নর সকল হইয়াছে, শাস্ত্রে এমন কোনও প্রমাণ আছে কি? অবশ্যই আছে। বৃহদারণ্যক বলিতেছেন যে—

স বৈ নৈব রেমে তস্মাদেকাকী
ন রমতে স দ্বিতীয় মৈচ্ছৎ। ১৩৫ পৃ

অনন্তর সেই আদি মানব বিরাট্ পুরুষ একাকী থাকিতে পছন্দ না হওয়ায় আপনার একজন সঙ্গী পাইতে ইচ্ছা করিলেন।

স চ এতাবান্ আস যথা স্ত্রীপুমাংসৌ
সম্পরিষ্বক্তৌ। স ইম মেব আত্মানং দ্বেধা
অপাতয়ৎ ততঃ পতিশ্চ পত্নী চ অভবতাং
তস্মাৎ ইদম্ অৰ্দ্ধবৃগল মিব স্ব ইতি
হ স্ম আহ যাজ্ঞবল্ক্যঃ। ১৩৬—৩৭ পৃঃ

মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য এরূপ বলেন যে—যে প্রকার একটি চণক দুইটিতে একটি হইয়া থাকে, তদ্রূপ আদি মানব বিরাট, স্ত্রীপুরুষে মিলিয়া একটি মিথুনভাবে ছিলেন। তৎপর তিনি আপনাকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া পতি ও পত্নীতে পরিণত হইলেন।

তস্মাৎ অয়মাকাশঃ স্ত্রিয়া অপূর্য্যত এব
তাং সমভবৎ ততো মনুষ্যা অজায়ন্ত। ১৩৭—৩৮ পৃ

যাজ্ঞবল্ক্য ইহাও বলেন যে তৎপর সেই বিরাট্ পুরুষ, আপনার সেই পত্নীতে উপগত হইলে মনুষ্য সকল উৎপন্ন হইল ও তাহাদিগের দ্বারা আকাশ পূর্ণ হইয়া গেল। ঋগ্বেদ বলিতেছেন যে—

কোদদর্শ প্রথমং জায়মানম্

কোন্ ব্যক্তি প্রথম জাত মনুষ্যকে দেখিয়াছে? কেহই নহে। সুতরাং এই আদিমানবসম্বন্ধে যত কথা নানাদেশীয় নানাশাস্ত্রে বিবৃত হইয়াছে, তৎসমুদায়ই মনঃকল্পিত, সুতরাং অলীক সংবাদ। খুব সম্ভব যেরূপে হউক প্রথমে একযোড়া মানুষ স্বতন্ত্রভাবেই সৃষ্ট হইয়াছিল, পরে তাহাদিগের উপগতিতেই অন্যান্য মনুষ্য প্রসূত হয়। পক্ষান্তরে মানুষ চণকবৎ যুগ্মভাবে হওয়া ও তাহাকে দ্বিধা বিভক্তীকরণপ্রভৃতি ব্যাপার আদিঅন্তই যুক্তিশূন্য ও অলীক। এই ভ্রান্তিই মনু ও ব্যাস সংহিতা এবং বাইবেলে যাইয়া নানা মূর্ত্তিতে দর্শন

দিয়াছে। তবে আমরা ইহা হইতে এই মাত্র সত্যই পাইতেছি যে আমাদের পূর্ব্ব নিবাসের নাম আকাশই ছিল, ছান্দোগ্য ও পরাশরের উক্তিও সেই উক্তিকে দৃঢ়ীভূত করে। পক্ষান্তরে আমাদিগের শাস্ত্র আমাদিগের পিতৃভূমিকে "দ্যৌঃ" বা স্বর্গ বলিয়াও নির্দ্দেশ করিতেছেন ও উহা আদি ব্যোম বলিয়াও বিবৃত হইয়াছে। সুতরাং আমাদিগের পিতৃভূমির নাম ব্যোম, আকাশ, দ্যৌঃ, পুষ্কর ও স্বঃপ্রভৃতি ইহা বুঝা গেল। ছান্দোগ্যপাঠেও পিতৃভূমির আকাশ নাম ও আকাশের ভৌমত্ব সমর্থিত হইয়া থাকে।

মাসেভ্যঃ পিতৃলোকং পিতৃলোকাৎ আকাশম্
আকাশাৎ চন্দ্রমসম্। এষ সোমোরাজা তদ্দেবানাম্
অন্নং তং দেবা ভক্ষয়ন্তি।। ৩৬০

অর্থাৎ ভারতীয় অন্তেবাসিগণ ভারত হইতে কতিপয় মাসে পিতৃলোক বা আদি স্বর্গ ইলাবৃতবর্ষে ও তথা হইতে পিতৃলোকের মধ্যগত (যেমন কলিকাতার মধ্যগত চৌরঙ্গী) আকাশ বা মেরু পর্ব্বতের সানুদেশে (যাহা আদি মানব বিরাটের জন্মনিবন্ধন বৈরাজভবন নামের বিষয়ীভূত) তথা হইতে চন্দ্রবংশের আদিপুরুষ মহারাজ চন্দ্রের রাজ্যে (দক্ষিণ সাইবিরিয়া বা মহর্লোক অথবা রম্যকবর্ষে) উপনীত হইতে পারিতেন। এই সোম বা চন্দ্র রাজা ছিলেন

সোমো ব্রাহ্মণানাং রাজা আসীৎ। শুক্লযজুঃ
সোমায় পিতৃমতে স্বাহা। ঐ
মঙ্গা ব্রাহ্মণ ভূয়িষ্ঠাঃ। ভীষ্মপর্ব্ব

সোমের এই জনপদজাত শস্য সকল দেবতারা ভক্ষণ করিতেন। সুতরাং আকাশের ভৌমত্বও যেমন প্রকৃত, উহা যে আমাদের পিতৃভূমি ছিল, তাহাও তদ্রূপ সম্পূর্ণ অবিতথ কাহিনী। শুক্ল যজুর অন্য কোনও ঋষি প্রশ্ন করিতেছেন—

প্রশ্ন—কাস্বিৎ আসীৎ পূর্ব্বচিত্তিঃ? ১১ ক – ২৩ অ

তত্র মহীধরঃ—হোতা ব্রাহ্মণং পৃচ্ছতি—পূর্ব্বং চিন্ত্যতে ইতি পূর্ব্বচিত্তিঃ। সর্ব্বেষাং প্রথমস্মৃতিবিষয়া কাস্বিৎ?

উত্তর—দ্যৌরাসীৎ পূর্ব্বচিত্তিঃ। ১২ ক-- ঐ

পূর্ব্বচিত্তিঃ পূর্ব্বস্মরণ বিষয়া দ্যৌঃ বৃষ্টিরাসীৎ। দ্যোশব্দেন বৃষ্টির্লক্ষ্যতে সর্ব্বপ্রাণিনামিষ্টত্বাৎ। তথা চ শ্রুতিঃ—

"দ্যৌর্বৈ বৃষ্টিঃ"

আমরা মহীরের এই ব্যাখ্যায় নিতান্তই অতৃপ্তি অনুভব করিলাম। ফলতঃ দ্যো শব্দের প্রকৃত অর্থ আদি স্বর্গ। কিন্তু যখন লোক সকল আপনাদিগকে ভারতেরই আদিম নিবাসী ভাবিয়া পূর্ব্ব নিকেতন স্বর্গের কথা ভুলিয়া গেল, আকাশ ও দিব্ এবং দ্যোপ্রভৃতি যাইয়া শূন্য বুঝাইতে আরম্ভ করিল, তখন আকাশ হইতে পতিত বৃষ্টিকেও লোকে দ্যো বা দেওই বলিতে লাগিল (পূর্ব্ববঙ্গে বৃষ্টিকে দেওই বলে, দেওই—দেবতাশব্দজ), "দ্যৌর্বৈ বৃষ্টিঃ" এ শ্রুতিও ভ্রান্তি-হইতে সমাগত।

প্রকৃত কথা এই যে চিত্তি শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ নিকেতন বা নিবাসভূমি। কিৎ নিবাসে রোগাপনয়নে চ, কিৎ ধাতু ক্তি=কিত্তি। পরে ভাষার বিকারে ক চ হওয়াতে কিত্তি চিত্তি হইয়া গিয়াছে। উহার অর্থ

নিকেতন বা বাসভূমি।

তাহা হইলেই উক্ত বেদমন্ত্রের প্রশ্নোত্তর এইরূপে অনূদিত হইবে।

প্র—পূর্ব্ব নিকেতন কি ছিল?

উ—দ্যো বা স্বর্গই আমাদের পূর্ব্ব নিকেতন ছিল।

কেবল যজুর্ব্বেদ নহে, ঋগ্বেদেরও বহু মন্ত্রে এই চিত্তি শব্দের প্রয়োগ পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। তবে ভাষ্যকারদিগের দোষে উহার প্রকৃতার্থ প্রকাশিত হয় নাই।

ঈলে দ্যাবাপৃথিবী পূর্ব্বচিত্তয়ে। ১—১১২ সূ—১ম

তত্র সায়ণঃ—হে দ্যাবাপৃথিবী দ্যাবাপৃথিব্যৌ ঈলে স্তৌমি। কিমর্থং? পূর্ব্বচিত্তয়ে পূর্ব্বমেব অশ্বিনোঃ প্রজ্ঞাপনায় যদ্বা অগ্নদীয়াৎ স্তোত্রাৎ পূর্ব্বমেব।

দত্তজানুবাদ—আমি (অশ্বিদ্বয়কে) পূর্ব্বে জানাইবার জন্য দ্যাবাপৃথিবীকে স্তুতি করি।

এই ভাষ্য ও অনুবাদ অপ্রকৃত। ১২—২৫ সূ; ৩৩—১২ সূ; ৯—৬ সূ; ৯—৩ সূ—৮ম, এই ৪টি মন্ত্রে ও আরও বহু মন্ত্রে উক্ত পূর্ব্বচিত্তি শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়, সায়ণ সর্ব্বত্রই নানা ক্লিষ্টার্থের অবতারণা করিয়া গিয়াছেন।

১। পূর্ব্ব চিত্তয়ে চিত্তিঃ কর্ম্ম
মন্ত্রান্তরেঽপি তথা শ্রবণাৎ।
(সা চিত্তিভিঃ নি হি চকার মর্ত্ত্যাম্। ২।৩।১৯

২। পূর্ব্বচিত্তয়ে পূর্ব্বপ্রজ্ঞানায়।

৩। পূর্ব্বচিত্তয়ে অন্যেভ্যঃ পূর্ব্বমেব জ্ঞানায়,

৪। পূর্ব্বচিত্তয়ে—পূর্ব্বজ্ঞানায়।

কিন্তু আমরা তাঁহার এ অর্থ গ্রহণ করিতে অসমর্থ। আমরা উপরি উক্ত প্রথম মন্ত্রের এইরূপ অর্থ করিতে চাহি—আমি প্রাচীনতম নিবাসভূমি স্বর্গ ও ভারতবর্ষের বন্দনা করি। ঐরূপ আরো বহুমন্ত্রে স্বর্গ ও ভারতবর্ষকে প্রাচীন মাতৃভূমি বলিয়া সংসূচিত করা হইয়াছে।

ইন্দ্র অধারয়ো রোদসী
দেবপুত্রে প্রত্নে মাতরা। ৭—১৭সূ—৬ম

তত্র সায়ণঃ—হে ইন্দ্র! ত্বং রোদসী দ্যাবাপৃথিব্যৌ অধারয়ঃ পোষণৈ-র্ধারয়সি। কীদৃশ্যৌ? দেবপুত্রে দেবাঃ পুত্রা যয়োঃ তে প্রত্নে পুরাণে মাতরা মাতরৌ বিশ্বস্য মাতরৌ।

হে ইন্দ্র! তুমি সকল জগতের পুরাতন মাতৃভূমি দেবগণের জন্মভূমি স্বর্গ ও ভারতবর্ষকে রক্ষা করিয়া রাখিয়াছ।

ইহা দ্বারা জানা গেল যে, স্বর্গ ও ভারতবর্ষ জগতের মধ্যে অতি প্রাচীনতম স্থান ও এই উভয়জনপদেই দেবতারা বাস করিতেছিলেন। তাহা হইলেই বুঝা গেল যে, উত্তরকুরু, ইউরোপ, তুরুষ্ক ও আরবপ্রভৃতি স্থান অর্ব্বাচীন। আর দ্যো বা আদি স্বর্গই দেবগণের আদি নিবাস স্থান। তজ্জন্য দেবগণের মাতৃভূমি উক্ত দ্যোর বিশেষণ "দেবপুত্র।" পক্ষান্তরে ভারতভূমির বিশেষণও "দেবপুত্র।" ভারতবর্ষ দেবগণের আদি জন্মভূমি বা আদি বাসস্থান নহে। সুতরাং বুঝিতে হইবে যে স্বর্গের দেবতারা ভারতবর্ষে আগমন করাতেই ভারতও উক্ত "দেবপুত্র" বিশেষণের বিষয়ীভূত হইয়াছিল। তথাহি

দ্যাবাপৃথিবী জনিত্রী। ৯—১১০সূ—১০ম
দেবস্য জনিত্রী দেবী রোদসী। ৮—৯৬সূ—৭ম

এই স্বর্গ ও ভারতবর্ষই জগতের সমস্ত লোক ও দেবগণের জন্মভূমি। কেন?

এই উভয়স্থান জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীনতম ভূমি, এই উভয়দেশের লোকই অন্যান্যদেশে যাইয়া ছড়াইয়া পড়িয়াছেন।

প্র পূর্ব্বজে পিতরা নব্যসীভিঃ,
গীর্ভিঃ কৃণুধ্বং সদনে ঋতস্য।
আনোদ্যাবাপৃথিবী দৈব্যেন
জনেন জাতং মহি বাং বরূথম্॥ ২৫৩ সূ—৭ম

তত্র সায়ণঃ—হে অস্মদীয়াঃ স্তোতারো যূয়ং নব্যসীভি র্নবতরাভিঃ গীর্ভিঃ স্তুতিরূপাভিঃ বাগ্‌ভিঃ ঋতস্য সদনে যজ্ঞস্য স্থানভূতে পূর্ব্বজে পূর্ব্বং প্রজাতে পিতরা পিতরৌ বিশ্বস্য মাতাপিতৃভূতে দ্যাবাপৃথিব্যৌ প্রকৃণুধ্বং পুরস্কুরুত।

হে স্তোতৃগণ! এই স্বর্গ ও ভারতবর্ষ জগতের অন্যান্য জনপদ অপেক্ষা পূর্ব্বজ, ইহারা জগতের সমগ্র নরনারীর পিতামাতা (পিতৃভূমি ও মাতৃভূমি), তোমরা নূতনস্তোত্রদ্বারা ইহাদের বন্দনা কর। তথাহি—

পরিক্ষিতা পিতরা পূর্ব্বজাবরী
ঋতস্য যোনা ক্ষয়তঃ সমোকসা।
দ্যাবাপৃথিবী। ৮—৬৫ সূ—১০ম

তত্র সায়ণঃ—পরিক্ষিতা পরিতো নিবসন্তৌ সর্ব্বত্রব্যাপিন্যৌ পিতরা সর্ব্বেষাং মাতাপিতৃভূতে অতএব পূর্ব্বজাবরী পূর্ব্বং জাতে সমোকসা সমাননিবাসস্থানে এতে দ্যাবাপৃথিব্যৌ ঋতস্য যজ্ঞস্য যোনা যোনৌ স্থানে।

দত্তজানুবাদ—দ্যাবা ও পৃথিবী ইঁহারা সর্ব্বস্থানব্যাপিয়া আছেন, ইঁহারা সকলের মাতাপিতৃস্বরূপ, সকলের পূর্ব্বে জন্মিয়াছেন।

পূর্ব্বে অগ্নে পিতরঃ পদজ্ঞাঃ
পুরাণ্যোঃ সদ্মনোঃ কেতুঃ। ২—৫৫ সূ—৩ম

হে অগ্নে! বর্ত্তমানকালের দেবতারা আমাদিগকে হিংসা বা ঘৃণা করিতে পারেন। এই প্রাচীনতমজনপদের মধ্যে যাঁহারা প্রধান ছিলেন, সেই পূর্ব্ব-পুরুষেরা আমাদের ও দেবতাদিগের মধ্যে কি সম্পর্ক, তাহা জানিতেন।

বুঝিলাম, এই স্বর্গ ও ভারতবর্ষ পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীনতম স্থান। কিন্তু এই উভয়স্থানের মধ্যে কে অগ্রজন্মা? কে অধিক পুরাতন? বেদ সে বিষয়েও প্রশ্ন করিয়া তাহার মীমাংসা করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

কতরা পূর্ব্বা কতরা অপরা অয়োঃ ? ১—১৮৫ সূ—১ম

তত্র সায়নঃ—অয়োঃ অনয়োর্দ্যাবাপৃথিব্যোর্মধ্যে কতরা পূর্ব্বাপূর্ব্বম্ উৎপন্না কতরা বা অপরা পশ্চাদ্ভাবিনী ? কৃষ্ণযজুঃ বলিতেছেন—

সুবর্গো বৈ লোকঃ প্রত্নঃ। ৫৮ পৃঃ

সুবর্গ বা স্বর্গই জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীনতম স্থান। ঋগ্বেদও বহুমন্ত্রে এই প্রত্নোকের নাম লইয়াছেন।

পবিত্রবন্তঃ পরিবাচমাসতে,
পিতা এষাং প্রত্নঃ অভিরক্ষতি ব্রতম্। ৩—৭৩সূ—৯ম

মন্ত্রপাঠতৎপর আচার্য্যেরা (পবিত্র-মন্ত্রাদি নিরুক্ত)। বেদবাক্য আশ্রয় করিয়া অবস্থিতি করেন। তাঁহারা অসুরদিগের ন্যায় বেদবিরোধী ও স্বেচ্ছাচারী নহেন। ইঁহাদিগের পুরাতনপিতৃভূমি ইঁহাদের ধর্ম্মকর্ম্মসকল রক্ষা করেন।

অনু প্রত্নস্য ওকসঃ হুবে তুবিপ্রতিং নরম্।
যং তে পূর্ব্বং পিতা হুবে॥ ৯—৩০সূ—১ম

হে ইন্দ্র! আমাদিগের পুরাতনবাসস্থানের নেতা ও বহুজনপ্রতিপালক তোমাকে পূর্ব্বে আমার পিতাপিতামহাদি ডাকিয়াছেন, এইক্ষণে ভারতবাসী আমিও তোমাকে আহ্বান করিতেছি।

অতএব "দ্যৌঃ" বা আদিস্বর্গই যে পিতৃলোক অর্থাৎ মানবের আদি জন্মভূমি তাহা প্রতিপন্ন হইতেছে।

চরক ও বেদপাঠে জানা যায় যে, ভারতাগত দেবসন্তান আর্য্যগণ বহুদিন যাবৎ আপনাদিগের পূর্ব্বপ্রত্নোকের কথা জানিতেন, কালে ক্রমে ক্রমে তাঁহাদিগের অনন্তরবংশ্যদিগের সে বংশপরম্পরাগত জ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া যায়। ফলতঃ সে দিনের ইউরোপীয় ও মৈশরপ্রভৃতি জাতিই যখন তাঁহাদিগের পূর্ব্বনিবাস ভারতের কথা ভুলিয়াছেন, তখন প্রায় লক্ষবৎসরের ঔপনিবেশিক আমরা কেন আমাদের পিতৃভূমির কথা ভুলিয়া যাইব না ?

যাহা হউক, আমরা যাহা যাহা বলিলাম, তাহার সারমর্ম্ম ইহাই যে, আদি স্বর্গ দ্যো ও ইলা বা ইলাবৃতবর্ষ এক এবং উহাই আমাদিগের পিতা বা পিতৃলোক এবং এই স্বর্গ বা পিতৃলোকের কিছুই পারলৌকিক নহে, পরন্তু ভৌম ও পাদগম্য। এবং উক্ত স্বর্গ, দ্যো, ইলাবৃতবর্ষ বা পিতৃলোক আমাদিগের বর্ত্তমান

মঙ্গলিয়ার সহিত অভিন্ন ও শাস্ত্রোক্ত মেরুপর্ব্বত এবং বর্ত্তমান আল্‌টাই পর্ব্বতেও কোনও ভেদ নাই। ইহারই সানুদেশে আদিমানববিরাটের আবির্ভাব হইয়াছিল। উক্ত সানুদেশই "বৈরাজভবন"।

জৈমিনির পূর্ব্বমীমাংসা, বায়ুপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ ও ভাগবত সমস্বরে পারলৌকিক স্বর্গনরকের অস্তিত্বের অপলাপ করিয়াছেন। ভাস্করাচার্য্যও তাঁহার ভুবনকোষে উহাদের ভৌমত্বের নির্দ্দেশ করিতে পশ্চাৎপদ হয়েন নাই। যুধিষ্ঠির পায়ে হাঁটিয়া স্বর্গে গিয়াছিলেন, মরিয়া ভূত হইয়া নহে। অর্জ্জুন পাঁচ বৎসর স্বর্গে ইন্দ্রের নিকট থাকিয়া অস্ত্রশিক্ষা করেন ও রাজসূয়যজ্ঞের কর স্বর্গ হইতে আনয়ন করিয়াছিলেন, মহারাজ সগর স্বর্গে যাইয়া ভার্গবের নিকটে আগ্নেয়াস্ত্রের প্রয়োগ শিক্ষা করেন। দশরথ দেবাসুরযুদ্ধে স্বর্গের ইন্দ্রের সহায়তা করিয়া বাহুতে ক্ষত লাভ করেন, ভারতের যযাতি ও নহুষ যাইয়া স্বর্গে ইন্দ্রত্ব করিয়া আসিলেন। ত্রিশঙ্কু ভোট না পাওয়াতে তাঁহাকে স্বর্গ হইতে ফিরিয়া আসিতে হইল, ভারতের নচিকেতা স্বর্গ ও নরকের রাজা যমের বাড়ীতে যাইয়া আতিথ্যগ্রহণ করিয়াছিলেন, বৈবস্বতযমের ভ্রাতা বৈবস্বতমনু ভারতে আসিয়া অযোধ্যার রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হয়েন। স্বর্গের সংস্কৃতভাষা ও সামবেদ এবং দেবনাগর অক্ষর এবং মাহেশ ব্যাকরণ ভারতে আনীত হইয়াছে। ভারতের মহাভারত ব্রহ্মার দেবলোক উত্তরকুরু ও পিতৃলোক বা আদিবর্গে প্রেরিত হইয়াছিল। স্বর্গের নারদ প্রতিদিন বিমানযোগে ভারতে আসিয়া কোন্দল লাগাইয়া যাইতেন। স্বর্গের বেশ্যা উর্ব্বশীকে ভারতের পুরূরবা বিবাহ করাতে তাঁহার গর্ভে মহারাজ আয়ুর জন্ম হয়; বশিষ্ঠও উর্ব্বশীগর্ভপ্রসূত, ভারতের সীতা ও শকুন্তলাও স্বর্গবেশ্যা মেনকার গর্ভপ্রভবা, সুতরাং এহেন স্বর্গ ও দৈত্যদানবগণের নিবাসভূমি নরক (যাহা মানসসরোবরের উত্তর তীরে বিরাজমান) পারলৌকিক ও অপাদগম্য হইতে পারে না।

ঐহিকো নরকঃ স্বর্গ

ইতি মাতঃ প্রচক্ষতে। ভাগবত।

গন্ধমাদনস্থ ঋষিরা পায়ে হাঁটিয়া আদি স্বর্গ পার হইয়া ব্রহ্মাকে দেখিতে ব্রহ্মলোকে গমন করেন, তথায় দেবতা, ঋষি ও পিতৃলোকবাসীদিগের সভা হইয়াছিল, সুগ্রীবের আদেশানুসারে বানরচমূগণ সীতার অন্বেষণে ভৌম উত্তর

সাগরতীরস্থ ভৌম উত্তরকুরুতে ভৌম ব্রহ্মলোকে গমন করিয়াছিলেন, সুতরাং পারলৌকিক স্বর্গ ও নরকের কল্পনা অলীক ও অমূলক।

আচ্ছা বুঝিলাম, পারলৌকিক কোনও স্বর্গ নাই, আদি স্বর্গ ভৌম, কিন্তু উহা ও ইলাবৃতবর্ষ যে এক তাহার প্রামাণ কি? প্রমাণ বেদাদি ঋষিবাক্য।

দিবস্পরি প্রথমং জজ্ঞে অগ্নি। ১—৪৫ সূ—১০ম

অগ্নিঃ প্রথম ইলস্পদে সমিদ্ধঃ। ১—১০ সূচি—১ম

অগ্নিঃ পৃথিব্যা নাভা ইলায়াস্পদে জাতঃ। ৬—১ সূ—১০ম

ইহাদ্বারা জানা গেল দিব্ বা স্বর্গ ও ইলার পদ অর্থাৎ ইলাবৃতবর্ষ একই বস্তু। এ বিষয়ে আরও অসংখ্য প্রমাণ আছে, আমরা বাহুল্যবোধে মাত্র এই তিনটি প্রমাণের অধ্যাহার করিলাম। অবশ্য ব্রহ্মার স্বর্গও দিব্ বটে, কিন্তু উহার নামান্তর ইলা বা ইলাবৃতবর্ষ নহে। অপিচ ব্রহ্মার স্বর্গ উত্তর মহাসাগরের দক্ষিণ বেলাসংস্থ, পক্ষান্তরে ইলাবৃতবর্ষ এশিয়ার ঠিক মধ্যস্থলে অবস্থিত, সুতরাং এই দিব্ শব্দ আদি স্বর্গবাচী।

ত্বামগ্নে পুষ্করা দধি

অথর্ব্বা নিরমন্থত। ১৩—১৬ সূ—৬ম

অথর্বা পুষ্কর বা আদি স্বর্গে (যেখানে জন্মনিবন্ধন ব্রহ্মার নাম অব্জযোনি) অরণীসংঘর্ষণে অগ্নির উৎপাদন করেন।

সুতরাং উক্ত দিব্ শব্দ যে আদি স্বর্গের পরিবর্ত্তে প্রযুক্ত হইয়াছে ইহা ধ্রুবই, তাহা হইলেই আদি স্বর্গ ও ইলাবৃতবর্ষ এক হইতেছে। তৎপর বেদ চতুষ্টয় সমস্বরেই বলিতেছেন যে—

কৃণ্বে পন্থাং পিতৃষু যঃ স্বর্গঃ। অথর্ব্ব

আয়ং গৌঃ পৃশ্নিরক্রমীৎ অসদৎ মাতরং পুরঃ।

পিতরঞ্চ প্রযন্ স্বঃ॥ ৬ক—৩অ—শুক্লযজুঃ।

৭২৯ পৃ সামবেদ। ১—১৮৯ সূ—১০ম ঋগ্বেদ।

তত্র মহীধরঃ—অয়ং দৃশ্যমানঃ অগ্নিঃ আ অক্রমীৎ, সর্ব্বতঃ ক্রমণং পাদ বিক্ষেপং কৃতবান্ কিম্ভূতঃ অগ্নিঃ? গচ্ছতি ইতি গৌঃ। যজ্ঞনিষ্পত্তয়ে তৎ তদ্‌যজমানগৃহেষু গন্তা। তথা পৃশ্নিঃ চিত্রবর্ণঃ। আক্রমণমেব আহ—পুরঃ প্রাচ্যাং দিশি মাতরং পৃথিবীং অসদৎ আসীদৎ তথা স্বঃ প্রয়ন্ আদিত্যরূপেণ

স্বর্গে সঞ্চরণ্ পিতরঞ্চ দ্যুলোকমপি অসদৎ প্রাপ্তবান্। স্বঃ শব্দেন সূর্য্যঃ (নিঘ ১, ৪, ১)। দ্যুলোকভূলোকয়োর্মাতাপিতৃত্বম্ অন্যত্রাপি শ্রূয়তে—"দ্যৌঃ পিতা পৃথিবী মাতা"।

তত্র সায়ণঃ—গৌঃ গমনশীলঃ পৃশ্নিঃ প্রাষ্টবর্ণঃ ব্যাপ্ততেজাঃ অয়ং সূর্য্যঃ আক্রমীৎ আক্রান্তবান্ উদয়াচলং প্রাপ্তবান্ ইত্যর্থঃ। আক্রম্য চ পুরঃ পুরস্তাৎ পূর্ব্বস্যাং দিশি মাতরং সর্ব্বস্য ভূতজাতস্য নির্ম্মাত্রীং ভূমিং অসদৎ আসীদৎ প্রাপ্নোতি। ততঃ পিতরং পালকং দ্যুলোকং চ শব্দাৎ অন্তরিক্ষঞ্চ প্রয়ন্ প্রকর্ষেণ শীঘ্রং গচ্ছন্ স্বঃ শোভনগমনো ভবতি। যদ্বা পিতরং স্বঃ দ্যুলোকং প্রয়ন্ বর্ত্ততে।

দত্তজানুবাদ—এই যে উজ্জ্বল বর্ণধারী বৃষ অর্থাৎ সূর্য্য, ইনি প্রথমে আপন মাতা পূর্ব্বদিগ্‌কে আলিঙ্গন করিলেন, পরে আপন পিতা আকাশের দিকে যাইতেছেন।

আমরা এই ভাষ্য ও অনুবাদে তৃপ্তিলাভ করিতে পারিলাম না। "গৌঃ" পদের অর্থ জোর করিয়া অগ্নি করা হইয়াছে। ফলতঃ ইহার অর্থ নিঘণ্টু অনুসারে সূর্য্য বা স্তোতা করা যাইতে পারে। তাহা হইলে উহার ব্যাখ্যা এইরূপ হইবে।

অয়ং গৌঃ সূর্য্যঃ স্তোতা বা পৃশ্নিঃ পৃশ্নিং (বিভক্তি ব্যত্যয়ঃ) অন্তরিক্ষং আক্রমীৎ গতবান্ পুরঃ প্রাচ্যাং পৃথিবীং ভারতবর্ষঞ্চ অসদৎ আসীদৎ গতবান্ পিতরং পিতৃলোকং সর্ব্বেষাং আদি জন্মভূমিং স্ব শ্চ আদিস্বর্গঞ্চ প্রয়ন্ গচ্ছন্ বর্ত্ততে ইতি শেষঃ।

নরদেবতা সূর্য্য বা কোনও পরিচিত স্তোতা অন্তরিক্ষে (অপোগস্থানাদিতে) যাইয়া পরে পূর্ব্বদিকে ভারতবর্ষে আসিলেন ও তথা হইতে পিতৃলোক স্বঃ বা আদি স্বর্গে যাইয়া অবস্থিতি করিলেন।

যাহা হউক বেদচতুষ্টয়দ্বারা ইহা সপ্রমাণ হইল যে স্বঃ ও পিতৃলোক একই। কোন্ স্বঃ? ব্রহ্মার স্বর্গকে কেহ কোনও দিন পিতা বা পিতৃলোক বলেন নাই। মহাভারত আদিপর্ব্বের ১২০ অধ্যায়ে বলিতেছেন, দেবতারা, ঋষিরা ও পিতৃলোকবাসীরা ব্রহ্মার ব্রহ্মলোকে গমন করিবেন, সুতরাং ব্যাসদেবের মতেও পিতৃলোক ও ব্রহ্মার স্বর্গ স্বতন্ত্র, পরন্তু এক নহে। সূর্য্যসিদ্ধান্তাদি বলিতেছেন

যে ব্রহ্মার দেবলোকে মনুষ্যলোকের ছয় মাসে দিন ও ছয়মাসে রাত্রি, আর পিতৃলোকে মনুষ্যদিগের একমাসে এক অহোরাত্র, সুতরাং এতদ্দ্বারাও ব্রহ্মার স্বর্গ ও পিতৃলোক এক হইতেছে না। মনুও বলিতেছেন যে—

পিত্রে রাত্র্যহনী মাসঃ প্রবিভাগস্তু পক্ষয়োঃ।

কর্ম্মচেষ্টাস্বহঃ কৃষ্ণঃ শুক্লঃ স্বপ্নায় শর্ব্বরী॥ ৬৬—১ অ

তত্র কুল্লূকভট্টঃ—মানুষাণাং মাসঃ পিতৃণামহোরাত্রে ভবতঃ। তত্র পক্ষদ্বয়েন বিভাগঃ। কর্ম্মানুষ্ঠানায় কৃষ্ণপক্ষঃ অহঃ, স্বাপার্থং শুক্লপক্ষঃ রাত্রিঃ।

অর্থাৎ মনুষ্যদিগের একমাসে পিতৃলোকদিগের এক দিবারাত্রি হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে—

দৈবে রাত্র্যহনী বর্ষং প্রবিভাগস্তয়োঃ পুনঃ।

অহস্তত্রোদগয়নং রাত্রিঃ স্যাৎ দক্ষিণায়নম্॥ ৬৭—১ম

তত্র কুল্লূকঃ—মানুষাণাং বর্ষো দেবানাং রাত্রিদিনে ভবতঃ। তয়োরপি অয়ং বিভাগঃ নরাণাম্ উদগয়নং দেবানামহঃ দক্ষিণায়নং তু রাত্রিঃ।

মনুষ্যদিগের উত্তরায়ণ ছয়মাসে ব্রহ্মাদি দেবগণের একদিন এবং দক্ষিণায়ন ছয়মাসে ব্রহ্মাদি দেবগণের এক রাত্রি হইয়া থাকে। অর্থাৎ মনুষ্যদিগের এক বৎসরে ব্রহ্মার উত্তরকুরুতে এক অহোরাত্র মাত্র হয়।

সুতরাং ব্রহ্মার স্বর্গ ও পিতৃলোক এক নহে। অতএব ভাষ্যকারেরা 'পিতরঃ' শব্দের অর্থ যে দ্যুলোকং করিয়াছেন তাহা প্রমাদদুষ্ট। ফলতঃ মূলে।

"পিতরং স্বঃ।

থাকাতেই বুঝা যাইতেছে যে যে স্বঃ "পিতৃ" পদবাচ্য তাহা আদিস্বর্গ পরন্তু ব্রহ্মার উত্তরকুরু নহে।

যাহা হউক এতাবতা ইহাই জানাগেল যে আদি স্বর্গ ও পিতৃলোক একই পদার্থ, এবং অগ্নি সর্ব্বাদৌ ইলার পদ বা আদি স্বর্গে প্রজ্জ্বালিত হইয়াছিল বলিয়া ইলার পদ ও আদি স্বর্গের একত্বনিবন্ধন ইলার পদ ও পিতৃলোকও এক হইতেছে।

এখন ইহাই দেখিতে হইবে যে পৌরাণিক যুগে ইলার পদ কি বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। আমরা মনে করি পুরাণের ইলাবৃতবর্ষই বেদের ইলার পদ।

কেন? প্রথমতঃ নামগত সৌসাদৃশ্য, দ্বিতীয়তঃ বেদে যে প্রকার ইলার পদকে পৃথিবীর নাভা বা উৎপত্তি স্থান বলিয়াছে, তদ্রূপ পুরাণেও ইলাবৃতবর্ষই

মেরুপর্ব্বতকে "ভূতভাবন" বা মানবের আদি উৎপত্তি স্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

বেদ্যর্দ্ধং দক্ষিণে ত্রীণি ত্রীণি বর্ষাণি চোত্তরে। ৩১
তয়োর্মধ্যে তু বিজ্ঞেয়ং মেরুমধ্য মিলাবৃতম্। ৩৩
স তু মেরুঃ পরিবৃতো ভুবনৈর্ভূতভাবনঃ। ৫৬—৩৪ অ। বায়ু
মৎস্যপুরাণ - ৪৩—১১৩ অ।

অর্থাৎ ইলা বা ইলাবৃতবর্ষের নাম উত্তরবেদী। উহার দক্ষিণে তিনটি ও উত্তরে তিনটি বর্ষ। উহাদের মধ্যস্থানে ইলাবৃতবর্ষ বিদ্যমান, সেই ইলাবৃত বর্ষের মধ্যস্থলে আবার মেরুপর্ব্বত, যে মেরুপর্ব্বত চারি দিকে অন্যান্য ভুবনদ্বারা পরিবৃত, এবং উহাই জগতের সকল প্রাণী অর্থাৎ মানুষ ও পশুপক্ষি প্রভৃতি সকল জীবের

"ভূতভাবনঃ"

আদি উৎপত্তিস্থান। ভাবয়তি উৎপাদয়তি ইতি ভাবনঃ উৎপত্তিস্থানং। ভূতানাং ভাবনঃ ভূতভাবনঃ।

আমাদিগের এই মেরু পর্ব্বতের নামই জেন্দাভেস্তাতে "মৌরু," গ্রীশদেশীয় শাস্ত্রে "মেরোস," দক্ষিণ তুরুষ্কে মেরুথ, মিশরে মেরই এবং উহা আবার পবিত্র, মহৎ এবং দেবনিবাস বলিয়াও বিবৃত। কিন্তু হিন্দুর শাস্ত্র উহাকে সকল ভূতের আদি নিকেতন বলিতেও অগ্রসর। এই মেরুপর্ব্বতের সানুদেশই আদি পিতৃলোক, আদি স্বর্গ, বৈরাজভবন ও মানবের আদি জন্মভূমি। এখান হইতেই দেবতারা চারি দিকে ছড়াইয়া পড়িয়া জগতে নানা জাতির পত্তন করিয়াছেন। এই গ্রন্থের এশিয়ার মানচিত্রে দৃষ্টিপাত করিলেই সকলে নববর্ষ ও সপ্তভুবনের অবস্থান দেখিতে পাইবেন।

আচ্ছা ইলাবৃতবর্ষ ও বর্ত্তমান মঙ্গলিয়া যে এক, তাহার প্রমাণ কোথায়? তোমরা যদি ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জন, তপঃ ও সত্য, এই সপ্তভুবন মানচিত্রে মিলাইতে চাহ, তাহা হইলে বর্ত্তমান

১। আর্য্যাবর্ত্ত, দক্ষিণাপথ ও পূর্ব্বোপদ্বীপ ভূলোক
২। তুরুষ্ক, পারস্য ও অপোগস্থান ভুবর্লোক
৩। তিব্বত, তাতার ও মঙ্গলিয়া স্বর্লোক (স্বঃ)

৪।	দক্ষিণ সাইবিরিয়া	মহর্লোক
৫।	বর্ত্তমান চীন	জনলোক
৬।	মধ্য সাইবিরিয়া	তপোলোক (বৈকুণ্ঠ)
৭।	উত্তর সাইবিরিয়া (উত্তরকুরুবর্ষ)	সত্যলোক

সহ অভিন্ন দেখিতে পাইবে। ঐরূপ যদি তোমরা এশিয়ার মানচিত্রে নয়টিবর্ষ দেখিতে চাহ, তাহা হইলে এইরূপে মিলাইয়া দেখ।

১।	ভারতবর্ষ (ভূলোক)	ভারতবর্ষ (পূর্ব্বোপদ্বীপসহ)	
২।	কেতুমালবর্ষ (ভুবর্লোক)	তুরুষ্ক, পারস্য আফগানিস্থান	
৩।	কিম্পুরুষবর্ষ	তিব্বত	স্বর্লোক
৪।	হরিবর্ষ	তাতার	স্বর্লোক
৫।	ইলাবৃতবর্ষ	মঙ্গলিয়া	স্বর্লোক
৬।	ভদ্রাশ্ববর্ষ (জনলোক)	চীন	
৭।	রম্যকবর্ষ (মহর্লোক)	দক্ষিণ সাইবিরিয়া	
৮।	হিরণ্ময়বর্ষ (তপোলোক)	মধ্য সাইবিরিয়া	
৯।	উত্তরকুরুবর্ষ (সত্য বা ব্রহ্মলোক)	উত্তর সাইবিরিয়া	

বলিবে বহু সহস্র বৎসরের পর কত স্থান সমুদ্রে পরিণত ও কত সমুদ্র স্থলে পরিণত হইয়াছে। সুতরাং এখন মিলাইয়া দেখা কি ঠিক হইবে?

হাঁ। এ কথা সত্য, কিন্তু পর্ব্বতগুলি তখনও ছিল, এখনও রহিয়াছে, অবশ্য এখন মেরু নামে পর্ব্বত দেখা যায় না, কিন্তু ইলাবৃতবর্ষের মধ্যে যে মেরু পর্ব্বত ছিল, তাহা রাজপরিবর্ত্তনে নামের পরিবর্ত্তন ঘটাতেই আলটাই নাম ধারণ করিয়াছে। কিন্তু এই

আলটাই

নামটির উৎপত্তি "ইলাস্থায়ী" শব্দের বিকারেই হইয়াছিল। তাহা হইলে যে মঙ্গলিয়ার বক্ষঃস্থলে আলটাই নামক পর্ব্বত বিরাজমান, উহাকেই

মেরু মধ্যম্ ইলাবৃতম্

এই প্রমাণের বলে ইলাবৃতবর্ষের সহিত অভিন্ন ভাবিয়া লও, তাহাতে ভুল হইবে না। আরও দেখ, ভীষ্মপর্ব্বে বর্ণিত আছে যে—

"মঙ্গা ব্রাহ্মণভূয়িষ্ঠাঃ॥

অর্থাৎ মঙ্গলিয়ায় বহু ব্রাহ্মণেরই বাস ছিল। এই ব্রাহ্মণগণই বিদ্যাবত্তা নিবন্ধন দেবোপনামা। সোম বা অত্রিনন্দন চন্দ্র এই ব্রাহ্মণদিগের রাজা ছিলেন

সোমো ব্রাহ্মণানাং রাজা আসীৎ

চন্দ্রের রাজ্য মহর্লোক বা দক্ষিণ সাইবিরিয়া, তিনি এক সময়ে এই মঙ্গলিয়ার ব্রাহ্মণদিগেরও রাজা ছিলেন। শুক্লযজুঃ স্থলান্তরে বলিতেছেন—

সোমায় পিতৃমতে স্বাহা

সোম এক সময়ে পিতৃমান্ বা পিতৃলোকের নেতা বা প্রসিডেণ্ট ছিলেন। সেই পিতাই মঙ্গ, সুতরাং এতদ্দ্বারাও বর্ত্তমান মঙ্গলিয়ার পিতৃলোকত্ব দৃঢ়ীভূতই হইতেছে। ঋগ্বেদ স্থলান্তরে বলিতেছেন যে—

নাভা পৃথিব্যা অধি

সানুষু ত্রিষু। ৭—৩ সূ—২ম

তত্র সায়ণঃ—পৃথিব্যাঃ নাভা নাভৌ উত্তরবেদ্যাং অধি উপরি সানুষু সমুচ্ছ্রিতেষু প্রদেশেষু

তাহা হইলেই জানাগেল পৃথিবীর নাভি বা আদি উৎপত্তি স্থানে কোনও পর্ব্বত সানুতে হোতারা যজ্ঞ করিতেছিলেন, উহাই মেরুপর্ব্বতের সানুদেশ। মেরুপর্ব্বতের কোনও সানুতেই আদি মানব বিরাট্ প্রাদুর্ভূত হয়েন, তাই ভাস্করাচার্য্য ও পুরাণপ্রণেতৃগণ মেরুপর্ব্বতকেই দেবনিবাস (যাহা গ্রীশ প্রভৃতি দেশেরও কথা বটে) ও আদি স্বর্গ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন—

বসন্তি মেরৌ সুরসিদ্ধসংঘাঃ। ভাস্করাচার্য্য

স এষ পর্ব্বতোমেরুর্দেবলোক উদাহৃতঃ। বায়ু পুঃ

এই মেরুপর্ব্বত বা আদিদেবনিবাস আদি স্বর্গ বা আদি পিতৃলোকহইতেই মানবজাতি চারিদিকে যাইয়া উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন। আমরা আমাদিগের এই উক্তির সমর্থনজন্য এখানে বায়ুপুরাণহইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিব।

স এষ পর্ব্বতোমেরুর্দেবলোক উদাহৃতঃ। ৮৫—২৪ অ

তদেতৎ সর্ব্বদেবানা মধিবাসে কৃতাত্মনাম্।

দেবলোকে গিরৌ তস্মিন্ সর্ব্বশ্রুতিষু গীয়তে॥ ৯৫

পুণ্যৈরন্যৈশ্চ বিবিধৈর্নৈকজাতিশতার্জ্জিতৈঃ।

প্রাপ্নোতি দেবলোকং তং স স্বর্গ ইতি চোচ্যতে ॥ ২৬—৩৫ অ

তস্মিন্ পদ্মে সমুৎপন্নো দেবদেবশ্চতুর্মুখঃ।

প্রজাপতিপতির্ব্রহ্মা ঈশানোজগতঃ প্রভুঃ ॥ ৪২—৩৪ অ

ইলাবৃতবর্ষসংস্থিত সেই মেরুপর্ব্বতই সর্ব্বশ্রুতিতে দেবলোক ও স্বর্গ বলিয়া কথিত। উহা ব্রহ্মাদি সকল দেবগণের বাসস্থান। ব্রহ্মা এই মেরুপর্ব্বতেরই সানুদেশে (যে মেরুপর্ব্বত ইলাবৃতবর্ষের পদ্ম স্বরূপ, যাহার নাম পুষ্কর) জন্ম গ্রহণ করেন। মেরুপর্ব্বত ইলাবৃতবর্ষে কি ভাবে কোন্ স্থানে অবস্থিত?

মেরুমধ্যম্ ইলাবৃতম্। ৩৩

মধ্যে ত্বিলাবৃতং যস্তু

মহামেরোঃ সমন্ততঃ। ২২ - ৩৪ অ—বায়ু

মধ্যস্থলে মহান্ মেরুপর্ব্বত বিরাজমান্, উহার চারিদিকে ইলাবৃতবর্ষ অবস্থিত।

ইলাবৃতবর্ষ	ইলাবৃতবর্ষ	ইলাবৃতবর্ষ
	মেরু বা আলটাই পর্ব্বত	
	ইলাবৃতবর্ষ	

এই মেরুপর্ব্বতই আদি দেবলোক বা আদিস্বর্গ, ইহারই সানুদেশে আদি মানব বিরাট্ প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। এখান হইতেই লোক সকল অন্যান্য বর্ষে যাইয়া উপনিবিষ্ট হয়েন।

মধ্যমং যৎ ময়া প্রোক্তং নাম্না বর্ষমিলাবৃতম্। ১১

দেবলোকাৎ চ্যুতাঃ সর্ব্বে জায়ন্তে হ্যজরামরাঃ। ১৪—৪৬ অ

আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, ইলাবৃতবর্ষ সকলের মধ্যস্থলে অবস্থিত, লোক সকল দেবলোক মেরুপর্ব্বতহইতে আসিয়া তথায় গৃহপ্রতিষ্ঠা করেন। এই সকল লোক অকালে জরা বা মৃত্যুদ্বারা আক্রান্ত হইতেন না, তাঁহারা অতীব দীর্ঘজীবী ছিলেন।

অতঃপরং কিম্পুরুষাৎ হরিবর্ষঃ প্রচক্ষ্যতে।

মহারজতসঙ্কাশা জায়ন্তে তত্র মানবাঃ ॥ ৮

দেবলোকাৎ চ্যুতাঃ সর্ব্বে দেবরূপাশ্চ সর্ব্বশঃ। ৯—৪৬ অ

মহর্ষি বায়ু বলিলেন, কিম্পুরুষ বর্ষের উত্তরে ও ইলাবৃতবর্ষের দক্ষিণে হরিবর্ষ (তাতার), লোক সকল দেবলোক বা মেরুপর্ব্বত হইতে তথায় আসিয়া

গৃহপ্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহারা অতি শুভ্রবর্ণ এবং দেববৎ সৌন্দর্য্যশালী। তথাহি—

যচ্চ কিম্পুরুষং বর্ষং হরিবর্ষং তথৈবচ। ২
দেবলোকাৎ চ্যুতাঃ সর্ব্বে দেবরূপাশ্চ সর্ব্বশঃ॥ ৯—৪৬ অ

হরিবর্ষের দক্ষিণে কিম্পুরুষবর্ষ বা তিব্বত, তথায় আদি দেবলোক মেরু হইতে মনুষ্য সকল আসিয়া উপনিবিষ্ট হইয়াছেন।

উত্তরস্য সমুদ্রস্য সমুদ্রান্তে চ দক্ষিণে।
কুরব স্তত্র তদ্বর্ষং পুণ্যং সিদ্ধনিষেবিতম্॥ ১১
দেবলোকাৎ চ্যুতাস্তত্র জায়ন্তে মানবাঃ শুভাঃ।
শুক্লাভিজনসম্পন্নাঃ সর্ব্বে চ স্থিরযৌবনাঃ॥ ১৬
তত্র স্বর্গপরিভ্রষ্টা জায়ন্তে হি নরাঃ সদা।
ভৌমং তদপি হি স্বর্গং তত্রাপিচ গুণোত্তমম্॥ ৪২—৪৫ অ

উত্তর মহাসমুদ্রের দক্ষিণতীরে অতি পবিত্র উত্তরকুরুবর্ষ, তথায় সিদ্ধ ঋষিগণ বাস করেন। এখানেও ঐ সকল লোক আদি দেবলোক মেরু হইতে যাইয়া উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন। এই উত্তরকুরুও একটি অন্যতম ভৌম স্বর্গ।

এই হরিবর্ষ বা তাতার, কিম্পুরুষবর্ষ বা তিব্বত এবং ইলাবৃতবর্ষ বা মঙ্গলিয়াতে আদি দেবলোক আদি স্বর্গ বা পিতৃলোক মেরুপর্ব্বতহইতে সর্ব্বাদৌ লোক সকল আসিয়া উপনিবিষ্ট হয়েন, পক্ষান্তরে আমরা তিনটি পিতৃলোক ও তিনটি নাক বা স্বর্গের কথা দেখিতে পাইয়া থাকি. সুতরং ব্রহ্মার নূতন স্বর্গ গঠিত হইবার পর এই ত্রিনাক যে পিতা বা পিতৃলোক নামে প্রখ্যাতিলাভ করে, তাহা ধ্রুবই। ব্রহ্মার ব্রহ্মলোক বা উত্তরকুরুতে যে উক্ত আদি পিতৃলোক মেরুপর্ব্বত হইতে লোক সকল যাইয়া উপনিবিষ্ট হইয়াছিল তাহাও পুনরায় প্রদর্শিত হইল। পৃথিবীর অন্য কোনও শাস্ত্রে এই পিতৃলোকের কথা নাই। এবং কোনও দেশের কোনও শাস্ত্রেও কেহ নিৰ্ব্বন্ধসহকারে এমন কথা অঙ্গুলিনির্দ্দেশ পূর্ব্বক বলিতে সাহসী হয়েন নাই যে—

দ্যৌর্নঃ পিতা জনিতা নাভিরত্র?
সতু মেরুঃ পরিবৃতো
ভুবনৈর্ভূত ভাবনঃ?

অবশ্য গ্রীশ, মিশর, তুরুষ্ক ও ইরাণ আমাদের এই মেরুর নামই লইয়াছেন। ইহা যে দেবনিবাস ও অতি পবিত্র এবং অতি মহান্ প্রদেশবিশেষ, তাহা বলিতেও বিস্মৃত হয়েন নাই, তাঁহারা আমাদের ভারতেরই ভূতপূর্ব্ব অধিবাসী ও আমাদেরই নেদিষ্ঠ দায়াদবান্ধব, তাঁহারা মেরুকে ভুলিয়াছিলেন না, কিন্তু মেরু যে "ভূতভাবন" বা মানবের আদি জন্মভূমি, তাঁহারা কেবল তাহাই ভুলিয়াছিলেন।

প্রশ্ন হইতে পারে যে মেরুহইতে যে ইলাবৃত, হরিবর্ষ, কিম্পুরুষবর্ষ ও উত্তরকুরুতে লোক সকল গিয়াছেন, তাহার প্রমাণ পুরাণ দিতেছেন। মৎস্য ও লিঙ্গপুরাণেও তাহা দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু রম্যক, হিরণ্ময় কেতুমাল ও ভদ্রাশ্ববর্ষে, বিশেষতঃ আমাদিগের ভারতবর্ষে যে উক্ত দেবলোকহইতে দেবতারা আসিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ কোথায়? মহাভারতও এতদধিক কোনও কথা বলেন নাই? কেন কৃষ্ণযজুঃ ও ঋগ্বেদ কি তাহা বলেন নাই?

যখন বেদে রহিয়াছে, তখন পুরাণেও না থাকিয়া পারে না, বোধ হয় লিপিকর প্রমাদ বা কীটদংশনে ঐ সকল দেশের সে ঐতিহ্য বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে।

পুরাণং বেদসম্মিতম্

পুরাণপ্রণেতারা যাহা যাহা লিখিয়াছেন, তাহার অধিকাংশই বেদমূলক। অতিরঞ্জন ও প্রক্ষেপে কোনও কোনও স্থান বিকৃত হইলেও বায়ু ও বিষ্ণুপ্রভৃতি প্রাচীনতম পুরাণে এমন কথা বহু আছে, যাহা বেদবৎ বিশ্বাস করাই সমীচীন। যদি পিতৃলোক মেরুপ্রভৃতিহইতে ভারতে দেবতারা আগমন না করিতেন, তাহা হইলে কি বেদ ও মৎস্য পুরাণ আমাদের ভারতবর্ষপ্রভৃতিকেও দেবপুত্র ও "দেবলোক" বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন?

ভূর্লোকোহথ ভুবর্লোকঃ স্বর্লোকোহথ মহর্জনঃ।
তপঃ সত্যঞ্চ সপ্তৈতে দেবলোকাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥

অর্থাৎ ভূ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জন, তপঃ ও সত্য, এই সাতটি দেবলোক। দেবানাং লোকঃ (লোকস্তু ভুবনে জনে) দেবলোকঃ। তাই চীনেরা তাঁহাদের দেশ টিনশান বা স্বর্গভূমি ও জাপানীরা ভারতকে স্বর্গ ও ভারতবাসীদিগকে দেবতা বলিয়া জানিতেন। বায়ুপুরাণ বলিতেছেন যে—

গন্ধর্ব্বাপ্সরসো যক্ষা গুহ্যকাস্ত সরাক্ষসাঃ
সর্ব্বভূতপিশাচাশ্চ নাগাশ্চ সহ মানুষৈঃ।
স্বর্লোকবাসিনঃ সর্ব্বে দেবা ভুবি নিবাসিনঃ॥ ২৮—৩৯ অ

উত্তরখণ্ড—বায়ুপুরাণ

স্বর্লোক অর্থ মঙ্গলিয়া, তাতার ও তিব্বত, এই তিন জনপদবাসী গন্ধর্ব্ব, অপ্সরঃ, যক্ষ, গুহ্যক, রাক্ষস, ভূত, পিশাচ, নাগ, মনুষ্য ও দেবগণ ভারতে আসিয়া গৃহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

কাশ্মীরাদি দেশে গানবাদ্যকারী গন্ধর্ব্বজাতি বাস করে। একবার রঙ্গপুর রেলে আমি একটি গায়িকাকে যাইতে দেখিয়া জাতির কথা জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিয়াছিল, "হাম বাবু গন্ধর্ব্বী"। যশোহরের ঢপগানপ্রবর্ত্তক প্রসিদ্ধ মধুকান কিন্নরবংশীয় লোক ছিলেন। হিন্দুস্থানের "পাশী" বা পিশাচ কি না, তাহাও অনুসন্ধেয়। ভারতের কুকীরাই যে রাক্ষস, ইহাও ধ্রুব। ভূতস্থানের (ভোটানের) লোক সকলেই ভূতজাতীয়, উহারা শিবের অনুচর ছিল। আসামে এখনও নাগারা রহিয়াছে, যাহারা পরিক্ষিৎকে নিহত করে, তাহারাও ফোঁশ ফোঁশ করা সাপ নহে, পরন্তু কদ্রুসন্তানবিশেষ। কায়স্থদিগের মধ্যে সেনোপাধিক একটি সম্প্রদায় (ধন্বন্তরি ও শক্তিগোত্রীয় কায়স্থ সেনগণ ভূতপূর্ব্ব বৈদ্য সন্তান) আছেন, তাঁহাদিগের গোত্র "বাসুকি"। বাসুকিনামে কোনও ঋষি ছিলেন বলিয়া জানা যায় না, সুতরাং উহাঁরাও নাগজাতীয় লোক হওয়া বিচিত্র নহে। বৈদ্য ও কায়স্থ জাতিতে যে নাগোপাধিক লোক দেখা যায়, কে জানে যে তাঁহারাও ভূতপূর্ব্ব কদ্রুসন্তান নহেন। মাতা মনুর সন্তানদিগের নাম মনুষ্য, মানুষ ও মানব। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে ভারতের যজুর্ব্বেদী লোকসকল স্বর্গের মনুষ্যদিগেরই অনন্তরবংশ্য। আর যাঁহারা বৈবস্বতবংশীয় [অযোধ্যার রাজগণ, যাঁহাদিগকে সকলে ভ্রান্তিবশতঃ সূর্য্যবংশীয় বলিয়া থাকেন] ও চন্দ্র বংশীয় ক্ষত্রিয়, তাঁহারাও স্বর্গের দেবতা ভিন্ন আর কিছুই নহেন। এবং সামবেদীয় ব্রাহ্মণগণ প্রকৃত দেববংশীয় [অদিতিসন্তানবংশপ্রভব] তাই তাঁহারা অদ্যাপি "দেবতা" বলিয়া পূজিত হইয়া আসিতেছেন। কৃষ্ণযজুর এই মন্ত্রদ্বারাও পিতৃলোকবাসী দেবগণের ভারতাগমন সমর্থিত হইয়া থাকে।

প্রাচীনবংশং করোতি দেবমনুষ্যা দিশো ব্যভজন্ত
প্রাচীং দেবা দক্ষিণাং পিতরঃ প্রতীচীং মনুষ্যা উদীচীং রুদ্রাঃ।

৩৬০ পৃষ্ঠা

অর্থাৎ দৈত্যদানবেরা স্বর্গভ্রষ্ট করিলে [Paradies Lost] ইন্দ্রাদি দেবগণ পূর্ব্বদিকে ব্রহ্মলোকে [বর্ম্মায়], বৈবস্বত মনু প্রভৃতি পিতৃলোকবাসিগণ দক্ষিণে ভারতবর্ষে, মাতা মনুর সন্তান দ্বিতীয় বরুণ, পশ্চিমে পারস্য ও অপোগ স্থানে এবং রুদ্রবংশীয় কেহ কেহ উত্তরে উত্তরকুরু প্রভৃতি দেশে গমন করেন। তথাহি—

সুবর্গো বৈ লোকঃ প্রত্নঃ দেবলোকাদেব মনুষ্যলোকে প্রতিতিষ্ঠতি। ৩৮ পৃ

আদি স্বর্গই জগতের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীনতম স্থান, সকলে তথা হইতে ভারতাদি মনুষ্যলোকে আগমন করেন। তথাহি—

মরুতো মাতরিশ্বানো রুদ্রাদেবা স্তথাশ্বিনৌ।
অনিকেতা হ্যন্তরিক্ষা স্তে ভুবর্লোকা দিবৌকসঃ॥
আদিত্যা ঋভবা বিশ্বে সাধ্যাশ্চ পিতরস্তথা।
ঋষয়োঽঙ্গিরস শ্চৈব ভুবর্লোকং সমাশ্রিতাঃ॥ ৩০—৩৯ অ

উত্তর খণ্ড বায়ুপুরাণ।

ঐরূপ দৈত্যদানবগণদ্বারা স্বর্গভ্রষ্ট [অনিকেতাঃ] হইয়া উনপঞ্চাশৎ মরুৎ বায়ুবংশীয়গণ, রুদ্রগণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, আদিত্যগণ, বিশ্ব ও সাধ্যদেবগণ, অঙ্গিরোবংশীয় বহু ঋষি স্বর্গহইতে আসিয়া ভুবর্লোক বা অন্তরিক্ষ অর্থাৎ তুরুষ্ক, পারস্য ও অপোগস্থানে গৃহপ্রতিষ্ঠা করেন। তাই মাতা মনুর সন্তান মনুষ্য বরুণের দেশে প্রণীত যজুর্ব্বেদ "মানুষ" বিশেষণের বিষয়ীভূত [যজুর্ব্বেদস্ত মানুষঃ। ১২৪—৭ অ মনু] উক্ত মনুষ্যলোকবাসী মহর্ষি বায়ু যজুর্ব্বেদের মন্ত্রসমাহর্ত্তা [২৩—১ অ—মনু]।

বলিতে পার যে দৈত্যদানবেরা যে দেব ও মনুষ্যগণকে স্বর্গভ্রষ্ট করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ কি? দেবাসুর যুদ্ধ পুঁথির গল্পমাত্র। না তাহা নহে, সকল বেদেই দেবাসুরযুদ্ধের কাহিনী বিবৃত আছে। তোমরা কেহই বেদ পড় না, জানিবে কি প্রকারে? কৃষ্ণযজুঃ বলিতেছেন—

দেবাসুরাঃ সংযত্তা আসন্। ১২২ পৃ

দেবা মনুষ্যাঃ পিতরস্তে অন্যত আসন্।
অসুরা রক্ষাংসি পিশাচাস্তে অন্যতঃ। ১২১ পৃ

স্বর্গবাসী দেবতা ও অসুরেরা [বস্তুতঃ দৈত্যদানবেরা] পরস্পর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। দেবতা, মনুষ্য ও পিতৃলোকবাসিগণ একপক্ষে ও অন্য পক্ষে অসুর, রাক্ষস ও পিশাচগণ ছিলেন।

কনীয়াংসো দেবা আসন্
ভূয়াংসো ঽসুরাঃ। ৩১৩ পৃ

তন্মধ্যে দেবতারা সংখ্যায় অল্প ও দৈত্যদানবেরা সংখ্যায় অধিক ছিলেন।

তান্ দেবান্ অসুরা অজয়ন্
তে দেবা পরাজিগ্যানা অসুরাণাম্
বৈশ্যম্ উপায়ন্। ১৪৪ পৃ ঐ

এই যুদ্ধে দেবতারা অসুরদিগের নিকট পরাজিত হইয়া তাঁহাদিগের প্রজাত্ব [বৈশ্যং] স্বীকার করেন। পদ্মপুরাণ সৃষ্টিখণ্ডে বলিতেছেন—

ত্রৈলোক্যং বশমানীয় জিত্বা দেবান্ সবান্ধবান্।
দানবা যজ্ঞভোক্তার স্তত্রা সন্ বলবত্তরাঃ॥ ১২—৩০ অ

দানবেরা প্রবল হইয়া দেবগণকে সবান্ধকে পরাভূত করতঃ ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ এই তিনলোক বশে আনিয়া তথায় বাস করিতে লাগিলেন। তথাহি—

ততোঽসুরা যথাকামং বিহরন্তি ত্রিপিষ্টপে।
ব্রহ্মলোকে চ ত্রিদশাঃ সংস্থিতা দুঃখকর্ষিতাঃ॥ বামন

অনন্তর অসুরগণ স্বর্গে যথেচ্ছভাবে বিচরণ করিতে লাগিলেন, আর ইন্দ্রাদি দেবগণ ব্রহ্মলোক বা বর্ম্মায় যাইয়া দুঃখে কাল কাটাইতে আরম্ভ করিলেন। অথর্ব্ববেদে বিবৃত আছে—

অপ্সু তে রাজন্ বরুণ গৃহো হিরণ্ময়ঃ। ২য় খণ্ড—৪৯০ পৃ

হে রাজন্ বরুণ—অন্তরিক্ষে [আপঃ—অন্তরিক্ষ—নিঘণ্টু] তোমার একটি লৌহময় গৃহ আছে।

এই বরুণস্ [বরুণঃ] শব্দের অপভ্রংশেই Uranas শব্দের উৎপত্তি ও এই দেশের ভূতপূর্ব্ব অধিবাসিত্বনিবন্ধন গ্রীক্ যবনেরা আপনাদিগকে উরণসের পুত্র বলিয়া থাকেন। তথাহি—

স রং তৎ রাজা বরুণো বিচষ্টে

যদন্তরা রোদসী পরস্তাৎ। ৬০১ পৃ

প্রথম খণ্ড—অথর্ব্ববেদ।

স্বর্গ ও ভারতবর্ষের মধ্যে যে বিস্তীর্ণ জনপদ আছে, বরুণ সেই মহান্ জনপদের অধিপতি, সে কোন জনপদ ? সায়ণ বলিতেছেন—

দ্যৌশ্চ পৃথিবী চ দ্যাবাপৃথিব্যৌ

তয়োর্মধ্যে বর্ত্তমানঃ অন্তরিক্ষলোকঃ।

তাই পৌরাণিকেরা বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন যে "সমুদ্রো বরুণালয়ঃ," সমুদ্রই বরুণের আলয়। কিন্তু এই সমুদ্র অর্থ জলময় মহার্ণব নহে। ফলতঃ অন্তরিক্ষ [নিঘণ্টু, ১৯ পৃঃ দেখ], বোধ হয় তুরুস্ক, পারস্য ও অপোগস্থান পূর্ব্বকালে সমুদ্র প্রধান স্থান ছিল, তাই উহার নাম আপঃ [অপোগস্থান] ও সমুদ্র। এবং এই দেশে উৎপন্ন অশ্ব উদ্ভূত বলিয়া অশ্বের নামান্তর সৈন্ধব [ভোজনকালে সৈন্ধবমানয়] অর্থাৎ ভোজনসময়ে "সৈন্ধব" আনিতে বলিলে সৈন্ধবলবণ আনিতে হয়, পরন্তু সিন্ধু বা অন্তরিক্ষপ্রভব ঘোড়া নহে। এই দেশে মাতা মনুর পুত্র বরুণ ও ইঁহার জামাতা বায়ু আসিয়া রাজ্যপ্রতিষ্ঠা করেন, তাই অথর্ববেদ বলিতেছেন যে—

বায়ুরন্তরিক্ষস্য অধিপতিঃ

বরুণঃ অপাম অধিপতিঃ।

প্রথম খণ্ড - ৭৭৯ পৃ

কিন্তু সাধারণ লোকেরা বায়ুনামক ব্যক্তির কথা ভুলিয়া তাঁহাকে বাতাস ঠাহরিয়া অন্তরিক্ষকে শূন্য ঠাহরিতে বাধ্য হইল, প্রমাদ ঢুকিল।

আচ্ছা বরুণ যে মাতা মনুর সন্তান সুতরাং মানব ছিলেন তাহার প্রমাণ কি ? অথর্ববেদ বলিতেছেন—

যো দেবো বরুণো যশ্চ মানুষঃ।

প্রথম খণ্ড---৬০৫ পৃ

মহাত্মা বরুণ দেবতাও বটেন, আবার মনুষ্যও বটেন। মহাভারতে আদিপর্ব্বের ৬৪ অ—১১।১২।১৩ ও ৬৫ অ—৪২।৪৩।৪৪ শ্লোকে বরুণ প্রভৃতি দক্ষকন্যামুনিগর্ভপ্রভব বলিয়া কথিত। কিন্তু মৌনেয় নামে কোনও

সংজ্ঞা দেখা যায় না, উহা লিপিকরপ্রমাদ। অরণ্যকাণ্ড—১৪ স—১১।১২। ২৯ ও সামবেদের ৫১ পৃষ্ঠা পাঠ করিলেও মহাভারতের পাঠ যে লিপিকরদুষ্ট, তাহা ধরা পড়িবে।

যাহা হউক পিতৃলোকবাসী মন্বাদি যে স্বর্গভ্রষ্ট হইয়া দক্ষিণে ভারতে প্রবেশ করেন, তাহা পাশ্চাত্যগণও আংশিক স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

Mr. Muir

The forefathers of the Hindus from their primeval abode travelled southward to India.

Sanskrit Text Book, vol II, page 225.

মহামতি বলবন্তরাও গঙ্গাধর তিলক।

The ancient Aryans abandoned their primeval home and migrated southward.

Arctic Home in Vedas, page 355.

অর্থাৎ হিন্দুদিগের পূর্ব্ব পুরুষ আর্য্যগণ তাঁহাদিগের পিতৃলোক হইতে দক্ষিণাভিমুখে আসিয়া ভারতে গৃহপ্রতিষ্ঠা করেন। কৃষ্ণযজুঃও বলিয়াছেন যে—"দক্ষিণাং পিতরঃ"—তথাহি—

মনুঃ পৃথিব্যাং যজ্ঞিয়মৈচ্ছৎ। ১৫৫ পৃ কৃষ্ণযজুঃ।

মহাত্মা বৈবস্বত মনু, পৃথিবী বা পৃথুর পুত্র রাজ্য ভারতবর্ষে আসিয়া যজ্ঞ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। ফলতঃ ইচ্ছা নহে, দৈত্যদানবগণের উৎপীড়নে পড়িয়া ভারতে আসিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। যদাহ ঋগ্বেদঃ—

যো রজাংসি বিমমে পার্থিবানি
ত্রিশ্চিৎ বিষ্ণুর্মনবে বাধিতায়। ১৭—৪৯ সূ ৬ম

তত্র সায়ণভাষ্যং—যো বিষ্ণুঃ বাধিতায় অসুরৈরভিসিতায় মনবে প্রজাপতয়ে তদর্থং পার্থিবানি পৃথিব্যাং সংবদ্ধানি রজাংসি লোকান্ ত্রীন্ লোকান্ ইতি যাবৎ ত্রিশ্চিৎ বিমমে ত্রিভিরেব বিক্রমণৈঃ পরিমিতবান্।

দত্তজানুবাদ— যে বিষ্ণু উপদ্রুত মনুর নিমিত্ত ত্রিপাদবিক্রমদ্বারা পার্থিব লোক পরিমাণ করিয়াছিলেন।

অর্থাৎ দৈত্যদানবেরা বৈবস্বত মনুকে বাধা দিলে অদিতি নন্দন বিষ্ণু আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র মনুর নিমিত্ত ত্রিপাদবিক্রমপূর্ব্বক [অথবা ত্রিশ্চিৎ তিনবার]

স্বর্গ হইতে অন্তরিক্ষ হইয়া ভারতবর্ষে আগমন করেন। তাই শতপথ বলিয়া গিয়াছেন যে—

তদপি এতৎ উত্তরস্য গিরেঃ
মনোরব সর্পণমিতি।

অর্থাৎ মনু যে জলপ্লাবনের পর নৌকাসহ সজীব মনুষ্যাদি লইয়া পুনরায় ভারতে আগমন করেন, ইহাই উত্তর পর্ব্বত হইতে মনুর অবসর্পণ বা অবতরণ নামে প্রসিদ্ধ।

কিন্তু আমরা বলিতে চাহি. বৈবস্বত মনু যে সর্ব্বাদৌ পিতৃলোকহইতে হিমালয়ের পথে ভারতে আগমন করেন, উহাই তাঁহার উত্তর গিরির অবসর্পণ। অর্থাৎ মনু যে উত্তর হইতে হিমালয় পর্ব্বত দিয়া দক্ষিণে ভারতে আগমন করেন, তাহা সকলে বংশপরম্পরাক্রমে জানিত ও বলাবলি করিত। কেবল কি মনুই উপদ্রুত হইয়াছিলেন? না তাহা নহে. অত্রিপ্রভৃতি অনেকেই ঐরূপ উপদ্রুত হইয়া ভারতে আসিতে বাধ্য হয়েন।

কুবিৎ অঙ্গ নমসা যে বৃধাসঃ,
পুরা দেবা অনবদ্যাস আসন্।
তে বায়বে মনবে বাধিতায়,
অবাসয়ন্ উষসং সূর্য্যেণ॥ ১—৯১ সূ—৭ম

পূর্ব্বকালের দেবগণ অতীব নম্রস্বভাব ছিলেন. তাঁহারা কেবল বিনয়দ্বারাই বার্দ্ধক্যে উপনীত হয়েন। তাঁহারা বড়ই পূতচেতাঃ ছিলেন। বিবাদ বিসংবাদ ভালবাসিতেন না। দৈত্য ও দানবগণ মহর্ষি বায়ুদেব ও মহাত্মা বৈবস্বত মনুকে বাধা প্রদান করিলে, তাঁহারা সাবর্ণি মনুর পিতা মহর্ষি সূর্য্যদেব ও মহাত্মা উষাদ্বারা মনুকে ভারতবর্ষে ও ত্বষ্টার জামাতা উক্ত বায়ুদেবকে অন্তরিক্ষে [অপোগস্থানে] বাস করান।

যস্য প্রয়াণ মনু অন্যে ইদ্ যযুঃ,
দেবা দেবস্য মহিমান মোজসা।
যঃ পার্থিবানি বিমমে স এতশঃ,
রজাংসি দেবঃ সবিতা মহিত্বনা॥ ৩—৮১ সূ—৫ম

তত্র সায়ণভাষ্যং—অন্যে ইৎ দেবা অন্যেহপি অগ্ন্যাদয়োদেবা দেবস্য সবিতুঃ

প্রয়াণম্ অনুযযুঃ। যঃ সবিতা পার্থিবানি রজাংসি পৃথিব্যাদি লোকান্ মহিত্বনা স্বমহত্ত্বেন বিমমে পরিচ্ছিনত্তি।

অগ্নিপ্রভৃতি অন্যান্য দেবগণ সেই সূর্য্যদেবের মহিমা ও প্রয়াণপথের অনুগামী হইয়াছিলেন। সেই গমনকুশল [এতশঃ গমনকুশল ইতি যাস্কঃ] সূর্য্যদেব, নিজ মহিমা ও বাহুবলে পৃথিবী বা ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন। ঋগ্‌বেদ স্থলান্তরে বলিতেছেন যে—

ত্বং গোত্র মঙ্গিরোভ্যোঽবৃণোঃ,
অপোত অত্রয়ে শতদুরেষু গাতুবিৎ। ৩—৫১ সূ—১ম

তত্র সায়ণভাষ্যম্—হে ইন্দ্র! ত্বং গোত্রং গোসমূহং পণিভিরপহৃতং গুহাসু নিহিতং অঙ্গিরোভ্যঃ অপাবৃণোঃ উত অপিচ অত্রয়ে মহর্ষয়ে শতদুরেষু শতদ্বারেষু যন্ত্রেষু অসুরৈঃ পীড়ার্থং প্রক্ষিপ্তায় গাতুবিৎ মার্গস্য লম্ভয়িতা অভূঃ।

হে ইন্দ্র পণিনামক অসুরেরা [Pœnicians] অঙ্গিরাদিগের গো সকল হরণপূর্ব্বক পর্ব্বতগুহায় লুক্কায়িত করিয়া রাখিলে তুমি গুহার দ্বারোদ্‌ঘাটন পূর্ব্বক উহার উদ্ধার সাধন করিয়াছিলে। এবং দৈত্যদানবেরা মহর্ষি অত্রিকে তুষানলে দগ্ধ করিয়া মারিবার জন্য শতদ্বার যন্ত্রগৃহে নিক্ষেপ করিলে তুমি তাঁহাকে তথাহইতে আনয়ন করিয়া আত্মরক্ষার পথ দেখাইয়া দিয়াছিলে। স্থলান্তরে বিবৃত রহিয়াছে যে—

হিমেনাগ্নিং ঘ্রংস মবারয়েথাং
পিতুমতীমূর্জ মস্মৈ অধত্তম্।
ঋবীসে মত্রি মশ্বিনাঽবনীতম্
উন্নিন্যথুঃ সর্ব্বগণং স্বস্তি॥ ৮—১১৬ সূ—১ম

তত্র সায়ণভাষ্যম্——অত্রেদ মাখ্যানং অত্রি মৃষি মসুরাঃ শতদ্বারে পীড়াযন্ত্রগৃহে প্রবেশ্য তুষাগ্নিনা অবাধিষত তদানীং তেন ঋষিণা স্তুতৌ অশ্বিনৌ অগ্নিম্ উদকেন উপশময্য তস্মাৎ পীড়াগৃহাৎ অবিকলেন্দ্রিয়বর্গং সন্তং নিরগময়তা মিতি। হে অশ্বিনৌ! হিমেন হিমবচ্ছীতোদকেন ঘ্রংসং দীপ্যমানং অত্রেবাধনার্থং অসুরৈঃ প্রক্ষিপ্তং তুষাগ্নিম্ অবারয়েথাম্ যুবাং নিবারিতবন্তৌ। অপিচ অস্মৈ অত্রয়ে পিতুমতীং পিতুরিতি অন্ননাম অন্নযুতং ঊর্জং বলপ্রদং ক্ষীরাদিকং অধত্তং প্রাযচ্ছতং ঋবীসে অপগতপ্রকাশে পীড়াযন্ত্রগৃহে অবনীতং

অবাঙ্মুখতয়া অসুরৈঃ প্রাপিতম্ অত্রিং সর্বগণং সর্বেষাং ইন্দ্রিয়াণাং পুত্রাদীনাং বা গণেন উপেতং স্বস্তি অবিনাশো যথা ভবতি তথা উন্নিন্যথুঃ তস্মাৎ গৃহাৎ উদ্গময্য স্বগৃহং প্রাপিতবন্তৌ।

হে অশ্বিনীকুমারদ্বয়! দৈত্যদানবেরা অত্রি ঋষিকে পোড়াইয়া মারিবার জন্য যন্ত্রগৃহে নিক্ষেপপূর্ব্বক তুষানল প্রজ্জ্বালিত করিলে তোমরা জলবর্ষণদ্বারা অগ্নি নির্ব্বাপিত করিয়া তাঁহাকে বলপ্রদ খাদ্য দান করিয়াছিলে। দৈত্য-দানবেরা অত্রিকে অবনতমুখে অন্ধকারগৃহে রাখিয়াছিল। স্থলান্তরে বিবৃত রহিয়াছে যে—

যাভির্ব্বশং শরবে নাভির ত্রয়ে
যাভিঃ পুরা মনবে গাতুমীষথুঃ। ১৬—১১২ সূ—১ম

হে নেতা অশ্বিনীকুমারদ্বয়! পূর্ব্বকালে দৈত্যদানবেরা অত্রি, শয়ু ও মনুকে বাধা প্রদান করিলে, তোমরা তাঁহাদিগকে যে সকল উপায়ে গমনের পথ দেখাইয়া দিয়াছিলে।

ত্রিতঃ কূপে অবহিতঃ দেবান্ হবতে উতয়ে।
তং শুশ্রাব বৃহস্পতিঃ। ১৭—১০৫ সূ—১ম

ত্রিত দেব দৈতদানবগণকর্ত্তৃক কূপে পাতিত হইয়া দেবগণকে রক্ষার জন্য আহ্বান করিলে বৃহস্পতি তাহা শুনিতে পাইয়াছিলেন।

যাভীরেভং নিবৃতং সিতমদ্ভ্যঃ,
উদ্বন্দনম্ ঐরয়তং স্বর্দৃশে।
যাভিঃ কণ্বং প্র সিষাসন্তমাবতম্
তাভি রূষু উতিভি রশ্বিনা আগতম্॥ ৫—১১২ সূ—১ম

হে অশ্বিনীদ্বয়! তোমরা যে উপায়ে পাশবদ্ধ ও কূপে নিক্ষিপ্ত রেভ ও বন্দনকে রক্ষা করিয়াছিলে, যে উপায়ে অন্ধকারে নিক্ষিপ্ত কণ্বকে আলোকের মুখ দেখাইবার জন্য বাহির করিয়াছিলে, সেই উপায়ের সহিত আগমন কর।

দৈত্যদানবেরা দেবগণের প্রতি এইরূপ আরও বহু অত্যাচার করিলে তাঁহারা প্রাণপ্রিয়তম পিতৃভূমি পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়েন। এবং কেহ কেহ দেবরাজ ইন্দ্রকে বলিতে ছিলেন—

অস্মান্ সু তত্র চোদয় ইন্দ্র রায়ে রভস্বতঃ।
তুবিদ্যুম্ন যশস্বতঃ॥ ৬—৯ সূ—১ম

তত্র সায়ণঃ—হে তুবিদ্যুম্ন প্রভূতধন ইন্দ্র রায়ে ধনসিদ্ধ্যর্থং অস্মান্ অনুষ্ঠাতৃন্ তত্র কর্ম্মণি সুচোদয় সুষ্ঠু প্রেরয়, কীদৃশান্ অস্মান্? রভস্বতঃ উদ্যোগবতঃ যশস্বতঃ কীর্ত্তিমতঃ।

দ্যুম্ন অর্থ অন্ন ও যশঃ, অস্মান্ অর্থ এখানে অনুষ্ঠাতৃন্ নহে, পরন্তু উপদ্রুত দেবান্। যশস্বতঃ বিশেষণ কেহ কখন নিজকে দেয় না, তাই এইরূপ অর্থ করা গেল—

অস্মংকৃত প্রকৃতার্থবাহিনী ব্যাখ্যা—হে তুবিদ্যুম্ন বহুধন যশস্বতঃ যশস্বন্ [বিভক্তিব্যত্যয়ঃ] ইন্দ্র! ত্বম্ অস্মান্ রভস্বতঃ উদ্ধতাৎ দৈত্যদানবগণাৎ দৈত্যদানবৈঃ উপদ্রুতান্ দেবান্ পিতৃলোকবাসিনঃ মন্বাদীন্ রায়ে ধনার্থং সুখসৌভাগ্যার্থং তত্র তস্মিন্ পূর্ব্বকথিতে স্থানে সুচোদয় সুষ্ঠু প্রেরয়। অস্মাকম্ অত্রাবস্থানং ন খলু সমচীনম্।

হে বহুধন যশস্বন্ ইন্দ্র তুমি আমাদিগকে এই ঔদ্ধত্যশালীদিগের নিকট হইতে ধনের জন্য সেই পূর্ব্বকথিত স্থানে পাঠাইয়া দাও।

ইন্দ্রাবরুণ নূ সু বাং সিষাসন্তীষু ধীষ্বা।
অস্মভ্যং শর্ম্ম যচ্ছতম্॥ ৮—১৭ সূ ১ম

হে ইন্দ্র! হে বরুণ! আমরা তোমাদিগের উভয়ের বুদ্ধিরই নিত্যসেবাকারী, তোমাদিগের বুদ্ধি ভিন্ন আমরা চলি না, তোমরা আমাদিগকে গৃহ [শর্ম্ম-Home] প্রদান কর।

তেন সত্যেন জাগৃতম্ অধি প্রচেতুনে পদে।
ইন্দ্রাগ্নী শর্ম্ম যচ্ছতম্॥ ৬—২১ সূ—১ম

তত্র সায়ণভাষ্যম্—হে ইন্দ্রাগ্নী! অবশ্যফলপ্রদানাৎ অবিতথেন তেন অস্মাভিরনুষ্ঠিতেন কর্ম্মণা প্রচেতুনে প্রকর্ষেণ ফলভাগজ্ঞাপকে পদে স্বর্গলোকাদি স্থানে অধিজাগৃতম্ আধিক্যেন সাবধানৌ ভবতম্ ততঃ অস্মভ্যং শর্ম্ম যচ্ছতম্ সুখং গৃহং বা দত্তম্।

দত্তজানুবাদ—হে ইন্দ্র ও অগ্নি! যে স্বর্গলোকে কর্ম্মফল জানা যায়, এই যজ্ঞহেতু তোমরা তথায় জাগরিত হও। আমাদিগকে সুখ দান কর।

অস্মৎকৃতানুবাদ—হে ইন্দ্র হে অগ্নিদেব! তোমরা আমাদিগের সহিত যে শপথ করিয়াছ, তদনুসারে তোমরা এই পরিজ্ঞাত স্বর্গজনপদে সাবধান হও, আমাদিগকে গৃহ প্রদান কর।

তে অস্মভ্যম্ শর্ম্ম যংসন্ অমৃতাঃ মর্ত্তোভ্যঃ
বাধমানা অপ দ্বিষঃ ॥ ৩—৯০ সূ—১ম

হে দেবগণ, শত্রুগণ আমাদিগকে অত্যন্ত বাধা দিতেছে, অতএব তোমরা মৃতকল্প আমাদিগকে বাসস্থান পদান কর।

দেবতা ও মনুষ্যগণ এইরূপে দৈত্যদানবগণকর্ত্তৃক নানাপ্রকারে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া পিতৃলোক বা আদি স্বর্গহইতে ভ্রষ্ট হইয়া স্থানান্তরে গমন করাই শ্রেয়ঃ বোধ করিলেন, ইন্দ্রাদি দেবগণ পূর্ব্বদিকে ব্রহ্মদেশে [বর্ম্মায়] গমন করিলেন. মাতা মনুর পুত্র দ্বিতীয় বরুণ প শ্চমে অপোগস্থান ও পারস্যে এবং রুদ্রগণ উত্তর দিকে যাইয়া গৃহপ্রতিষ্ঠা করিলেন, আর পিতৃলোকবাসী বৈবস্বত মনুপ্রভৃতি দক্ষিণ দিকে ভারতবর্ষে আসিতে ইচ্ছা করিলে বামন বিষ্ণু তাঁহাদিগের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন এব· তিব্বতের প্রসিডেণ্ট মহর্ষি অগ্নিদেব পথপ্রদর্শকের ভার প্রাপ্ত হইলেন। প্রস্থানপরায়ণ লোকেরা এই সকল সাম গান করিতে করিতে স্বগহইতে রওয়ানা হইয়াছিলেন—

স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ
স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ।
স্বস্তি ন স্তার্ক্ষো অরিষ্টনেমিঃ,
স্বস্তি নো বৃহস্পতি র্দধাতু ॥ ৬ - ৮৯ সূ—১ম

অন্নবান্ ইন্দ্র, বহুদর্শী পূষা, বিনতানন্দন তার্ক্ষ্য ও অরিষ্টনেমি এবং দেবগুরু বৃহস্পতি আমাদিগের মঙ্গল করুন।

মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ।
সাধ্বীর্নঃ সন্তু ওষধীঃ। ৬

এই দেখ, বায়ু আমাদিগের অনুকূলে প্রবাহিত হইতেছে, নদী সকল কেমন মৃদুভাবে বহিয়া যাইতেছে, ওষধী সকলও আমাদিগের সম্বন্ধে অনুকূল হউক। যেন পথে আমাদিগকে আহারক্লেশ পাইতে না হয়।

মধু নক্তম্ উতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ।

মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা। ৭

আমাদিগের পথের রাত্রি ও উষা সকল মধু হউক, আমরা যে পার্থিব লোক বা ভারতে যাইব তাহা আমাদিগের সম্বন্ধে মধু হউক এবং আমরা আমাদিগের যে পিতৃভূমি স্বর্গ ত্যাগ করিয়া যাইতেছি সেই স্বর্গও আমাদিগে সম্বন্ধে মধু হউন।

মধুমান্ নো বনস্পতির্মধুমান্ অস্তু সূর্য্যঃ।

মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ॥ ৮

গমনমার্গে বিরাজমান বট ও অশ্বত্থাদি ছায়াবৃক্ষ সকল মধু হউক, খর কিরণ সূর্য্য মধু হউক, এবং আমাদিগের গরু সকল মধু হউক।

শং নো মিত্রঃ শং বরুণঃ শং নোভবতু অর্য্যমা।

শং ন ইন্দ্রো বৃহস্পতিঃ শং নো বিষ্ণুরুরুক্রমঃ॥ ৯—৯০ সূ—১ম

মিত্র, বরুণ, অর্য্যমা, দেবরাজ ইন্দ্র ও ত্রিবিক্রম বামন বিষ্ণু আমাদিগের মঙ্গল করুন।

শং নঃ সূর্য্য উরুচক্ষা উদেতু।

শং ন শ্চতস্রঃ প্রদিশো ভবন্তু।

শং নঃ পর্ব্বতা ধ্রুবয়ো ভবন্তু

শং নঃ সিন্ধবঃ শম্ সন্ত্বাপঃ॥ ৮—৩৫ সূ—৭ম

জগতের বিশালচক্ষুঃস্বরূপ সূর্য্য আমাদিগের মঙ্গলের জন্য উদিত হউন; চারি দিক্, অচল পর্ব্বতরাজী ও নদনদীসমূহ আমাদিগের মঙ্গল করুন।

অনন্তর প্রস্থানপরায়ণ মন্বাদি দেবগণ গন্তব্য পথের বিষয়ে অনভিজ্ঞতা নিবন্ধন বলিতেছিলেন—

অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্। ১—১৮৯ সূ—১ম

হে অগ্নে তুমি আমাদিগকে সুপথে লইয়া যাও। আমরা যেন যাইয়া সুখসৌভাগ্য লাভ করিতে পারি।

অগ্নে ত্বং পারয়া নব্যো অস্মান্ স্বস্তিভিঃ।

অতি দুর্গাণি বিশ্বা। পূশ্চ পৃথ্বী বহুলা চ উর্বী।

ভবা তোকায় তনয়ায় শংযোঃ॥ ২—১৮৯ সূ—১ম

হে অগ্নে! যুবা তুমি আমাদিগকে ভালয় ভালয় এই ভীষণ বিপৎ হইতে পার কর। আমরা যে দেশে যাইব, তথায় যাইয়া যেন বাসের জন্য বহু বিস্তৃত ভূমি ও বৃহদায়তন নগরী প্রাপ্ত হইতে পারি। আর আমাদিগের সন্তান সন্ততিরা যেন তথায় যাইয়া সুখী হইতে পারে।

দ্বিষো নো বিশ্বতোমুখ অতি নাবেব পারয়।

অপ নঃ শোশুচৎ অঘম্॥ ৭—৯৭ সূ ১ম

হে বহুদর্শী অগ্নি! তুমি আমাদিগকে নৌকায় নদী পারের ন্যায় এই শত্রুকুল হইতে শত্রুশূন্য স্থানে লইয়া যাও। (অতি পারয় অতিক্রময্য শত্রুরহিতং দেশং প্রাপয়—ইতি সায়ণঃ)।

স নঃ সিন্ধুমিব নাবয়া

অতি পর্ষ স্বস্তয়ে।— ঐ—৮

হে অগ্নি! লোকে যেরূপ নৌকাযোগে নদী পার হয়, তদ্রূপ তুমি আমাদিগকে কোনও শত্রুশূন্য দেশে লইয়া যাও। (অতি পর্ষ ... অতিক্রম্য শত্রুরহিতং প্রদেশং প্রাপয় ইতি সায়ণঃ)।

অগ্নয়ে পথিকৃতে পুরোডাশম্

অষ্টাকপালং নির্ব্বপেৎ। ৯৩ পৃ— কৃষ্ণযজুঃ

পথপ্রদর্শনকারী অগ্নিদেবকে আটসরা পুরোডাশ বা পরোটা (লুচি) উৎসর্গ করিবে। ভারতাগত অন্য এক ঋষিও বলিয়া গিয়াছেন—

অগ্নিনা তুর্ব্বশং যদুং পরাবত উগ্রাদেবং হবামহে।

অগ্নির্নয়ৎ নববাস্তং বৃহদ্রথং তুর্বীতিং দস্যবে সহঃ॥ ১৮—৩৬ সূ —১ম

দস্যুদিগের উৎপীড়নহেতু বলবান্ অগ্নি অতি দূরদেশহইতে তুর্বশু, যদু, উগ্রাদেব, নবদাস্ত, বৃহদ্রথ ও তুর্বীতিকে (ভারতে) আনয়ন করেন। আমরা তাঁহাকে আহ্বান করি।

এই অগ্নিদেব একজন নরদেবতা। তিনি কিম্পুরুষবর্ষ বা প্রথম অমৃতে অষ্টবসুর নেতৃত্ব করিতেন, তাই ছান্দোগ্য বলিয়াছেন—

তৎ যৎ প্রথম মমৃতং তৎ বসব উপজীবন্তি

অগ্নিনা মুখেন। ১ ১৭১ পৃ

কৃষ্ণযজু ও বলিয়াছেন যে, "যে দেবাঃ পুরঃসদঃ অগ্নিনেত্রাঃ" (৭০ পৃ), যে ধবপ্রভৃতি দেবগণ পুরঃসদ বা প্রথম অমৃতলোকে অগ্নির নেতৃত্বে (অগ্নিঃ নেত্রঃ নেতা যেষাং তে) বাস করিতেন। অগ্নিদেব ভারতে আসিলে কৈলাসনাথ শিব যাইয়া তাঁহার পদে প্রতিষ্ঠিত হয়েন, তজ্জন্য শিবও অগ্নি নামে প্রখ্যাতি লাভ করেন। ঐ সময়ে কার্ত্তিকের জন্ম হওয়াতেই তিনি "অগ্নিভূ" নামের বিষয়ীভূত।

সেনানী রগ্নিভূর্গুহঃ। অমর

যাহা হউক উক্ত অগ্নিদেব ভারতে আসিয়া উপনিবিষ্ট হইলে ব্রহ্মার আদেশে ভারত হইতে ঋগ্বেদের মন্ত্রসমাহার করেন। ভারতের অধিকাংশ ব্রাহ্মণ তাঁহার অনন্তরবংশ্য (আগ্নেয়ো বৈ ব্রাহ্মণঃ" ইতি শ্রুতেঃ)।

কেবল কি অগ্নিই মন্বাদির পথপ্রদর্শক ছিলেন? না, ইন্দ্র ও বিষ্ণুপ্রভৃতির সহোদর ভ্রাতা পূষাও অন্যতম পথপ্রদর্শক ছিলেন—

সং পূষন্ অধ্বনস্তির বাংহো বিমুচো নপাৎ।

সক্ষ্ব দেব প্রণস্পুরঃ। ১—৪২ সূ—১ম

তত্র সায়ণভাষ্যম্—হে পূষন্ অধ্বনঃ মার্গান্ সন্তিরঃ অস্মান্ অভীষ্টস্থানং সম্যক্ প্রাপয়। হে দেব পূষন্ নঃ পুরঃ অস্মাকং পুরতঃ প্রসক্ষ্ব প্রসক্তো ভব পুরতো গচ্ছ।

হে ভ্রাত পূষন্! তুমি আমাদিগকে পথ পার ও দুঃখ হইতে বিমুক্ত কর (বিমুচঃ বিমোচয়)। ও আমাদিগের অগ্রগামী হও।

অতি নঃ সশ্চতো নয় সুগা নঃ সুপথা কৃণু।

পূষন্ ইহ ক্রতুং বিদঃ॥ ৭—ঐ

হে পূষন্ তুমি আমাদিগকে শত্রুর নিকট হইতে সুপথে অন্যত্র নিয়া যাও। আমাদিগকে পথে কি প্রকারে রক্ষা করিতে হইবে সে উপায় ক্রতু) তুমি জান (বিদঃ)। তথাহি—

অতি সুযবসং নয়

ন নবজ্বারো অধ্বনে। ৮—ঐ

তত্র সায়ণঃ—হে পূষন্ সুযবসং শোভনতৃণোপলক্ষিতসর্বৌষধিযুক্তং দেশম্ অতিনয় অস্মান্ অভিতঃ স্থাপয় অধ্বনে মার্গায় নবজ্বারঃ নূতনঃ সন্তাপঃ ন ভবতু।

হে পূষন্ তুমি আমাদিগকে উত্তমশস্যসম্পন্ন স্থানে লইয়া যাও, পথে যেন আমাদিগের আবার কোনও নূতন বিপৎ না ঘটে। অথর্ব্ববেদেও বিবৃত রহিয়াছে—

পূষেমা আশা অনুবেদ সর্ব্বাঃ
সো অস্মান্ অভয়তমেন নেষৎ।
২—১০ সূ—১ অনু—৭ম কাণ্ড।
৫—১৭ সূ—১০ম। ঋগ্বেদ।

তত্র সায়ণভাষ্যম্—পূষা ইমাঃ সর্ব্বা আশা দিশঃ অনুবেদ অনুক্রমেণ জানাতি, স পূষাদেবঃ অস্মান্ অভয়তমেন অত্যন্তভয়রহিতেন মার্গেণ নেষৎ নয়তু।

পূষাদেব এই সকল দিকের অবস্থা ভালরূপ জানেন, তিনি আমাদিগকে ভয়শূন্য পথে লইয়া যাউন।

পিপর্ত্তু নো অদিতী রাজপুত্রা
অতি দ্বেষাংসি অর্য্যমা সুগেভিঃ। ৭—২৭ সূ—২ম

রাজমাতা অদিতি ও অর্য্যমাদেব আমাদিগকে এই শত্রুদিগের নিকটহইতে সুপথে অন্য দেশে লইয়া যাউন।

অভ্রাজি শর্দ্ধো মরুতো যদর্ণসম
মোষথ বৃক্ষং কপনেব বেধসঃ।
অধস্মানো অরমতিং সজোষসঃ
চক্ষুরিব যন্তু মনু নেষথা সুগম্॥ ৬—৫৪ সূ—৫ম

হে মরুদ্গণ! তোমরা সকলে সমবেত ও প্রসন্নমনাঃ হইয়া পথপ্রদর্শন পূর্ব্বক আমাদিগকে সুগম পথে ঐশ্বর্য্যসমীপে লইয়া যাও।

মিত্রস্তন্নো বরুণোদেবো অর্য্যঃ,
প্র সাধিষ্ঠেভিঃ পথিভির্নয়ন্তু। ৩—৬৪ সূ—৭ম

মিত্র, বরুণ ও অর্য্যমাদেব আমাদিগকে সাধুপথে অন্যত্র লইয়া যাউন।

ঋজুনীতী নো বরুণো মিত্রোনয়তু
বিদ্বান্ অর্য্যমা দেবৈঃ সজোষাঃ। ১—৯০ সূ—১ম

বরুণ, মিত্র ও বিদ্বান্ অর্য্যমা অন্যান্য দেবগণসহ তুল্যভাবে ইচ্ছাযুক্ত হইয়া আমাদিগকে ঋজুপথে লইয়া যাউন।

বি নঃ পথঃ সুবিতায় চিয়ন্তু,

ইন্দ্রো মরুতঃ পূষা ভগো বন্দ্যাসঃ ॥ ৪—৯০ সূ—১ম

বন্দনীয় ইন্দ্র, মরুৎ, পূষা ও ভগদেব আমাদিগের মঙ্গলের জন্য উত্তম পথ নির্ব্বাচন করুন।

বয়মিন্দ্র! ত্বায়বঃ সখিত্ব মারভামহে,

ঋতস্য নঃ পথা নয়াতি বিশ্বানি দুরিতা।

নভন্তাম্ অন্যকেষাং জ্যাকা অধিধন্বসু ॥ ৬—১৩৩ সূ—১০ম

হে ইন্দ্র! আমরা তোমারই। আমরা এই বিপৎকালে তোমারই বন্ধুত্ব লাভ করিতে অভিলাষী, তুমি আমাদিগকে এখন ভাল পথে লইয়া যাও, যাহাতে আমরা সমগ্র বিঘ্নবিপত্তি অতিক্রম করিতে সমর্থ হই। শত্রুদিগের ধনুতে অধিরোপিত জ্যা বিফল হউক।

স নো বোধি পুর এতা সুগেষু,

উত দুর্গেষু পথিকৃৎ বিদানঃ।

যে অশ্রমাস উরবো বহিষ্ঠাঃ

তেভি র্ন ইন্দ্র অভিবক্ষি বাজম্ ॥ ১২—২১ সূ ৬ম

হে ইন্দ্র! কোন্ পথ ভাল ও কোন্ পথ মন্দ তাহা তুমি জান। তুমি সুগম ও দুর্গম উভয় পথেই আমাদিগের পুরোবর্ত্তী হও। এবং তোমার শ্রম সহিষ্ণু ভারবাহী বিশালদেহ পশুগণ আমাদিগের আহার্য্য দ্রব্য সকল বহন করুক।

ইন্দ্র প্র ণঃ পুর এতেব পশ্য,

প্রণোনয় প্রতরং বস্যো অচ্ছ।

ভবা সুপারো অতিপারয়ো নো

ভবা সুনীতিরুত বামনীতিঃ ॥ ৭—৪৭ সূ—৬ম

তত্র সায়ণভাষ্যম্—হে ইন্দ্র! ত্বং পুর এতাইব পুরতো গন্তেব নঃ অস্মান্ প্রপশ্য প্রকর্ষেণ ঈক্ষস্ব যথা মার্গরক্ষকঃ স্বয়ং পুরতো গচ্ছন্ অনুগচ্ছতঃ রক্ষণীয়ান্ পথিকান্ পশ্যতি তথা পশ্য ইত্যর্থঃ। তথা বস্যঃ বসীয়ঃ শ্রেষ্ঠং ধনং অচ্ছ আভিমুখ্যেন প্রতরং প্রকৃষ্টতরং অতিশয়েন প্রণয় অস্মান্ প্রাপয়। তথা সুপারঃ সুষ্ঠু পারয়িতা দুঃখেভ্যঃ তারয়িতা ভব, তথা নঃ অস্মান্ অতিপারয়ঃ

শত্রূন্ অতিক্রাময় সুনীতিঃ শোভননয়শ্চ অস্মাকং ভব, উতাপিচ বামনীতিশ্চ ভব।

হে ইন্দ্র! যে প্রকার পথপ্রদর্শক অগ্রে অগ্রে গমন করিয়া অনুযাত্রিগণকে পথপ্রদর্শন করে ও তাহাদিগকে রক্ষা করিয়া থাকে, তদ্রূপ তুমিও আমাদিগকে পথপ্রদর্শন ও রক্ষা কর। তুমি আমাদিগকে শত্রুহইতে বিমুক্ত করিয়া আমাদিগের দুঃখ দূর কর ও ধন দেও। ইহাতে যদি তোমাকে সুনীতি কিংবা দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়, তবে তাহাও কর।

উরুং নো লোক মনুনেষি বিদ্বান্।
স্বর্ব্বং জ্যোতিরভয়ং স্বস্তি ৮—ঐ

হে ইন্দ্র! তুমি সকলই জান, আমরা আর তোমাকে কি বলিব? তুমি আমাদিগকে এমন এক জনপদে লইয়া যাও, যাহা বিস্তৃত ও নিরাপদ এবং যে স্থানের সভ্যতা ভব্যতা আমাদিগের পিতৃভূমি স্বর্গের ন্যায়।

অগব্যূতি ক্ষেত্রমাগন্ম দেবা
উর্বী সতী ভূমির হূরণাংভূৎ।
বৃহস্পতে প্র চিকিৎসা গবিষ্টৌ,
ইথ্যা সতে জরিত্র ইন্দ্র পন্থাম্॥ ২০—৪৭ সূ—৬ম

হে দেবগণ! আমরা আসিতে আসিতে একটি গোসঞ্চাররহিত দেশে আসিয়া উপনীত হইয়াছি। এখানে আমাদিগের গো সকল সুখে বিচরণ করিতে পারিতেছে না। ভূমি বিশাল ও দোষরহিতও বটে, কিন্তু এই স্থান দস্যুতস্করদ্বারা সমাকীর্ণ। হে দেবরাজ ইন্দ্র! যে পথে গেলে আমরা আমাদিগের গোসমূহের অন্বেষণ করিতে সমর্থ হইব ও আমরাও সুখে যাইতে পারিব এরূপ পথের প্রদর্শন কর।

বেশ বুঝা যাইতেছে যে অগ্নি ও পূষা পথপ্রদর্শন করিয়া আনিতে থাকিলেও তাঁহারা পথ হারাইয়া গিয়াছিলেন, তাই আগন্তুকেরা বলিতেছিলেন—

সং পূষন্ বিদুষা নয় যো অঞ্জসা অনুশাসতি।
য এব ইদ মিতি ব্রবৎ। ১—৫৪ সূ—৬ম

হে পূষন্! তুমি কোন অভিজ্ঞ লোকের নিকট পথের কথা জিজ্ঞাসা কর, যিনি আমাদিগকে সোজা পথের কথা বলিবেন ও বলিতে পারিবেন, "হাঁ ইহাই প্রকৃত পথ।"

মাকির্নেশৎ মাকীং রিষৎ মাকীং সং শারি কেবটে।
অথ অরিষ্টাভি রাগহি। ৭—ঐ

হে পূষন্ আমাদিগের গো সকল যেন ব্যাঘ্রাদিদ্বারা আক্রান্ত হইয়া বিনষ্ট না হয়। অথবা উহারা যেন তৃণসমাচ্ছাদিত অদৃশ্য আরণ্য কূপে পতিত হইয়াও মারা না যায়। তুমি আমাদিগের গো সকল লইয়া ভাল পথে অগ্রসর হও * [আগহি-আগুয়াও]।

যোনঃ পূষন্ অঘো বৃকো দুঃশেব আদিদেশতি।
অপ স্ম তং পথোজহি॥ ১—৪২ সূ—১ম

হে পূষন্ যে সকল লোক আমাদিগকে ব্যাঘ্রাদিসঙ্কুল বা অসুখসেব্য সঙ্কট পথ দেখাইয়া দেয়, তাহাদিগকে পথহইতে দূর করিয়া দেও। অতঃপর বলা হইতেছে যে—

অপি পন্থা মগন্মহি স্বস্তিগা মনেহসম্।
যেন বিশ্বাঃ পরিদ্বিষো বৃণক্তি বিন্দতে বসু॥ ১৬—৫১ সূ—৬ম

তত্র সায়ণভাষ্যং——পন্থাং পন্থানং মার্গমপি অগন্মহি অপিগতাঃ প্রাপ্তাঃ স্মঃ, কীদৃশং? স্বস্তিগাং সুখেন গন্তব্যং অনেহসং পাপরহিতং যেন পথা গচ্ছন্ বিশ্বাঃ সর্ব্বা দ্বিষোদ্বেষ্ট্রীঃ প্রজাঃ পরিবৃণক্তি পরিবর্জয়তি বাধতে বহুধনঞ্চ বিন্দতে তাদৃশং পন্থান মিত্যর্থঃ।

* গোরক্ষকগণ সূর্য্যকে যে প্রকৃতিতে অবলোকন করিত, সেই প্রকৃতির সূর্য্যই পূষা সুতরাং তাঁহার হস্তে প্রতোদ, তিনি পথনির্দ্দেশ করেন, গো সকল রক্ষা করেন, নষ্ট পশু উদ্ধার করেন, ভ্রমণকারীদিগকে সৎপথে লইয়া যান ইত্যাদি ১ম—৪২ সূ—১০ ঋকের টীকা দেখ।

আমাদিগকে দুঃখসংমিশ্র বিনয়ের সহিতই বলিতে হইতেছে যে দত্তজ মহাশয়ের অনুবাদক পণ্ডিতগণের এই সিদ্ধান্ত নিতান্তই অনুচিত হইয়াছে। শূন্যের জড় সূর্য্যের কখনও পূষা, বিবস্বান্ বা আদিত্যাদি কোন নাম ছিল না, উহা ভ্রান্তি। বেদোক্ত এ পূষা অদিতিনন্দন বিশেষ।

আমরা এতক্ষণে অতি সুগম পথ প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহা অতি নিরাপদও বটে। আমরা এই পথে গমন করিলে ফলমূলাদি আহার্য্য বস্তু (ধন) সকলও পাইতে পারিব, অথচ দস্যুতস্করাদি দুষ্ট লোকের হাতে পড়িয়াও উৎপীড়িত হইতে হইবে না। পরেই বলা হইতেছে যে—

তে ঘেং অগ্নে স্বাধ্যোঽহা বিশ্বা নৃচক্ষসঃ।

তরন্তঃ স্যাম দুর্গহা॥ ৩০—৪৩ সূ—৮ম

তত্র সায়ণঃ—হে অগ্নে তে ঘেং ত্বদর্থমেব খলু বয়ং স্বাধ্যঃ সুকর্ম্মাণঃ সন্তঃ বিশ্বা বিশ্বানি অহা অহানি নৃচক্ষসঃ দ্রষ্টারশ্চ দুর্গহা দুঃখেন গাহয়িতব্যানি তরন্তঃ স্যাম ভবেম।

হে অগ্নে আমরা তোমারই অনুগ্রহে এই দুরবগাহ সুদীর্ঘ পথ দেখিতে দেখিতে সহজেই অতিক্রম করিয়া যাইব।

এই সময়ে কতকগুলি অশ্বারূঢ় অধ্বগবেশ শ্রান্ত ক্লান্ত লোককে আসিতে দেখিয়া স্থানীয় লোকেরা জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন—

কেষ্ঠা নরঃ শ্রেষ্ঠতমা য এক এক আয়য়।

পরমস্যাঃ পরাবতঃ॥ ১—৬১ সূ—৫ম

তত্র সায়ণঃ—হে নরঃ নেতারঃ শ্রেষ্ঠতমা যূয়ং কেষ্ঠ কে স্থ কে ভবথ? যে যূয়ং এক একঃ প্রত্যেকং আয়য় আগচ্ছথ কস্মাদিতি উচ্যতে পরমস্যাঃ পরাবতঃ অত্যন্তদূরদেশাৎ অন্তরিক্ষাৎ ইত্যর্থঃ।

হে নরগণ! তোমরা কে? তোমাদিগকে দেখিয়া ত বোধ হইতেছে, তোমরা অতি উচ্চ পদস্থ ব্যক্তি, সকলেই স্ব স্ব প্রধান হইয়া একে একে আসিতেছ। এবং অবস্থাদৃষ্টে মনে হইতেছে যে তোমরা অতিদূর দেশহইতেই আগমন করিতেছ। (এ দূরদেশ আদি স্বর্গ মঙ্গলিয়া পরন্তু অন্তরিক্ষ নহে)।

ক্ব বোঽশ্বাঃ ক্বাভীশবঃ

কথং শেক কথা যয।

পৃষ্ঠে সদো নসোর্যমঃ॥ ২—৬১ সূ—৫ম

হে আগন্তুকগণ! তোমাদিগের এই অশ্ব কোন্ দেশীয় ও ("ক্ব কুত্রত্যাঃ" ইতি সায়ণঃ) অশ্বের লাগামই বা কোন্ দেশীয়? এ যে সবই নূতন দেখিতেছি।

অশ্বের লাগাম মুখে না দিয়া নাকে দিয়াছ, পিঠেও আস্তরণ রহিয়াছে। তোমরা ইহাতে কেমন করিয়া দ্রুত গমন করিতে সমর্থ হইতেছ?

পরাবীরাস এতন মর্য্যাসো ভদ্রজানয়ঃ।
অগ্নিতপো যথাহ্ সথ॥ ৪—৬১ সূ—৫ম

হে অভিজাত ভদ্রমহাশয়গণ! তোমরা বীরবর্য্য হইয়াও পথক্লেশ ও রৌদ্রোত্তাপে অগ্নিদগ্ধ তাম্রের ন্যায় বিবর্ণ দৃষ্ট হইতেছ। স্থলান্তরে বিবৃত রহিয়াছে যে—

মনো অধি অন্তরিক্ষেণ যাতবে। ১৬—৬৫ সূ - ৯ম

মহামতি মনু অন্তরিক্ষ বা আফগানি স্থানের মধ্য দিয়া যাইতেছিলেন [ভারতে আসিতেছিলেন] স্থলান্তরে বিবৃত রহিয়াছে যে—

স্বর্জজ্ঞানো নভসা অভ্যক্রমীৎ
প্রত্নমস্য পিতর মা বিবাসতি। ১—৮৬ সূ—৯ ম

এই সোমরস স্বর্গে জন্ম গ্রহণ করিয়া পরে ইহার পুরাতন পিতৃভূমি স্বর্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্তরিক্ষপথে ভারতে আসিয়াছে। স্থলান্তরে বিবৃত রহিয়াছে যে—

অচ্ছা সিন্ধুং মাতৃতমাম্ অযাসম্
বিপাশ মুর্বীং সুভগা মগন্মঃ। ৩—৩৩ সূ—৩ম

এই আমরা মাতৃসদৃশী শুতুদ্রী ও মাতৃসদৃশী বিপাশা নদীর তীরে উপনীত হইয়াছি।

ওষু স্বসারঃ কারবে শৃণোত,
যযৌ বো দূরাৎ অনসা রথেন।
নি ষূ নমধ্বং ভবতা সুপারা
অধো অক্ষাঃ সিন্ধবঃ স্রোত্যাভিঃ। *

৯—৩৩ সূ—৩ ম

---

* সায়ণ বলিতেছেন—পুরা কিল বিশ্বামিত্রঃ পৈজবনস্য সুদাসস্য রাজ্ঞঃ পুরোহিতঃ বভূব। স চ পৌরোহিত্যেন লব্ধধনঃ সর্ব্বং ধনং আদায় বিপাট্‌শুতুদ্র্যোঃ সংভেদম্ আযযৌ। অনুযযু রিতরে। অথ উত্তিতীর্ষুঃ বিশ্বামিত্রঃ অগাধজলে তে নদ্যৌ দৃষ্ট্বা উত্তরণার্থং আদ্যাভিঃ তিসৃভি স্তুষ্টাব।

হে ভগিনীস্বরূপ নদীদ্বয়! আমরা তোমাদের স্তবকারী, আমাদিগের কথা শ্রবণ কর। আমরা দূরদেশ হইতে শকট ও রথ লইয়া আসিয়াছি তোমরা প্রশান্ত মূর্ত্তি ধারণ কর, যাহাতে আমরা সুখে পার হইতে পারি। তোমাদের জলে আমাদিগের রথের অক্ষ বা চক্র যেন ডুবিয়া না যায়।

যদঙ্গ ত্বা ভরতাঃ সন্তরেয়ুঃ,

গবান্ গ্রাম ইষিত ইন্দ্রজূতঃ। ১১—৩৩ সূ—৩ ম

হে নদী সকল! ইন্দ্রকর্তৃক প্রেরিত (ইন্দ্রজূতঃ প্রবর্ত্তকেন ইন্দ্রেণ প্রেরিতঃ ——ইতি সায়ণঃ) গমন পরায়ণ ভরতবংশীয় এই আগন্তুকগণ নদী পার হইয়া গ্রামে যাইতে অভিলাষী (গ্রামঃ ইষিতঃ—গ্রামং গব্যান্ গন্তুং ইষিতঃ অভিলাষী)।

এই সময়ে আগন্তুকগণ, সমভিব্যাহারী পথপ্রদর্শক মহর্ষি অগ্নিদেবকেও বলিতেছিলেন—

অগ্নির্নেতা ভগইব ক্ষিতীনাম্

দৈবীনাং দেব ঋতুপা ঋতাবা।

স বৃত্রহা সনয়ো বিশ্ববেদাঃ

পর্ষৎ বিশ্বা অতি দুরিতা গৃণন্তম্॥ ৪—২০ সূ—৩ম

যে অগ্নিদেব দেবজনপদসমূহের নেতা ভগদেবের ন্যায় আমাদিগের নেতা, যিনি তেজস্বী (ঋতুপাঃ) ও সত্যকর্ম্মা (ঋতবা), বৃত্রহন্তা, নীতিজ্ঞ ও বহুদর্শী, তিনি এই স্তবকারী আমাদিগকে এই বিপদরাশি অতিক্রমপূর্ব্বক পারে লইয়া যাউন। তথাহি—

রথায় নাব মুতনো গৃহায়

নিত্যারিত্রাং পদ্বতীং রাসি অগ্নে।

অস্মাকং বীরান্ উত নো মঘোনো

জনাংশ্চ যা পারয়াৎ শর্ম্ম যা চ॥ ১২—১৪০ সূ—১ম

হে অগ্নে! তুমি আমাদিগের জন্য দৃঢ়ক্ষেপণী ও দৃঢ়হাইলযুক্ত একরূপ

আমরা বলি যখন মূলের কুত্রাপি একথা নাই, তখন ইহা বলা ঠিক হয় নাই, বিশেষতঃ বিশ্বামিত্র ইন্দ্র কর্তৃক প্রেরিত হইয়াছিলেন বলিয়াও জানা যায় না, পক্ষান্তরে মন্বাদি দেবগণই ইন্দ্রকর্তৃক ভারতে প্রেরিত হইয়াছিলেন, সুতরাং সায়ণের এ ব্যাখ্যা সঙ্গত নহে।

নৌকা আনিয়া দেও, যাহাতে আমাদিগের বীরগণ, দেবরাজ ইন্দ্রের অনুচর সকল ও আমাদিগের রথ ও বস্ত্রগৃহ সকল নিরাপদে পার হইতে পারে।

ইমাং ধিয়ং শিক্ষমাণস্য দেব!
ক্রতুং দক্ষং বরুণ! সং শিশাধি।
যযাতি বিশ্বা দুরিতা তরেম,
সুতর্মাণ মধিনাবং রুহেম॥

হে বরুণ দেব! আমরা জগতে আজি নূতন শিক্ষার্থী, তুমি নদী দর্শনে ভীত আমাদিগের প্রজ্ঞা (ক্রতু) ও বল (দক্ষঃ) বর্দ্ধিত (শাণিত) কর। যাহাতে আমরা উত্তালতরঙ্গময়নদীপাররূপবিপদহইতে উত্তীর্ণ হইতে পারি, আমরা তাদৃশ সুতারযত্রী (সুতর্মাণং) নৌকায় আরোহণ করিতে চাই।

অতারিষুর্ভরতা গব্যবঃ সম্
অভক্ত বিপ্রঃ সুমতিং নদীনাম্।
প্র পিন্বধ্বম্ ইষয়ন্তীঃ সুরাধাঃ
আ বক্ষণাঃ পৃণধ্বং যাত শীভম্॥ ১২—৩৩ সূ—৩ম

এই গমনশীল ভরতবংশীয় আমরা নদী পার হইলাম। নদী সকল আমাদিগকে কোন ক্লেশ প্রদান করে নাই, আমরা তাহাদিগের প্রশান্তভাবই দেখিতে পাইলাম (সুমতিং অভক্ত—সুমতিকে ভজনা করিলাম)। বশিষ্ঠদেবও পশ্চিম সমুদ্র পার হইয়া ভারতে আগমন করেন। তিনি এইরূপে আপনার আগমনবৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।

আ যৎ রুহাব বরুণশ্চ নাবম্
প্র যৎ সমুদ্রম্ ঈরয়াব মধ্যম্।
অধি যদপাং স্নুভিশ্চরাব
প্র প্রেঙ্খে, ঈঙ্খয়াবহৈ শুভে কম্॥ ৩—৮৮ সূ—৭ম

তত্র সায়ণভাষ্যম্—যৎ যদা অহং বরুণশ্চ উভৌ নাবং ক্রমময়ীং আরুহাব উভৌ আরুহাবিব তাঞ্চ নাবং যৎ যদা সমুদ্রং মধ্যং সমুদ্রস্য মধ্যং প্রতি প্রেরয়াব, প্রকর্ষেণ গময়াব, যৎ যদা চ অপাম্ উদকানাম্ অধি উপরি স্নুভিঃ গন্ত্রীভিঃ অন্যাভিরপি নৌভিঃ চরাব বর্ত্তাবহৈ তদানীং শুভে শোভার্থং প্রেঙ্খে নৌরূপায়াং দোলায়ামেব প্রেঙ্খয়াবহৈ নিম্নোন্নতৈঃ তরঙ্গৈঃ ইতশ্চেতশ্চ প্রবিচলন্তৌ

সংক্রীড়াবহৈ কমিতি পূরকঃ। যদ্বা ক্রিয়াবিশেষণং কং সুখং যথা ভবতি তথা ইতি।

যখন আমি ও বরুণ উভয়ে নৌকায় আরোহণ করিয়াছিলাম তখন উহা সমুদ্রের মধ্য দিয়া গমনকালে তরঙ্গভরে দুলিতেছিল, আমরা উভয়ে নৌকারূপ দোলায় সুখে দুলিতেছিলাম।

বশিষ্ঠং হ বরুণো নাবি আধাৎ
ঋষিং চকার স্বপা মহোভিঃ।
স্তোতারং বিপ্রঃ সুদিনত্বে অহ্নাং
যান্নু দ্যাব স্ততনন্ যাত্তষসঃ॥ ঐ—৪

মহামতি বরুণ অতি সুদিন দেখিয়া বশিষ্ঠকে নৌকায় আরোহণ করাইয়াছিলেন। বশিষ্ঠও সেই মহান্ জলরাশির স্তব করিতে লাগিলেন। এইরূপে দিন ও রাত্রি কাটিয়া গেল। তথাহি—

তে নো নাব মুরুষ্যত দিবানক্তং সুদানবঃ।
অরিষ্যন্তো নিপায়ুভিঃ সচেমহি॥ ১১—২৫ সূ—৮ম

তত্র সায়ণঃ—হে সুদানবঃ শোভনদানা মরুতঃ অরিষ্যন্তঃ কেনাপি অহিংসিতা স্তে তাদৃশা যূয়ং নঃ অস্মদীয়াং নাবং দিবানক্তং উরুষ্যত পালয়ত। ততো বয়ম্ পায়ুভিঃ যুষ্মদীয়ৈঃ পালনৈঃ নিসচেমহি নিতরাম্ সমবেতা ভবেম।

নৌকারূঢ় দেবগণ ভীত হইয়া মরুদ্‌গণের স্তুতি করিতে আরম্ভ করিলেন, হে মরুদ্‌গণ! তোমরা দিনরাত আমাদিগের নৌকা রক্ষা কর, তোমরা রক্ষা করিলে আমরা নিরাপদেই গমন করিতে (পার হইতে) পারিব।

স্বর্গভ্রষ্ট মন্বাদি কোন্ নদী পার হইলেন? আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে তাঁহারা সিন্ধুনদ পার হইতেছিলেন। পরে ইহারা কোথায় আসিলেন?

পিতৃন্ পৃথিবী মগন্ যজ্ঞঃ। ৬০ক—৮অ শুক্লযজুঃ।

যজ্ঞ অর্থাৎ যজ্ঞপুরুষ বিষ্ণু [বিষ্ণুর্বৈ যজ্ঞঃ—ইতি কৃষ্ণযজুঃ] পিতৃলোকবাসীদিগকে পৃথুর পৃথুলরাজ্য ভারতবর্ষে লইয়া আসিলেন। তিনি একবারেই স্বর্গহইতে ভারতে আসিয়াছিলেন? না তিনি স্বর্গহইতে অন্তরিক্ষ বা আফগানিস্থান প্রভৃতি হইয়া ভারতে সমাগত হয়েন। যদুক্তং শুক্লযজুষি—

দিবি বিষ্ণুর্ব্যক্রংস্ত জাগতেন ছন্দসা,
ততো নির্ভক্তঃ যো ঽস্মান্ দ্বেষ্টি যঞ্চ বয়ং দ্বিষ্মঃ।

বামন বিষ্ণু জগতিচ্ছন্দে সাম গান করিতে করিতে স্বর্গৈকদেশ কিম্পুরুষ-বর্ষের দক্ষিণপশ্চিম কোণে যাইয়া প্রথম পাদবিক্ষেপ করিলেন। কি গাইতেছিলেন? আমরা স্বর্গ ত্যাগ করিলাম, অতঃপরও যদি কেহ আমাদিগকে দ্বেষ করে, তবে আমরাও তাঁহাদিগকে দ্বেষ করিব।

ইহাই বিষ্ণুর প্রথম পাদবিক্ষেপস্থান "বিষ্ণুপদ" ভূমি। এই স্থানের "বিষ্ণুপাদ" সরঃ বা হ্রদহইতেই গঙ্গা উৎপন্ন বলিয়া উহার নাম বিষ্ণুপদী। অযোধ্যাকাণ্ডেও এই বিষ্ণুপাদভূমির কথা বিবৃত আছে।

অন্তরিক্ষে বিষ্ণুর্ব্যক্রংস্ত ত্রৈষ্টুভেন ছন্দসা
ততো নির্ভক্তো যোঽস্মান্ দ্বেষ্টি যঞ্চ বয়ং দ্বিষ্মঃ।

অনন্তর বিষ্ণু মন্বাদিকে লইয়া ত্রিষ্টুভ্ ছন্দে সাম গান করিতে করিতে অন্তরিক্ষ বা তদৈকদেশ আফগানিস্থানে উপনীত হইলেন।

এখানে কেহ কেহ উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন? হাঁ মাতা মনুর সন্তান দ্বিতীয় বরুণপ্রভৃতি মনুষ্যগণ এই অন্তরিক্ষেই থাকিয়া যান। যদাহ শুক্লযজুঃ—

মনুষ্যান্ অন্তরিক্ষ মগন্ যজ্ঞঃ। ৬০ ক—৮অ

যজ্ঞপুরুষ মহাত্মা বিষ্ণু বরুণপ্রভৃতি মনুষ্যগণকে অন্তরিক্ষে লইয়া যান। তাই কৃষ্ণযজু বলিয়া গিয়াছেন—

প্রতীচীং মনুষ্যাঃ। ৩৬০ পৃ।

অর্থাৎ দৈত্যদানবসন্তাড়িত বরুণপ্রভৃতি মনুষ্যগণ পশ্চিমদিকে অন্তরিক্ষে যাইয়া আশ্রয়গ্রহণ করেন।

পৃথিব্যাং বিষ্ণুর্ব্যক্রংস্ত গায়ত্রেণ ছন্দসা। ২৫ক – ২ অ

অনন্তর বিষ্ণু বরুণকে অন্তরিক্ষের একদেশ অপোগস্থানে স্থাপিত করিয়া গায়ত্রীচ্ছন্দে সাম গান করিতে করিতে পৃথিবী বা ভারতবর্ষে আসিয়া উপনীত হইলেন। কেন তাঁহারা প্রাণপ্রিয়তম পিতৃভূমি পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন? দৈত্যদানবেরা তাঁহাদিগকে নানাপ্রকারে উৎপীড়িত করিয়াছিলেন। অপিচ শুক্লযজুঃ ইহাও বলিতেছেন যে—

অস্মাৎ অন্নাৎ অস্যৈ প্রতিষ্ঠায়ৈ। ২৫ ক—২ অ

দৈত্যদানবেরা তাঁহাদিগের অন্ন ও বাসস্থান কাড়িয়া নিলে, তাঁহারা অন্ন ও বাসস্থানের জন্য পিতৃভূমি পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়েন। তথাহি—

আ তত্তে দস্র মন্তুমঃ পূষন্ অবোবৃণীমহে।
যেন পিতৄন্ অচোদয়ঃ। ৫—৪২ সূ—১ম

তত্র সায়ণভাষ্যম্—হে মন্তুমঃ জ্ঞানবন্ দস্র দর্শনীয় যদ্বা বৈর্য্যুপক্ষয়কারিন্ পূষন্ তে ত্বদীয়ং তৎ অবঃ তাদৃশং রক্ষণং আবৃণীমহে সর্ব্বতঃ প্রার্থয়ামহে। যেন রক্ষণেন পিতৄন্ অঙ্গিরঃ প্রভৃতীন্ পিতৃদেহান্ অচোদয়ঃ প্রেরিতবান্ অসি।

হে জ্ঞানবন্ দর্শনীয় পূষন্! তুমি যে রক্ষাদ্বারা পিতৃগণ অর্থাৎ মন্বাদি পিতৃলোকবাসীদিগকে ভারতবর্ষে পাঠাইয়াছিলে, আমরাও তোমার নিকট তাদৃশ রক্ষা প্রার্থনা করি।

ইহাদ্বারা জানা গেল মন্বাদি দেবতারা ভারতে আগমন করার পর আরও একদল লোক উপদ্রুত হইয়া পূষার সহায়তা প্রার্থনা করেন। বেদপাঠেও জানা যায় যে, দেবতারা সময়ে সময়ে স্বর্গপরিত্যাগপূর্ব্বক ভারত ও অন্তরিক্ষ প্রভৃতিতে আসিয়া উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন।

নব্যং নব্যং তন্তুম্ আতন্বতে
দিবি সমুদ্রে অন্তঃ কবয়ঃ। ৪—১৫৯ সূ—১ম

সামাজিকগণ (কবয়ঃ), দিব্ বা উত্তরকুরুতে ও সমুদ্র বা অন্তরিক্ষে (সমুদ্র প্রধান ও জলপ্রধান বলিয়া অন্তরিক্ষের নাম সমুদ্র ও অপঃ, উহা হইতেই অপোগস্থান বা আফগানিস্থান) নূতন নূতন তন্তু অর্থাৎ বংশের বিস্তার করিয়া থাকেন। অর্থাৎ স্বর্গহইতে সময়ে সময়ে ভিন্নভিন্নবংশীয় লোকসকল যাইয়া দ্যুলোক ও অন্তরিক্ষে উপনিবিষ্ট হইয়াছেন। ঐরূপ ভারতেও দেবতারা সময়ে সময়ে আসিয়া উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন।

অধারয়ো রোদসী দেবপুত্রে
প্রত্নে মাতরা যহ্বী ঋতস্য। ৭—১৭সূ—৬ম
দ্যাবাপৃথিবী দেবপুত্রে। ১—১৫৯ সূ—১ম

তাই ঋগ্বেদ দ্যো বা আদি স্বর্গ ও পৃথিবী বা ভারতবর্ষকে "দেবপুত্র" (দেবাঃ পুত্রাঃ যয়োস্তে) বিশেষণের বিষয়ীভূত করিয়া গিয়াছেন। ঋগ্বেদের আরও বহু মন্ত্রে এই দেবপুত্র বিশেষণ প্রযুক্ত রহিয়াছে। দেবতারা

ভারতবর্ষে আগমন না করিলে বেদ উহাকে 'দেবপুত্র' ও মৎস্যপুরাণ 'দেবলোক' বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন না।

কোন্ কোন্ দেবতা ভারতে আগমন করিয়াছিলেন? বেদমন্ত্র সকলের নাম নির্দ্দেশ করেন নাই। বেদপাঠে জানা যায় যে আদি স্বর্গহইতে এগার জন প্রধান দেবতা ব্রহ্মার দ্যুলোকে, এগার জন অন্তরিক্ষ বা অপোগস্থানাদিতে ও এগার জন ভারতে আগমন করেন।

যে দেবাসো দিবি একাদশ স্থ,
পৃথিব্যা মধি একাদশ স্থ।
অপ্সুক্ষিতো মহিনা একাদশ স্থ,
তে দেবাসো যজ্ঞমিমং জুষধ্বম্॥ ১১—১৩৯সূ—১ম

যে একাদশ জন দেবতা দ্যুলোকে, যে একাদশ জন দেবতা ভারতবর্ষে ও যে একাদশ জন দেবতা আপন আপন মহিমাদ্বারা অন্তরিক্ষে যাইয়া অবস্থিতি করিয়াছিলেন, তাঁহারা আমাদিগের এই যজ্ঞফল ভোগ করুন। বায়ুপুরাণ বলিতেছেন যে—

সর্ব্বভূতপিশাচাশ্চ নাগাশ্চ সহ মানুষৈঃ।
স্বর্লোকবাসিনঃ সর্ব্বে দেবা ভূবি নিবাসিনঃ॥
১৮—৩৯অ—উত্তর খণ্ড।

অর্থাৎ স্বর্গবাসী ভূত, পিশাচ, নাগ, মানুষ ও দেবতারা ভূ বা ভারতে আসিয়া গৃহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

এই ভূতগণই আজি ভারতের ভোটান (ভূতস্থান) রাজ্যবাসী ভূটিয়া (ভূত—শিবানুচর), পিশাচগণ নেপালবাসী, * নাগগণ নাগাপর্ব্বতবাসী ও দেবতারা আর্য্যাবর্ত্তবাসী হইয়াছেন। মাতা মনুর সন্তান দ্বিতীয় বরুণপ্রভৃতি ভারতে নহে, পরন্তু অন্তরীক্ষ বা সমুদাখ্য ভুবর্লোকে আসিয়া উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন। পুরাণপ্রণেতা ভ্রান্তিবশতঃ মনুষ্যগণের ভারতপ্রবেশ বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। তবে যখন ভারতবিতাড়িত অসুরগণ অপোগস্থান, পারস্য ও তুরুস্কে যাইয়া উপনিবিষ্ট হয়েন, তখনই তত্তদ্দেশবাসী মনুষ্যেরা ভারতে আসিতে বাধ্য হইয়া

* পিশাচদেশাস্তু বৃষ্কৈকক্তাঃ—পাণ্ড্যকেকয়বাহ্লীকসহ্যনেপালকুন্তলাঃ।

ছিলেন। যজুর্ব্বেদী বৈদিকব্রাহ্মণ ও যজুর্ব্বেদী অম্বষ্ঠব্রাহ্মণগণ মাতা মনুর সন্তান, তাঁহারাই অসুরভয়ে অন্তরীক্ষহইতে ভারতে আগমন করেন। তন্মধ্যে দাক্ষিণাত্য বৈদিক ও সেনরাজগণ দক্ষিণাপথের ভিতর দিয়া ও পাশ্চাত্যবৈদিক এবং অপর কতকগুলি অম্বষ্ঠব্রাহ্মণ আর্য্যাবর্ত্তের ভিতর দিয়া বঙ্গদেশে আসিয়া গৃহপ্রতিষ্ঠা করেন। অমর বলিয়াছেন—

"সমুদ্রো বরুণালয়ঃ" —অমর।

সমুদ্রো বরুণস্য। ৬০১ —১ম খণ্ড, অথর্ববেদ।

সমুদ্রই বরুণের আলয়। কিন্তু কবিগণ ইহার প্রকৃত তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া, বরুণদেবকে মহাসাগরশায়ী জলদেবতা বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। ফলতঃ এই সমুদ্র অর্থ—অন্তরীক্ষ বা ভুবর্লোক, পরন্তু জলময় সাগর নহে। (নিঘণ্টু ১৯ পৃঃ দেখ)। অথর্ববেদও বলিয়াছেন যে—

বরুণস্ত্বা দৃংহাং ধরুণে প্রতীচ্যাম্। ৩য় খণ্ড —১৭০ পৃঃ

প্রতীচীদিক্ বরুণোঽধিপতিঃ। ১ম খণ্ড—৪৮৮ পৃঃ

বরুণদেব পশ্চিমদিকের অধিপতি। এই পশ্চিমদিকই অপোগস্থান ও পারস্য। কৃষ্ণযজুঃ বরুণের এই পশ্চিমদিকে আগমনের কথা বলিতে যাইয়াই লিখিয়া গিয়াছেন, "প্রতীচ্য মনুষ্যাঃ"।

সর্ব্বং তৎ রাজা বরুণো বিচষ্টে

যদন্তরা রোদসী যৎ পরস্তাৎ। ঐ—৬০১ পৃঃ

তত্র সায়ণঃ—রোদসী অন্তরা দ্যাবাপৃথিব্যোর্মধ্যে যৎ প্রাণিজাতং বর্ত্ততে তথা পুরস্তাৎ তয়োঃ পুরোভাগে যৎ প্রাণিজাতং অস্তি তৎ সর্ব্বং বরুণো রাজা বিচষ্টে বিশেষেণ পশ্যতি।

এ ভাষ্যের শেষাংশ ঠিক নহে। মূলে পরস্তাৎ আছে, পুরস্তাৎ নহে। আমাদিগের মতে ইহার এরূপ ব্যাখ্যা হওয়া উচিত :—

রোদসী দ্যাবাপৃথিবী অন্তরা স্বর্গভারতবর্ষয়োর্মধ্যে পরস্তাৎ পশ্চিমে যৎ ভুবনং স্থানং বিদ্যতে রাজা বরুণঃ তৎ সর্ব্বং অন্তরিক্ষাখ্যং সমুদ্রাখ্যং বা বিচষ্টে পশ্যতি শাস্তীতি যাবৎ।

স্বর্গ ও ভারতবর্ষের মধ্যে যে অন্তরীক্ষনামক জনপদ বিদ্যমান, যাহা ভারতের পশ্চিমে অবস্থিত, রাজা বরুণ তৎসমুদয় রাজ্যের শাসনকর্ত্তা। তথাহি—

অপ্সু তে রাজন্ বরুণ
গৃহো হিরণ্ময়ঃ। ৪৯০ পৃঃ—২য় খণ্ড, অথর্ববেদ।

হে রাজন্ বরুণ! অপ্সু অর্থাৎ অন্তরীক্ষে তোমার লৌহময় গৃহ প্রতিষ্ঠিত।

যাহা হউক, ভারতে যে একাদশজন দেবতা আসিয়া উপনিবিষ্ট হয়েন, তন্মধ্যে বৈবস্বত মনু, অত্রি ও শনুপ্রভৃতি ছিলেন। আমরা ইঁহাদিগের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। এখানেও অন্য মন্ত্রদ্বারা মন্বাদি দেবগণের ভারতাগমন সপ্রমাণ করিব।

ত্বমগ্নে মনবে দ্যাম্ অবাশয়ঃ
পুরূরবসে সুকৃতে সুকৃত্তরঃ। ৪—৩১ সূ—১ম

হে অগ্নে! শোভনকর্ম্মা তুমি মনুকে স্বর্গ হইতে (দ্যাং—দ্যাবঃ স্বর্গাৎ) ভারতে আনিয়া বাস করাইয়াছিলে (অবাশয়ঃ আর্ষত্বাৎ লিপিকরপ্রমাদাৎ বা সকারস্য শকারত্বং, অবাশয়ঃ—অবাসয়ঃ)। শোভনকর্ম্মা রাজা পুরূরবাও তোমাকর্ত্তৃক আনীত হইয়াছিলেন।

বৈবস্বত মনু, স্বর্গের বিবস্বানের পুত্র, তিনি যে অযোধ্যার আদি রাজা, তাহাও সর্ব্বজনবিদিত। সুতরাং তিনি যে ভারতে আগমন করিয়াছিলেন, তাহা ধ্রুবই। কাজেই এই মন্ত্রের সায়ণ ও দত্তসাহেব যে বিকৃত ভাষ্য ও অনুবাদ করিয়াছেন, তাহা পরিহার করিতে হইল। পুরূরবাঃ চন্দ্রবংশীয় রাজা। তাঁহার পুত্র আয়ুঃ, আয়ুর পুত্র নহুষ, নহুষের পুত্র যযাতি, যযাতির পুত্র তুর্ব্বসু ও যদুপ্রভৃতি। ইঁহারাও সুদূর স্বর্গ হইতে ভারতে আনীত হইয়াছিলেন, তাই পুরূরবার ভারতাগমন বিশ্বাস করিতে হইল।

য আনয়ৎ পরাবতঃ সুনীতী তুর্ব্বশং যদুম্।
ইন্দ্রঃ স নো যুবা সখা॥ ১—৪৫ সূ—৬ম

তত্র সায়ণভাষ্যম্—য ইন্দ্রঃ তুর্ব্বশং যদুং চ এতৎসংজ্ঞৌ রাজানৌ শত্রুভিঃ দূরদেশে প্রক্ষিপ্তৌ সুনীতী সুনীত্যা শোভনেন নয়েন পরাবতঃ তস্মাৎ দূরদেশাৎ আনয়ৎ আনীতবান্ যুবা তরুণঃ স ইন্দ্রঃ নঃ অস্মাকং সখা ভবতু।

প্র যৎ সমুদ্র অতিশূর পর্ষি,
পারয়া তুর্ব্বশং যদুং স্বস্তি। ১২—২০সূ—৬ম

হে শূর ইন্দ্র! যখন তুমি সমুদ্র (পশ্চিমসাগর) পার হইয়াছিলে, তখন যদু ও তুর্ব্বশুকেও পার করিয়া আনিয়াছিলে।

আচ্ছা, মন্বাদি দেবগণকে ত বিষ্ণুই ভারতে আনয়ন করেন, তবে আবার ইন্দ্রের কথা বলা হইল কেন? না, কেবল বিষ্ণুই দেবগণের আনয়নকর্ত্তা নহেন। অগ্নি, পূষা ও ইন্দ্র প্রভৃতি অনেকেই বিষ্ণুসহ ভারতে আগমন করিয়া ছিলেন।

অগ্নির্দেবানামভবৎ পুরোগাঃ। ১১—১১০সূ—১০ম

মহর্ষি অগ্নি দেবগণের অগ্রবর্ত্তী হইয়া তাঁহাদিগকে ভারতে আনয়ন করেন। তিনি ও পূষা তাঁহাদিগের পথপ্রদর্শক ছিলেন।

য অস্মান্ বীর আনয়ৎ। ১৬—৩১সূ—৮ম

যে বীর ইন্দ্র আমাদিগকে ভারতবর্ষে আনয়ন করেন।

আ যো বিবায় সচথায় দৈব্যঃ
ইন্দ্রায় বিষ্ণুঃ সুকৃতে সুকৃত্তরঃ।
বেধা অজিন্বৎ ত্রিষধস্থ আর্য্যং
ঋতস্য ভাগে যজমান মাভজং॥ ৫—১৫৬সূ—১ম

দত্তজানুবাদ—যে স্বর্গীয় অতিশয় শোভনকর্ম্মা বিষ্ণু শোভনকর্ম্মা ইন্দ্রের সহিত মিলিত হইয়া আইসেন, সেই মেধাবী ত্রিজগদ্বিক্রমী আর্য্যকে প্রীত করিয়াছেন এবং যজমানকে যজ্ঞের ভাগ প্রদান করিয়াছেন।

এই মন্ত্রের ভাষ্য অতি জটিল। সায়ণ প্রমাদপ্রণোদিত হইয়া ইন্দ্র শব্দের অর্থ যজমান করিয়াছেন (ইরাং দৃণাতি ইতি), অনুবাদকও এই মন্ত্রের শেষাংশের অর্থব্যক্তিবিষয়ে কষ্টকল্পনার আশ্রয়গ্রহণ করিয়াছেন, মন্ত্রের ভাষা ও বিষয়ও তত সহজ নহে। তথাপি আমরা এই মন্ত্রের এইরূপ ব্যাখ্যা করিতে বাধ্য হইলাম।

অস্মৎকৃতা প্রকৃতার্থবাহিনী টীকা—ত্রিষধস্থঃ ত্রিদিববাসী ব্রহ্মলোকবাসীতি যাবৎ বেধাঃ সুরজ্যেষ্ঠঃ ব্রহ্মা আর্য্যং আর্য্যোপাধিং গমিষ্যন্তং মন্বাদি দেবগণং অজিন্বৎ (অহিনোৎ প্রাদেশিকত্বাৎ হকারস্য জকারত্বম্) হি স্থ বর্দ্ধনে গতৌ ইতি স্বাদিগণীয় ধাতোঃ লঙ দ, ইন্দ্রবিষ্ণুভ্যাং ভারতবর্ষে প্রেরিতবান্। যো ব্রহ্মাদিষ্টঃ দৈব্যঃ তপোলোকবাসী সুকৃত্তরঃ শোভনকর্ম্মা বিষ্ণুঃ সচথায়

মন্বাদিদেবানাং সাহায্যার্থং সুকৃতে সুকৃতা শোভনকর্ম্মণা ইন্দ্রায় ইন্দ্রেণ ভ্রাত্রা সহ আবিবায় ভারতবর্ষম্ আজগাম। যশ্চ বিষ্ণুশ্চ ইন্দ্রশ্চ ভারতবর্ষ মাগতা ঋতস্য যজ্ঞস্য ভাগে সমধিবযজ্ঞফলাবাপ্তি নিমিত্তং যজমানং যজমানত্বং আভজং প্রাপ্তবান্ ইন্দ্রোবিষ্ণুশ্চ কুরুক্ষেত্রে বহুযাগযজ্ঞং কৃত্বা যথাক্রমং "শতমখঃ" "যজ্ঞপুরুষশ্চ" ইতি উপাধিং লব্ধবান্।

উত্তরকুরুবাসী ব্রহ্মার আদেশে বিষ্ণু ভ্রাতা ইন্দ্রের সহিত মন্বাদি দেবগণসহ ভারতে আগমন করেন। ভারতে আসিয়া উক্ত মন্বাদি দেবগণ আর্য্য নামে সমলঙ্কৃত হয়েন। এবং ইন্দ্র ও বিষ্ণু কুরুক্ষেত্রে যজ্ঞ করিয়া যথাক্রমে "শতক্রতু" ও যজ্ঞপুরুষ নামে প্রখ্যাতি লাভ করেন।

সর্ব্বপ্রথমে এই আগন্তুকগণ সিন্ধুনদের সৈকত ভূমিতে আসিয়া উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন। তাই বেদ বলিয়া গিয়াছেন যে—

য ঋক্ষাং অংহসঃ মুচং যো বা আর্য্যাং সপ্তসিন্ধুষু।
বধর্দাসস্য তুবিনৃম্ন নীনমঃ॥ ২৭—২৪সূ—৮ম

দত্তজানুবাদ—যিনি রাক্ষসকৃত পাপহইতে মুক্ত করেন, যিনি সপ্তনদীতে (আর্য্যদিগকে) প্রেরণ করেন, হে বহুধন! দাসের বধার্থ অস্ত্র অবনত কর।

অস্মৎকৃতা প্রকৃতার্থবাহিনী টীকা—য ইন্দ্রঃ আর্য্যাৎ আর্য্যান্ (বিভক্তিবচন ব্যত্যয়ঃ] আর্য্যোপাধিং গমিষ্যতঃ দেবান্ ঋক্ষাং ঋক্ষাণাং ভল্লুকবৎ হিংস্রাণাং দৈত্যদানবানাং অংহসঃ উপদ্রবাৎ মুচং অমুঞ্চং যশ্চ বৈ ইন্দ্রঃ আর্য্যান্ সপ্তসিন্ধুষু শতদ্রুপ্রভৃতিসপ্তনদীপ্রধানেষু জনপদেষু প্রেরিতবান্ হে তুবিনৃম্ন বহুধনসম্পন্ন তাদৃশ ইন্দ্র! ত্বং দাসস্য দস্যোর্ব্রাদেঃ হননার্থমিতি শেষঃ বধঃ বজ্রং নীনমঃ গৃহাণ।

যে ইন্দ্র হিংস্র দৈত্যদানবগণের উপদ্রবহইতে মুক্ত করিয়া আর্য্যদিগকে সপ্তসিন্ধুতে প্রেরণ করেন, সেই বহুধন সম্পন্ন ইন্দ্র তুমি দস্যুদিগের বধের নিমিত্ত আপনার বজ্র গ্রহণ কর।

মন্বাদি দেবগণ যে পঞ্চনদ জনপদে আসিয়া বদ্ধমূল হয়েন, ইহাতে কি তাঁহাদিগকে যুদ্ধবিগ্রহ করিতে হইয়াছিল? অবশ্যই করিতে হইয়াছিল। ভারতের প্রথম ঔপনিবেশিক কৃষ্ণত্বচ্‌গণই তাঁহাদিগকে সহজে লব্ধপ্রবেশ হইতে দিয়াছিলেন না। কৃষ্ণযজুঃ বলিয়া গিয়াছেন যে—

বিষ্ণুমুখা বৈ দেবাঃ ছন্দোভিঃ
ইমান্ লোকান্ অনপজয্যং অভ জয়ন্। ৬০ পৃ।

বিষ্ণুপ্রভৃতি দেবগণই জগতী ত্রিষ্টুভ্ ও গায়ত্রীছন্দে সাম গান করিতে করিতে আসিয়া অজেয় এই লোকত্রিতয় জয় করেন।

বোধ হয় তাঁহারা প্রথমে সিন্ধুতটে আসিয়া দৈত্যরাজ বলিকে ছলনা করিয়া পাতালে পাঠাইয়া দেন। এখনও দক্ষিণ আমেরিকায় বলির জনপদ বলিভূমি "বলিভিয়া" বিরাজমান রহিয়াছে।

বলিসদ্ম রসাতলং। অমর

তৎপর দেবগণ সরস্বতী ও দৃষদ্বতী নদীর মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে উপনিবিষ্ট হইয়া এক নূতন জনপদের নির্ম্মাণ করেন, উহার নাম "ব্রহ্মাবর্ত্ত" প্রদেশ।

সরস্বতীদৃষদ্বত্যোর্দেবনদ্যোর্যদন্তরম্।
তং দেবনির্ম্মিতং দেশং ব্রহ্মাবর্ত্তং প্রচক্ষতে॥ ১৭—২অ—মনু।

এই "দেবনির্ম্মিত" বিশেষণদ্বারাই জানা যায় যে স্বর্গের দেবতারা ভারতে প্রবেশ করিয়া ভবে উহার নির্ম্মাণ করেন।

অনন্তর সেই নবাগন্তুকেরা ব্রহ্মর্ষি প্রদেশে আসিয়া বসবাস করার পর অযোধ্যাদি নানাস্থানে যাইয়া ছড়াইয়া পড়েন। বৈবস্বত মনুই অযোধ্যা নগরীর স্থাপয়িতা।

অযোধ্যা নাম নগরী তত্রাসীৎ লোকবিশ্রুতা॥
মনুনা মানবেন্দ্রেণ যা পুরী নির্ম্মিতা স্বয়ম্॥ ৬—৫ স্বর্গ বালকাণ্ড।

মানবেন্দ্র বৈবস্বত মনু মহাপুরী অযোধ্যার নির্ম্মাণকর্ত্তা। অথর্ববেদে উক্ত অযোধ্যাও "দেবপুরী" বলিয়া বর্ণিত রহিয়াছে, কেননা তখনও উঁহারা আর্য্য বা মনুষ্যনামের বিষয়ীভূত হয়েন নাই, দেবতা নামেই পরিচিত ছিলেন।

অষ্টাচক্রা নবদ্বারা
দেবানাং পূরযোধ্যা।
তস্যাং হিরণ্ময়ঃ কোশঃ
স্বর্গো জ্যোতিষাবৃতঃ॥ ২য় খণ্ড—৭৪২ পৃ

অযোধ্যা দেবনির্ম্মিত পুরী, উহাতে আটটী মহল ও নয়টী দ্বার, উহার প্রাকার লৌহময়, এবং উহা সমৃদ্ধিতে স্বর্গতুল্য। স্থলান্তরে বিবৃত আছে যে—

দস্যূন্ শিম্যূন্ চ পুরুহূত এবৈ
র্হত্বা পৃথিব্যাং শর্বা নিবর্হীৎ।
সনৎ ক্ষেত্রং সখিভিঃ শ্বিত্নেভিঃ,
সনৎ সূর্যং সনৎ অপঃ সুবজ্রঃ॥ ১৮—১০০সূ—১ম

তত্র সায়ণভাষ্যম্—পুরুহূতঃ ইন্দ্রঃ এবৈঃ পৃথিব্যাং ভূমৌ বর্ত্তমানান্ দস্যূন্ শিম্যূংশ্চ হত্বা প্রহৃত্য শর্বা হিংসকেন বজ্রেণ নিবর্হীত অবধীৎ এবং শত্রূন্ নিরস্য শ্বিত্নেভিঃ শ্বেতবর্ণৈঃ সখিভিঃ সহ ক্ষেত্রং শত্রূণাং ভূমিং সনৎ সমভাক্ষীৎ ইত্যাদি (স্থানান্তরে শেষাংশের ব্যাখ্যা করা যাইবে)।

দত্তজানুবাদ—তিনি অনেকের দ্বারা আহূত হইয়া এবং গমনশীল (মরুদ্গণের) দ্বারা যুক্ত হইয়া পৃথিবী নিবাসী দস্যু ও শিম্যুদিগকে প্রহার করিয়া হননকারী বজ্রদ্বারা বধ করিলেন। পরে আপন শ্বেতবর্ণ মিত্রদিগের সহিত ক্ষেত্র ভাগ করিয়া লইলেন। শোভনীয় বজ্রযুক্ত ইন্দ্র সূর্য্য এবং জল সমুদায় প্রাপ্ত হইলেন।

এই মন্ত্রের ভাষ্য ও অনুবাদ প্রমাদসন্দুষ্ট। যথাস্থানে প্রকৃত অর্থ ব্যক্তির চেষ্টা করা যাইবে। মোটের উপর ইহাই বুঝিয়া লইতে হইবে যে, ইন্দ্র ও বিষ্ণু ভারতের কৃষ্ণত্বচ্দিগের বহুলোক নিহত করিয়া তাহাদিগের ভূমিসকল আপনাদের শ্বেতবর্ণ আত্মীয়দিগকে ভাগ করিয়া দিলেন।

স বৃত্রহা ইন্দ্রঃ কৃষ্ণযোনীঃ
পুরন্দরো দাসী রৈরয়ৎ বি।
অজনয়ৎ মনবে ক্ষ্মা অপশ্চ
সত্রা শংসং যজমানস্য তূতোৎ॥ ৭—২০ সূ—২ম

সেই বৃত্রহন্তা শম্বরপুরবিদারী ইন্দ্র ভারতের আদিমনিবাসী কৃষ্ণবর্ণ দস্যু-দিগকে বিনষ্ট ও দূরীভূত করিয়া ভারতবর্ষ ও অপোগস্থানে বৈবস্বতমনুর আধিপত্য বিস্তার করিলেন। তাঁহার স্তোতৃগণের যজ্ঞ সকল সম্পূর্ণরূপে সফল করিয়াছিলেন।

এ যুদ্ধে কত কৃষ্ণত্বচ্ বিনষ্ট হইয়াছিল? স্পেনীয়দিগের হস্তে আমেরিকার আদিম অধিবাসিগণের ন্যায় নিরপরাধ ভারতীয় আদিমনিবাসিগণ প্রায় সমূলেই

বিনষ্ট হইয়াছিল। কোনও ঋষি ইন্দ্রের স্তুতি করিতে যাইয়া তাহা বলিয়াছিলেন—

ত্বং পিপ্রুং মৃগয়ং শূশুবাংসং
ঋজিশ্বনে বৈদথিনায় রন্ধীঃ।
পঞ্চাশৎ কৃষ্ণা নিবপঃ সহস্রা
অৎকং ন পুরো জরিমা বিদর্দঃ॥ ১৩—১৬সূ—৪ম

তত্র সায়ণঃ—হে ইন্দ্র! ত্বং পিপ্রুং শূশুবাংসং মৃগয়ং হতবান্ কিঞ্চ স ত্বং বৈদথিনায় বিদথিনঃ পুত্রায় ঋজিশ্বনে ঋজিশ্বনাম্নে রাজ্ঞে রন্ধীঃ বশমনয়ঃ পঞ্চাশৎ সহস্রা সহস্রাণি কৃষ্ণা কৃষ্ণবর্ণানি রক্ষাংসি নিবপঃ ন্যবপঃ অবধীঃ তথা, স ত্বং জরিমা জরা অৎকং ন বয়োবিশেষং রূপমিব পুরঃ শম্বরনগরাণি বিদর্দঃ বিদারিতবান্ অসি।

হে ইন্দ্র! তুমি পিপ্রু, মৃগয় ও শূশুবাংসনামক দলপতিকে বধ করিয়াছ, বিদথতনয় ঋজিশ্বকে বশে আনিয়াছ, শম্বরের সুদৃঢ় পুরসকল অতি জীর্ণের ন্যায় বিদীর্ণ করিয়াছ ও পঞ্চাশহাজার কৃষ্ণত্বচ্ লোক মারিয়া ফেলিয়াছ।

অনাসো দস্যূন্ অমৃণো বধেন। ১০—২৯সূ—৫ম

আর তুমি আয়ুধপ্রহারে নাসিকাশূন্য দস্যুদিগকে বধ করিয়াছ।

স হ শ্রুত ইন্দ্রোনাম দেব
উর্দ্ধো ভুবৎ মনুষে দস্মতমঃ।
অব প্রিয়ম্ অর্শসানস্য সাহ্বান্
শিরো ভরৎ দাসস্য স্বধাবান্। ৬—২০সূ—২ম

তত্র সায়ণঃ—দেবঃ দ্যোতমানঃ শ্রুতঃ কীর্ত্তিমান্ দস্মতমঃ সর্ব্বৈঃ অতিশয়েন দর্শনীয়ঃ স ইন্দ্র মনুষে মনোরর্থং উর্দ্ধোভুবৎ কামপ্রদানে প্রবৃত্তে উদমুখঃ ভবতু। সাহ্বান্ শত্রূন্ অভিভবন্ স্বধাবান্ বলবান্ ইন্দ্রঃ অর্শসানস্য লোকং বাধমানস্য দাসস্য এতন্নামকস্য অসুরস্য প্রিয়ং শিরঃ অবভরৎ অধঃ পাতয়তু (হৃগ্রহোর্ভঃ)।

সেই শ্রুতকীর্ত্তি দর্শনীয় ইন্দ্র মনুর জন্য যেন উন্মুখ হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি শত্রুদিগকে অভিভূত করিয়া অর্শসাননামক দস্যুর শির যেন অবনত করিয়া দিলেন। (অবাভরৎ—অবনমিতবান্)।

ইন্দ্রঃ সমৎসু যজমানমার্য্যং প্রাবং

মনবে শাসৎ অব্রতান্ ত্বচং কৃষ্ণামরন্ধয়ৎ ॥ ৮—১৩০সূ—১ম

ইন্দ্র যুদ্ধে তাঁহার স্বপক্ষ আর্য্যগণকে রক্ষা করিয়াছিলেন ও মনুর জন্য ব্রতহীন কৃষ্ণাঙ্গদিগকে হিংসা করিলেন ও শাসনে আনিলেন।

ইন্দ্রো বিশ্বস্য দমিতা বিভীষণঃ,

যথা বশং নয়তি দাস মার্য্যঃ। ৬—৩৪ সূ—৫ম

এইরূপে সকলের শাস্তা দমনকর্ত্তা ইন্দ্র, দাসগণকে আর্য্যজাতির বশে আনয়ন করিলেন।

এই সকল যুদ্ধে জয়লাভের পরই দেবতারা "অর্য্য" বা Lord নামে প্রখ্যাত হইলেন ও এদেশের শোচনীয় অবস্থাপন্ন কৃষ্ণত্বচ্ লোকদিগকে "শূদ্র" নামে অভিহিত করিলেন।

বিজানীহি আর্য্যান্

যে চ দস্যবঃ। ৮—৫১ সূ—১ম

হে ইন্দ্র কে আর্য্য ও কেহ বা দস্যু তাহা তুমি জান। ঐ সময়ে শূদ্রগণের প্রতি অত্যন্ত অত্যাচার ও আর্য্যগণের প্রতি পক্ষপাত হইতে দেখিয়া এক ঋষি বলিয়াছিলেন—

প্রিয়ং মা কৃণু দেবেষু প্রিয়ং রাজসু মা কৃণু।

প্রিয়ং সর্ব্বস্য পশ্যত উত শূদ্রে উতার্য্যে ॥

৫৪০ পৃ। ৪র্থ খ অথর্ব্ব বেদ।

হে আর্য্যগণ! তোমরা কি শূদ্র, কি আর্য্য সকলকে সমান চক্ষে দেখ, দেবতা, আর্য্য বা রাজা বলিয়া কাহারও খাতির করিও না।

যাহা হউক নবাগত জেতৃগণ এই আর্য্যনাম গ্রহণ করিয়াই আর্য্যত্বের চিহ্ন স্বরূপ স্বর্ণ, তাম্র ও স্থলপদ্মের ছালের উপবীত পরিধান করিতে আরম্ভ করেন। সম্ভবতঃ ধনীরা স্বর্ণনির্ম্মিত, মধ্যবিত্তেরা তাম্ররচিত এবং দরিদ্রেরা পদ্মসূত্রের উপবীত ধারণ করিতেন।

পদ্মসূত্রং কৃতে জ্ঞেয়ং ত্রেতায়াং কনকস্য চ।

দ্বাপরে তাম্রসূত্রঞ্চ কলৌ কার্পাসসম্ভবম্ ॥ ইতি প্রাঞ্চঃ

এই মত মন্বাদি ধর্ম্মশাস্ত্রের বিরুদ্ধ, বোধ হয় এই বচনপ্রণেতা ভ্রান্তিবশতঃ সেই বিরোধ ঘটাইয়াছেন। মন্বাদির সময়েই কার্পাস, শোণ ও ঊর্ণালোমজ উপবীতের ব্যবহার সমারব্ধ হয়। তৎপূর্ব্বে স্বর্ণাদির উপবীত ব্যবহৃত হইত, তাহা আমরা বলিয়াছি।

এই উপবীত দেখিয়াই লোকে স্থির করিত যে উপবীতিগণ আর্য্য ও নিরুপবীতগণ শূদ্র। কিন্তু আর্য্যদিগের মধ্যে আবার যাহারা দেবতা, মনুষ্য ও পিতৃলোকবাসী, তাঁহারা তৎপার্থক্যসংসূচনার্থ উপবীতব্যবহারে আর এক স্বাতন্ত্র্য ভজনা করিয়াছিলেন।

নিবীতং মনুষ্যাণাং প্রাচীনাবীতম্
পিতৃণাম্ উপবীতং দেবানাম্
উপসব্যাতে দেবলক্ষণমেব তৎ। ১১৪ পৃ। কৃষ্ণযজুঃ।

যাহা মালার ন্যায় গলায় পরা যায়, তাহার নাম নিবীত, মাতা মনুর সন্তানেরা স্ব স্ব উপবীত মালার মতন করিয়া গলায় দিতেন। আর যাহা দক্ষিণ কান্ধের উপর ও বাম বগলের নিম্ন দিয়া লম্বিত হইত, তাহার নাম প্রাচীনাবীত পিতৃলোকবাসী মন্বাদি তাহা পরিধান করিতেন। আর দেবতারা বামস্কন্ধের উপর ও দক্ষিণ হস্তের নিম্ন দিয়া আপনাদিগের যজ্ঞসূত্র লম্বিত করিয়া দিতেন, ইহার নামই উপবীত। এই উপবীত পরিধানের পার্থক্য দেখিয়াই লোকে বুঝিতে পারিত, কে দেবতা, কে মনুষ্য ও কে ভূতপূর্ব্ব পিতৃলোকবাসী বটে। ইহার পর যখন ত্রেতাযুগের মধ্যাহ্ন সময়ে ভারতে চাতুর্ব্বর্ণ্যের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, তখনই ব্রাহ্মণেরা কার্পাসসূত্রজ, ক্ষত্রিয়েরা শণসূত্রজ এবং বৈশ্যেরা ঊর্ণালোমজ উপবীত ধারণ করিতে আরম্ভ করেন। দেবতা, মনুষ্য ও পিতৃলোকবাসিগণ দ্বারাই আর্য্যসমাজ গঠিত হইয়াছিল। এবং এই ভারতীয় আর্য্যগণদ্বারাই আরব, তুরুষ্ক, অপোগস্থান, পারস্য আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা ও সমগ্র ইউরোপে আর্য্যোপনিবেশ প্রসারিত হয়।

অনন্তর ইন্দ্রাদি দেবগণ এইরূপে মন্বাদিকে ভারতবর্ষে বদ্ধমূল করিয়া স্বর্গের পুনরধিকারজন্য গমনের উদ্যোগ করিলে মহর্ষি উশনা তাঁহাদিগের বিদায়সম্ভাষণ চ্ছলে বলিতে লাগিলেন—

অধ গন্তা উশনা পৃচ্ছতে বাম্
কদর্থা ন আগৃহম্
আজগ্মথুঃ পরাকাৎ
দিবশ্চ গ্মশ্চ মর্ত্ত্যম্ ॥ ৬—২২ সূ—১০ম

তত্র সায়ণভাষ্যম্——অধ অথ যজ্ঞসমাপ্ত্যনন্তরং উশনাঃ ভার্গব ঋষিঃ হে ইন্দ্রাগ্নী গন্তা স্বস্থানং প্রতি গচ্ছন্তৌ বাং যুবাং সন্দো যজমানঃ পৃচ্ছতে পৃচ্ছতি স্ম। যদ্বা উশনেতি বিভক্তিব্যত্যয়ঃ উশনসং ইন্দ্রস্য সখিভূতং ভার্গবম্ ইন্দ্রঞ্চ যুবাং সর্ব্বো যজমানঃ পৃচ্ছতি। কিং পৃষ্টবান্? ইতি উচ্যতে——যুবাং কদর্থা কদর্থৌ কিং প্রয়োজনবন্তৌ সন্তৌ নঃ অস্মদীয়ং আকারঃ প্রতীত্যস্য অর্থে গৃহং প্রতি পরাকাৎ দূরনামৈতৎ দূরাৎ আজগ্মথুঃ আগতবন্তৌ স্থঃ। তদেবোক্তং দিবশ্চ দ্যুলোকাচ্চ গ্মশ্চ ভূলোকাচ্চ মর্ত্ত্যং মনুষ্যং মাং প্রত্যাগতবন্তৌ যুবয়োঃ কৃতার্থত্বাং অত্রাগমনম্ অস্মদনুগ্রহার্থমেব ন স্বার্থমিতি ব্রুবন্ অনুব্রজতি ইত্যর্থঃ।

দত্তজানুবাদ——হে ইন্দ্র ও অগ্নি! তোমরা এখন বিদায় লইতেছ, উশনা তোমাদিগকে বিদায়ের সম্ভাষণ করিতেছেন। তোমরা সেই দূরস্থিত স্বর্গধাম হইতে মনুষ্যের নিকট আসিয়াছ এবং আসিবার সময়ে পৃথিবীর কত অংশ অতিক্রম করিয়াছ। তাহাতে তোমাদিগের নিজের কিবা প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়াছে? কেবল আমাদিগের অনুগ্রহের জন্যই আসিয়াছ।

এই মন্ত্রের ভাষ্য ও অনুবাদ ঠিক নহে। ইহাঁরা কোথা হইতে অগ্নিকে হাজির করিলেন? এ সূক্তের দেবতা কি কেবল ইন্দ্রই নহেন?

"কুহেতি পঞ্চদশর্চং ষষ্ঠং সূক্তং ঐন্দ্রম্"

ইহা দশম মণ্ডলের ষষ্ঠ সূক্ত (পূর্ব্ব গণনানুসারে, এ সংস্করণে ২২শ সূক্ত)। ইহাতে কুহ হইতে আরম্ভ করিয়া পনরটি ঋক্ আছে, ইহার দেবতা "ইন্দ্র"। অবশ্য মূলে যখন বাং ও আজগ্মথুঃ প্রভৃতি দ্বিবচনের পদ রহিয়াছে. তখন উশনা দুইজনকেই সম্ভাষণ করিয়া ইহা বলিতেছিলেন।

কিন্তু তাহা হইলেও অগ্নির যোজনা করা ঠিক হয় নাই। অগ্নি স্বর্গহইতে দেবগণকে লইয়া ভারতে আসিলেও তিনি আর দেশে ফিরিয়া যান নাই, তিনি ভারতেই থাকিয়া যান ও এদেশ হইতে ব্রহ্মার আদেশে ঋগ্বেদের মন্ত্রসমাহার করেন। তাহা হইতেই ভারতের বহু ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়বংশ সমুদ্ভূত। ফলতঃ

ভারতে সূর্য্যাদি যে সকল দেবতা মন্বাদিসহ আগমন করেন, তন্মধ্যে ইন্দ্র ও তাঁহার সর্ব্ব কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিষ্ণুই প্রধান ছিলেন। বিষ্ণুর সহায়তাতেই ইন্দ্রাদি দেবগণ পুনরায় স্বর্গে যাইয়া উহা পুনরধিকৃত করেন। সুতরাং এখানে অগ্নির পরিবর্ত্তে বিষ্ণুর নাম সন্নিবেশিত হওয়া সমীচীন ছিল। অপিচ উঁহারা যজ্ঞ সমাপ্তির পর নহে, পরন্তু মন্বাদিকে ভারতে বদ্ধমূল করার পরই গমন করেন। তজ্জন্য আমরা ইহার এইরূপ ব্যাখ্যা হওয়া সঙ্গত মনে করি।

প্রকৃতার্থবাহিনী টীকা—— হে ইন্দ্রাবিষ্ণু! অধ অথ অনন্তরং ভারতে মন্বাদীন্ প্রতিষ্ঠাপ্য তদনন্তরং গৃহং গন্তা স্বর্গং প্রতি গচ্ছন্তৌ বাং যুবাং উশনা উশনাঃ এষঃ পৃচ্ছতে পৃচ্ছতি জিজ্ঞাসতে যুবাং কদর্থা কদর্থৌ কিংপ্রয়োজনবন্তৌ কেন হেতুনা কিংস্বার্থসাধনায় পরাকাৎ সুদূরাৎ দিবঃ স্বর্গাৎ গ্মশ্চ পৃথিব্যাঃ অন্ত-রিক্ষাৎ চ মর্ত্ত্যং মর্ত্ত্যলোকং ভারতবর্ষমিতি যাবৎ আজগ্মথুঃ আগতবন্তৌঃ যুবয়োঃ ন কোপি স্বার্থএব আসীৎ কেবলং পরার্থায় এব ভবদ্ভ্যাম্ ইত্থং ক্লেশঃ স্বীকৃতঃ।

হে ইন্দ্র! হে বিষ্ণো! তোমরা ভারতে মন্বাদিকে প্রতিষ্ঠাপিত করিয়া এইক্ষণ স্বস্থানে প্রস্থান করিতেছ। সেই সুদূর স্বর্গভূমি হইতে অন্তরিক্ষ হইয়া এই মর্ত্ত্যলোকে আসার কি প্রয়োজন ছিল? তোমরা কেবল পরের জন্যই এত ক্লেশ স্বীকার করিলে।

ইন্দ্রায় সাম গায়ত বিপ্রায় বৃহতে বৃহৎ।
ধর্ম্মকৃতে বিপশ্চিতে পনস্যবে॥ ১—৮৭ সূ—৮ম

হে ভারতাগত দেবগণ! তোমরা ধর্ম্মরক্ষাকারী বন্দনীয় এই মহান্ ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে সামগান কর।

বিষ্ণোঃ কর্ম্মাণি পশ্যত, যতো ব্রতানি পস্পশে।
ইন্দ্রস্য যুজ্যঃ সখা॥ ৪—৬ অধ্যায় শুক্লযজুঃ

তোমরা এই মহান্ বিষ্ণুরও কার্য্য সকল আলোচনা করিয়া দেখ ইনি ইন্দ্রের উপযুক্ত সখা। ইঁহার প্রভাবেই আজি তোমরা স্বধর্ম্ম রক্ষা করিয়া নির্ব্বিঘ্নে যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিতে সমর্থ হইয়াছ।

অনন্তর ইন্দ্রাদি দেবগণ বিষ্ণুর সহায়তায় স্বর্গাভিমুখে প্রস্থান পরায়ণ হইলেন। আমাদিগের বেদাদিতে তাহাও বর্ণিত রহিয়াছে—

স্বরগন্ম সংজ্যোতিষা অভূম। ২৫ ক—২ অধ্যায়। শুক্লযজু।

আমরা দেবগণ আবার স্বর্গে গমন করিয়া জ্যোতিতে পূর্ণ হইলাম। তথাহি—

দেবান্ দিব মগন্ যজ্ঞঃ। ঐ—৩০৭ পৃ

যজ্ঞপুরুষ বিষ্ণু ইন্দ্রাদি দেবগণকে লইয়া স্বর্গে গমন করিলেন। তথাহি

যজ্ঞৈশ্চেব সমৃদ্ধেন দেবাঃ সুবর্গং
লোক মায়ন্ অসুরান্ পরাভাবয়ন্। ৫১ পৃ

দেবতারা যজ্ঞপুরুষ বিষ্ণুরই শৌর্য্যে স্বর্গে যাইয়া যুদ্ধে অসুরগণকে পরাভূত করেন। তথাহি—

দেবাসুরাঃ সংযত্তা আসন্ তে
দেবা বিজয় মুপয়ন্তঃ। ঐ—৩১ পৃ

দেবতা ও অসুরেরা পরস্পর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে দেবতারা তাহাতে জয়লাভ করেন। তথাহি—

সংবৎসরঃ খলু দেবানা মায়তনং এতস্মাৎ বৈ
আয়তনাৎ দেবা অসুরান্ অজয়ন্। ঐ—৯৯ পৃ

দেবগণের একটি জনপদের নাম সংবৎসর। দেবতারা তথাহইতে অসুরগণকে পরাজিত করেন। তথাহি—

মহামনসাং ভুবনচ্যবানাম্
ঘোষো দেবানাং জয়তা মুদস্থাৎ। ঐ— ২৬১ পৃ

মহামনা দেবগণ স্বর্গভ্রষ্ট হইয়া অতীব বিষণ্ণ হইয়াছিলেন, এইক্ষণে যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া স্বর্গ পুনরধিকৃত করিলেন, তাঁহাদিগের জয়ধ্বনিতে গগনমণ্ডল প্রতিধ্বনিত হইল। তথাহি—

এতাবন্তো বৈ দেবলোকাঃ তে দেবাঃ প্রযাজৈঃ
এভ্যো লোকেভ্যঃ অসুরান্ প্রাণুদন্ত। ঐ—১৪৮ পৃ

দেবলোক সমুদায়ে একুশটী * দেবতারা শৌর্য্যবলে এই সকল স্বর্গভূমি হইতে দৈত্যদানবগণকে তাড়াইয়া দিলেন। তথাহি শুক্লযজুঃ—

* এক বিংশতিকাঃ স্বর্গা নির্ম্মিতা মেরুমূর্দ্ধনি। পুরাণম্।

দিবো বা বিষ্ণো উত বা পৃথিব্যাঃ
মহো বা বিষ্ণো উরো রন্তরিক্ষাৎ।
উভাহি হস্তা বসুনা পৃণস্বা
প্রযচ্ছ দক্ষিণাৎ আ উত সব্যাৎ॥ ৯—৫ অ

অনন্তর স্বর্গ, ভারতবর্ষ ও অন্তরিক্ষ জয় করিয়া বিষ্ণু বৈকুণ্ঠে গমন করিলে তদ্দেশবাসী দেবতারা বলিলেন হে বিষ্ণু! তুমি যুদ্ধে যে সকল ধনরত্ন পাইয়াছ, আমাদিগকে তাহা দক্ষিণ বাম দুই হস্ত পূর্ণ করিয়া দান কর।

আমরা বেদাদি সর্ব্বশাস্ত্রহইতে যাহা যাহা দেখাইলাম, তাহাতে কোনও ব্যক্তিই আর এরূপ বিতর্ক করিবেন না যে আমরা স্বর্গহইতে ভারতে আগমন করিয়াছিলাম না, মঙ্গলিয়াও আমাদিগের পিতৃভূমি নহে। দেখ বেদানুগ একালের পদ্মপুরাণও বলিতেছেন যে—

স্বর্লোকে বসতির্বিষ্ণো বৈকুণ্ঠেহস্য মহাত্মনঃ।
স কথং মানুষে লোকে পদন্যাসং চকার হ॥
৪—২৯ অ সৃষ্টিখণ্ড।

মহাত্মা বিষ্ণুর বাস স্বর্গলোকসংস্থিত বৈকুণ্ঠে, তিনি কেন মনুষ্যলোক ভারতবর্ষে পদার্পণ করিলেন?

কেন বিষ্ণু ভারতে আসিয়াছিলেন, তাহা আমরা বলিয়াছি। যাঁহার বাস নির্দ্দিষ্ট পরিমিত বৈকুণ্ঠে, যাঁহার বিশেষণ "মহাত্মা", যাঁহার মাতা অদিতি ও পিতা কশ্যপ এবং ভ্রাতা ইন্দ্রাদি দেবগণ, তাঁহাকে ঈশ্বর ভাবিয়াই হিন্দুরা বেদাদির অর্থ বুঝিতে পারেন নাই। বেদাদিতে যে আমাদিগের ভারতাগমনের কথা আছে, আমরাই যে তেত্রিশকোটী দেবতার মধ্যে কতিপয় দেবতা, তাহাও হিন্দুরা কুসংস্কার ও ভ্রান্ত বিশ্বাসবশতঃ বুঝিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন। ঋগ্বেদ স্পষ্টই বলিতেছেন যে—

অতো দেবা অবন্তু নো যতো বিষ্ণুর্বিচক্রমে।
পৃথিব্যাঃ সপ্ত ধামভিঃ॥ ১৬—২২ সূ—১ম

মরীচ্যাদি সপ্ত পিতৃলোকের সপ্তভবনবিশিষ্ট যে ভূভাগহইতে বামন বিষ্ণু ভারতে আগমন করিয়াছিলেন, দেবতারা আমাদিগকে সেই স্থানহইতে রক্ষা করুন।

ইহা একজন অসুরনিপীড়িত ভারতীয় ঋষির উক্তি। দুঃখের বিষয় এই যে এমন সরল মন্ত্রের ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া সায়ণ অনেক বাজে কথার অবতারণা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে—

বিষ্ণুঃ পরমেশ্বরঃ সপ্তধামভিঃ সপ্তভিঃ ছন্দোভিঃ যতঃ পৃথিব্যাঃ যস্মাৎ ভূ প্রদেশাৎ বিচক্রমে বিবিধং পাদক্রমণং কৃতবান্।

কিন্তু যিনি পরমেশ্বর তিনি কি ভূচর? ও তিনি কি একস্থান খালি করিয়া অন্য স্থানে গমন করেন? আর বিষ্ণু কি কেবল তিনটি ছন্দে সাম গান করিতে করিতেই ভারতে আসিয়াছিলেন না? সায়ণ কৃষ্ণযজুর এই মন্ত্রেরও অধ্যাহার করিয়া গিয়াছেন—

বিষ্ণুমুখাবৈ দেবাঃ ছন্দোভিঃ ইমান্ লোকান্
অনপজয্যম্ অভ্যজয়ন্।

বেশ বুঝা গেল বিষ্ণু ও আরও কতিপয় দেবতা এই অজেয় লোকত্রিতয় (ভূর্ভুবঃ স্বঃ) জয় করেন। সুতরাং এই দেবতারা ও বিষ্ণু একই শ্রেণীর ব্যক্তি। স্বয়ং পরমেশ্বর অন্যের সহায়তায় যুদ্ধ করেন, জয় করেন, ইহা বিশ্বাস করা যুক্তির কথা নহে। আর বেদে যখন সপ্ত পিতৃলোক ও তাঁহাদিগের সাতখানী ধামের কথা বিশদাক্ষরে বিবৃত রহিয়াছে, তখন সপ্তধামের অর্থ সপ্ত ছন্দঃ করাও সমীচীন হয় নাই।

যে মরীচ্যাদয়ঃ সপ্ত
স্বর্গেতে পিতরঃ স্মৃতাঃ

মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরাঃ, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু ও বশিষ্ঠ, স্বায়ম্ভুব মনুর এই সপ্তপুত্র সপ্ত তন্তু বা সপ্তবংশের বীজিপুরুষ, ইহাঁরাই সপ্ত পিতৃপুরুষ বলিয়া প্রথিত।

সপ্ত ঋষয়ঃ প্রতিহিতাঃ শরীরে সপ্ত রক্ষন্তি সদমপ্রমাদং
সপ্তাপঃ স্বপতোলোক মীয়ুঃ। তত্র জাগৃতৌ অস্বপ্নজৌ সত্রসদৌ
চ দেবৌ॥ ৫৫ ক—৩৪ অ—শুক্লযজুঃ

মরীচিপ্রভৃতি সপ্ত ঋষি সাবধান ও প্রমাদশূন্য হইয়া আপনাদিগের সাতখানী ভবন দৈত্যদানবের হস্তহইতে রক্ষা করিতেন। যখন রাত্রিতে সকলে নিদ্রা যাইতেন, তখন সাত জন গন্ধর্ব্ব (আফগান) পাহারা দিত। আর যজ্ঞ পুরুষ ইন্দ্র

ও বিষ্ণু নিদ্রাপরিত্যাগপূর্ব্বক সর্ব্বদা জাগরূক থাকিতেন। অথর্ব্ববেদও বলিয়া গিয়াছেন যে—

যাং রক্ষন্তি অস্বপ্না বিশ্বদানীং দেবা
ভূমিং পৃথিবীম্ অপ্রমাদম্। ২০৩ পৃঃ ৩য় খণ্ড

কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে স্বয়ং যাস্ক, উবট, মহীধর, দুর্গাচার্য্য ও সত্যব্রত সামশ্রমী মহাশয় উক্ত শুক্লযজুর্মন্ত্রের এরূপ কদর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, (আমরা উপাসনায় উঁহাদিগের ব্যাখ্যার সমালোচনা করিয়াছি) তাহাতে আমাদিগকে ক্ষুব্ধ হইতে হইয়াছে। যদি ইঁহারা জৈমিনির ন্যায় সরলহৃদয়ে বলিতেন—

অবিজ্ঞেয়াং

বহু বেদমন্ত্র "অবিজ্ঞেয়", কোনও অর্থ বুঝা যায় না, তাহা হইলেই ভাল হইত। যাহা হউক বেদ স্থলান্তরে বলিতেছেন যে—

ইদং বিষ্ণু বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদম্।
সমূঢ় মস্য পাংশুরে॥ ১৭

বামন বিষ্ণু স্বর্গ (তিব্বত, তাতার, মঙ্গলিয়া) ও ভুবঃ বা অন্তরিক্ষ (অপোগস্থানের একদেশ) হইয়া ভূ বা ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন। বায়ুপুরাণও বলিয়া গিয়াছেন—

মারীচাৎ কশ্যপাৎ বিষ্ণুরদিত্যাম্ সংবভূব হ।
ত্রিভিঃ ক্রমৈ রিমান্ লোকান্ জিত্বা বিষ্ণুরুরুক্রমঃ।
প্রত্যাপাদয়দিন্দ্রায় দেবেভ্য শ্চৈব স প্রভুঃ॥ ১৩১—৫ অ উত্তর খণ্ড

মরীচিতনয় কশ্যপের ঔরসে দক্ষকন্যা অদিতির গর্ভে প্রসূত বামন বিষ্ণু ত্রিপাদবিক্রমদ্বারা ত্রিলোক জয় করিয়া ইন্দ্র (ইন্দ্রাদিকে স্বর্গ) ও অন্যান্য দেবগণকে (মন্বাদিকে ভারতবর্ষ ও অপোগস্থান) বিভক্ত করিয়া দেন।

যদি ইহা ঋষিবাক্য হয়, তাহা হইলে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে বেদমন্ত্রের ইহাই প্রকৃত ব্যাখ্যা। মহর্ষি বায়ু বেদের বিষ্ণুকে বাপ মায়ের ছেলে বলিয়াছেন, পরন্তু পরমেশ্বর বলেন নাই। কিন্তু যাস্ক, সায়ণ ও উবটাদি ইহা অগ্রাহ্য করিয়া যাহা তাহা বলিয়াছেন। সুতরাং তাঁহাদিগের সেই ঋষিবাক্য বিরুদ্ধ ব্যাখ্যা আমরা গ্রহণ করিতে পারি না। তথাহি—

ত্রীণি পদা বিচক্রমে বিষ্ণুর্গোপা অদাভ্যঃ।
অতো ধর্ম্মাণি ধারয়ন্॥ ১৮

দেবগণের রক্ষাকর্ত্তা অন্যের অহিংসনীয় বিষ্ণু ত্রিপাদবিক্রমপূর্ব্বক দেবগণকে (অতঃ অস্মাৎ স্বর্গাৎ) ভারতে আনিয়া তাঁহাদিগের ধর্ম্ম রক্ষা করিয়াছিলেন (কেন না দৈত্যদানবেরা তাঁহাদিগকে স্বর্গে যাগযজ্ঞ করিতে দিত না)।

ইহার পরও কি কেহ বলিতে চাহেন যে বিষ্ণু মন্বাদিসহ ভারতে আগমন করিয়াছিলেন না? ইহার পরও কি কেহ মনে করিতে চাহেন যে, আমরা ভারতেরই নির্ব্যূঢ় ঔপনিবেশিক নহি? আদি স্বর্গ বা ইলাবৃতবর্ষ অর্থাৎ মঙ্গলিয়া আমাদিগের পিতা বা পিতৃভূমি নহে? ইলাবৃতবর্ষ বা ইলাতে আছে বলিয়া মেরু পর্ব্বতের নামান্তর "ইলাস্থায়ী", উহারই অপভ্রংশে আলটাই নাম হইয়াছে। যুগে যুগে পৃথিবীর বহু পরিবর্ত্তন হইয়াছে, জল স্থলে ও স্থল জলে এখনও পরিবর্ত্তিত হইতেছে। কিন্তু পর্ব্বত কুত্রাপি বিচলিত হয় নাই। সুতরাং

মেরুমধ্যম্ ইলাবৃতম্

ইহা স্মরণ করিয়া কেন তোমরা বর্ত্তমান আলটাই পর্ব্বতকেই মেরুপর্ব্বত বলিতে কুণ্ঠিত হইবে? কেন তোমরা এই ইলাবৃতবর্ষকেই বেদের ইলা ও একালের মঙ্গলিয়া ভাবিতে ইতস্ততঃ করিবে? সপ্তভুবন, নববর্ষ ও বর্ত্তমান যুগের পাশ্চাত্য মানচিত্র মিলাইয়া দেখ, নিশ্চিতই আলটাইপর্ব্বতসনাথ মঙ্গলিয়া বেদের ইলা ও পুরাণের ইলাবৃতবর্ষ হইয়া যাইবে। আর যখন এখনও ভারতে মঙ্গ ব্রাহ্মণ ও শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ রহিয়াছেন, তখন তোমরা কেন শাকদ্বীপের অন্তর্গত মঙ্গ বা মঙ্গলিয়াহইতে ভারতে ব্রাহ্মণের আগমন স্বীকার করিবে না। ভীষ্মপর্ব্ব কি বলিয়া যান নাই যে—

শাকদ্বীপঞ্চ বক্ষ্যামি যথাবৎ ইহ পার্থিব। ৮
তত্র পুণ্যা জনপদা শ্চত্বারো লোকসম্মতাঃ। ৩৫
মঙ্গাশ্চ মশকাশ্চৈব মন্দগা মানসাস্তথা।
মঙ্গা ব্রাহ্মণভূয়িষ্ঠাঃ স্বকর্ম্মনিরতা নৃপ॥ ৩৬—১১ অ

মানসসরোবর এখনও রহিয়াছে, তৎসনাথ স্থানই মানসনামের বিষয়ীভূত সুতরাং পুরাণের কিম্পুরুষবর্ষ ও একালের তিব্বতই মানস দেশ। তৎপর তাতার বা হরিবর্ষ মশক এবং জনলোক বা বর্ত্তমান চীন মন্দগ দেশ। মঙ্গঃ পদের (:)

বিসর্গ র হইয়া ল হইয়াছিল, পরে মঙ্গল্ শব্দ মঙ্গলিয়াতে (যেমন আরঃ—আরাল হ্রদে) পরিণত হইয়াছে। অতএব মঙ্গলিয়াই যে আমাদিগের পিতৃভূমি বা আদি নিকেতন তাহা ধ্রুবই।

বলিবে তবে আমরা আমাদিগের পিতৃভূমির কথা ভুলিয়া গেলাম কেন? আরব, তুরুষ্ক, পারস্য, মিশর, আবিসিনিয়া, মরক্ক, ত্রিপলি, ইউরোপ ও দক্ষিণ আমেরিকাবাসীরা কি ভারতকে আর তাঁহাদিগের পিতৃভূমি বলিয়া অবগত আছেন? আমরা কি বলিতে পারি যে পঞ্জাবের কোন্ স্থানহইতে কবে কে কে বাঙ্গালায় আসিয়াছিলাম? যজুর্ব্বেদী বৈদিক ব্রাহ্মণ, উৎকল ব্রাহ্মণ, মৈথিল ব্রাহ্মণ ও অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণেরা যে আফগানিস্থানের ভূতপূর্ব্ব অধিবাসী, তাহা কি তাঁহারা মনে করিয়া রাখিয়াছেন? অবশ্য বেদ ও শাস্ত্রে সব কথাই ছিল, কতক বিলুপ্ত হইলেও যাহা আছে, তাহাই বা কয় জনে পড়িয়া থাকেন? * পড়িয়াই বা কয়জনে প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে সমর্থ হইয়াছিলেন? যে বেদমন্ত্রের সম্যক্ অর্থব্যক্তি বিষয়ে অসমর্থ হইয়া ভারতভূষা জৈমিনি তাঁহার পূর্ব্বমীমাংসাগ্রন্থে

অবিজ্ঞেয়াৎ

বলিয়া একটি সূত্র রচনা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, সেই বেদমন্ত্রের অর্থ কি বস্তুতই দুরধিগম্যই নহে? তৎপর যাস্কপ্রভৃতি বিকৃতব্যাখ্যাকারদিগের দোষেও বেদার্থ সমধিক দুরববোধ হইয়া পড়িয়াছিল। অবশ্য সায়ণ বলিয়াছেন যে—

"তস্মাৎ বেদার্থাববোধায়
উপযুক্তং নিরুক্তম্"

কিন্তু ইহা কেবল যাস্কের স্তুতিবাদ মাত্র। কার্য্যতঃ সায়ণ যাস্কের শতকরা পাঁচটী কথাও গ্রহণ করেন নাই। ফলতঃ শাকপূণি, ঔর্ণবাভ, যাস্ক ও স্কন্দস্বামি প্রভৃতি নিরুক্তকারগণই আমাদের মাথা খাইয়া গিয়াছেন। প্রমাদভূয়িষ্ঠ বৈদিককোষ নিঘণ্টুও আমাদিগের উৎপথগমনে অল্প সহায়তা করেন নাই। ভাষ্যকার ও টীকাকারগণও অধঃপাতের দরজা মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন।

যাহা হউক স্বর্গটা অদৃশ্য ও পারলৌকিক, দেবতারা উপাস্য, আমরা উপাসক

* প্রায় ৫৬ হাজার বৎসর যাবৎ ভারতে বেদপাঠ বিলুপ্ত হইয়াছিল—

সংক্ষোভো জায়তেঽত্যর্থং কলিমাসাদ্য বৈ যুগম্।
নাধীয়ন্তে তদা বেদা ন যজন্তে দ্বিজাতয়ঃ॥ ৩৮—৫৮ অ—বায়ুপুরাণ

এবং "আমরাই" ভারতের আদিমনিবাসী ইত্যাদি ভ্রান্তিবশতঃ বেদের প্রকৃত ব্যাখ্যা না হওয়াতে ও বহুদিন যাবৎ বেদের অধ্যয়ন অধ্যাপনার তিরোধান ঘটায় বেদে যে পিতৃভূমির নির্দ্দেশ ও ঐতিহ্য আছে, তাহা আর কেহ ঠাহরিতেও পারেন নাই।

মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা
দ্যৌর্নঃ পিতা জনিতা
নাভিরত্র বন্ধুর্নঃ।

ইত্যাদি মন্ত্র কি বেদে নাই? এগুলি কি শ্রাদ্ধের মন্ত্র? স্বর্গের দেবনাগরাক্ষর, সংস্কৃত ভাষা ও সামবেদ এবং মন্বাদি যে ভারতে আসিয়াছেন, তাহাও কি বেদপাঠে জানা যায় না? কিন্তু যাস্কাদির বিকৃত ব্যাখ্যা ও আমাদিগের অস্বাধীন চিন্তা এবং অস্বাধ্যায় প্রযুক্ত আমরা সকল কথা বিস্মৃতিসাগরের অতল জলে ডুবাইয়া দিয়াছি। কিন্তু বেদপাঠে ইহাও জানা যায় যে ৮।১০ পুরুষ পর্য্যন্ত পিতৃভূমির কথা অনেকেরই মনে ছিল। নতুবা মহর্ষি চরক কেন তদীয় গ্রন্থে আমাদিগের পূর্ব্ব নিবাসভূমির সমুল্লেখ করিবেন? তিনি কি উহা ইন্দ্রগুপ্ত ও দেবগণবহুল বলিয়া বিবৃত করেন নাই? এই সকল বেদমন্ত্রও কি স্বর্গের পিতৃভূমিত্বের কথা সংসূচিত করিয়া দেয় না?

তদ্বন্ধুঃ সূরিদিবি তে ধিয়ন্ধাঃ,
নাভানেদিষ্ঠোরপতি প্র বেনন্।
সানোনাভিঃ পরমাস্য বাঘ,
অহং তৎ পশ্চা কতিথশ্চিদাস॥ ১৮—৬১ সূ—১ ম

তত্র সায়ণভাষ্যম্—তদ্বন্ধুঃ সৈব পৃথিবী বন্ধিকা উৎপত্ত্যধিষ্ঠানত্বেন যস্য অসৌ তদ্বন্ধুঃ তম্মাভূক ইত্যর্থঃ। সূরিঃ স্তুতেঃ প্রেরকঃ। দিবি বর্ত্তমানস্য তে তব স্বভূত ইতি শেষঃ ত্বদপত্যভূত ইতি যাবৎ ষষ্ঠীসামর্থ্যাৎ সম্বন্ধসামান্যম্ প্রতীয়তে তচ্চ আদিত্যস্য পুত্রো মনুঃ মনোঃ পুত্রোনাভানেদিষ্ঠ ইত্যেবং সূর্য্যাপত্যত্বেঽপি পর্য্যবস্যতি। সূর্য্যনাভানেদিষ্ঠয়োঃ সম্বন্ধঃ চরমপাদে উত্তরমন্ত্রে চ বক্ষ্যতে স চ ধিয়ন্ধাঃ কর্ম্মণাং ধারকো নাভানেদিষ্ঠঃ বেনন্ অঙ্গিরোদত্তং গোসহস্রং কাময়মানঃ প্ররপতি প্রলপতি স্তৌতি ইত্যর্থঃ। বা অপিচ ইত্যর্থঃ। সা দ্যৌর্নঃ অস্মাকং পরমা উৎকৃষ্টা নাভিঃ বন্ধিকা যা অস্য

আদিত্যস্য অধিষ্ঠানভূতা অস্তি। যেতি পূরণে। অহং তৎ তস্য আদিত্যস্য পশ্চা পশ্চাৎ অনন্তরং কতিপঃ কতিপয়ানাং পূরণঃ আস অভবম্। অনেন মম আদিত্যেন জন্যজনকভাবঃ সম্বন্ধঃ সন্নিকৃষ্ট ইত্যুক্তং ভবতি।

দত্তানুবাদ—হে স্বর্গস্থ সূর্য্য! আমি নাভানেদিষ্ঠ, তোমার বন্ধু, অর্থাৎ আমি তোমাকে স্তব করিতেছি। আমার কামনা যে গাভী আত্মীয় লাভ করি। সেই দ্যুলোক আমাদিগের শ্রেষ্ঠ উৎপত্তি স্থান এবং সূর্য্যেরও অধিষ্ঠান ভূত। আমি সেই সূর্য্য হইতে কয় পুরুষই বা অন্তর?

সায়ণের এই ভাষ্যই আমাদিগের উক্তির পরম নিদর্শন সায়ণ এই মন্ত্রের সূর্য্যকে ভাস্কর ও দিব্‌কে তাহার অধিষ্ঠানভূত গগন করিয়াছেন, সুতরাং তদনুগ সকলে যে আমাদের রাজন্য শাক সূর্য্যবংশ (জড়সূর্য্য) ও Solar race ভাবিবে ও বলিবে তাহা ধ্রুবই? কিন্তু সায়ণ যদি ভাবিয়া দেখিতেন যে জড়সূর্য্য কাহারও বাপদাদা বা পিতামহ হইতে পারে না, তাহা হইলে তিনি এ বিকৃত ব্যাখ্যা করিতেন না। পৌরাণিকেরা স্বর্গকে পারলৌকিক করিয়াছেন, আমরা ও পাশ্চাত্যেরাও দিব্‌ ও হেভেনকে (সুবর্গম্) গগন (Sky) করিয়া বসিয়াছি সুতরাং এইখানেই ভৌম স্বর্গ মঙ্গলিয়া যে আমাদিগের প্রকৃত উৎপত্তিস্থান এবং এই সূরি বা সূর্য্য যে বিবস্বানের সহোদর ভ্রাতা তাহা আমরা বুঝিতে বিরত হইলাম। আমাদিগের ভৌম পিতৃলোক শেষে পারলৌকিক প্রেতলোকে পরিণত হইয়া গেল।

ফলতঃ বেদমন্ত্রের এই সূরি, সাবর্ণি মনুর পিতা মহর্ষি সূর্য্যদেব ও তিনিই তদীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সুরজ্যেষ্ঠ ব্রহ্মার আদেশে স্বর্গহইতে সামবেদের মন্ত্রসমাহার করিয়া দিয়াছিলেন।

সাবর্ণিঃ সূর্য্যতনয়ো
যো মনুঃ কথ্যতেঽষ্টমঃ। চণ্ডী।
আদিত্যং দিবঃ,
সাম আদিত্যাৎ। ছান্দোগ্য

আর সায়ণশিষ্য মন্বস্ত নাভি শব্দের অর্থ যে কোথায় বন্ধিকা প্রভৃতি পাইলেন তাহা ভাবনারও অগোচর পদার্থ। পরন্তু উহার মুখ্য বা প্রকৃত অর্থ "নাই" (Navel) ও ফলিতার্থ উৎপত্তি ও উৎপত্তি স্থান। অপি চ এখানে ভাষ্যকার ও

অনুবাদক যে কি কারণে উহাটবারে গরু বাছুরের আমদানি করিয়া বসিলেন, তাহাও আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। যাহা হউক আমরা এই মন্ত্রের এইরূপ ব্যাখ্যা করিতে বাধ্য হইলাম।

অস্মৎকৃতপ্রকৃতার্থবাহিনী টীকা—হে স্থরিঃ হে সূরে! সূর্যাদেব! তৎ তস্মাদ্ধেতোঃ অয়ং ভারতবাসী তে তব ধিয়ন্ধাঃ যুষ্মদাচারব্যবহারানুষ্ঠায়ী নাভানেদিষ্ঠঃ দিবি আদি স্বর্গে স্থিতস্য ইতি শেষঃ তে তব বন্ধুঃ পৌত্রঃ ত্বং মে ক্ষুল্লপিতামহঃ ত্বং মে পিতামহবিবস্বতঃ ভ্রাতা ইতি এনন্ গচ্ছন্ অবগচ্ছন্ ইতি যাবৎ প্ররপতি পিলপতি পরং খিন্নতে। অস্য (বিভক্তি ব্যত্যয়েন) ইয়ং সা দিব্দ্যৌঃ নঃ অস্মাকং স্বর্গস্থিতানাং ভবতাং ভারতাগতানাম্ অস্মাকঞ্চ পরমা উৎকৃষ্টা নাভিঃ উৎপত্তিস্থানং। অহং নাভানেদিষ্ঠঃ সংপশ্চা তসা তব পশ্চাৎ অনন্তরং কতিথঃ কতিপয়ানাং পুরুষাণাং পূরণঃ আস অভবম্ অহং তব নেদিষ্ঠ দায়াদ এব।

হে স্বর্গবাসী মহর্ষি সূর্যাদেব! আজি আমরা সুদূর ভারতবাসী ও আপনি স্বর্গসংস্থ। কিন্তু এখানে আসিয়াও আমরা আপনাদিগের আচারব্যবহারের অণুমাত্রও ব্যতিক্রম করি নাই। আমি আপনারই ভ্রাতুষ্পৌত্র, ইহা অবগত হইয়া আপনাদিগের বিচ্ছেদজন্য খিন্ন হইতেছি। ঐ স্বর্গই আপনাদিগের ও আমাদিগের সাধারণ পিতৃভূমি। আপনাতে ও আমাতে কয় পুরুষেরই বা তফাৎ? আপনি আমার ক্ষুল্লপিতামহ। তথাহি—

ইয়ং মে নাভিঃ ইহ মে সধস্থম্
ইমে মে দেবা অয়মস্মি সর্বঃ॥ ১৯—৬১ সূ—১০ম

তত্র সায়ণভাষ্যম্—ইয়ং মাধ্যমিকা বাক্ মে নাভিঃ সন্নাহনী আদিত্যস্ত তস্যাশ্চ অভেদাৎ অস্য ঋষের্মাধ্যমিকা বাক্ বন্ধিকা ভবতি। তথা চ ব্রাহ্মণঃ— সা যা বাক্ অসৌ স আদিত্য ইতি। ইহ অস্মিন্ মণ্ডলে মে মম সধস্থং স্থানং ইমে দেবাঃ দ্যোতমানা রশ্ময়ঃ মে মম স্বভূতাঃ অয়মহমস্মি সর্বঃ। সূর্যাস্য স্বস্য চ উক্তেন প্রকারেণ অভেদাৎ তদ্দ্বারা সর্বাত্মকত্বম্।

দত্তজানুবাদ—এই আমার উৎপত্তিস্থান, এই স্থানেই আমার নিবাস, এই সকল দেবতা আমার আত্মীয়, আমি সকলই।

প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝুন আর নাই বুঝুন (১৮শ মন্ত্রের অনুবাদপাঠে জানা

যাইতেছে যে, দত্তজমহাশয়ের অনুবাদক, উক্ত মন্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই) এই ২১শ মন্ত্রের অনুবাদ এই অংশে ঠিক হইয়াছে।

"সধস্থং"

পদটীর প্রকৃত অর্থ সায়ণশিষ্যও বলিতে চান নাই, দত্তমহাশয়ের অনুবাদকও নহে, উঁহারা উভয়েই উটীর গঙ্গাযাত্রা করাইয়াছেন। তাই আমাদিগকে বাধ্য হইয়া উহার স্বতন্ত্র ব্যাখ্যা করিতে হইল। এ মন্ত্রের ভাষ্য অতীব অকর্ম্মণ্য ও উহা কেবল কতকগুলি অসংলগ্ন বাগাড়ম্বরপরিপূর্ণ।

অস্মৎকৃত প্রকৃতার্থবাহিনী টীকা—হে সূর্য্যদেব! ইয়ং অসৌ দিব্ দ্যৌ র্মে নাভিঃ উৎপত্তিস্থানং ইহ অস্যাং ভুবি যে মম সধস্থং সহাবস্থানং দেবৈরিতি শিষঃ। ইমে ব্রহ্মাদয়ঃ দেবাঃ মে মমৈব আত্মীয়াঃ, অয়ং অহং নাভানেদিষ্ঠঃ সর্ব্বঃ অস্মি ভবামি। অহং ভারতবাসী অহঞ্চ স্বর্গবাসী এব ময়ি দেবত্বং নরত্বঞ্চ সর্ব্বমেব বিদ্যতে।

হে কুলপিতামহ সূর্য্যদেব! উক্ত স্বর্গই আমার জন্মভূমি, উক্ত স্বর্গেই আমি সর্ব্বদা আপনাদিগের সহিত একত্র অবস্থিতি করিয়াছি। আপনারা দেবগণ সকলেই আমার আপনার, এই আমি নাভানেদিষ্ঠ, স্বর্গত্যাগ করিয়া ভারতবাসী হইলেও আমি স্বর্গবাসী ভারতবাসী দেবতা ও নর সকলই। তথাহি—

অমী যে সপ্ত রশ্ময়ঃ
তত্র মে নাভি রাততা। ত্রিত স্তৎ বেদ।

১ ১০৫ সূ—১ম

তত্র সায়ণভাষ্যম্ - যে অমী দ্যুলোকে বর্ত্তমানাঃ সপ্তসংখ্যাকাঃ রশ্ময়ঃ সূর্য্যস্য কিরণাঃ সন্তি তত্র তেষু সূর্য্যরশ্মিষু অধ্যাত্মং সপ্তপ্রাণরূপেণ বর্ত্তমানেষু মে মদীয়া নাভিঃ আততা সম্বদ্ধা। ঋষিঃ আত্মানমেব পরোক্ষতয়া নির্দিশতি।

দত্তজানুবাদ—এই যে (সূর্য্যের) সপ্তরশ্মি আছে, তাহাতে আমার নাভি সম্বন্ধ রহিয়াছে।

এই ভাষ্য ও অনুবাদ উভয়ই ব্যাহত। ফলতঃ অন্য একজন ভারতাগত দেবতা বা তৎসন্তান তাঁহার পূর্ব্বনিবাস ভূমি আদি স্বর্গকে লক্ষ্য করিয়া এই কথাগুলি বলিতেছেন মাত্র।

যে অমী পুরোদৃশ্যমানাইব সপ্ত রশ্ময়ঃ সপ্ত তন্তবঃ মরীচিপ্রভৃতীনাং সপ্তর্ষীণাং

সপ্তবংশা স্বর্গে বিশ্রুতে যে মম ভারতাগতস্য কস্যচিৎ ঋষেরপি তত্র তস্মিন্ সপ্তবংশানাং মধ্যে কস্মিংশ্চিৎ বংশে নাভিঃ উৎপত্তিঃ আজ্ঞা যোজিতা। তৎ ত্রিতঃ বেদ জানাতি। (নঃ পূর্ব্বে পিতরঃ সপ্তবিপ্রাসঃ)।

ঐ যে আদি স্বর্গে মরীচ্যাদি সপ্তর্ষির সাতটি বংশ আছে, আমরাও তাহারই একটী বংশে জন্ম হইয়াছে। মহর্ষি ত্রিত তাহা অবগত আছেন।

ব্রহ্মার তনয়া সরস্বতীদেবীও কোন এক সময় স্বর্গত্যাগ করিয়া অন্তরিক্ষ বা অপোগস্থানবাসিনী হইয়াছিলেন, তিনিও বলিয়াছিলেন—

অহং সুবে পিতরমস্য মূর্দ্ধন্,
মম যোনিরপ্স্বন্তঃ সমুদ্রে।
ততো বিতিষ্ঠে ভুবনাণু বিশ্বা
উতামূং দ্যাং বর্ষ্মণোপস্পৃশামি॥ ৭—১২৫সূ—১০ম

তত্র সায়ণভাষ্যম্—"দ্যৌঃ পিতা" ইতি শ্রুতেঃ পিতা দ্যৌঃ পিতরং দিবম্ অহং সুবে প্রসুবে জনয়ামি।

"আত্মনঃ আকাশঃ
সম্ভূতঃ" ইতি শ্রুতেঃ

কুত্রেতি তদাহ—অস্য পরমাত্মনঃ মূর্দ্ধন্ মূর্দ্ধনি উপরি কারণভূতে তস্মিন্ হি বিয়দাদি কার্য্যজাতং সর্ব্বং বর্ত্ততে তন্তুষু পট ইব মম চ যোনিঃ কারণং সমুদ্রে সমুদ্দ্রবন্তি অস্মাৎ ভূতজাতানি ইতি সমুদ্রঃ পরমাত্মা তস্মিন্ অপ্সু ব্যাপনশীলাসু ধীবৃত্তিষু অন্তর্মধ্যে যৎ ব্রহ্মচৈতন্যং তৎ মম কারণম্ ইত্যর্থঃ। যত ঈদৃগ্ ভূতা অহমস্মি ততো হেতোর্বিশ্বা বিশ্বানি সর্ব্বাণি ভুবনানি ভূতজাতানি অনুপ্রবিশ্য বিতিষ্ঠে বিবিধং ব্যাপ্য তিষ্ঠামি উতাপি চ অমূং দ্যাং বিপ্রকৃষ্টে দেশে অবস্থিতং স্বর্গলোকং উপলক্ষণমেতৎ তত্তদুপলক্ষিতং কৃৎস্নং বিকারজাতং বর্ষ্মণা কারণভূতেন মায়াত্মকেন মদীয়েন দেহেন উপস্পৃশামি। যদ্বা অস্য ভূলোকস্য মূর্দ্ধন্ মূর্দ্ধনি উপরি অহং পিতরং আকাশং সুবে সমুদ্রে জলধৌ অপ্সু উদকেষু অন্তর্মধ্যে মম যোনিঃ কারণভূতঃ ভৃণাখ্য ঋষির্বর্ত্ততে। যদ্বা সমুদ্রে অন্তরিক্ষে অপ্সু অম্ময়েষু দেবশরীরেষু মম কারণভূতং ব্রহ্মচৈতন্যং বর্ত্ততে ততোঽহং কারণাত্মিকা সতী সর্ব্বাণি ভুবনানি ব্যাপ্নোমি। অন্যৎ সমানম্।

দত্তজানুবাদ—আমি পিতা আকাশকে প্রসব করিয়াছি। সেই আকাশ

এই জগতের মস্তকস্বরূপ। সমুদ্রে জলের মধ্যে আমার স্থান। সেই স্থান হইতে সকল ভুবনে বিস্তারিত হই। আপনার উন্নত দেহদ্বারা এই দ্যুলোককে আমি স্পর্শ করি।

এই মন্ত্রের ভাষ্যকার ও ১৯।৬১সূ।১০ম মন্ত্রের ভাষ্যকার একই ব্যক্তি। সায়ণের এই শিষ্যের ন্যায় বাবদূক লোক তখন অতি অল্পই ছিল। তিনি যে ৩।৪ প্রকার অর্থ করিয়াছেন, উহার একটীও প্রকৃতার্থবাহী নহে। অনুবাদকের উক্তিও সম্পূর্ণ স্পষ্ট নহে। ফলতঃ ইহার প্রকৃতার্থ ইহাই—

অস্মৎকৃত প্রকৃতার্থবাহিনী টীকা—অহং ব্রহ্মণঃ কন্যা সরস্বতী. অস্য জগতঃ মূৰ্দ্ধন্ মূৰ্দ্ধনি মস্তকস্বরূপে শীর্ষস্থানীয়ে আদিজন্মভূমিত্বাৎ জগতি সৰ্ব্বশ্রেষ্ঠে জনপদে পিতরং পিতরি (বিভক্তি ব্যত্যয়ঃ) পিতৃলোকাখ্যে আদিস্বর্গে অহং সুবে প্রসূতা জাতা। মম যোনিঃ স এব, পিতা পিতৃলোক আদিস্বর্গঃ মম যোনিঃ উৎপত্তি-স্থানম্। ততঃ তদনন্তরং তত্র জনিত্বা অহং সমুদ্রে অন্তঃ অন্তরিক্ষস্য মধ্যে অপ্সু অপোগস্থানেষু বিতিষ্ঠে তিষ্ঠামি। পরন্তু অহং অমু পশ্চাৎ অত্র স্থিতাপি বর্ষ্মণা সৌন্দর্য্যেণ প্রতিভয়া ইতি যাবৎ

বর্ষ্ম দেহপ্রমাণাকৃতি

সুন্দরাকৃতিষু স্মৃতম্। মেদিনী।

বিশ্বা বিশ্বানি সর্ব্বাণি ভুবনানি উত অপিচ অমূং দ্যাং পিতৃলোকং স্বর্গঞ্চ উপ-স্পৃশামি ব্যাপ্নোমি সৰ্ব্বত্র প্রসিদ্ধা অভবম্।

আমি এই জগতের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় পিতৃলোক স্বর্গে জন্মগ্রহণ করিয়াছি. উক্ত আদিস্বর্গ আমার উৎপত্তিস্থান। তৎপর আমি কোনও কারণবশতঃ (পিতার মন্দব্যবহারে) এই অন্তরিক্ষের মধ্যগত আফগানিস্থানে অবস্থিতি করিতেছি। কিন্তু তথাপি আমি আমার প্রতিভাদ্বারা চতুর্দ্দশভুবন ও স্বর্গে প্রখ্যাত হইয়া রহিয়াছি। আমাকে সকলেই জানে। স্বয়ং বৈবস্বত মনুও বলিয়াছিলেন যে—

অস্তি হি বঃ সজাত্যং

রিশাদসো দেবাসো অস্ত্যাপ্যম্। ১০—২৭ সূ—৮ম

তত্র সায়ণভাষ্যম্—হে রিশাদসো রিসতাং হিংসতাম্ অসিতারো দেবাসো দেবা দ্যোতমানা মরুদাদয়ঃ বো যুষ্মাকং সজাত্যং অস্তি পরস্পরং সমানজাতিভাবঃ

অস্তি খলু। কিঞ্চ আপ্যম্ আপির্ব্বন্ধুঃ তস্য ভাবঃ আপ্যম্ স্তোতৃষু স্বত্বালক্ষণ সম্বন্ধাৎ বৈবস্বতেন মনুনা ময়া স্তোত্রা সহ যুষ্মাকং বন্ধুভাবঃ অস্তি খলু।

দত্তজানুবাদ—হে শত্রুভক্ষক দেবগণ! তোমাদের একজাতিভাব ও বন্ধু ভাব আছে।

এই ভাষ্য ও অনুবাদও প্রকৃত নহে। উপাস্য দেবতাকে কেমন করিয়া ভাষ্যকার ও অনুবাদক মনুষ্যের সজাতি ও জ্ঞাতিবান্ধব বলিয়া মুখে আনিবেন? কিন্তু নিরুক্তের টীকাকার দুর্গাচার্য্য তাহা বলিতে ভীত হয়েন নাই।

যাস্কনিরুক্তম্—অস্তি হি বঃ সমানজাতিতা রেশয়দারিণঃ দেবাঃ অস্তি আপ্যম্ আপ্নোতেঃ সুদত্রঃ কল্যাণদানঃ। ত্বষ্টা সুদত্রঃ বিদধাতু রায় ইত্যপি নিগমঃ। ৯৯২পৃ।

তত্র দুর্গাচার্য্যঃ—"রিশাদসঃ" ইতি অনবগতম্। "রেশয়দাসিনঃ" ইত্যবগমঃ, —হে রিশাদসঃ রেশয়দাসিনঃ। দেবাসঃ দেবাঃ, যোহি রেশয়তি হিংসাবান্ ভবতি তস্মৈ তে আয়ুধানি অস্যন্তি। "রেশয়দারিণঃ" ইতি কেচিৎ অধীয়তে নির্বচনং তেষাং রেশয়ন্তং হিংসন্তং দারয়ন্তি ইত্যর্থঃ। অস্তি বঃ যুষ্মাকং সজাত্যং সমানজাতিতা দেবত্বম্ অস্তি চ যুষ্মাকং আপ্যম্ আপ্তব্যং মনুষ্যৈঃ ঈশ্বরা যূয়মিত্যভিপ্রায়ঃ।

হে দেবগণ! তোমরা আমাদিগকে ভারতবাসী বলিয়া হিংসা (রিশ) করিও না। তোমরা আমাদের সজাতি ও জ্ঞাতি। তোমরাও দেবতা, আমরাও দেবতা, তোমরা ও আমরা পরস্পর পরস্পরের বন্ধুও বটে।

ফলতঃ অদিতিনন্দন আদিত্য বা দেবতা বিবস্বানের একপুত্রের নামই বৈবস্বত মনু ও অন্য পুত্রের নাম বৈবস্বত যম। বৈবস্বত মনু যদি নর হয়েন, তাহা হইলে তাঁহার ভ্রাতা পিতৃলোক বা আদিস্বর্গ ও নরকের রাজা যম কেন নর হইবেন না? আর যম দেবতা হইলে, বৈবস্বত মনুই বা কেন অদেবতা হইবেন? স্বর্গের কৃতবিদ্য নরদিগের উপাধিই দেবতা ছিল (বিদ্বাংসো বৈ দেবাঃ—শতপথ)। বিরতঞ্চ ঋগ্বেদে—

দধ্যঙ্ হ মে জনুষং পূর্ব্বো অঙ্গিরাঃ প্রিয়মেধঃ
কণ্বো অত্রি র্মনুর্বিদুঃ তে মে পূর্ব্বে মনুর্বিদুঃ।

তেষাং দেবেষু আয়তি রস্মাকং তেষু নাভয়ঃ,
তেষাং পদেন মহি আ নমে গিরা ইন্দ্রাগ্নী আ নমে গিরা ॥

৯—১৩৯ সূ—১ম

দত্তজানুবাদ— প্রাচান দধীচি, অঙ্গিরাঃ, প্রিয়মেধ, বণ্ব, অত্রি এবং মনু আমার জন্ম কথা জানেন। এই পূর্বকালীন ঋষিগণ ও মনু আমার পূর্ব পুরুষগণকে জানেন। কারণ মহর্ষিগণের মধ্যে তাঁহাদের সম্বন্ধ আছে। আমি তাঁহাদিগের মহৎ পদহেতু তাঁহাদিগকে স্তুতি করি ও নমস্কার করি। আমি ইন্দ্র ও অগ্নিকে স্তুতি করি ও নমস্কার করি।

এই মন্ত্রের ভাষ্যও অতি বাগাড়ম্বরপূর্ণ ও অকর্ম্মণ্য, অনুবাদ কতক প্রকৃত। ফলতঃ ইহার প্রকৃত তাৎপর্য্য ইহাই যে কোনও ভারতাগত দেবতার অনন্তরবংশ্য কোনও একজন ঋষি বলিতেছেন যে—

মহর্ষি দধীচ্, অঙ্গিরাঃ, প্রিয়মেধ, কণ্ব, অত্রি ও মনু আমার জন্মের কথা জানেন, কেননা তাঁহারা আমার পূর্ব্বের লোক, তাঁহারা আমাকে হইতে দেখিয়াছেন। তাঁহারা দেবগণের মধ্যে পরিগণিত। আমরা তাঁহাদের সেই দেবকুলেই জন্মগ্রহণ করিয়াছি। হে ইন্দ্রাগ্নি! আমি বিনীতবাক্যে তাঁহাদিগের ও তোমাদের চরণে নমস্কার করি।

সেই বৈবস্বতমনু প্রভৃতি দেবগণই ভারতে আগমন করাতে ঋষিরা দ্যাবা-পৃথিবী বা স্বর্গ ও ভারতবর্ষকে

দেবাঃ পুত্রাঃ যয়োস্তে

"দেবপুত্রে" বিশেষণে বিশেষিত করিয়া গিয়াছেন। অন্য এক ঋষি বলিয়াছেন—

নঃ পূর্ব্বে পিতরঃ পদজ্ঞাঃ
স্বর্বিদঃ। ৩৯—৯সূ—৯ম

আমাদিগের পূর্ব্বপিতামহগণ স্বর্গের কথা জানিতেন ও স্বর্গের দেবগণের সহিত আমাদিগের কি সম্পর্ক, তাহাও অবগত ছিলেন। তথাহি—

যো বৃণো অত্র জুহুরন্ত দেবাঃ
মা পূর্ব্বে অগ্নে পিতরঃ পদজ্ঞাঃ।
পুরাণ্যোঃ সদ্মনোঃ কেতুরন্তঃ,
মহৎ দেবানামসুরত্বমেকম্ ॥ ২—৫৫সূ—৩ম

তত্র সায়ণভাষ্যম্—হে অগ্নে! অদ্য অস্মিন্ কালে দেবা নঃ অস্মান্ সু সুষ্ঠু মো জুহুরন্ত মা হিংস্যুঃ তথা পদজ্ঞাঃ কর্ম্মাণি অনুষ্ঠায় দেবপদ মনুভবন্তঃ পূর্ব্বে পুরাতনাঃ পিতরঃ মা হিংসিষুঃ যস্মাৎ কেতুঃ যজ্ঞানাং প্রজ্ঞাপকঃ সূর্য্যঃ পুরাণোঃ পুরাতনয়োঃ সদ্মনোঃ সীদন্তি অনয়োর্দেবমনুষ্যাঃ ইতি সদ্মনী রোদসী তয়োরন্তর্মধ্যে উদেতি তস্মাৎ অত্র মা হিংসন্ত ইত্যর্থঃ। তদিদং দেবানাং একং মুখ্যং অসুরত্বম্।

দত্তজানুবাদ—হে অগ্নি! এক্ষণে দেবগণ যেন আমাদিগকে হিংসা না করে, দেবপদভাক্ পূর্ব্বপুরুষগণ যেন আমাদিগকে হিংসা না করে, কেতু (সূর্য্য) পুরাতন দ্যাবাপৃথিবীর মধ্যে উদিত হইতেছেন। দেবগণের মহৎ বল একই।

মন্ত্রস্থ এই কেতু শব্দের অর্থ সূর্য্য কেন হইল? এ মন্ত্রের ভাষ্য ও অনুবাদও ঠিক হয় নাই। ইহার প্রকৃত ব্যাখ্যা যেন ইহাই—

অস্মৎকৃতপ্রকৃতার্থবাহিনী টীকা—হে অগ্নে দেবাঃ স্বর্গবাসিনঃ ভগাদয়ঃ অত্র অস্মিন্ ভারতে স্থিতান্ ইতি শেষঃ নঃ অস্মান্ মা জুহুরন্ত মা হিংস্যুঃ। কথং? পুরাণোঃ পুরাতনয়োঃ সদ্মনোঃ স্বর্গভারতবর্ষয়োঃ অন্তঃ মধ্যে কেতুঃ কেতবঃ প্রধানা নেতারঃ পদজ্ঞাঃ স্বর্গভারতবাসিনাং মধ্যে কঃ সম্পর্কঃ তদ্‌বেত্তারঃ পূর্ব্বে পিতরঃ স্বর্গবাসিনঃ ভারতবাসিনশ্চ অস্মাকং পূর্ব্বপিতামহাঃ মা হিংসিতবন্তঃ অস্মান্ ভারতাগতান্ আত্মীয়ান্ জ্ঞাত্বা অস্মাসু স্নেহমমতাদিকং চক্রুঃ। যতঃ দেবানাং স্বর্গস্থানাং ভারতাগতানাঞ্চ অস্মাকং মহৎ অসুরত্বঃ মহৎ গুণবত্তাদিকং একং তুল্য মেব।

হে অগ্নিদেব! স্বর্গবাসী দেবতারা যেন আমাদিগের প্রতি হিংসা না করেন। আদিস্বর্গ ও ভারতবর্ষ সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীনতম জনপদ। আমরা উক্ত স্বর্গহইতেই ভারতে আগমন করিয়াছি। এই উভয় স্থানের মধ্যে যাঁহারা প্রধান ব্যক্তি ছিলেন, যাঁহারা তাঁহাদের ও আমাদিগের পূর্ব্বপিতামহ, তাঁহারা আমাদিগের মধ্যে যে কি সম্পর্ক তাহা জানিতেন ও তাঁহারা আমাদিগকে হিংসাও করিতেন না। তাঁহারাও যে দেববংশীয়, আমরাও সেই একই দেববংশীয় বটে, তাঁহাদের ও আমাদিগের মধ্যে মর্য্যাদাগত কোনও ভেদই নাই। তথাহি—

অধি ন ইন্দ্র এষাং বিষ্ণো সজাত্যানাম্।
ইতা মরুতো অশ্বিনা। ৭

তত্র সায়ণভাষ্যম্ হে ইন্দ্র বিষ্ণো মরুতঃ হে অশ্বিনা অশ্বিনৌ হে ইন্দ্রাদয়ো দেবাঃ সজাতানাং সমানায়া জাতৌ ভবাঃ সজাতাঃ ভ্রাতৃমিত্রাদয়ঃ তেষামেষাং মধ্যে নঃ অস্মান্ অধীত যূয়ং স্তুত্যতয়া অধিগচ্ছত।

দত্তজানুবাদ—হে ইন্দ্র! হে বিষ্ণু! হে মরুদ্গণ! হে অশ্বিনীদ্বয়! এক জাতীয়গণের মধ্যে আমাদিগেরই নিকট আগমন কর। (৮৩ সূ)

অস্মৎকৃতপ্রকৃতার্থবাহিনী টীকা হে ইন্দ্র! হে বিষ্ণো! হে অশ্বিনা অশ্বিনৌ হে মরুতঃ এষাং ইম ন (বিভক্তি ব্যত্যয়ঃ) নঃ অস্মান্ ভারতাগতান্ সজাত্যানাং সজাত্যান্ সমানজাতীয়ান্ অধীত অধিগচ্ছত জানীত।

হে ইন্দ্রাদি দেবগণ! তোমরা ভারতাগত আমাদিগকে তোমাদিগের সজাতি বলিয়াই জানিও। তথ হি—

প্র ভ্রাতৃত্বং সুদানবোঽধ দ্বিতা সমান্যা।
মাতুর্গর্ভে ভরামহে॥ ৮-৭১ সূ—৮ম

তত্র সায়ণঃ হে সুদানবঃ শোভনদানা আদিত্যাঃ অধ অথ অস্মৎ প্রত্যাগমনাস্তবং বয়ং সমান্যা সমানেন পূর্বং সদেসা দেবানাং সংসত্যেন ততো- দ্বিতা দ্বিধা দ্বিপ্রকারেণ চ মাতুরদিতের্গর্ভে স জাতং যৎ যুষ্মাক ভ্রাতৃত্ব বিদ্যতে তৎ ইদানীং বয়ং পভরামহে পভরণম্ উচ্চারণং প্রকাশনং বা উচ্চারয়ামঃ প্রকাশয়ামো বা। সর্বেষাং দেবানাং দ্বন্দ্বশো জননং তৈত্তিরীয়কে স্পষ্টমভি- হিতং—

"অদিতিঃ পুত্রকামা সাধ্যেভ্যো দেবেভ্যঃ
ব্রহ্মৌদনম্ অপচৎ"

ইত্যুপক্রম্য তস্যৈ পূষা চ অর্যমা চ অজায়েতাম্ ইত্যাদিনা।

দত্তজানুবাদ—হে সুন্দর দানশীলগণ! অনন্তর আমরা তোমাদের সকলের এবং পরে তোমাদের মাতৃগর্ভে দুইটী দুইটী করিয়া জন্মগ্রহণ করায় যে ভ্রাতৃত্ব আছে, তাহাই প্রকাশ করিব।

এই ভাষ্য ও অনুবাদ উভয়ই অতি অশুদ্ধ। ইহার প্রকৃত ব্যাখ্যা ইহাই।

অস্মৎকৃত প্রকৃতার্থবাহিনী টীকা—হে সুদানবঃ শোভনদানাঃ ইন্দ্রাদয়ঃ দেবাঃ কথ মস্মাকং সজাতিত্ব তৎ শৃণুত। পূর্বং তাবৎ যূয়ং বয়ঞ্চ সমান্যা সমানায়াঃ তুল্যায়াঃ একায়াঃ মাতুঃ ইলাবৃতবর্ষরূপায়া মাতৃভূমেঃ (ইলা যূথস্য মাতা ইতি স্মরণাৎ) কিংবা একায়াঃ মাতুঃ অদিতেঃ গর্ভে প্রভবামহে প্রসূতাঃ অতঃ আবয়োঃ ভ্রাতৃত্বং সোদর্য্যম্ অথ অনন্তরং বিতা দ্বিত্বং দ্বিধাত্বং সঞ্জাতং অস্মাকং ভারতাগমনাৎ আবয়োর্ভেদঃ সঞ্জাতঃ।

হে ইন্দ্রাদি দেবগণ! তোমরা আমাদিগকে ধনধান ও ধনাদি দান করিয়া সর্ব্বদা সুখী করিতেছ। তোমরা ও আমরা পৃথক্ নহি একই। তোমরা ও আমরা একই মাতা অদিতির (কিংবা একই মাতৃভূমি ইলার) গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। (ইন্দ্র বৈবস্বত মনুর সাক্ষাৎ খুল্লতাত), সুতরাং আমরা ও তোমরা পরস্পর ভ্রাতৃত্বাদি সম্পর্কবিশিষ্ট। তবে আমরা ভারতে আসাতেই এখন স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছি। ফলতঃ তোমরা ও আমরা একই।

এখন পাঠকগণ, দেখ, এদেশে আসিয়াও আমরা অনেক দিন পর্য্যন্ত পিতৃভূমি ও আমাদিগের দেবত্বের কথা মনে রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলাম কি না। কিন্তু নিরুক্তকার ও ভাষ্যকারেরা এই সকল মন্ত্রেরও এমন অত্যদ্ভুত ব্যাখ্যা করিয়া বসিলেন যে বেদে যে কিছু আছে, তাহা একালের লোকদিগের বুঝিবারও অবসর থাকিল না।

আমরা শাস্ত্রপাঠে ইহাও জানিতে পারি যে ভারতের যযাতি, নহুষ সগর, যুধিষ্ঠির ও অর্জুন প্রভৃতি প্রয়োজনবশতঃ স্বর্গে গিয়াছেন এবং দেবতারাও প্রয়োজন হইলেই এদেশে আসিয়াছেন। অসুরগণকে ইন্দ্রাদিকে বহুবার ভারতে আসিতে ও ভারতীয় সৈন্যের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইয়াছে। দশরথ বহুবার অসুরযুদ্ধে ইন্দ্রের সহায়তা করিয়াছেন, অথর্ববেদপাঠে ইহাও জানা যায় যে এদেশের বণিকেরা দেবযানপথে ভারত হইতে ইন্দ্রের নিকট বণিক্ ও বাণিজ্য দ্রব্য প্রেরণ করিয়াছেন।

যে পন্থানো বহবো দেবযানাঃ
অন্তরা দ্যাবাপৃথিবী সঞ্চরন্তি।
তে মা জুষন্তাং পয়সা ঘৃতেন,
যথা ক্রীত্বা ধনমাহরাণি॥ ৩—৪২৪ পৃ

তত্র সায়ণভাষ্যম্—তে প্রসিদ্ধা দেবযানা দেবা যান্তি যেষু ইতি দেবযানাঃ দেবাঃ স্বকুলায়ুক্তা ইত্যর্থঃ। যদ্বা দীব্যন্তি ব্যবহরন্তি ইতি দেবা বণিজঃ। তে যত্র যান্তি তে দেবযানাঃ প্রহতা ইত্যর্থঃ। ঈদৃশা বহবঃ বহুদেশসম্বন্ধিনো যে পন্থানঃ মার্গা দ্যাবাপৃথিবী অন্তরা দ্যাবাপৃথিব্যোর্মধ্যে সঞ্চরন্তি বর্ত্তন্তে তে মার্গাঃ পয়সা ঘৃতেন চ মা মাং জুষন্তাং সেবন্তাং মার্গশ্রমনিবর্ত্তকক্ষীরঘৃতোপলক্ষিতান্ন পানোপেতা ভবন্তু ইত্যর্থঃ। যথা যেন প্রকারেণ অহং ক্রীত্বা পণ্যং বিক্রীয় ধনং লাভসহিতং মূল্যধনং আহরাণি স্বগৃহং প্রাপয়াণি তথা জুষন্তাং ইতি সম্বন্ধঃ।

এই সায়ণভাষ্যও সঙ্গত নহে। দেব অর্থ বণিক্, দেবযান অর্থ বণিক্‌পথ বা বাণিজ্যপথ ইহা কেহ অবগত নহেন। তাহা হইলে পিতৃযাণ পথ অর্থ কি বাপ-দিগের যাওয়ার রাস্তা? ফলতঃ "দেবেষু দেবলোকেষু যান্তি এভিরিতি দেবযানাঃ পন্থানঃ" যে যে পথে দেবলোক স্বর্গ যাওয়া যায়, তাহাদিগের নাম দেবযান পথ *। সায়ণের কোনও কোনও শিষ্য আমাদিগের মতের সমর্থক ব্যাখ্যা না করিয়াছেন তাহা নহে, আমরা দেবযান ও পিতৃযাণপ্রবন্ধে তাহা বলিয়াছি এবং ভৌমকাণ্ডেও তাহা প্রমাণস্বরূপ উদ্ধৃত হইয়াছে। আর বহুদেশসম্বন্ধী বলিয়াও উক্ত বহু বিশেষণ ব্যবহৃত হয় নাই খাইবার পাশ, বোলান পাশ, বদ্রিনারায়ণপথ ও দারজিলিঙ্গের পথ, দেবযান পথ এই চারিটি ছিল ও এখনও আছে বলিয়া বৈদিকঋষি "বহবঃ" বিশেষণের অবতারণা করিয়াছিলেন। আর মন্ত্রস্থ পয়ঃ ও ঘৃত অর্থ ও দুগ্ধও হবিঃ নহে, পরন্তু জল ও বরফ। এই সকল পার্ব্বত্য পথ সর্ব্বদা জলে অগম্য ও বরফে আচ্ছন্ন হইয়া থাকিত, তাই ভারতীয় বণিক্ ইন্দ্রের নিকট উহার পরিহার প্রার্থনা জানাইয়াছেন, যাহাতে ইন্দ্র রাস্তা ঘাট সুগম করিয়া দেন।

অস্মৎকৃত ব্যাখ্যা—হে ইন্দ্র! দ্যাবাপৃথিবী অন্তরা দ্যৌশ্চ পৃথিবী চ তে দ্যাবাপৃথিব্যৌ তয়োর্মধ্যে যে বহবঃ চত্বারঃ [যে চত্বারঃ পথয়ো দেবযানাঃ অন্তরা দ্যাবাপৃথিবী বিয়ন্তি। ২৮৯পৃ—৯ম কাণ্ড, মহীশূর কৃষ্ণযজুঃ] দেবযানাঃ দেবেষু

* কিন্তু দুঃখ ও ক্ষোভের বিষয় এই যে বি-এ ও বেদজ্ঞ মহামতি তিলক, এই দেবযান পথকে সূর্য্যের উত্তরায়ণ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন!!!

"The Devayana and the Pitriyana, which originally corresponded with the Uttarayana and the Dakshinayana. Page 73.]

দেবলোকেষু স্বর্গেষু যান্তি এভিরিতি দেবলোকগমনাঃ পন্থানঃ মার্গাঃ সঞ্চরন্তি বর্ত্তন্তে তে পন্থানঃ পয়সা জলপ্লাবনেন ঘৃতেন তুষারসংহত্যা (বরফ দ্বারা) চ মা জুষন্তাং জোষন্তু মা হিংসয়ন্তু মা শৈত্যেন ক্লেশং জনয়ন্তু। যথা যাদৃশে সতি অহং ক্রীত্বা পণ্যং বিক্রীয় ধনং আহরাণি প্রাপয়াণি। *

হে ইন্দ্র! স্বর্গ ও ভারতবর্ষের মধ্যে যে বহু দেবযান পথ আছে উহারা যেন আমাদিগকে জলপ্লাবন ও তুষারপাত দ্বারা ক্লেশ না দেয়, তুমি পথ সুগম কর, যাহাতে আমি স্বর্গে যাইয়া বাণিজ্য ক্রয়বিক্রয়দ্বারা কিছু লাভ করিতে পারি। তথাহি—

ইন্দ্রমহং বণিজং চোদয়ামি স ন এতু পুর এতা নো অস্তু।
নুদন্ অরাতিং পরিপন্থিনং মৃগম্.
স ঈশানো ধনদা অস্তু মহ্যম্॥ ১—৪২৩ পৃ ১ম খণ্ড।

তত্র সায়ণভাষ্যম্—অহং ব্যবহর্ত্তা ইন্দ্রং পরমৈশ্বর্য্যবন্তং দেবং বণিজং বাণিজ্যকর্ত্তারং চোদয়ামি প্রেরয়ামি। স বণিকত্বেন প্রেরিতঃ ইন্দ্রো নঃ অস্মান্ এতু আগচ্ছতু আগত্য চ নঃ অস্মাকং পুর এতা পুরতো গন্তা অস্তু ভবতু। কিং কুর্ব্বন্। অরাতিং বাণিজ্যবিঘাতকং শত্রুং পরিপন্থিনং মার্গনিরোধকং চৌরং মৃগং ব্যাঘ্রাদিকং চ নুদন্ হিংসন্ ঈশানঃ ঈশ্বরো নিয়ন্তা স ইন্দ্রঃ মহ্যং বণিজে ধনদা বাণিজ্যলাভরূপধনপ্রদাতা অস্তু ভবতু।

আমি ইন্দ্রের নিকট বণিক পাঠাই। তিনি এ বিষয়ে আমাদিগের অগ্রণী ও নেতা হউন। তিনি প্রধান ব্যক্তি, তিনি পথের দস্যু তস্কর ও সিংহ ব্যাঘ্রাদি জন্তু নিরাকৃত করিয়া আমাদিগের ধনাবাপ্তিবিষয়ে সাহায্য করুন।

দুঃখের বিষয় ইহাই যে এই সায়ণই কৃষ্ণযজুর ষষ্ঠ কাণ্ডের প্রথম মন্ত্রের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে "স্বর্গস্য অদৃশ্যত্বাৎ", যদি তাহাই হয় তাহা হইলে

* অবশ্য মরুদাদি দেবতারা যখন আফগানিস্থান (অন্তরীক্ষের একদেশ) ভিতর দিয়া ভারতে আগমন করেন, তখন উহাও (অন্তরিক্ষ) দেববর্ত্ম (দেবযান পথ) বলিয়া কথিত হয়। কিন্তু কালে ভারতাগত দেবতারা দেবত্ব হারাইয়া মনুষ্যে পরিণত হইলে যে পথ দিয়া মনুষ্যেরা দেবলোকে যাইত, পরে তাহাই দেবযানপদবাচ্য হইয়াছিল। পরমার্থতঃ দেবযানপথ, দেবমনুষ্যাদি সকলেরই যাতায়াতের পথ। 'দ্বে স্রুতী অশৃণবং পিতৃণামহং দেবানা মুতমর্ত্ত্যানাম্।'

ভারতের সামান্য বণিক্ পর্য্যন্ত কেমন করিয়া সশরীরে ইন্দ্রের স্বর্গে যাইয়া ব্যবসায় বাণিজ্য করিয়া আসিত ? আর ইন্দ্র যাঁহার নাম, তাঁহার সে নামেরই বা এত ব্যুৎপত্ত্যর্থ করা হইল কেন ?

যাহা হউক, কালে যাতায়াতের অভাবে, বেদপাঠের মন্দীভাবে ও ভাষ্যকারদিগের অত্যাচারে আমরা সকল ভুলিয়া যাইয়া শেষে

স্বর্গকামোযজেত

প্রভৃতি মিথ্যা শ্রুতি প্রণয়ন করিয়া ভৌম পিতৃভূমি স্বর্গকে আরও অন্ধকারে লইয়া গেলাম, সব ফুরাইয়া গেল। ফলতঃ ভাল করিয়া বেদ পড়িলে অধ্যাপক কুর্জ্জন ও বীরেশ্বর পাঁড়ে প্রভৃতি বলিতেন না যে আমাদিগের বেদাদি শাস্ত্রে আমাদিগের বাহির হইতে ভারতে আগমনের একটী কথাও নাই। আমরা দেখিতেছি ও দেখাইতেছি যে আমাদিগের ভারতে আগমনির্গমের সকল কথাই বেদে রহিয়াছে।

বলিবে তবে হিন্দুরা স্বর্গটাকে পারলৌকিক ও দেবগণকে অমর এবং নির্জ্জর বলিয়া থাকেন কেন ?

যদবধি এদেশে দাশরথির পাঁচালী, ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল, কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীরামদেবের মহাভারত ধর্ম্মশাস্ত্রের সিংহাসন অধিকার করিয়া বসিয়াছিল, যে সময়ে বঙ্গদেশে রঘুনন্দনের স্মৃতি শাস্ত্র বলিয়া সমাদৃত হইতে থাকে, যে সময়ে নবদ্বীপে নব্যন্যায়ের ফক্কিকার প্রাদুর্ভাববশতঃ এদেশ হইতে প্রকৃত দর্শনশাস্ত্রের পঠনপাঠন বিলুপ্ত হয়, সেই দিন হইতেই কুসংস্কার আসিয়া ভারতসন্তানদিগকে বর্ত্তমান হিন্দুতে পরিণত করে। কিন্তু যদি কেহ পুরাণ গুলিও তলাইয়া পড়িয়া দেখিতেন, তাহা হইলে তাঁহারা শূন্যটাকে আকাশ, ব্যোম, অন্তরিক্ষ ও নভঃ বলিতেন না এবং স্বর্গটাকেও পারলৌকিক ভাবিতে নিরস্ত থাকিতেন ও দেবগণকেও অমর ঠাহরিতে পশ্চাৎ পদ হইতেন। পুরাণ বলিতেছেন যে—

ভৌমান্যেতে স্মৃতাঃ স্বর্গাঃ। বিষ্ণু পুরাণ।

৪৮—২ অ—২ অংশ।

ভৌমং তদপি হি স্বর্গম্। বায়ু
ঐহিকো নরকঃ স্বর্গঃ,
ইতি মাতঃ প্রচক্ষতে॥ ভাগবত।

ইন্দ্রাদির বাসভূমি এই সকল স্বর্গ ভৌম। ব্রহ্মার উত্তরকুরু বা ব্রহ্মলোক ভৌম। হে মাতঃ! ঋষিরা বলিয়া থাকেন যে স্বর্গ ও নরকের সকলই ঐহিক, পরন্তু পারলৌকিক নহে।

আগ্নেয়মস্ত্রং লব্ধ্বা তু ভার্গবাৎ সগরো নৃপঃ।
জঘান পৃথিবীং গত্বা তালজঙ্ঘান্ সহৈহয়ান্॥
উত্তর খণ্ড। ১২৮—২৬ অ—বায়ু

স্বর্গ পারলৌকিক হইলে সগর কেমন করিয়া স্বর্গের ভার্গবের নিকট কামান বারুদের (বজ্র) প্রয়োগ শিক্ষা করিয়া ভারতে প্রত্যাগমন করিলেন? কৃষ্ণযজুঃ বলিলেন যে—

ঋষয়ো বৈ ইন্দ্রং প্রত্যক্ষং ন অপশ্যন্
তং বশিষ্ঠঃ প্রত্যক্ষং অপশ্যৎ। ২০৩ পৃ

কৃষ্ণযজুর এ বেদব্যাখ্যাও ভ্রষ্ট। কেন না ইন্দ্র অদৃশ্য বস্তু হইলে অথর্ব বেদের সামান্য বণিক্ কেমন করিয়া ভারতের বাণিজ্যদ্রব্য লইয়া স্বর্গে ইন্দ্রের নিকট গেলেন? কেমন করিয়া অর্জ্জুন ইন্দ্রের নিকট পাঁচ বৎসর থাকিয়া অস্ত্র শিক্ষা করিয়া ভারতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন, কেমন করিয়া ভারতের ভরদ্বাজ প্রভৃতি স্বর্গে যাইয়া ইন্দ্রের নিকট রসায়নশাস্ত্র শিখিয়া আসিলেন? কেমন করিয়া দশরথ অসুরযুদ্ধে ইন্দ্রের সহায়তা করিয়াছিলেন? এখন দেখ সকলে এই সকল বেদব্যাখ্যাই আমাদিগকে হিঁদেনে পরিণত করিয়াছে কি না? কেবল ইহাই নহে, মহর্ষি নেম এক বেদমন্ত্র রচনা করিয়া বলিলেন যে ইন্দ্রকে কে দেখিয়াছে? ইন্দ্র নামে কেহ ছিলই না!!

প্র সু স্তোমং ভরত বাজয়ন্তঃ, ইন্দ্রায় সত্যং যদি সত্যমস্তি।
নেন্দ্রো অস্তীতি নেম উত্ব আহ, ক ঈং দদর্শ কমভিষ্টবাম॥
৩—৮৯ সূ—৮ ম

হে যোদ্ধৃগণ! যদি সত্য সত্যই ইন্দ্র নামে কেহ থাকেন, তবে তাঁহার স্তুতি গান কর। কিন্তু আমি নেম ঋষি বলিতেছি যে ইন্দ্র নামে কেহ ছিলেন না, কে তাঁহাকে চক্ষে দেখিয়াছেন?

কিন্তু পরমার্থতঃ বশিষ্ঠ প্রভৃতি ভারতের অনেক ব্যক্তিই ইন্দ্রকে স্বচক্ষে দেখিয়াছেন। ভারতীয় সৈন্যের সহায়তায় ইন্দ্র অসুরীকে (ইরাণ প্রভৃতি) যাইয়া বৃত্র ও বলপ্রভৃতি অসুরগণকে বধ করিয়াছেন। সুতরাং এই বেদমন্ত্রপ্রণেতা নেম ঋষি যে এ বিষয়ে একজন অনভিজ্ঞ লোক ছিলেন তাহা ধ্রুবই। ইঁহার এতাদৃশ বর্ণনাও আমাদিগের অল্প ক্ষতি করে নাই।

শাকদ্বীপের অধিবাসী দেবগণের অবস্থা বর্ণনা করিতে যাইয়া মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বলিতেছেন যে—

দীর্ঘায়ুষো মহারাজ জরামৃত্যুবিবর্জিতাঃ। ৩০—১১ অ। ভীষ্মপর্ব।

হে মহারাজ! অত্রত্য লোক সকল অজর ও অমর, এবং দীর্ঘায়ুঃ।

ইহা অতিবাদ। ফলতঃ তত্রত্য দেবগণের যৌবনে জরা আসিত না, বাল্যেও মৃত্যু ঘটিত না. তাঁহারা সুস্থদেহে থাকিয়া দীর্ঘজীবন লাভ করিতেন। দেবতারা অমর হইলে ব্যাসদেব উঁহাদিগকে

চিরায়ুষঃ

বলিতেন, পরন্তু "দীর্ঘায়ুষঃ" নহে। শাস্ত্রপ্রণেতা অন্যান্য প্রধান প্রধান ঋষিরাও বলিতেছেন যে—

তেষামপি হি দেবানাং
নিধনোৎপত্তি উচ্যতে। বায়ু। ৬২—৫ অ—উত্তর
গঙ্গা বসুমতী নাশম্
উদধির্দৈবতানি চ॥ যাজ্ঞবল্ক্য।
দেবামৃত্যোর্বিভ্যতঃ
ত্রয়ীং বিদ্যাং প্রাবিশন্। ছান্দোগ্য

সে দেবতাদিগেরও জন্ম ও মৃত্যু আছে; এই বসুমতী, উদধি ও দেবগণ বিনাশ প্রাপ্ত হইবেন; দেবতারা মৃত্যু হইতে ভীত হইয়া তিন বেদ অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন।

এহেন দেবতারা কি প্রকারে অমর হইতে পারেন? দেবাসুরযুদ্ধে কি দেবতারা প্রাণত্যাগ করেন নাই? কেন বৃহস্পতিপুত্র কচ শুক্রের নিকট সঞ্জীবনী বিদ্যা শিখিতে গিয়াছিলেন? ইন্দ্র, চন্দ্র ও শিব অক্ষর ও ব্যাকরণ প্রণেতা, ইঁহারা যাগযজ্ঞও করিয়াছিলেন—

তত্র ব্রহ্মা চ রুদ্রশ্চ শক্রশ্চাপি সুরেশ্বরঃ।
সমেত্য বিবিধৈর্যজ্ঞৈর্যজন্তেঽনেক দক্ষিণৈঃ॥ ১৯—৬ অ
ভীষ্মপর্ব্ব।

সেই মেরুপর্বতে ব্রহ্মা, শিব, ইন্দ্র ও বিষ্ণু বহু দক্ষিণা দিয়া যজ্ঞ করিয়াছেন। শিবের দুই বিবাহ, বিষ্ণুর দুই বিবাহ, ঋগ্বেদে দেবগণের উৎপত্তির কথাও রহিয়াছে, তথাপি লোকের কিরূপ ব্যামোহ যে এহেন স্বর্গ ও এহেন স্বর্গবাসীদিগের অদৃশ্যত্ব, ঐশশক্তিসম্পন্নত্ব ও পারলৌকিকত্ব যেন স্বীকার করিতেই হইবে। ঋগ্বেদ বলিতেছেন যে—

দেবপুত্রা ঋষয়ঃ

ঋষিগণ দেবপুত্র। মহাত্মা মনুও বলিয়া গিয়াছেন যে—

ঋষিভ্যঃ পিতরো জাতাঃ পিতৃভ্যো দেবদানবাঃ।
দেবেভ্যস্তু জগৎ সর্ব্বং চরং স্থাণ্বনুপূর্ব্বশঃ॥ ২০১—৩ অ

মরীচিপ্রভৃতি ঋষিহইতে কশ্যপপ্রভৃতি প্রজাপতিগণ সমুদ্ভূত। কশ্যপাদি হইতে দেব, দানব, দৈত্য ও মানবপ্রভৃতি সমুৎপন্ন। বায়ুপুরাণও বলিতেছেন যে—

ঋষীণাং দেবতাঃ পুত্রাঃ পিতরো দেবসূনবঃ।
ঋষয়ো দেবপুত্রাশ্চ ইতি শাস্ত্রবিনিশ্চয়ঃ॥ ২০—১ অ
দেবেষু বেদবিদ্বাংসঃ সপ্ত রাজর্ষয় স্তথা॥ ৫৬—৪ অ

সুতরাং দেবতা ও নর এবং মানুষ একই। বিবস্বান্ দেবতা, বৈবস্বত যম দেবতা, আর যমের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা বৈবস্বত মনু কি দেবতা নহেন?

মরীচির পুত্র কশ্যপ, কশ্যপের পুত্র ব্রহ্মা ও বিষ্ণুপ্রভৃতি দেবতা, আর মরীচির সহোদর ভ্রাতা অত্রি ও অত্রিতনয় চন্দ্র দেবতা নহেন? যদি চন্দ্র দেবতা হয়েন, তাহা হইলে চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয়গণ দেবতা নহেন কি? ফলতঃ চাতুর্বর্ণ্য প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে জগতে যখন বর্ণ বা জাতি পরিজ্ঞাত ছিল না, তখনও স্বর্গবাসী

ব্রতানুষ্ঠানকারীরা ব্রাহ্মণনামে সংজ্ঞিত ছিলেন। (ব্রাহ্মণা ব্রতচারিণঃ), (মঙ্গা ব্রাহ্মণভূয়িষ্ঠাঃ), সেই ব্রাহ্মণগণেরই সংজ্ঞান্তর দেবতা। তথাহি শ্রুতিঃ— "এতে বৈ দেবাঃ প্রত্যক্ষং যৎ ব্রাহ্মণা ইতি"। ব্রাহ্মণনিন্দা দেবনিন্দা এব (ছান্দোগ্যে শঙ্করভাষ্যং)। মহামতি পোককও বলিয়াগিয়াছেন যে— That Devas were Brahmins, for such is the ordinary acceptions.

দেবীং বাচ মজনয়ন্ত দেবাঃ

তাং বিশ্বরূপাঃ পশবো বদন্তি। ১১—৮৯ সূ—৬ম।

দেবতারা গীর্ব্বাণবাণী সংস্কৃত ভাষার স্রষ্টা। উক্ত সংস্কৃত ভাষা সকল মনুষ্যের কথিত ভাষা ছিল।

সংস্কৃতং স্বর্গিণাং ভাষা

শব্দশাস্ত্রেষু নিশ্চিতা। বাগ্‌ভটালঙ্কার।

দেবতাদিগের ভাষার নাম সংস্কৃত, ইহা শব্দশাস্ত্রে বিবৃত আছে। তাই উহার নাম গীর্ব্বাণবাণী।

সংস্কৃতং দেবতাবাণী,

কথিতা মুনিপুঙ্গবৈঃ। কাব্যচন্দ্রিকা।

সংস্কৃতং নাম দৈবী বাক্

অন্বাখ্যাতা মহর্ষিভিঃ। কাব্যাদর্শ।

"মুনিপুঙ্গবেরা বলিয়াছেন বা ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে সংস্কৃত দেবভাষা।"

যদি একথাই প্রকৃত হয়, আর তোমরা স্বর্গ ও দেবগণকে শূন্যস্থ পারলৌকিক পদার্থও বলিতে চাহ, তাহা হইলে এহেন শূন্যস্থ সংস্কৃত ভাষা কেমন করিয়া ভারতের ভাষা হইল? ইহার বিকারেই বা কেমন করিয়া ভারতের বাঙ্গলা ও মহারাষ্ট্রাদি অষ্টাদশ ভাষা এবং জগতের জেন্দা, পারসী, হিব্রু, কালডিয়ান্, গ্রীক, লাটিন, ফ্রেঞ্চ, জর্ম্মাণ, শাকসন ও ইংরাজী প্রভৃতি ভাষার সৃষ্টি হইল? দেবতারা ভারতে জন্মিয়া ভারতে উদ্ভাবিত সংস্কৃত ভাষা লইয়া স্বর্গে গিয়াছেন, না আমরা স্বর্গের সংস্কৃত ভাষা লইয়া ভারতে আসিয়াছি?

সর্ব্বে স্বরা ইন্দ্রস্য আত্মানঃ,

সর্ব্বে উষ্মাণঃ প্রজাপতেরাত্মানঃ,

সর্ব্বে স্পর্শা মৃত্যোরাত্মানঃ। ১৩২ পৃ—ছান্দোগ্য।

অ আ প্রভৃতি চতুর্দ্দশটী স্বর ইন্দ্র, শ, ষ, স, হ, এই চারিটী উষ্মবর্ণ প্রজাপতি চন্দ্র (চন্দ্রবংশের আদি পুরুষ) এবং ক হইতে য, র, ল, ব পর্য্যন্ত উনত্রিশটি স্পর্শ বর্ণ, মৃত্যু বা শিবকর্ত্তৃক উদ্ভাবিত। তাই এই সকল বর্ণের নাম "দেব-নাগরাক্ষর"।

আমরা ভারতবাসীরা স্বর্গহইতে এই দেবনাগরাক্ষর ভারতে আনিয়াছি। আমরাই লিখিতে পড়িতে শিখিতে ভারতহইতে উত্তরকুরু বা ব্রহ্মলোকে গমন করিতাম, সুতরাং এহেন স্বর্গ, দেবলোক ও দেবতারা পারলৌকিক নহেন। এবং তজ্জন্যই দেবনাগরাক্ষরের উৎপাদক ইন্দ্র, চন্দ্র ও শিবের দেশ আদি স্বর্গ মঙ্গলিয়া আমাদের আদি নিকেতন হইতেছে।

বাগ্ বৈ পরাচী অব্যাকৃতা অবদৎ।
তং দেবা ইন্দ্র মব্রুবন্ ইমং নো
বাচং ব্যাকুরু ইতি। সঃ অব্রবীৎ
বরং বৃণৈ। মহ্যং চৈব এষ বায়বে চ
সহ গৃহ্যাতৌ ইতি। তস্মাৎ ঐন্দ্র
বায়বঃ সহ গৃহ্যতে তামিন্দ্রো
মধ্যতঃ অপক্রম্য ব্যাকরোৎ। তস্মাৎ ইয়ং
ব্যাকৃতা বাক্ উদ্যতে। ইতি বিদ্যারণ্যাচার্য্যঃ।

ভাষার সৃষ্টি হইল বটে, কিন্তু স্বর্গের লোকেরা অনিয়মবদ্ধ ভাষার ব্যবহার করিতেন। তাহাতে দেবগণের প্রার্থনানুসারে ইন্দ্র ব্যাকরণপ্রণয়ন করেন, তদবধি স্বর্গে ব্যাকৃত ভাষা চলিত হয়।

ইন্দ্রের এই ব্যাকণের নামই "ঐন্দ্র"ব্যাকরণ। ঐরূপ চন্দ্রকৃত ব্যাকরণের নাম "চান্দ্র" ও শিব বা মহেশপ্রণীত ব্যাকরণের নাম "মাহেশ" ব্যাকরণ।

যান্যুজ্জহার মাহেশাৎ ব্যাসো ব্যাকরণার্ণবাৎ।
তানি কিং পদরত্নানি সন্তি পাণিনিগোষ্পদে॥ উদ্ভট।

এই মাহেশ ব্যাকরণহইতে ব্যাসদেব শত শত পদরত্নের পরিগ্রহ করেন। পাণিনির প্রথম চতুর্দ্দশটী সূত্র নহে, পরন্তু সমগ্র পাণিনিব্যাকরণই মাহেশ ব্যাকরণের দ্বিতীয় সংস্করণবিশেষ। উক্তঞ্চ—

শঙ্করঃ শাঙ্করীং প্রাদাৎ
দাক্ষীপুত্রায় ধীমতে ॥ শিক্ষা

শিব তাঁহার মাহেশ ব্যাকরণের সমগ্র রীতি দাক্ষীতনয় পাণিনিকে প্রদান করিয়াছিলেন।

ত্রিষষ্টি শ্চতুঃষষ্টি র্বা
বর্ণাঃ শম্ভুমতে স্থিতাঃ।
প্রাকৃতে সংস্কৃতে চাপি
স্বয়ং প্রোক্তাঃ স্বয়ম্ভুবা ॥ শিক্ষা

পাণিনীয়শিক্ষাগ্রন্থে ইহাও লিখিত রহিয়াছে যে, শিবমতে বর্ণের সংখ্যা ৬৩টী বা ৬৪টী। সুরজ্যেষ্ঠ ব্রহ্মাও তাহা বলিয়াছেন।

এখন সকলে ভাবিয়া দেখ, যদি স্বর্গে প্রণীত ঐন্দ্র, চান্দ্র (বৌদ্ধ চন্দ্রগমি প্রণীত চান্দ্র ব্যাকরণ আধুনিক) ও মাহেশ ব্যাকরণের কথা আমরা অবগত থাকি, ও সেই মাহেশ ব্যাকরণ অবলম্বনে ব্যাসদেব ও পাণিনি আপন আপন গ্রন্থ রচিয়া থাকেন, তাহা হইলে যে স্বর্গে উহা প্রণীত, তাহাই জগতের মধ্যে সভ্যতার প্রাচীনতম আদর্শভূমি বটে কি না, এবং

দেবলোকাৎ চ্যুতাঃ সর্ব্বে

ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্যপ্রমাণে উক্ত আদি স্বর্গকেই আদি নিকেতন বা পিতৃলোক (Father Land) বলিয়া স্বীকার করা উচিত কি না? মহামান্য ঋগ্বেদ বলিতেছেন যে—

সূক্তবাক্যং প্রথম মাদিৎ
অগ্নিমাদিৎ হবি রজনয়ন্ত দেবাঃ।
স তেষাং যজ্ঞো অভবৎ তনূপাঃ,
তং দ্যৌর্ব্বেদ তং পৃথিবী তমাপঃ ॥ ৮—৮৮ সূ—১০ম

দেবতারাই সকলের প্রথমে সকলের আদিতে সূক্তবাক্য, অগ্নি ও ঘৃতের সৃজন করেন। দেহরক্ষাকারী সেই অগ্নিই (আগুনই) তাঁহাদের প্রথম উপাস্য দেবতা হয়। সমগ্র স্বর্গবাসী, ভারতবাসী ও অন্তরিক্ষবাসী (অপোগস্থান প্রভৃতিবাসী) লোকেরা সেই অগ্নির কথা জানেন।

ইনোত পৃচ্ছ জনিমা কবীনাং
মনোধৃতঃ সুকৃত স্তক্ষত দ্যাম্। ২—৩৮ সূ—৩ম

হে প্রভো ইন্দ্র! তুমি জিজ্ঞাসা কর কি প্রকারে কবিতার উৎপত্তি হইয়াছে। কবিরা স্বর্গে (দ্যাং দ্যবি), আপন আপন মনহইতে শোভন স্তুতিসকল রচনা করিয়াছেন।

স্বর্গে প্রণীত এই সূক্তবাক্য বা স্তুতিমন্ত্রসমূহের সমবায়সমুত্থ পদার্থের নামই সামবেদ। ব্রহ্মার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মহর্ষি সূর্য্যদেব (সাবর্ণি মনুর পিতা, চণ্ডী দেখ), স্বর্গে মন্ত্রসমাহারদ্বারা সামবেদের দেহপ্রতিষ্ঠা করেন। (সাম আদিত্যাৎ ছান্দোগ্য), তজ্জন্য সামবেদের ব্যাহৃতি বা আহরণস্থান "স্বঃ"। (স্বরিতি সামভ্যঃ—ছান্দোগ্য)। কৃষ্ণ যজুও বলিয়াছেন যে—

দেবলোকো বৈ সাম দেবলোকাদেব
অন্যম্ অন্যং মনুষ্যলোকং প্রত্যবরোহন্তো যন্তি। ৪৭৭পৃ

সামবেদ দেবলোকে প্রণীত, তথাহইতে ভারতবর্ষপ্রভৃতি মনুষ্যলোকে সামবেদ আনীত হইয়াছে। মনুও বলিয়াছেন যে—

সামবেদঃ স্মৃত পিত্র্যঃ। ১২৪—৪ অ

সামবেদ পিতৃলোক আদি স্বর্গে প্রণীত, তাই উহার নাম "পিত্র্যঃ"। (পিতরি ভবঃ পিত্র্যঃ)।

অবশ্য ভাষ্য ও টীকাকারগণ পিতৃকর্ম্মণি সাধুঃ ইতি পিত্র্যঃ, এরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এবং বুলার ও মোক্ষমূলার সাহেবও বলিয়াছেন যে—

"Sam Veda is sacred
to the Manes"

কিন্তু ইহার একটীও প্রকৃত ব্যাখ্যা নহে। সামবেদে শ্রাদ্ধের কোনও প্রসঙ্গই নাই। এবং একখানা বেদই বা বিকারে পারলৌকিক প্রেতলোকে পূজিত হইতে পারে?

ফলতঃ সামবেদ পিতা বা পিতৃলোক আদি স্বর্গে প্রণীত ও সমাহৃত বলিয়াই উহার নাম "পিত্র্য" হইয়া ছিল।

আমাদিগের ভারতবর্ষের অধিকাংশ ব্রাহ্মণই সামবেদী। এখানে সামবেদও নিত্যসুলভ। কেন? আমরা সামবেদী দেবতারা (ব্রাহ্মণেরা) ভারতে

আগমন করাতেই আমাদিগের মুখে মুখে সামশ্রুতি সকল ভারতে আসিয়াছিল। স্বয়ং বিষ্ণুপ্রভৃতি দেবগণ সাম গান করিতে করিতে ভারতে আগমন করেন। উহার বহুকাল পরে আমরা ভারতে ঋক্ ও অথর্ব্ব এবং মাতা মনুর সন্তানেরা তুরুষ্ক, পারস্য ও অপোগস্থানে যজুর্ব্বেদের মন্ত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

সুতরাং সংস্কৃত ভাষা, চান্দ্র, ঐন্দ্র, মাহেশ ব্যাকরণ (যাহা পাণিনিনামে প্রচলিত), দেবনাগরাক্ষর, ও সামবেদের জন্মভূমি আদিস্বর্গ ইলাবৃতবর্ষ বা মঙ্গলিয়াই মানবের আদি জন্মভূমি, পরন্তু জগতের মধ্যে দ্বিতীয় প্রাচীনতম ভূমি ভারতবর্ষ বা মিশরপ্রভৃতি আদি নিকেতন নহে। উক্ত দেবলোকহইতেই আমরা মর্ত্ত্যলোক এই ভারতবর্ষে আসিয়া উপনিবিষ্ট হইয়াছিলাম।

বলিবে "তথাস্তু", কিন্তু উক্ত মঙ্গলিয়া যে জগতের সভ্য, অসভ্য, সর্ব্বজাতীয় মনুষ্যের আদি সূতিকাগার, তাহার প্রমাণ কোথায়? ইহার প্রকৃত প্রমাণ থাকিতে পারে না। কেন না অসভ্য গার, কুকি, আবর, এস্কুইম ও কাফ্রি প্রভৃতি জাতি যখন আদি নিকেতন পরিত্যাগপূর্ব্বক ভিন্ন ভিন্ন সময়ে চারিদিকে যাইয়া ছড়াইয়া পড়ে, তখন নিরক্ষরত্বনিবন্ধন তাঁহারা কোনও প্রমাণ রাখিয়া যান নাই। কিন্তু যখন লক্ষ বৎসরের পুরাতন জগতের সকল সভ্য জাতি অর্থাৎ হিব্রু, খৃষ্টান, মুসলমান, বৌদ্ধ জেন্দ ও হিন্দুদিগের আদি পৈতৃক ধর্ম্মগ্রন্থ বেদ বলিতেছেন যে—

দ্যৌর্নঃ পিতা

এবং মহামতি শঙ্কর ও সায়ণ উহার ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া বলিলেন যে—

পিতরং সর্ব্বস্য জনয়িতৃত্বাৎ পিতৃত্বম্। প্রশ্নোপনিষদ ভাষ্যম্
সর্ব্বম্ একস্মাৎ জাতম্। ঋগ্বেদভাষ্যম্

এবং যখন সমগ্র হিন্দুশাস্ত্রই তারস্বরে বলিলেন যে যক্ষ, রক্ষঃ, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ নাগ (নাগা), দৈত্য, দানব, মানব, ও দেবতারা একমূলজ, যখন মনু ও ব্যাস চীন, কিরাত, (মগ ও ফরাসী, আইরিশ প্রভৃতি), যবন (আরব, জু, মৈশর ও গ্রীক্) শক (শাকসন), কম্বোজ (রোমক), পারদ (পারস্যবাসী), পহ্লব (জেন্দ-ভাষী) দরদ, খশ (খাশিয়া), দ্রবিড় ও পুণ্ড্র-প্রভৃতি জাতি ভারতের ব্রাত্য ক্ষত্রিয়, তখন তোমরা কেন স্বীকার করিবে না যে জগতের সভ্য অসভ্য সকল

জাতীয় নরনারীই একমূলজ এবং তাঁহাদিগের সাধারণ পিতৃভূমি "পৃথস্ত মাতা ইলা" বা ইলাবৃতবর্ষ বা মঙ্গলিয়া ?

যাহা হউক ভারতবাসীরা যে মঙ্গলিয়ার ভূতপূর্ব্ব অধিবাসী, তাহা আমরা বলিলাম ও দেখাইলাম, অতঃপর আমরা অন্যান্য জাতির কথা বলিব।

দেবতারা স্বর্গ বা মঙ্গলিয়া পিতৃলোকহইতে ভারতে আসিয়া "আর্য্য" নাম গ্রহণ করেন। সেই ভারতীয় ও ভারতস্থ আর্য্য জাতির মধ্যে (যেমন এখন হিন্দু ও হিন্দুসন্তান ব্রাহ্মে বিবাদ চলিতেছে। শ্রাদ্ধ, শান্তি, উপাসনা ও পানভোজন লইয়া সংঘর্ষ উপস্থিত হইলে অসুরসেবিদলকে দেবতারা "অসুর" ও দেবসেবিদলকে অসুরেরা "সুর" (সুরাপরিগ্রহাৎ দেবাঃ সুরাখ্যা ইতি নঃ শ্রুতম্ ইতি অমর টীকায়াং রঘুনাথ চক্রবর্ত্তী) বা মাতাল বলিয়া সমাখ্যাত করেন। তাহাতে সংগ্রাম উপস্থিত হইলে বৃত্র, বল ও পণিপ্রভৃতি অসুরেরা পলাইয়া যথাক্রমে পারস্যের উত্তর ভাগ ও তুরুষ্কের দক্ষিণে যাইয়া গৃহ প্রতিষ্ঠা করেন, সুতরাং সমগ্র জেন্দ জাতি (পার্শী ও আফ্রিকার মুরেরা) ভূতপূর্ব্ব ভারতসন্তান, সুতরাং মঙ্গলিয়া তাঁহাদিগেরও পিতৃভূমি। 'জেন্দ' শব্দটীও হিন্দুশব্দের বিকারপ্রভব কি না তাহাও চিন্তনীয়। মদ্‌বিরচিত "পার্শী বা অসুর জাতি" নামক প্রবন্ধ কিংবা মৎ প্রণীত "ভৌমকাণ্ড" দেখ)।

আমরা "যবনজাতির পদার্থনির্ণয়" নামক প্রবন্ধে দেখাইয়াছি যে, ভারতের চন্দ্রবংশীয় তুর্ব্বশুসন্তান যবনেরা ভারতহইতে বর্ম্মায়, বর্ম্মাহইতে পারস্যের দক্ষিণভাগে এবং তথা হইতে মহারজ সগরকর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া তুরুষ্কে যাইয়া "পল্লীস্থান" নামে এক জনপদের প্রতিষ্ঠা করেন। এবং যবন শব্দের বিকারে জোন হইয়া উক্ত যবনজাতিরা তথায় জুজাতি নামে প্রথিত হয়েন। সেই জু জাতির এক ভাগ আরবে, এক ভাগ মিশরে ও মিশর হইতে এক ভাগ গ্রীশদেশে গমন করেন। বর্ম্মার (যাহা এখন চীনের দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত) ইউনানি, পারস্য ও গ্রীশ প্রভৃতির য়ুনানি, আইওনিয়ান ও ইউনানপ্রভৃতি শব্দ উক্ত যবন ও যাবনীন শব্দেরই বিকারসমুত্থ। এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটেনিকাতে গ্রীক্ ও জর্ম্মাণপ্রভৃতি জাতির যে নিদান ও নিরুক্তি দেওয়া হইয়াছে, তাহার মূলে কোনও সত্য ও প্রমাণ বিনিহিত নাই। তৎসমুদায় কল্পনামহাসাগরের ফেন বুদ্বুদ ভিন্ন আর কিছুই নহে।

সুতরাং আরব, তুরুষ্ক, পারস্য, আফ্রিকা ও গ্রীশদেশের লোক সকল ভূতপূর্ব্ব ভারতসন্তান, সুতরাং মঙ্গলিয়া তাঁহাদিগেরও পিতৃভূমি হইতেছে? অনেকে বলিয়া থাকেন, মিশরের পীড়ামিড (পুরীমঠ) ও মৈশর সভ্যতা খৃষ্ট পূর্ব্ব বিংশতি সহস্র বৎসরের। কিন্তু যখন পেলেষ্টাইনের বাইবেলের বয়স ৩৯শত বৎসর ও গ্রীশের বয়স ২৭ শত বৎসর, তখন মৈশর সভ্যতা কি প্রকারে এই উভয় জনপদের সভ্যতার বয়ঃক্রমের মধ্যবর্ত্তী (২১/২ কি তিন হাজার বৎসর) না হইয়া ততোঽধিক হইতে পারে? হায়রোগ্লিফিক্ লিপির পাঠোদ্ধার দশ বার জনে দশ বার রকম করিয়াছেন, সুতরাং উহা সত্য বলিয়া গ্রহীতব্য বটে কিনা তাহা বিচার্য্য। কেহ কেহ বলেন যে—

"The Indians got their Alphabet and Civilisation from the Greeks. No nation was Civilised before the Greeks."

কিন্তু তাঁহারা যদি জগতের প্রকৃত ইতিহাস হিন্দুশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন, তাহা হইলে তাঁহারা এ প্রমাদের উদ্গিরণ করিতেন না। আমাদিগের বর্ণমালা কি শিব, চন্দ্র ও ইন্দ্রকর্ত্তৃক সমুদ্ভাবিত নহে? আমার তৃতীয় পুত্র শ্রীমান্ হেরম্বলাল গুপ্ত গ্রীশের এক হোটেলে যাইয়া জানিল যে হোটেলের অধ্যক্ষের নাম "Peter Nahus," এই নহুষ, বাইবেলের নোওয়া ও আরবির 'নু' কি আমাদিগের তুর্ব্বশুর পিতামহ নহুষের সহিত অভিন্ন নহেন? গ্রীক যবনেরা নহুষের বংশীয় বলিয়াই কি তাঁহার নাম "Sur name" স্বরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন না? সত্যভীরু পোকক কি গ্রীকগণকে ভারতসন্তান বলিয়াই যান নাই? সূর্য্যার্থক সংস্কৃত হেলিস্ (প্রথমান্ত) ও হেলিন্ শব্দ হইতেই কি গ্রীক, হেলাস ও হেলেনিক্ শব্দ ব্যুৎপাদিত নহে?

সগরসন্তাড়িত গ্রীক যবনেরা কেহ কেহ ইটালীতে যাইয়া উপনিবিষ্ট হয়েন। সগরসন্তাড়িত কম্বোজ ক্ষত্রিয়েরাও কেতুমালবর্ষের রোমক পত্তন (আফগানিস্থানস্থ) হইতে ইটালীতে যাইয়া টাইবরতীরে দ্বিতীয় রোমক পত্তনের পত্তন করেন। রুমের বাদশাহার রুম সহরও তাঁহাদিগের দ্বারা প্রতিষ্ঠাপিত। সুতরাং গ্রীক ও রোমজাতিও ভূতপূর্ব্ব ভারতসন্তান এবং তজ্জন্য মঙ্গলিয়া তাঁহাদিগেরও আদি নিকেতন হইতেছে। "বিশ্বা নহুষ্যাণি জাতা" (২—৮৮ সূ—১৮), নহুষসন্তান যবনজাতিদ্বারা পৃথিবীর বহু স্থান পূর্ণ হইয়াছিল।

সগরসন্তাড়িত শকস্নূরা (শকের পুত্রেরা) আপনাদিগের গুরুপুরোহিত লইয়া ককেশশের পাদতলে যাইয়া আশ্রয়গ্রহণ করেন। এবং আর্য্য তাঁহারা তথায় অর্জ্জরম (আর্য্যারাম) নামে জনপদ ও আরমানি (আর্য্যমানব) নামক জাতির সৃষ্টি করিয়া ইউরোপে গমন করেন। এই শকেরা কাশ্যপীন সাগরের পশ্চিম বেলায় যে আবসথ স্থাপন করেন, তাহাই আজি "শিদিয়া" (শকাবসথ) নামের বিষয়ীভূত এবং তাঁহারা তথা হইতে উত্তরপশ্চিমে যাইয়া যে জাতি ও জনপদের সৃষ্টি করেন, তাহারই নাম শাকসন ও শাকসনি। পরে তাঁহাদের সহচর শর্ম্মণেরা হরিয়ূপীয়া বা ইউরোপের মাঝখানে যে জনপদের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, উহার নামই 'শর্ম্মেশিয়া' ও উহার দক্ষিণ পশ্চিমের জনপদের নামই জর্ম্মাণী এবং ভাষার বিকারে শর্ম্মণেরা শেষে জর্ম্মাণ হইয়া যান। কিন্তু এখনও পোলণ্ডে শর্ম্মন্ জাতি বিরাজমান। এই শাকসন ও লো জর্ম্মাণ হইতেই ইংরাজ জাতির সমুদ্ভব, সুতরাং শাকসন, জর্ম্মাণ ও ইংরাজ জাতি ভূতপূর্ব্ব ভারতসন্তান এবং তজ্জন্য মঙ্গলিয়া তাঁহাদিগেরও পিতৃভূমি হইতেছে।

অবশ্য তোমরা শক বা শিদিয়ানগণকে ভারতের বাহিরের অনার্য্যজাতি বলিয়া থাক। কিন্তু আমাদিগের বায়ু ও বিষ্ণুপুরাণ এবং হরিবংশের বর্ণনানুসারে জানা যায় যে, বৈবস্বত মনুর এক পুত্র নরিষ্যন্ত ও নরিষ্যন্তের পুত্রের নাম শক। যাঁহার বংশে জন্মগ্রহণনিবন্ধন মানবদেবতা বুদ্ধদেব "শাক্যসিংহ" নামের বিষয়ীভূত। সুতরাং শকেরা অনার্য্য কি অযোধ্যার মহান্ ক্ষত্রিয়বংশ্য, তাহা সকলে বিচার করিয়া দেখ।

মনু ও মহাভারতের মতে কিরাতগণ ভারতের ব্রাত্যক্ষত্রিয়। নেপালের পূর্ব্বদক্ষিণ কোণে কিরাত রাজ্য অবস্থিত। উক্ত কিরাতেরা পূর্ব্বদিকে যাইয়া বর্ম্মায় মগজাতিতে পরিণত হইয়াছেন, তাই ব্রহ্মরাজ বলিয়াছিলেন যে, "আমি সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয়।" রামায়ণে এই হেমাভ প্রিয়দর্শন কিরাতদিগের কথা বিবৃত আছে। এই ব্রাত্যক্ষত্রিয় কিরাতদিগের আর এক দল বেলুচিস্থানে যাইয়া দ্বিতীয় কিরাতরাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। উহার নাম এখন "খিলাত।" এখান হইতে এক দল কিরাত বা কৈরাতিক ইউরোপে যাইয়া কেলট, কেলটিক্ ও গলজাতির দেহপ্রতিষ্ঠা করেন। বেদের ত্বাতান ঋষির নাম হইতে বিলাতি "Teuton" শব্দ ব্যুৎপাদিত। সমগ্র ইউরোপের ভাষাও সংস্কৃতের বিকারসমুখ,

সুতরাং সমগ্র ইউরোপীয়গণ ভূতপূর্ব্ব ভারতসন্তান এবং তজ্জন্য মঙ্গলিয়া তাঁহাদিগেরও আদি নিকেতন।

তথাকথিত মধ্য এশিয়াহইতে এক দল লোক পশ্চিমে ইউরোপে ও আর একদল লোক ইরাণে যাইয়া উপনিবিষ্ট হয়েন, ইরাণহইতে পরাজিত দল ভারতে প্রবেশ করিয়া হিন্দুজাতিতে পরিণত হইয়াছিলেন। এ কথা পাশ্চাত্যদিগের গ্রন্থে আছে বটে, কিন্তু তাঁহারা তাঁহাদিগের এ উক্তির সমর্থনজন্য কি কি প্রমাণের অবতারণা করিয়াছেন তাহা আমরা অদ্যাপি অবগত নহি, উহা কাহারও শ্রুতিগোচরও হয় নাই।

আফগানিস্থানের আমীর ওমরাহগণ রামের ভ্রাতা ভরতের পুত্র পুষ্কর ও তক্ষের অনন্তরবংশ্য। রামায়ণের উত্তর কাণ্ডের ১০১ সর্গ উহার প্রমাণ। অপিচ জরাসন্ধভয়ে প্রয়াগের সমীপবর্ত্তী প্রতিষ্ঠানবাসী যাদবেরা আফগানিস্থানে গমন করিয়া ভাষার বিকারে প্রতিষ্ঠানহইতে পুস্তন ও পুস্তনহইতে পাঠান নামে প্রখ্যাতি লাভ করেন। সুতরাং আফগানিস্থানের লোকেরাও ভূতপূর্ব্ব ভারতসন্তান। ক্ষত্রিয়কুলধুরন্ধর বাহ্লীকের বংশীয়গণও স্বাধীন তাতারবাসী হইলেও ভারতসন্তান বটেন। সুতরাং মঙ্গলিয়া তাঁহাদিগেরও আদি নিকেতন। পারস্যগত মাতা মনুর সন্তান বরুণের বংশধরগণ ভূতপূর্ব্ব মঙ্গলিয়াবাসী। পারস্য ও আফগানিস্থানহইতে যজুর্ব্বেদী মনুষ্যেরা ভারতে প্রবেশ করেন, সুতরাং তাঁহাদিগেরও পিতৃভূমি আমাদিগের পিতৃভূমি হইতে স্বতন্ত্র হইতে পারে না।

নেপালের প্রাচীন নাম "চীন"। এখান হইতে চীননামক ব্রাত্য ক্ষত্রিয়গণ "জন" রাজ্যে গমন করিলে উহা চীননামে প্রখ্যাতি লাভ করে।

উদঙ্ জাতো হিমবতঃ
স প্রাচ্যাং নীয়সে জনম্। অথর্ব্ববেদ।

এই মন্ত্রানুসারে জানা যায় যে হিমালয়ের পূর্ব্বদিকের দেশের নাম জনলোক ছিল। চীনেরাও ভারতবর্ষকে তাঁহাদিগের পূর্ব্ব নিবাস বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। এখনও চীনে দশমহাবিদ্যার পূজা ও আরতি হয়, এবং আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি যে দুইজন চীনাম্যান জুতা খুলিয়া ঠনঠনিয়ার কালীকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিলেন। এই চীনহইতেই লোক যাইয়া জাপানে উপনিবিষ্ট হইয়াছেন। জাপানের দেবালয়সমূহে যে সাইনবোর্ড ঝুলান আছে, তাহা ত্রিকুটী বাঙ্গলা

অক্ষরে লিখিত। বহু বাঙ্গালী যাইয়া জাপানে গৃহপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন ইহাও জনশ্রুতি নির্দ্দেশ করে। আর কম্বোজ ক্ষত্রিয়গণদ্বারা কাম্বোডিয়া অধ্যুষিত। শ্যাম, মলয় ও বালিদ্বীপ এবং লঙ্কা ও সিংহল প্রভৃতিও ভারতীয় উপনিবেশ ভূমি, সুতরাং ভূতপূর্ব্ব ভারতসন্তান উঁহাদিগের পিতৃভূমিও মঙ্গলিয়া হইতেছে। তিব্বত, তাতারের লোক সকলও মঙ্গলিয়ার ঔপনিবেশিক, সুতরাং মঙ্গলিয়াই আশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকার সমগ্র মানবজাতির আদি নিকেতন ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে।

এখন আমেরিকার অধিবাসীদিগের কথা চিন্তনীয়। দক্ষিণ আমেরিকার মন্দির সকল হিন্দুমন্দিরের ন্যায় তুল্যাকৃতিক, এখনও তথায় "রাম-সীতার" মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। তত্রত্য পেরুদেশ ভারতের পুরুবংশীয়দিগের দ্বারা প্রতিষ্ঠাপিত। তত্রত্য ইঙ্কারা আপনাদিগকে সূর্য্যবংশীয় বলিয়া সংসূচিত করিয়া থাকেন। ভারত বা স্বর্গের দৈত্যরাজ বলির রাজ্য বলিভূমিও (বলিভিয়া) দক্ষিণ আমেরিকায় অবস্থিত।

বলিসদ্ম রসাতলম্। অমর

সুতরাং ভূতপূর্ব্ব ভারতসন্তান উঁহাদিগেরও আদি নিকেতন মঙ্গলিয়া। অতঃপর আমরা দক্ষিণ আমেরিকার অন্যান্য লোক ও উত্তর আমেরিকার প্রাচীন অধিবাসীদিগের বিষয় ভাবিয়া দেখিব। হিন্দুশাস্ত্রে আছে যে সর্পরাজ বাসুকি সকলের নিম্নে থাকিয়া পৃথিবীকে ধারণ করিয়া আছেন। কিন্তু পৌরাণিকেরা ইহার প্রকৃত তাৎপর্য্যাবোধে সমর্থ হইয়াছিলেন না। ফলতঃ যাহাকে এইক্ষণ "পেটাগানিয়া" বলে, উহাই হিন্দুশাস্ত্রের পাতাল বা রসাতল। তথায় কশ্যপাত্মজ কদ্রুনন্দন মহারাজ বাসুকি স্বর্গহইতে যাইয়া বাস করেন। সুতরাং তাঁহার আদি নিকেতনও মঙ্গলিয়াই বটে।

এদিকে আমরা হিন্দুশাস্ত্রে দেখিতে পাই যে দৈত্য, দানব ও নাগগণের বাসস্থান যেমন স্বর্গ, তেমনই পাতালে বা আমেরিকাও বটে, সুতরাং বুঝিতে হইবে যে দেবতারা দৈত্যদানবগণকে স্বর্গভ্রষ্ট করিলে তাঁহারা পাতালে যাইয়া গৃহপ্রতিষ্ঠা করেন। নাগেরা কেন পাতালবাসী হয়েন, তাহা জানা যায় না, বোধ হয় দেবগণের উৎপীড়নে কিংবা স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়াই তাঁহারা স্বর্গ ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়েন। আমরা এই কারণে আমেরিকার রেড ইণ্ডিয়ানদিগকে

দৈত্য ও দানবগণের পরিণতিবিশেষ বলিয়া মনে করি হিন্দুশাস্ত্রে এই সকল কথাও বিবৃত আছে যে—

বসন্তি মেরৌ সুরসিদ্ধসংঘাঃ
ঊর্দ্ধে চ সৰ্ব্বে নরকাঃ সদৈত্যাঃ। ভুবনকোষ।

দেবতা ও সিদ্ধ ঋষিগণ মেরুপর্ব্বতে ও দৈত্যেরা নরকে বাস করিয়া থাকেন।

কিন্তু শাস্ত্রান্তরে দেখা যায় যম পিতৃলোক আদিস্বর্গ ও নরকের রাজা ছিলেন, তাহাতে মনে হয়, নরকের দৈত্যগণ বিতাড়িত হইয়া পাতালে প্রবেশ করিয়াছিলেন। এই নরক মানসসরোবরের উত্তরতীরে অবস্থিত। বায়ু পুরাণ বলিতেছেন যে—

সৰ্ব্বে নাগাস্ত নিষধে শেষবাসুকিতক্ষকাঃ। ৩৪
দৈত্যানাং দানবানাঞ্চ শ্বেতপর্ব্বত উচ্যতে। ৩৫—৪৬ অ

অনন্ত নাগ, বাসুকি ও তক্ষকগণ নিষধবর্ষ বা তাতারে এবং দৈত্য ও দানবগণ শ্বেত পর্ব্বতে বাস করেন। শ্বেত পর্ব্বত কোথায়? ভীষ্মপর্ব্ব বলিতেছেন—

রম্যাৎ পরতরং শ্বেতং বিশ্রুতং তৎ হিরণ্ময়ম্। ৩০—১৪ অ
দেবাসুরাণাং সৰ্ব্বেষাং শ্বেতপর্ব্বত উচ্যতে। ৫২—৬ অ

অর্থাৎ হিরণ্ময়বর্ষ বা তপোলোকে (মধ্য সাইবিরিয়া) দেবতা ও অসুরগণ বাস করেন।

সুতরাং নরক ও নিষধবর্ষ এবং হিরণ্ময়বর্ষে দৈত্যদানবেরা বাস করিতেন, তদ্ভিন্ন সমগ্র স্বর্গভূমিও তাঁহাদিগের দ্বারা অধিকৃত ও অধ্যুষিত হইয়াছিল। তৎপরই তাঁহারা তৎসমুদায় জনপদ হইতে (প্রাণুদস্ত) বিতাড়িত হয়েন। বিতাড়িত হইয়া কোথায় গমন করিয়াছিলেন? পাতালে। পাতাল কোথায়? দক্ষিণ আমেরিকায় বলির নিকেতন রসাতলে ছিল বলিয়া আমরা সমগ্র আমেরিকাকেই পাতাল বলিতে অভিলাষী, কেন না পাতাল সাতটী জনপদে বিভক্ত। যথা—অগ্নিপুরাণম্

অতলং সুতলং চৈব বিতলঞ্চ গভস্তিমৎ।
মহাতলং রসাতলং পাতালং সপ্তমং স্মৃতম্॥

অতল, সুতল, বিতল, গভস্তিমৎ, মহাতল, রসাতল ও পাতাল। যদিও শেষ জনপদ পাতাল নামে বিখ্যাত, তথাপি এই সাতটী জনপদাত্মক মহাদেশ

সাধারণতঃ পাতালনামের বিষয়ীভূত। বায়ু পুরাণ বলিতেছেন যে—

প্রথমে তু তলে খ্যাতম্ অসুরেন্দ্রস্য মন্দিরম্।
নমুচেরিন্দ্রশত্রোর্হি মহানাদস্য চালয়ম্॥ ১৫
কালিয়স্য চ নাগস্য নগরং কলশস্য চ। ১৮
এবং পুরসহস্রাণি নাগদানবরক্ষসাম্। ১৯
দ্বিতীয়েঽপি তলে বিপ্রা দৈত্যেন্দ্রস্য সুরক্ষসঃ। ২০
শঙ্খাখ্যেয়স্য চ পুরং নগরং গোমুখস্য চ। ২১
কদ্রুপুত্রস্য চ পুরং তক্ষকস্য মহাত্মনঃ। ২৩
এবং পুরসহস্রাণি নাগদানবরক্ষসাম্। ২৪
তৃতীয়ে তু তলে খ্যাতং প্রহ্লাদস্য মহাত্মনঃ।
অনুহ্লাদস্য চ পুরং দৈত্যেন্দ্রস্য মহাত্মনঃ॥ ২৫
চতুর্থে দৈত্যসিংহস্য কালনেমের্মহাত্মনঃ। ৩১
নগরং বৈনতেয়স্য চতুর্থেঽস্মিন্ রসাতলে। ৩৩
পঞ্চমে শর্করাভৌমে বহুযোজনবিস্তৃতে।
বিরোচনস্য নগরং দৈত্যসিংহস্য ধীমতঃ॥ ৩৪
ষষ্ঠে তলে দৈত্যপতেঃ কেশরের্নগরোত্তমম্।
সুপর্ব্বণঃ সুলোম্নশ্চঃ নগরং মহিষস্য চ॥ ৩৮
তত্রাস্তে সুরসাপুত্রঃ শতশীর্ষো মুদাযুতঃ।
কশ্যপস্য সুতঃ শ্রীমান্ বাসুকির্নাম নাগরাট্॥ ৩৯
এবং পুরসহস্রাণি নাগদানবরক্ষসাম্॥ ৪০
সপ্তমে তু তলে জ্ঞেয়ং পাতালে সর্ব্বপশ্চিমে।
পুরং বলেঃ প্রমুদিতং নরনারীসমাকুলম্॥ ৪১
মুচুকুন্দস্য দৈত্যস্য তত্র বৈ নগরং মহৎ। ৪২
অনেকৈর্দিতিপুত্রাণাং সমুদীর্ণৈর্মহাপুরৈঃ।
তথৈব নাগনগরৈ ঋদ্ধিমদ্ভিঃ সহস্রশঃ॥ ৪৩
দৈত্যানাং দানবানাঞ্চ সমুদীর্ণৈর্মহাপুরৈঃ॥ ৪৪—৫০ অ

তাহা হইলে জানাগেল যে সমগ্র উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার অধিকাংশ স্থান স্বর্গের দৈত্য, দানব ও নাগেরা যাইয়া অধিকৃত করেন। উত্তর আমেরিকার

নিগ্রোগণ আফ্রিকার ভূতপূর্ব্ব অধিবাসী, ইংরাজ ও অন্যান্য পাশ্চাত্যগণ ইউরোপ-বাসী ছিলেন, সুতরাং রেড ইণ্ডিয়ানেরা দৈত্যদানবাদির পরিণাম ভিন্ন আর কিছুই নহেন।

সুতরাং উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার লোকদিগের আদি নিকেতনও যে মঙ্গলিয়া তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও অন্যান্য দেবতা এবং দৈত্য-দানবেরা মঙ্গলিয়া হইতেই সমগ্র সাইবিরিয়াতে যাইয়া গৃহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, সুতরাং মঙ্গলিয়াই যে জগতের সমগ্র নরনারীর আদি সূতিকাগার তাহাতে সন্দেহ করিবার কোনও হেতুই পরিলক্ষিত হয় না।

অতএব আমরা আশা করি প্রত্যেক চেতস্বান্ অধীয়ান ব্যক্তিই বালটিক বেলা, ইউরোপ, মিশর, পেলেষ্টাইন, টাইগ্রিশ ও ইউফ্রেটিশের অববাহিকা, বেবিলন, মিডিয়া, ইরাণ, বাক্ট্রিয়া আমু বা জারজাক টাস নদীর পুলিন দেশ, ভারতবর্ষ, লঙ্কা (শরণদ্বীপ), বারিণদ্বীপ, আশিয়ার কোনও দক্ষিণ অংশ বা উত্তর-কুরু ও উত্তর কেন্দ্রকে মানবের আদি জন্মভূমি না ভাবিয়া বেদোক্ত পিতা পিতৃভূমি দ্যৌঃ অর্থাৎ মঙ্গলিয়াকেই আদি নিকেতন বলিয়া স্বীকার করিবেন এবং সকলে—

দ্যৌ রাসীৎ পূর্ব্বচিত্তিঃ।
দ্যৌর্নঃ পিতা জনিতা নাভিরত্র।
পিতা এষাং প্রত্নঃ।
সুবর্গোবৈ লোকঃ প্রত্নঃ।
দৈব্যা বৈ এতাবিশো যৎপশবঃ।
দেবলোকাদেব মনুষ্যলোকে প্রতিতিষ্ঠতি।
দেবলোকাৎ চ্যুতাঃ সর্ব্বে।

স্বর্গই পূর্ব্ব নিকেতন, স্বর্গই আমাদিগের পিতৃভূমি ও জন্মস্থান, সকল জগতের মধ্যে উক্ত পিতৃভূমিই প্রাচীনতম, জগতের সকল মনুষ্যই ভূতপূর্ব্ব দেবলোকবাসী। উক্ত দেবলোকহইতেই সকলে চারিদিকে যাইয়া ছড়াইয়া পড়িয়া নানা জাতিতে পরিণত হইয়াছেন, ইহাতে আস্থাপ্রদর্শনপূর্ব্বক মহান্ বেদচতুষ্টয়ের গৌরব সংবর্দ্ধিত করিবেন। এবং বিশ্বাস করিবেন—মঙ্গলিয়াই "মানবের আদি জন্মভূমি"।

পরিশিষ্ট

(ক)

মহামতি তিলক প্রভৃতি যে North Pole বা উত্তরকুরুপ্রভৃতি স্থানকে আদিগেহ্ বলিয়াছেন, উহার কোনও প্রমাণই নাই। বিশেষতঃ রুদ্রগণ ও ব্রহ্মাদি দেবগণের আদিস্বর্গ বা পিতৃগৃহহইতে উত্তরদিকে গমনবৃত্তান্তও উঁহাদিগের উক্তি অবিতথ বলিয়া নির্দ্দেশ করে। ঋগ্‌বেদ ব্রহ্মার উত্তরকুরুকে আদিস্বর্গ পিতৃলোক ও ভারতবর্ষহইতেও নূতন জনপদ বলিয়া সংসূচিত করিয়া থাকেন।

ঋতস্য জিহ্বা পবতে মধু প্রিয়ং
বক্তা পতির্ধিয়ো অস্যা অদাভ্যঃ।
দধাতি পুত্রঃ পিত্রোরপীচ্যম্
নাম তৃতীয় মধিরোচনে দিবঃ॥ ২—৭৫ সূ—৯ম।

তত্র সায়ণঃ—ঋতস্য যজ্ঞস্য জিহ্বা মুখ্যত্বেন জিহ্বাস্থানীয়ঃ সোমঃ প্রিয়ং মধু মধুকরং রসং পবতে ক্ষরতি। বক্তা শব্দকৃৎ যদ্বা স্তোতৃভিঃ ক্রিয়মাণাঃ স্তুতয়ঃ সাধীয়স্য ইতি প্রতিশ্রবণস্য কর্ত্তা অস্যাঃ ধিয়ঃ এতস্য কর্ম্মণঃ পতিঃ পালয়িতা অদাভ্যঃ রক্ষোভিঃ হিংসিতু মশক্যঃ, পুত্রো যজমানঃ পিত্রোঃ মাতাপিত্রোঃ অপীচ্যং অন্তর্হিতং যন্নাম তৌ ন জানীতঃ নামকরণবেলায়াং তস্মাৎ তয়োরপরিজ্ঞায়মানং তৎ তৃতীয়ং নাম দিবোদ্যুলোকস্য রোচনে দীপ্যমানে সোমে অভিষূয়মানে সতি অধিদধাতি অত্যন্তং ধারয়তি। নক্ষত্রব্যাবহারিকনামী প্রভাষ্য সোমযাজীতি তৃতীয়মস্য নাম ইতি ভগবতা বৌধায়নেন উক্তম্।

দত্তজানুবাদ—সোম যজ্ঞের জিহ্বাস্বরূপ, সেই জিহ্বাহইতে অতি চমৎকার মাদকতাশক্তিযুক্ত রস ক্ষরিত হইতেছে। তিনি শব্দ করিতে থাকেন, তিনি এই যজ্ঞানুষ্ঠানের পালনকর্ত্তা, তাঁহাকে কেহ নষ্ট করিতে পারে না। আকাশের ঔজ্জ্বল্যবর্দ্ধনকারী সোমরস প্রস্তুত হইলে পুত্রের এরূপ একটি নূতন নাম উৎপন্ন হয়, যাহা তাঁহার পিতামাতা জানিতেন না।

এই মন্ত্রে "সোম" শব্দ আদবেই নাই। পুত্র ও পিতামাতা কাহাকে বলা হইল, তাহাও ভাষ্যকার ও অনুবাদক খুলিয়া বলিলেন না। সায়ণ যে রোচনে অর্থ "দীপ্যমানে" ও পণ্ডিত আলোকনাথ যে "আকাশ" করিয়াছেন, তাহাও ঠিক হয় নাই। কেন না বহুবেদমন্ত্রে ত্রিভূমি, ত্রিধস্থ, ত্রিনাক ও ত্রিরোচনা শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। উহাদের অর্থ যথাক্রমে আর্য্যাবর্ত্তদক্ষিণাপথপূর্ব্বোপদ্বীপাত্মক ভারতবর্ষ, তুরুষ্কপারস্যাপোগস্থানাত্মক অন্তরিক্ষ বা ভূবর্লোক, তিব্বততাতার মঙ্গলিয়াত্মক স্বর্লোক ও মহর্লোকতপোলোকব্রহ্মলোকাত্মক সমগ্র সাইবিরিয়া। আর "পিত্রোঃ" শব্দটি বেদে সর্ব্বদাই আদি স্বর্গ ও ভারতবর্ষ বুঝাইতে প্রযুক্ত হইয়াছে (দ্যৌঃ পিতা পৃথিবী মাতা), এবং যেরূপ একটি মন্ত্রে (ইলা মকৃণ্বন্ মনুষস্য শাসনীং পিতুর্যৎ পুত্রো মমকস্য জায়তে ১।৩১ সূ। ১ম) মনুষ্যলোক ভারতবর্ষকে ইলা বা আদিস্বর্গ ইলাবৃতবর্ষের পুত্র বলা হইয়াছে, তদ্রূপ এই মন্ত্রেও আদি স্বর্গ ও ভারতবর্ষকে "পিত্রোঃ বলিয়া ত্রিরোচনার কোনও একটি স্থান বা ব্যক্তিকে (দিবঃ রোচনে অধি—দ্যুলোকের রোচনের উপরি) পুত্র বলা হইয়াছে। দেবরাজ যজ্বা জিহ্বার অর্থ বাক্য করিয়াছেন, তাহাও সমীচীন মনে হয় না (নিরুক্ত ৭১ পৃঃ দেখ)। আর "অপীচ্য" শব্দের যে কি ব্যুৎপত্তি ও কেন যে উহার অর্থ "নূতন" বা "অজ্ঞাত" হইল, তাহাও উঁহারা কেহ খুলিয়া বলেন নাই। তাই আমরা উক্ত মন্ত্রের এইরূপ ব্যাখ্যা করিতে বাধ্য হইলাম।

অস্মৎকৃতপ্রকৃতার্থবাহিনী টীকা...দিবঃ দ্যুলোকস্য রোচনে অধি কস্মিংশ্চিৎ জ্ঞানালোকসমুদ্ভাসিতে জনপদে জনপদস্য উপরি অদাভ্যঃ কেনাপি হিংসিতুমশক্যঃ পিত্রোঃ পিতামাতৃস্থানীয়য়োঃ দ্যাবাপৃথিব্যোঃ স্বর্গভারতবর্ষয়োঃ পুত্রঃ পুত্রস্থানীয়ঃ এতয়োঃ পশ্চাৎ উৎপন্নত্বাৎ পুত্রত্বমারোপিতম্। ব্রহ্মলোকঃ (উত্তর কুরবঃ) অপীচ্যম্ অপ্রাচীনং (অপভ্রষ্টঃ শব্দোঽয়ং) নূতনমিতি যাবৎ তৃতীয়ং নাম পরম ব্যোমব্রহ্মলোকসত্যলোকাদিকং দধাতি ধারয়তি। স পুত্রঃ ব্রহ্মলোকো ব্রহ্মা বা ঋতস্য সত্যস্য যজ্ঞস্য বা জিহ্বা উৎপত্তিস্থানং (প্রজাপতিঃ যজ্ঞান্ অসৃজত ইতি তৈঃ সং) স বক্তা যাগযজ্ঞাদীনাং উপদেষ্টা বেদাদীনাঞ্চ ব্যাখ্যাতা প্রিয়ং মধু পবতে মিষ্টভাষয়া মধুরং উপদিশতি। স চ অস্যা ধিয়ঃ সর্ব্বেষাং কর্ম্মণাং পতিঃ অধ্যক্ষঃ। (ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ সংবভূব, বিশ্বস্য কর্ত্তা ভুবনস্য গোপ্তা ইতিস্মরণাৎ)

ব্রহ্মলোক দ্যাবাপৃথিবী বা স্বর্গভারতবর্ষের পরে উৎপন্ন বলিয়া উহাদের পুত্রস্বরূপ। সে পরম ব্যোমাদি যে যে নামে পরিচিত, উহা আধুনিক নাম। ব্রহ্মলোকপতি সুরজ্যেষ্ঠ ব্রহ্মা যাগযজ্ঞের সৃষ্টিকর্ত্তা, মিষ্টভাষী, সুবক্তা ও সকল বিষয়ের অধ্যক্ষস্বরূপ।

তাহা হইলেই জানা গেল ব্রহ্মার উত্তরকুরু, স্বর্গ (মঙ্গলিয়া প্রভৃতি) ও ভারতবর্ষের নিকট আধুনিক স্থান, সুতরাং উহা বা উহার উত্তরে স্থিত North Pole, যাহা মনুষ্যবাসের অযোগ্য, তাহারা কেহই মানবের আদি জন্মভূমি নহে।

দ্যৌঃ পিতা জনিতা ১০—১ সূ—৪ ম

• অর্থাৎ দ্যো বা স্বর্গ পিতৃলোক বা পিতৃভূমি এবং জগতের সকলের জন্মস্থান।

অবশ্য কোষকার অমরাদি দ্যো ও দিব্‌প্রভৃতি শব্দ এক পর্য্যায়ে গ্রহণ করিয়াছেন (দ্যোদিবৌদ্বে কিন্তু পরমার্থতঃ দ্যো আদিস্বর্গ ও দিব্ বা দ্যুলোক সাইবিরিয়া। ব্রহ্মলোক কখনও "দ্যৌঃ" বা "পিতা" বলিয়া কথিত হয় নাই। সুতরাং এই মন্ত্রদ্বারা উত্তরকুরুপ্রভৃতি উদীচ্য ভূমির আদিগেহত্ব নিরাকৃত হইতেছে। তথাহি—

মহী দ্যাবাপৃথিবী জ্যেষ্ঠে। ১—৫৬ সূ—৪ ম

জগতের মধ্যে মহতী আদি স্বর্গভূ ও ভারতভূমি সর্ব্বাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠা, অর্থাৎ প্রাচীনতম। তথাহি—

পূর্ব্বজে পিতরা দ্যাবাপৃথিবী। ২—৫৩ সূ—৭ ম।

স্বর্গ ও ভারতবর্ষ জগতের অন্যান্য সকল জনপদ অপেক্ষা পূর্ব্বে উৎপন্ন, উহারা জগতের সকল নরনারীর পিতা ও মাতা, অর্থাৎ পিতৃভূমি ও মাতৃভূমি।

আদি স্বর্গ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, ইন্দ্রাদি ও বৈবস্বতমনু প্রভৃতি দেবতা এবং দৈত্য দানব ও নাগগণের পিতৃভূমি. এবং পৃথিবী বা ভারতবর্ষ, দক্ষিণ আমেরিকা, আফ্রিকা, ইউরোপ, তুরুষ্ক, পারস্য ও আরববাসী এবং অবরজ ভারতবাসীদিগের মাতৃভূমি। তথাহি—

দেবী দেবস্য রোদসী জনিত্রী। ৮—৯৭ সূ—৭ম

দেবী রোদসী দেবস্য জনত্রী। অর্থাৎ স্বর্গ ও ভারতবর্ষ সমগ্র দেবগণের জন্মভূমি। (দ্যাবাপৃথিবী দেবপুত্রে)।

দেবতা কাহারা? জগতে যাঁহারা "আর্য্য" বলিয়া পরিচিত, তাঁহারাই দেববংশীয় বটেন। সেমেতিকগণ, চীন, জাপান ও বর্ম্মার খাঁদা লোকসকলও এই দেববংশীয়। তবে স্বর্গ বা মঙ্গলিয়া আদি জন্মভূমি ও ভারতভূমি দ্বিতীয় জন্মভূমি। তথাহি—

দ্যাবাপৃথিবী পিতামাতা। ২—৪১ সূ—৫ম

দ্যো বা আদি স্বর্গ মঙ্গলিয়া পিতা বা সকলের পিতৃভূমি এবং পৃথিবী বা ভারতবর্ষ ইউরোপপ্রভৃতি দেশবাসীদিগের মাতৃভূমি।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি পণিনামক অসুরেরা ভারতহইতে বিতাড়িত হইয়া তুরুস্কের দক্ষিণে যাইয়া ফিনিশীয়া জনপদের প্রতিষ্ঠা করেন। আমরা ইহাও বলিয়াছি যে "মূর দেব" বা কতকগুলি শিশ্নদেব অসুর আফ্রিকায় যাইয়াও গৃহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। বেদে যে কোনও অসুর ও পণিরা সাধারণতঃ "মূরদেব" বলিয়া বিবৃত। সুতরাং উত্তর আফ্রিকার মূরেরা ভারত সন্তান ও কার্থেজবাসী ফিনিশীয়ানগণও ভূতপূর্ব্ব ভারতসন্তান। তুরুস্কহইতে পণিরা অনেকে কার্থেজে গমন করিয়াছিলেন। মাননীয় Suckburgh (শাকবর্গ) তাঁহার রোমের ইতিহাসে লিখিতেছেন যে—

"Tradition assigned its foundation to Dido, who fled from her native Tyre after the murder of her husband, with a band of followers who established themselves round the Byrsa, or fortress, which they purchased from the natives. P. 74.

এইরূপ জনশ্রুতি যে দীদোনাম্নী একজন মহিলা তাঁহার স্বামীর হত্যার পর টায়রনগরহইতে (দক্ষিণ তুরুস্কস্থ) আপন দলবলসহ আফ্রিকায় যাইয়া তত্রত্য অধিবাসীদিগের নিকট ভূমি ক্রয় করিয়া বাইর্শা দুর্গের প্রতিষ্ঠা করেন। উহা হইতেই কার্থেজ নগরের ভিত্তিপত্তন হয়।

এই কার্থেজবাসীদিগের সহিত রোমের যে যুদ্ধ হয়, তাহাই ইতিহাসে "Punic war" (পিউনিক যুদ্ধ) বলিয়া প্রসিদ্ধ। কেন এ যুদ্ধের নাম পিউনিক যুদ্ধ হইয়াছিল? শাকবার্গ বলিতেছেন যে—

"The Roman words Pœni and Punicus are corruptions of Phœnix, Phœnician." Foot Note—P. 74

অর্থাৎ রোমাণভাষায় পিনি এবং পিউনিকাস্ শব্দ ফিনিকস্ বা ফিনিশীয়ান্ শব্দের অপভ্রংশ মাত্র। চেম্বারস্ লিখিয়াছেন—

Punic—Pertaining to or like the ancient Carthaginians: Faithless, treacherous, deceitful.

L—Punicus—Pœni,
the Carthaginians.

যে কার্থেজবাসীলোকেরাই পিউনিক্‌সংজ্ঞাভাক্। উহাদিগকে ইউরোপীয়েরা অবিশ্বাসী, বিশ্বাসঘাতক ও প্রতারক বলিয়াও গালি দিয়াছেন। কেন?

যেহেতু উঁহারা ভূতপূর্ব্ব ভারতসন্তান পণিবংশীয় অসুর। বেদের পণিশব্দ (প্রথমতঃ) বিকৃত হইয়াই ফিনিশীয়ান্, ফিনিকস্ ও লাটিন পীনি প্রভৃতি শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। হিন্দুরাও বেদে পণিদিগকে এরূপ ভাষায় গালি দিয়াছেন।* হিন্দুসন্তান রোমানেরাও ভারত হইতে ইউরোপে গমনকালে পণিদের প্রতি উক্ত বিদ্বেষভাব বহন করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। সাহেবেরা ইহা জানিতে পারিলে আর মিশরের প্রাচীনত্ব ও বাল্‌টিক্ বেলার আদিগেহত্বের দাবি করিতেন না।

রোদসী মাতরা। ৫—১৮সূ—৯ম
দ্যাবাপৃথিবী বিশ্বজন্যে। ৩—২৫সূ—৩ম
দ্যাবাপৃথিবী বিশ্বশম্ভুবা। ১—১৬০সূ—১ম

এই মন্ত্র তিনটির দ্বারাও জানা যায় যে জগতের মধ্যে আদিস্বর্গ মঙ্গলিয়া ও ভারতবর্ষই সকলের পিতৃভূমি এবং উৎপত্তিস্থান (সম্ভুবা)। কিন্তু ভারত হইতে আদিস্বর্গ পুরাতন ও তথা হইতেই আমরা ভারতে আসিয়া আর্য্য ও হিন্দুনামে পরিচিত হইয়াছিলাম, সুতরাং আদিস্বর্গ মঙ্গলিয়াই যে মানবের আদি জন্মভূমি, তাহা বেদমন্ত্রদ্বারা সপ্রমাণ ও সমর্থিত হইল।

আমরা এখানে আরও একটী কথা বলিয়া রাখি যে যে প্রকার নহুষসন্তান (নহুষ তুর্ব্বসুর পিতামহ) বলিয়া গ্রীকেরা এখনও Surnameস্থলে নহুষের নাম লইতেছেন, তদ্রূপ যবন বা মুসলমানজাতি সগরশাসনবশতঃ মুণ্ডিত-

* ১। অযজ্বানঃ অব্রতান্ নিবধমঃ রোদস্যোঃ। ৫—৩৩সূ—১ম।
২। জহি অত্রিণং পণিঃ বৃকো হি সঃ। ১৪—৫১সূ—৬ম।
৩। অক্রতূন্ গ্রথিনঃ (গাঁটকাটা) মৃধ্রবাচঃ অশ্রদ্ধান্ পণীন্। ৩—৬সূ—৭ম।

শিরস্ক ও মুক্তকচ্ছ রহিয়াছেন ও তাঁহারা চন্দ্রবংশীয় বলিয়া আপনাদের পতাকায় অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি চিহ্ন ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু আমাদিগের দুর্ভাগ্যবশতঃ মুসলমানেরা প্রকৃততত্ত্ব ভুলিয়া আমাদিগকে পর ভাবিতেছেন।

মঙ্গলিয়ার কোন্ স্থানে আদিমানব বিরাট্ আবির্ভূত হইয়াছিলেন? তাহা কে দেখিয়াছে? "কো দদর্শ প্রথমং জায়মানম্"? কিন্তু বেদ ও পুরাণ মেরু বা আণ্টাইপর্ব্বতের সানুদেশে "বৈরাজভবন" নামে একটী স্থানের নাম নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন—

বিরাজশ্চ বৈ স সর্ব্বেষাং দেবানাং
সর্ব্বাসাং দেবতানাঞ্চ প্রিয়ং ধাম ভবতি।

অথর্ব্ববেদ—১৫শ কাণ্ড। ৩৩১ পৃঃ।

বিরাটের সেই ভবন সকল দেব ও সকল দেবতার প্রিয়তম ধাম, যাহা জগতের সকল নরনারীর আদি জন্মভূমি।

(খ)

আমার গ্রন্থের মুদ্রণ প্রায় সমাপ্ত হইয়া আসিলে আমরা মডার্ণ রিভিউ নামক ইংরাজীপত্রিকায়, সর্ব্বজনসুপরিচিত সুলেখক শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার এম্-এ, বি-এল্ মহাশয়ের লিখিত একটী প্রবন্ধ দেখিতে পাই। কিন্তু উহাতে যাহা যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা বেদাদিশাস্ত্রের বিরুদ্ধ বলিয়া আমাদিগকে উহার প্রতিবাদ করিতে হইল। শ্রদ্ধেয় বিজয় বাবু একত্র বলিতেছেন যে—

"Though that Holy Land has not been definitely identified, the scholars all agree in holding that the original home of man was in some part of Southern Asia."

Modern Review, May, P. 481.

কিন্তু আমাদিগের বেদ কি সে পবিত্র স্থানের সন্ধান করিয়া দেন নাই? বেদ কি দক্ষিণ এশিয়ার কোনও স্থানকে সেই পবিত্র পিতৃভূমি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন? বেদ কি বলেন নাই যে—

দ্যৌ রাসীৎ পূর্ব্বচিত্তিঃ ?

দ্যো বা আদিস্বর্গ মঙ্গলিয়াই আমাদিগের পূর্ব্বনিকেতন? অবশ্য অনুমানসর্ব্বস্ব গুরুদ্বৈপায়নেরা অনেক কথাই বলিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা কি প্রমাণদ্বারা তাঁহাদিগের একটী উক্তিরও সমর্থন করিতে পারিয়াছেন? যদি তাঁহারা সাতাইশ শত বৎসরের গ্রীকদিগের পূর্ব্বকালকে Prehistoric Time বা প্রাগৈতিহাসিক সময় বলিয়া নির্দ্দেশ না করিয়া জগতের আদি মহাপুরাণ প্রকৃত ইতিহাস বেদে নির্ভর করিতেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে এইরূপ লক্ষ্যভ্রষ্ট হইতে হইত না। "এশিয়ার দক্ষিণদিকের কোনও একস্থান আদি পিতৃগেহ" এ কথার মূলে কি কোনও সত্য বিনিহিত আছে? পাশ্চাত্যদিগের এ উক্তির সমর্থন করিতে ত কেহই অঙ্গুলি উত্তোলন করে না। অবশ্য অথর্ব্ববেদ একত্র বলিয়া গিয়াছেন যে—

> যজ্ঞাযজ্ঞিয়স্য চ বৈ স বামদেব্যস্য চ
> যজ্ঞস্য চ যজমানস্য চ পশূনাং চ প্রিয়ং
> ধাম ভবতি তস্য দক্ষিণায়াং দিশি। ৩২১পৃ

তাহার দক্ষিণদিকে যজ্ঞ, অযজ্ঞ, বামদেবীয় যজ্ঞ, যজমান ও পশুদিগের প্রিয়তম ধাম অবস্থিত।

ভাবে বোধ হয় ইহা মানবের আদিজন্মভূমিসম্বন্ধেই উক্ত। কিন্তু কাহার দক্ষিণে তাহা বুঝা গেল না। মন্ত্রান্তরে রহিয়াছে যে—

> বৃহতশ্চ বৈ স রথন্তরস্য চ আদিত্যানাং চ
> বিশ্বেষাং চ দেবানাং প্রিয়ং ধাম ভবতি
> তস্য প্রাচ্যাং দিশি। ৩২০পৃ—৩য় খণ্ড অথর্ব্ববেদ।

সামবেদের বৃহৎ রথন্তরনামক অংশ, অদিতিনন্দন ইন্দ্রাদি দেবগণ ও বিশ্বেদেবগণের (বা অন্যান্য দেবগণের) প্রিয়তম ধাম স্বর্গ, তাহার পূর্ব্বদিকে অবস্থিত।

সুতরাং এই উভয়মন্ত্রে "তস্য" শব্দ যে কাহাকে কাহাকে বুঝাইতে প্রযুক্ত হইয়াছিল, তাহা স্থির না হওয়া পর্য্যন্ত "মানবের আদিজন্মভূমি এশিয়ার দক্ষিণ বা দক্ষিণাংশবিশেষ," তাহা বলা যাইতে পারে না। পরাশর বলিতেছেন যে—

পিতৃণাং স্থানমাকাশং
দক্ষিণা দিক্ তথৈব চ।

আকাশ আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণের আদিস্থান, উহা দক্ষিণদিকে অবস্থিত।

এখানে দুইটী কথা বিচার্য্য। প্রথমতঃ মন্ত্রের 'আকাশ' শব্দ কাহাকে লক্ষ্য করিতেছে এবং উহা কাহার দক্ষিণে অবস্থিত?

বলা বাহুল্য যে এই "আকাশ" অর্থ শূন্য নহে, কেননা, শূন্য অমুকের দক্ষিণে বা উত্তরে, এমন কথা প্রযুক্ত হইতে পারে না। ফলতঃ এই আকাশ শব্দের অর্থ যে মানবের আদিজন্মভূমি আদিস্বর্গ বা মঙ্গলিয়া, তাহা আমরা বৃহদারণ্যক ও ছান্দোগ্যের শ্রুতিদ্বারা সপ্রমাণ করিয়াছি। ইলাবৃতবর্ষ বা মঙ্গলিয়া ভারতের দক্ষিণে নহে? সুতরাং উহা যে সাইবিরিয়া বা ব্রহ্মলোক তপোলোকাদির দক্ষিণে তাহাতে সন্দেহ মাত্রই নাই। আমরা মনে করি যে সেই ব্রহ্মলোকাদি (উত্তর কুরু) বাসী কোনও ঋষি ঐ কথা বলিয়া গিয়াছিলেন, তৎপর পরাশর আপনার গ্রন্থে সেই কথাটী বা সেই মর্ম্মটী গ্রহণ করিয়াছেন মাত্র। অবশ্য রামায়ণ বলিতেছেন যে—

অন্তে পৃথিব্যা দুর্দ্ধর্ষা স্ততঃ স্বর্গজিতঃ স্থিতাঃ।
ততঃ পরং ন বঃ সেব্যঃ পিতৃলোকঃ সুদারুণঃ॥

৪৪—৪১ সর্গ—কিষ্কিন্ধাকাণ্ড।

হে বানরচমূগণ! পৃথিবীর দক্ষিণে স্বর্গজয়কারী দুর্দ্ধর্ষগণ বাস করে, উহারও দক্ষিণে সুদারুণ পিতৃলোক, তোমরা তথায় যাইও না, উহা কিছুতেই তোমাদের গন্তব্য নহে।

কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে এই আধুনিক বাল্মীকি, পরাশরপ্রভৃতি শ্মৃতির ভাব বুঝিতে না পারিয়া এই মিথ্যা বর্ণনা করিয়াছেন। ফলতঃ কি যমালয়, বা কি পিতৃভূমি আদিস্বর্গ, ইহার কিছুই ভারতের বা এশিয়ার দক্ষিণে নহে। পিতৃলোক এমন স্থানে সংস্থিত, যেখানে প্রতিদিন সূর্য্যোদয় হয় না, ছয় মাস অন্তরও নহে, পরন্তু একমাস অন্তর। সুতরাং তাহা ভারতের দক্ষিণে বা এশিয়ার কোনও দক্ষিণাংশেও হইতে পারে না।

শ্রদ্ধেয় বিজয়বাবু মে মাসের মডরণ রিভিউতে ঐ কথাগুলি বলিয়া আগষ্ট মাসের কাগজে বলিয়াছেন যে—

"Pandit Umesh Chandra Gupta Vidyaratna has wrongly interpreted Rigveda, I, 30, 9 and III, 55, 2, to prove that the Aryans came from elsewhere into India. Referènces to the old home do not mean any home out side India (vide the Commentary of Sayana on those Riks)" P. 144.

হাঁ আমি আমার বহু প্রবন্ধেই উক্ত দুই মন্ত্রের ব্যবহার করিয়াছি এবং তদ্দ্বারা প্রমাণ করিতে চাহিয়াছি যে আমরা ভারতের বাহিরের কোনও পুরাতন স্থান (প্রত্নৌকঃ ও পুরাণ্যোঃ সদ্মনোঃ) হইতে ভারতে আসিয়াছি, কিন্তু সেই পুরাতন ওকঃ ও পুরাতন সদ্ম কি, তাহা অন্য বহুমন্ত্রের সহায়তায় (স্ববর্গো বৈ লোকঃ প্রত্নঃ প্রভৃতি) সপ্রমাণ করিয়াছি। শ্রদ্ধেয় বিজয়বাবু সায়ণভাষ্যের পরিপন্থী হইতে দেখিয়া আমাকে ভ্রান্ত মনে করিয়াছেন। কিন্তু আমার ধারণা ও বিশ্বাস ইহাই যে যিনি একতানমনে বেদ অধ্যয়ন করিবেন, তিনিই আমাকে নিরপরাধ বলিয়া স্থির করিবেন। আমাকে বাধ্য হইয়া বহুবার বহুস্থলে উবট, সায়ণ, মহীধর, যাস্ক, শাকপূণি ও শঙ্করপ্রভৃতির ভাষ্যের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করিতে হইয়াছে। কিন্তু তাহাতেও আমি যে 'Wrong' তাহা এ পর্য্যন্ত কেহ বলেন নাই। আমি বহু প্রকাশ্য সভাতে বহু বক্তৃতা করিয়াছি, প্রকাশ্য পত্রিকাসমূহেও ঐ সকল ভাষ্যে দোষ দিয়া এই সকল কথা বলা হইয়াছে, কিন্তু কেহই আমার প্রতিবাদ করেন নাই। তিনি স্থলান্তরে বলিতেছেন যে—

I owe it to the pointing out by Pandit Umesh Chandra Gupta Vidyratna (Vanga bhasa, Vol. II, P. 12) that there is a saying in the Krishna yajur veda to the following effect :—

"পণ্ডিত উমেশচন্দ্র গুপ্ত বিদ্যারত্ন এই নিম্নলিখিত মন্ত্রটী বঙ্গভাষা পত্রিকার ২য় বর্ষের ১২ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত করিয়াছিলেন, আমি ইহা তাহা হইতে গ্রহণ করিলাম।"

প্রাচীনবংশং করোতি দেবমনুষ্যা দিশো ব্যভজন্ত।

প্রাচীং দেবা দক্ষিণাং পিতরঃ প্রতীচীং মনুষ্যা উদীচীং রুদ্রাঃ।

(মডরণ রিভিউতে ইহা ইংরাজী অক্ষরে রোম্যাণকেরেকটারে লিখিত আছে)। তিনি তৎপরেই বলিতেছেন—

Here we get a very old tradition which states that the 'pitarah' or the earliest human ancestors came from the southern directions ; the eastern region, where higher culture being evolved acquaintance was made with gods, was the direction of the gods, and that the modern men, who were mere 'manusyah' came to enjoy the west, while the dreadful Rudras ruled the high and inaccessible north.

That this tradition fully supports my theory, need hardly be pointed out P. 147.

"আমরা এখানে একটী অতি প্রাচীনতম জনশ্রুতি প্রাপ্ত হইতেছি, যাহাতে বিবৃত রহিয়াছে যে পিতরঃ (Pitarah) অথবা আদি মানবজাতির পূর্ব্ব পুরুষগণ দক্ষিণদিক্‌হইতে আগমন করিয়াছিলেন। আর উচ্চশ্রেণীর জীব দেবতারা পূর্ব্বদিকে ও যাঁহারা সাধারণ মনুষ্যসংজ্ঞাভাক্ তাঁহারা পশ্চিমদিকে আগমন করেন, ঐ সময়ে সাহসী রুদ্রগণ দুর্গম উত্তরদিকে আধিপত্য করিতেছিলেন।" "কৃষ্ণযজুর এই কিংবদন্তী আমাদিগের মতেরই সম্পূর্ণ সমর্থন করে।"

আমরা এখানেও শ্রদ্ধেয় বিজয়বাবুর সহিত ঐকমত্য অবলম্বন করিতে পারিলাম না। প্রথমতঃ আমি যে দুইটি মন্ত্রের স্বাধীনভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছি, তিনি তাহাতে দোষারোপ করিয়াছেন। কেন না উহা সায়ণভাষ্যের বিরোধী। (এই গ্রন্থের ১৬৬।২২৬ পৃষ্ঠা দেখ)। কিন্তু পাঠকগণ দেখিবেন উক্ত পৃষ্ঠায় ধৃত সায়ণভাষ্য ও আমার ব্যাখ্যার মধ্যে কোন্‌টী অপেক্ষাকৃত সুসঙ্গত।

আমি কৃষ্ণযজুধৃত মন্ত্রটীর ব্যাখ্যায়ও সায়ণের সম্পূর্ণ বৈপরীত্য অবলম্বন করিয়াছি (১২৭ পৃষ্ঠা দেখ). কেন না ইহার সায়ণভাষ্য ও ভট্টভাস্করভাষ্য অতীব ব্যাহত। ইহা কৃষ্ণযজুর নিজের উক্তিনহে, ইহা কোনও প্রাচীনতম বেদমন্ত্র (অবশ্যই যজুঃ), কৃষ্ণযজুঃ স্বয়ং বেদ নহে, উহা ব্রাহ্মণ বা বেদের প্রথম ব্যাখ্যা পুস্তক (ব্রাহ্মণো বেদস্য ব্যাখ্যানম্)। কৃষ্ণযজু নিজে ইহার যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন. তাহাও প্রমাদভুয়িষ্ঠ। অপিচ ইহা কোনও কিংবদন্তী (tradition)ও নহে, পরন্তু দেবগণের স্বর্গহইতে স্থানান্তরে গমনের (migration) প্রামাণ্য ঐতিহ্য মাত্র।

উহার অর্থ ইহাই যে কোনও সময়ে কোনও কারণে কোনও একস্থান হইতে ইন্দ্রাদি দেবগণ (যাঁহারা কৃতবিদ্য নর) পূর্ব্বদিকে, পিতৃলোক বা আদি স্বর্গবাসী বৈবস্বত মনুপ্রভৃতি দক্ষিণদিকে, মাতা মনুর সন্তান ২য় বরুণ প্রভৃতি মনুষ্যগণ (দেবগণের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা) পশ্চিমদিকে ও রুদ্রবংশীয় দেবগণ উত্তরদিকে গমন করেন।

বাধিতায় মনবে
দেবলোকাৎ চ্যুতাঃ সর্ব্বে

এই প্রমাণ অনুসারে জানা যায় যে তাঁহারা দৈত্যদানবগণদ্বারা স্বর্গভ্রষ্ট হইয়া ঐ সকলদিকে গমন করেন। দক্ষিণদিকে সমাগত বৈবস্বত মনুপ্রভৃতিই অপোগস্থানের (সুরবর্ত্ম) ভিতর দিয়া ভারতে প্রবেশ করিয়াছিলেন।

কিন্তু শ্রদ্ধেয় বিজয়বাবু এখানে "to the south" অর্থ না করিয়া পিতৃদিগের বেলা from the south অর্থ করিয়া অন্যায় করিয়াছেন। পিতৃগণ দক্ষিণদিক্ হইতে কোনও স্থানে (যেমন ভারতবর্ষ প্রভৃতিতে) আগমন করেন নাই। তাঁহারা দেবলোক বা আদি স্বর্গহইতে দক্ষিণদিকে ভারতে আসিয়াছিলেন।

পিতরঃ দক্ষিণাং ব্যভজন্ত

এই কথার অর্থ কি প্রকারে দক্ষিণদিক্ হইতে হইবে? দক্ষিণাং প্রভৃতি পদে কি কর্ম্মবিভক্তি রহিয়াছে নহে? পিতৃলোকবাসিগণ দক্ষিণদিক্‌কে ভজনা করিলেন। অপিচ তিনি যে—

পিতরঃ

পদের অর্থ এখানে মানবজাতির পূর্ব্বপিতামহগণ করিয়াছেন, তাহাও ঠিক হয় নাই। এই "পিতরঃ" পদের অর্থ

পিতৃলোকবাসিনঃ বৈবস্বতমনুশযুপ্রভৃতয়ঃ

"পিতরঃ পূর্ব্বদেবতাঃ" (১৯২—৩ অ)—মনুর এই পিতরঃ পদের অর্থ পূর্ব্বপুরুষগণ। "পিতৃণাং স্থানমাকাশং" এখানেও এই পিতৃণাং পদদ্বারা পিতৃলোকবাসী মন্বাদি বা মানবজাতির পূর্ব্বপুরুষগণ অববোধিত হইতে পারেন। কিন্তু—

দেবানাঞ্চ ঋষীণাঞ্চ
পিতৃণাঞ্চ মহাত্মনাম্ ১২০ অ—আদিপর্ব্ব

মহাভারতের এই পিতৃণাং পদের অর্থ একমাত্র "পিতৃলোক বা আদি স্বর্গবাসী লোকদিগের" এইরূপ অর্থ করিতে হইবে।

অপি চ তিনি যে দেবগণকে "higher culture being" (থিওসফিষ্টগণের ন্যায়) ভাবিয়াছেন, তাহাও প্রকৃত কথা নহে। দেবতা শব্দের অর্থ কৃতবিদ্য নরমাত্র (বিদ্বাংসো বৈ দেবাঃ—শতপথ) আর মনুষ্যেরাও উক্ত দেবগণের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ভিন্ন mere Manusyah ছিলেন না। ফলতঃ "পিতরঃ" বৈবস্বত মন্বাদি ও দেবগণ অদিতিনন্দন এবং মনুষ্যেরা দক্ষকন্যা মাতা মনুর সন্তান মাত্র। আর রুদ্রেরা উত্তরদিকে গেলেন ভিন্ন শাসন করিতেন, এমন কথাও মূলে নাই।

যাহা হউক যখন আদি স্বর্গ দ্যৌঃ আমাদিগের পিতৃলোক বা পিতা বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত রহিয়াছে, তখন বিনা প্রমাণে প্রকৃত প্রমাণে অবহেলা করিয়া মধ্যএশিয়ার পিতৃভূমিকে দক্ষিণ এশিয়ায় লইয়া যাওয়া ঠিক নহে। পিতৃভূমি এক প্রান্তে হইলে ঋষিরা উহাকে 'নাভি' বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন না। এবং জগতের জন্মভূমি পিতৃলোক দক্ষিণে হইলে ঋগ্বেদ বলিতেন না যে—

জনিত্রী আসীনা উর্দ্ধম্। ১২—৩১সূ—৩ম।

সকলের জন্মভূমি পিতৃলোক উর্দ্ধ অর্থাৎ ভারতের উত্তরে সমাসীনা।

যাহা হউক শ্রদ্ধেয় বিজয় বাবু কেবল অনুমানসর্ব্বস্ব সাহেবদিগকে স্কলার না ভাবিয়া ব্যাসবশিষ্ঠবাল্মীকির পূর্ব্বপুরুষগণকেও স্কলার ভাবিলে ভাল হইত।

(গ)

মহামতি ছেজ তাঁহার সাএন্স অব ল্যাঙ্গএজে বলিতেছেন যে—

The dethronement of Sanskrit has a direct bearing on the question of the original home of the Indo-Europians, or rather of those who originally spoke the Indo-Europian dialects,

I must avow my entire conversion to the theory first propounded by Latham and of late years ably defended on anthropological and linguistic grounds by Poesche and Penka that the Aryan race had its first seat, not in Asia, but in the Baltic provinces and northern Germany.

Scince of Language P. XXII.

আমরা মহামতি ছেজের অভিমত পাঠ করিয়া অতীব বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ হইলাম। অধ্যাপক পৈচ্‌কি (Poesche) ও অধ্যাপক পেঙ্কা (Penka) যাহা ইচ্ছা তাহাই বলিতে পারেন, অধ্যাপক লথামও (Latham) তাঁহার স্বাধীন ইচ্ছাকে অব্যাহত রাখিতে নিত্য সমর্থ। কিন্তু যখন সংস্কৃতের বিকারেই জর্ম্মাণ প্রভৃতি ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে, এবং সেই সংস্কৃত ভাষা এখনও ভারতবর্ষেই প্রচরদ্রূপ, এবং যখন পূর্ব্বের জনস্রোতঃ ও জ্ঞানস্রোতঃ পশ্চিমে গিয়াছিল ইহাই পাশ্চাত্যগণের বংশপরম্পরাগত জ্ঞান, তখন মহামতি ছেজের যে কেন এ প্রমাদ ঘটিল, তাহাই চিন্তার বিষয়। বেদ কি স্বর্গ ও ভারতবর্ষকেই জগতের প্রথম ও দ্বিতীয় প্রত্নোকঃ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন নাই? বৈদিকযুগে কি আর্য্যেরা হরিযূপীয়াতে গমন করিয়াছিলেন? যাহা হউক আমরা এই গ্রন্থের ১৮।১৯ পৃষ্ঠায় এ বিষয় যাহা লিখিয়াছি, প্রবীণেরা তাহা পাঠ করিয়া পদার্থনির্ণয় করিবেন।

সমাপ্তোঽয়ং তৃতীয়ভাগঃ প্রত্নতত্ত্ববারিধিঃ ॥

সমাপ্তিশ্লোকাঃ

নত্বা পরব্রহ্মপদারবিন্দং চৈতন্যচন্দ্রং চরিতাবদাতম্।
শ্রীকেশবং বৈদ্যকুল-প্রদীপং বিতন্যতে "মানবজন্মভূমিঃ" ॥ ১
নির্ম্মথ্য বেদাদিকসর্বশাস্ত্রং মতঞ্চ পাশ্চাত্যবিদাং সমীক্ষ্য।
যৎ সারভূতং তদিহৈব যত্নাৎ নিবেশিতং সজ্জনতোষণায় ॥ ২
ন জানে কিং তোষো মনসি নমু তেষাং হি ভবিতা,
রুচিভিন্না লোকে ভবতি ভবভাজামনুদিনম্।
কচিৎ কাচোধত্তে মরকতমণেঃ শোভনপদং
কচিৎ বোচ্চৈর্হেলাং ভজতি ভুবি হা হাটক মপি ॥ ৩

দাতাবদান্যো মহতাং মহীয়ান্ বিদ্যানুরাগী বিদুষাং সহায়ো।
মণীন্দ্রচন্দ্রো ভুবি দেবরাজো মহান্ মহারাজপদস্য ভোক্তা ॥ ৪
যস্যৈব প্রভয়া ভাতি ব্রহ্মপুরান্তবর্ত্তিনী।
কাশীমবাজারাখ্যেয়ং কাশীব নগরী সদা ॥ ৫
তস্য মণীন্দ্রচন্দ্রস্য মহারাজস্য ধীমতঃ।
সাহায্যেন হি গ্রন্থোহয়ং মুদ্রিতোহভূৎ মহামতেঃ ॥ ৬
বৈদ্যশালিবাহনস্য পূতাব্দে শালসংজ্ঞকে।
গ্রহেন্দ্বগ্নীন্দুমে তাবৎ গ্রন্থোহয়মবধিং গতঃ ॥ ৭
শ্রীকালিয়া নগরনাগরচক্রবর্ত্তী তত্ত্বার্থবিৎ বিপুলতন্ত্রপুরাণবেত্তা।
আসীদশেষগুণসাগরসত্যসিন্ধুঃ ঈশানচন্দ্র ইতি বৈদ্যকুলারবিন্দম্ ॥ ৮
কালীচন্দ্রঃ প্রথমজতনয়ঃ কৃষ্ণচন্দ্রো দ্বিতীয়ঃ।
যুগ্মং জাতঃ পুনরহমমুয়োমেশচন্দ্র স্তৃতীয়ঃ।
মাতা গৌরী জগতি গিরিসুতাহস্মাক মস্মৎপুরোজা,
বামাদেবী তদনু মদনুজা মুক্তকেশী বরাকী ॥* ৯
ললামভূতা ললনাকুলানাং সাধ্বী সুধাস্বাদুরুদারচেতাঃ।
শ্রীকামিনী প্রাণসমা প্রিয়াসীৎ তস্যাং বভূবুর্নব পুত্রকন্যাঃ ॥ ১০
শ্রীআশুতোষো রণধীরধীরো, হেরম্বলালো হরিদাসদাশঃ।
লীলাবতীজানিচূণী চ ষষ্ঠঃ শ্রীমন্মনোরঞ্জননামধেয়ঃ ॥ ১১
এতে সুতা হন্ত চতুর্থ এষাং ষষ্ঠশ্চ কালেন নিষূদিতৌ মে।
অন্বর্থনামা কিল ষষ্ঠ আসীৎ, ক্ষীরোদধেরিন্দুরিবৈব সৌম্যঃ ॥ ১২
কুতঃ প্রেতো গচ্ছেৎ ? যদি ভবতি জন্মান্তর মহো
ত্বয়া সাক্ষাৎকারো ন খলু ভবিতা রঞ্জন ! পুনঃ।
তৃণং স্রোতঃক্ষিপ্তং ভবসি যদি সঞ্চালিত উত
স্বকীয়ৈর্বা কার্য্যৈঃ ক্ব পুনরয় মেবাপি ভবিতা ॥ ১৩
সরযুবালা দেবীয়ং জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূর্মম।
আসন্নপ্রসবা তস্যাঃ কন্যকাত্রয়মেব হি ॥ ১৪

* পটুয়াখালিতে স্বামিসকাশে ভ্রূণগর্ভা মৃতা।

সুরমা সুষমাভাণ্ডং বীণাপানিস্ত মধ্যমা।
লাবণ্যবালা তৃতীয়া সর্ব্বা এব সুদর্শনাঃ ॥ ১৫
ভূপেন্দ্রবালা নাম যা মধ্যমা মে স্নুষা বরা।
শ্রীসুধীরকুমারস্ত তস্যাঃ শোভনপুত্রকঃ ॥ ১৬
মাতুশ্ছায়েব তিস্রশ্চ কন্যকা মম জজ্ঞিরে।
প্রসন্নহৃদয়া জ্যেষ্ঠা শর্ম্মিষ্ঠা বরবর্ণিনী ॥ ১৭
শৈবালিনী দ্বিতীয়া চ নম্রতায়া মহোদধিঃ।
কনিষ্ঠা সরযূবালা প্রাণপ্রিয়তমা পরম্ ॥ ১৮
মহীন্দ্রো জামাতা প্রথম ইতি কান্তান্তনলিনী
দ্বিতীয়ো বৈ তাবৎ বিবিধগুণধামপ্রিয়তমৌ।
নগেন্দ্রোঽথ প্রাণপ্রতিম তনুবোধো গুণনিধিঃ
সতাং মার্গস্থা মে নয়নমনআনন্দজনকাঃ ॥ ১৯
শর্ম্মিষ্ঠায়াঃ কুমারাস্তাঃ সুতা হিমাদ্রিমলয়।
শ্রীনর্ম্মদাশ্রীনীলেন্দ্রহিল্লোলা লোভনীয়কাঃ ॥ ২০
কন্যা শকুন্তলাদেবী লাবণ্যজলধাবিব।
প্রফুল্লনলিনী সন্তো রেণুকা কোমলাঽবরা ॥ ২১
শৈবালিন্যাঃ সুতাশ্চৈব কুমারাস্তাঃ প্রিয়ংবদাঃ।
অজিতরঞ্জিত জগজ্জিতঃ কন্যে মনোহরে।
শ্রীকনকলতা প্রীতিলতাসন্নপ্রসোরিমে ॥ ২২
পুত্রঃ কনিষ্ঠকন্যায়াঃ শ্রীমৎকেশবচন্দ্রকঃ।
জ্বলদ্বহ্নি রিবাভাতি সাবিত্রী নর্ম্মদা সুতে ॥ ২৩
সাবিত্রী সদৃশী সাতু সাবিত্রী ভবিতা কিল।
ক্ষুদ্রাপি মহতীং বুদ্ধিং ধত্তে মাতামহীব সা ॥ ২৪
স জয়তি ভুবি বুদ্ধঃ শুদ্ধচেতাঃ সদৈব,
জয়তি জগতি খৃষ্টো ভারতে লব্ধতত্ত্বঃ
সকলজনগণানাং মানসে গৌরচন্দ্রো
লসতি চ সিতচেতাঃ কেশবো বৈদ্যরত্নম্ ॥ ২৫

ওঁ সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম ওঁ।

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

"ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ।
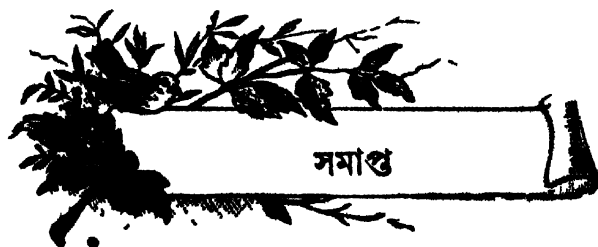
This is to certify that Pandit Umes Chandra Dash Gupta Vidyaratna is an earnest *Vadic* scholar of original views. In his writings on subjects connected with the Vedas he sometimes differs from the views of *Sayana* and Maxmuller, but his conclusions seem to me to deserve the respect of all students of the Vedas. The Pandit is the author of very interesting articles on the Vedas and cognate subjects which are all of them worthy of perusal. Pandit Umes Chandra is at present engaged in writing an exhaustive history of Ballala Sena which in my opinion would prove a very important and valuable addition to our literature. I wish him every success.

Sd. NRISINHA CHANDRA MUKHERJI, M. A.
12-5-03.

This is to certify that Pandit Umesh Chandra Das Gupta Vidyaratna seems to me to be well versed in the Indian antiquities having studied the Vedas and Purans, most critically as is evident from his writings and conversation.

I have read his article entitled "Mata Manu" which appeared in Bangadarsan (Magh, No. 1308. B. Year) and also his article called "Chaturdash Bhuban" which was found in the Bharati dated Falgun 1308. Those papers contain a good deal of original matter shewing considerable research and critical acumen. I have perused them with great interest and am of opinion that the author deserves encouragement at the hands of all lovers of Sanskrit learning and Indian antiquity.

CALCUTTA. Sd -NILMONY MUKHERJEE.
The 11th January, 1904 *Late Principal, Sanskrit College.*

"Pandit Umesh Chandra Vidyaratna has established his reputation as an erudite scholar and a greaceful writer. Of his deep learning in the ancient literature of our land there is no doubt. For his devotion and enthusiasm as a scholar, I respect and admire him. He has written much on Indian Antiquities and his vews are always original. It is but natural that these will raise controversies, but they are highly suggestive and must be given an attentive and

respectful hearing His attempt to give them a parmanent literary form, ought to receive encouragement. The ancient history of our race is obscured in mystery. Pandit Umesh Chandra has made it his life's ambition to throw light on its darkest chapters. The only authority in which he relies is that of our own ancient literature. This ambition is highly commendable: and I shall be happy to see his appeal for help successful.

(Sd) RAMENDRA SUNDAR TRIVEDI,
10th March, 1909. *Principal, Ripon College.*

"Pandit Umesh Chandra Vidyaratna requires little introduction to the public. He is a sound Sanskrit Scholar and has been doing the research work for more than a quarter of a century. The subject of his varied researches is the Vedas and matters allied to them. He now intends to embody the result of his long researches into an Encyclopaedia of Vedic researches called the Pratnatattya Baridhi, which book if completed, will be an excellent collection on the subject. I hope his appeal for help to the literary public will be responded to.

(Sd) KALIPRASANNA BHATTACHARYYA.
MARCH 3. 2909 *Principal, Sanskrit College.*

"I have great pleasure in certifying that Pandit Umesh Chandra Vidyaratna has been known to me for several years past. He is a thorough-going Sanskrit Scholar and has made a special study of the Vedic Literature as is evident from his numerous valuable contributions to our recognised Vernacular Magazines.

(Sd.) SATISH CHANDRA VIDYABHUSANA,
Principal, Sanskrit-College.

"Pandit Umesh Chandra Gupta, Vidyaratna, has been intimately known to me for some years past. As editor of the monthly review, the Upasana, to the pages of which the learned Pandit contributes regularly every month, I have had and still have frequent opportunities of examining his admirable writings closely; and I can

conscientiously say that he is eminently fitted for the great work which he now purposes to give to the public. His erudition is deep and he has made a special study of our ancient Vedic Literature. His judgment is sound and what is more, he has the courage of his convictions. His researches in the field of antiquities are always marked by single-minded devotion and he has the rare gift of being thoroughly untrammelled by traditionary or current views, when these are at variance with what he considers to be the truth His porposed publication, the "Pratna Tatta-Baridhi," will undoubtedly be a monumental work and is sure to throw much light on many a dark mystery of Indian antiquities. I unreservedly commend this book to the public, and hope, for the good name of our country, that the Pandit's pathetic appeal to the nobility and the educated gentry of India for pecuniary help, will be readily and generously responded to.

(Sd) CHANDRA SHEKHAR MOOKERJI, M. A., B L.,
Vakil, Highcourt, Editor—Upasana.

"I highly appreciate the scholarship and the knowledge of the antiquities of India of Pandit Umesh Chandra Gupta, Vidyaratna He has laboured in those fields for many years and has made many original contributions. I have no doubt the volumes he promises to publish will throw new light on many antiquarian problems. *"

(Sd.) SIVANATH SASTRI, M. A.,
Missionary, S. B. Samaj.

I have much pleasure to certify that I have known Pandit Umes Chandra Dash Gupta, Vidyaratna for nearly five years. I have a high opinion of his scholarship in Sanskrit. He is an enthusiastic reader of the Vedas and the Puranas. Some of his ideas are rather peculiar but they contain a core of truth and originality. He is perfectly honest both in his opinions and dealings.

BANKURA,
17-1-3.

(Sd.) A. C. SEN, M. A.
(*District Judge*).

Pundit Umes Chandra Gupta Vidyaratna has been known to me since long. He is a good Sanskrit Scholar and his Vedic researches are vast. His articles in the Bharati and Bangadarsan (two Bengali periodicals have attracted attention. His attainments are of high order. He is now thinking of bringing out a set of books on *Antiquities, Caste, and Hindu Shastras* but his limited means cripple him a good deal.

Encouragement by men of light and leading will be of welcome to him in publishing his books and such help if rendered will be in a cause which is good.

Sd. JNAN SANKAR SEN,
Dy. Collector Calcutta

Babu Omesh Chandra Dash Gupta is a profound scholar, who has made Sanskrit literature the study of a life. He is a rare specimen of the class of erudite Pundits, now nearly extinct, who pursue their studies of Vedas, Upanishads and Smritis for the sake of an earnest search of truth and not for any worldly advantage or pecuniary gain. There are very few men in the whole of India who have studied the four Vedas, and Umesh Babu is one of them. He is a glory of the Vaidyas and should be helped in the publiccation of his works which are master pieces of erudition and research.

(Sd) GANESH CHANDRA DASH GUPTA, M. A, B. L.,
BARISAL, *Government Pleader.*

It would be presumptuous for me to pronounce on original researches and vast erudition of Pandit Umesh Chandra Gupta, Vidyaratna. His scholarship is unparalleled at the present day and often too dazzling for the eyes of the ordinary stereotyped scholars, The work he has undertaken for supporting the cause of the Vaidya Caste, which has been much maligned by unscrupulous and ignorant people, deserves hearty encouragement from every true Vaidya.

(Sd. GANA NATH SEN, M., A, L. M. S.
63, Beadon Street,—CALCUTTA,

Pandit Umesh Chandra Vidyaratna is a learned Sanskrit scholar, whose *forte* is ethonology. His vast erudition, self-sacrificing spirit and capacity for work are unique The Vaidya community should be proud of him, and lend him their hearty support and sympathy for the great work he has undertaken. He is bent to elucidate and clear up certain hazy notions about the Vaidyas in Bengal. His work is, I need hardly say, a labour of love, for which he deserves the thanks of every Vaidya.

Sd) KHAGENDRA NATH RAY,

CALCUTTA *Honorary Presidency Magistrate.*

6, Jagadish Nath Ray's Lane,

The 22nd February, 1909

I have great respect for Pandit Umesh Chandra Vidyaratna's vast learnings, his ability as a writer and his indefatigable industry. It will give me the sincerest pleasure to see his appeal largely responded to by patrons of Sanskrit learning and Bengali literature.

(Sd SITANATH TATTAVABHUSHAN

March 26, 1909, *The Sadharan Brahma-Samaj.*

"Pandit Umesh Chandra Vidyaratna delivered a lecture in Bengali on Tuesday at 5-30. P. M. in the Hall of the Calcutta University Institute. The subject was "Heaven and Hell". Pandit Pramathanath Tarkabhushan was in the chair. Among these present were Mr. Lal Behary Day, Professor Hem Chandra Dash Gupta, Pandit Shivaprasanna Bhattacharji, Mr S. C. Mitter, District Engineer and many others. The lecture was highly interesting and impressive and was appreciated by the large audience".

Statesman, February 24th, 1910.

Calcutta. the 3rd May 1903.

Letter to Hon. Baikanthanath Sen Ray Bahadur.

MY DEAR SIR,

Allow me to introduce to you my friend, Pandit Umesh Chandra Dash Gupta Vidyaratna, the author of Jatitatva-baridhi. His antiquarian researches and Sanskrit scholarship are such as are

possessed by few ; and the Baidyas all ought to feel proud of him. He has written a book on Ballal Sen, but is unable to publish it for want of funds. He is an enthusiast in researches and devotes his time entirely to the prosecution of literary work. He ought to be taken by the hand of every one of us, and helped and countenanced in every possible way.

Yours very sincerely,
(Sd) NARENDRA NATH SEN.

To the Editor, Indian Mirror.

SIR,—Pandit Umesh Chandra Gupta, Vidyaratna, the great Sanskrit and Vedic scholar, read a highly interesting and instructive paper, at the Bangiya Sahitya Parishad at 5 P. M., on 6th February 1910) on Philology from the broad, scientific standpoint pointing out that Sanskrit is the mother or the root source of all the languages extant in the world, though to all appearance, each seems to be distinct, having an origin and antiquity of its own. Perhaps growing wild at first, like the tea in Assam, or the cotton in America, or the various minerals and vegetables are of the earth, till the literary labours of men of genius, poets, philosophers, historians, and linguists who flourish in every country, in due course of time, gave them shape, and form, and brought them to a state of perfection ; for art is but nature working intelligently, and man an intelligent force, and therefore the highest factor (the gods excepted) in his own evolution and the evolution of all around him.

This is exactly the view, taken by philologists and antiquarians of our day on account of the obliterations (passing into latency) for the time being of man's higher and diviner faculties as a necessity of the evolutionary process, circumscribing his "Sight," "Hearing" "Taste", "Touch" and "Intelligence" strictly within material limits, for he is material every part of him, so that even when at his best, he has nearly a half doubting belief in the existence of a First Cause, with an infinite blank between the *Parama Sukshma and Parama Sthula. i. e.*, betwn the purely spiritual plane (*Satyaloka*) and the plane of the last materiality (*Bhuloka*). Hence his fall from a transcendental mode of thinking to one of the

coarsest and most common-place imaginable, not to say, sophistical and light enough. Considering the grandeur of the subject, we intellectual pigmies presume to discuss with the humble resources at our command.

But though it will be throwing words away if one were to maintain that it is the Divine Beings who incarnate themselves at every manifestation or beginning of creation, who give us Language, Art, Science and everything, in short, of which they are the very embodiment and source and whose existence, if we have but the sense to understand, is a scientific necessity (for thoughout the ample range of the universe, nature is finely graduated) and who constitute glorious centres through which the eternal energy acts and expresses itself according to that mysterious law which makes it necessary for all sentient creatures to attend to their young ones for a certain period to give them the start in life, and then leave them to act for themselves and grow and develop by their own unaided efforts.

But, after all. if we were to follow the philologist's own line and mode of reasoning, we could not see the way to agree with him to conclude that Sanskrit as well as Greek, Latin, Hebrew, Arabic, Persian, etc., are sister branches differentiated from a parent language, spoken all over the world, though it is a fact that there was a time in the dim distant past when all the nations of the earth spoke the same language, as is given in the Ramayana, the Bible and other sacred scriptures, and as the philologist has been able to prove to his credit, for in this consideration due regard must be had to the immense disparity of time which divides Sanskrit from the other languages, the oldest of which can boast of an antiquity of only 10 000 years at the utmost ; while the Sanskrit stands ahead of them by many millions of years according to the Hindu chronological time assigned to each of the three "Yugas", Satya, Treta and Dwapara; the Kali having run only 5,000 years may well be left out of account ; and though these vast periods of time may appear to us fabulous they are yet in approximate agreement with the geologists as to the antiquity of the earth, the element of radium alone having taken about tens of thousands of years to develop into

its present state. Under the circumstances, the inference is irresistible that at least Greek, Latin, Hebrew, Arabic Persian, etc. are descended from Sanskrit, and whether Sanskrit, in its turn is derived from some unknown and unknowable source, need not concern us at present and so long as positive evidence as to it is not forthcoming Christian philologists are bound to accept a Heathen origin of the languages of the West.

Then as to concrete examples, cited by the learned lecturer, drawn from names of the countries, and others from the general affinity, close or distant, of words in use among the nations of Asia, Europe, and Africa, or even among the ancient races of America, treating the audience to a series of agreeable surprises, for if one were to look into the old-world maps in our school atlases, one would meet with peculiar names given to countries, all, or almost all, of which are traceable to Sanskrit, and mentioned in the Vedas and the historical epics of India, and other works not known to the world at present, and preserved in the monastic libraries in the Himalayas. The most remarkable illustrations in point are furnished by the names "Europe" which is a corruption of the Vedic term "Hariyupia," "Iran" (Persia) is from Aryyaans, being a rival Empire founded by expelled Asuras, 'Sarmans' and Sakasunus, founded 'Sarmasia' and 'Saxony." "Scythia" is a corruption of 'Sidia' "Phœnesia," of 'Panayas' and 'Assyria' of "Asuriya," Taxiles of "Takshashila;" Kandahar of "Gandhara," whence came "Gandhari" the wife of Dhritarastra, and so on, which go to show that the whole world was once peopled by Sanskrit-speaking races, who gave their names to countries to which they migrated. But what surprised us most was the Pandit's allusion to the case of a Bengali traveller in Austria, who being intensely thirsty asked for drink, first in English, and then in French, and then in German, and yet he was not understood ; he than made a sign, when the host exclaimed "O! "Apa," "Nira" and then gave him a glass of water. Here are two words still in use in distant Austria without having undergone any phonetic change ; and who knows, there many not be so many more which a wide and careful research may not bring to light ?

A very large number of words were then cited by the Pandit, tracing them from a distant Sanskrit source through various and complicated phonetic corruptions with which MaxMuller made us familiar, though his range was narrower than the Pandit's, who is an Indian, and as such possesses an obvious advantage over his predecessor in this particular line of research, in as much as he (the Pandit) brings forward examples from the Chinese, and other far Eastern languages which the German Philologist was unable to do.

Had Pandit Umesh Chandra Gupta, Vidyaratna, been an English scholar as well, and had his lot been cast among the Orientalists of Europe, he would have met with a hearty welcome and been given a place in the galaxy of the learned ; but it is to be regretted that the Pandit is suffering from a sort of boycott in his own country on account of his just opposition to an Anglo-Hindu social movement, conducted by a present-day, influential section of the Bengali Public who are distorting the "*Shastras*" and altering texts to make out their case, to prove themselves to be that which they are not. As a consequence, his name is absent from the literary movements and Conferences held at various times and places in Bengal—a circumstance which may well be compared to Daksha-Yajna which the great Prajapati performed without the presence of Siva !

The 15th February 1910. Yours &c.

X.

Pandit Umesh Chandra Gupta, Vidyaratna, is well-known to the Bengali reading public for his original investigations into the fascinating subject of Vedic literature. His Sanskrit scholarship is indeed of a high order, and his researches into the antiquities of India, aided by his intimate acquaintance with our ancient literature, have been fruitful of excellent results. He is now engaged in embodying the results of his studies in a book to be called "Pratnatattva-varidhi" (or the Ocean of Antiquities). The book, when published, will surely be an acquisition to Bengali literature, and will be remarkable for its bold speculations on the unexplored subject of the civilisation of the ancient Hindus, their religion, philosophy, science and art, supported by an array of convincing

arguments based on original sources. For the preparation of such *a magnum opus*, which will run into three big volumes, the author is in need of money, and he has approached the nobility and gentry of the country to lend him a helping hand, so that with their support, Bengali literature may be the richer with a work characterised by such originality and erudition. I strongly support his appeal for help which I hope will be forthcoming in an adequate measure to enable him to carry out his commendable object.

NORENDRA NATH SEN.

2nd April 1910. *Editor, Indian Mirror.*

I have known Pandit Umesh Chandra Vidyaratna for upwards of twenty-five years and bear great regard for his Sanskrit learning. His project fully deserve encouragement and support from the public.

SASIPADA BANERJI,

21st March 1910. *Baranagar.*

Devalaya—CALCUTTA

শ্রীহরি

শরণং

আমাদের সুপরিচিত পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত পণ্ডিতবর উমেশচন্দ্র গুপ্ত বিদ্যারত্ন মহাশয়ের বিষয়ে আমি অধিক কি বলিব? ইহাঁর সংস্কৃতভাষায় ও বৈদিক শাস্ত্রনিচয়ে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ও বহুদর্শিতা, এদেশের শিক্ষিতগণের কে না জানেন? ইনি যে কার্য্যে প্রবৃত্ত, তাহা সুসম্পন্ন হইলে, বঙ্গসাহিত্য, অভিনব, অমূল্য ও অলৌকিক রত্নভাণ্ডার লাভ করিবে, সন্দেহ নাই। যদি এরূপ মহৎকার্য্যেও ইনি অর্থসাহায্য না পান, তবে দেশের দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে।

কলিকাতা,
পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট,

শ্রীতারাকুমার শর্ম্মা।

বিজ্ঞাপন

অর্থের সংগ্রহ হইলে আমি অবিলম্বেই এই গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদ বাহির করিব। অন্যান্য গ্রন্থও ইংরাজী বাঙ্গলা উভয় ভাষাতে প্রকাশ করিতে চেষ্টা পাইব। প্রথমভাগ প্রত্নতত্ত্ববারিধির মুদ্রণজন্য লাকুটিয়ার প্রসিদ্ধ জমিদার ও প্রখ্যাতনামা সুকবি শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায় চৌধুরী মহাশয়, তদীয় কুটুম্ব কোমলমতি স্নিগ্ধহৃদয় শ্রীযুক্ত পশুপতি শর্ম্মা কবীন্দ্র, শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র গুপ্ত এবং শ্রদ্ধাভাজন উদারমতি এটর্ণী শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মিত্র, এম্, এ, বি-এল, মহাশয় আমাকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া যথাক্রমে ৫০৲, ১০৲, ১৬ ও ১০৲ দান করিয়াছেন, এজন্য তাঁহাদিগের নিকট আজীবন কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ রহিলাম।

এই তৃতীয়ভাগে যে একটী ইংরাজী Preface আছে, তাহা সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব ছাত্র অসেচনকমূর্ত্তি জ্বলৎপ্রতিভ শ্রীমান্ সুরেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার, এম, এ, শাস্ত্রী (রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ স্কলার) অনুবাদ করিয়া দিয়া আমার অশেষ উপকার সাধন করিয়াছেন, এজন্য তাঁহার নিকটেও অতীব কৃতজ্ঞ রহিলাম!

এই পুস্তকের মূল্য ১॥০, উৎকৃষ্ট বাঁধাই ২৲ টাকা। স্কুলের ছাত্রগণের পক্ষে যথাক্রমে ১।০ ও ১৸০। কেহ একত্র ১০ খান পুস্তক লইলে তিনি ২৫৲ টাকা হারে কমিশন পাইবেন। ডাক মাশুল স্বতন্ত্র দেয়।

ঋগ্বেদের সংস্কৃত প্রকৃতার্থবাহিনী টীকা পতাকা পত্রিকায় বাহির করিতেছিলাম। এইক্ষণ উহা নাগরাক্ষরে গ্রন্থাকারে বাহির করিব। উহাতে সায়ণ ও মুদ্গল ভাষ্যও যোজিত করিয়া দিব, তদ্ভিন্ন সংস্কৃত বাঙ্গলা অনুবাদও থাকিবে।

কালমাহাত্ম্যে বল্লালসেনপ্রভৃতি রাজগণের জাতিটা প্রহেলিকায় পরিণত হইতে চলিয়াছে। বাসনা যে বল্লালমোহমুদ্গরের দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির করিয়া উক্ত প্রহেলিকার সারোদ্ধার করিব। অর্থসংগ্রহ হইলে বৈদ্যগ্রন্থকারদিগেরও সচিত্র জীবনী বাহির করিব। আশা করি ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, নবশাখ ও বৈদ্য-মহাশয়গণ জীবনীর বস্তুসংগ্রহ করিয়া দিয়া আমাকে উপকৃত করিবেন। বস্তুসমাহর্ত্তারা বিনা মূল্যে ৩ খানি করিয়া গ্রন্থ পাইবেন। বৈদ্যমাহিষ্যমোহমুদ্গর যন্ত্রস্থ।

৪৫।৫, শিমলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা,

সারস্বতগেহ।

শ্রীউমেশচন্দ্রদাশশর্ম্মা।